

আল-আদাবুল মুফতাদ

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম বুখারি রাহিমাহল্লাহ

তাৎক্ষিক

শাইখ নাসিরদীন আলবানি রাহিমাহল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

মুফতি ও মুশরিফ : উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণা বিভাগ
জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলুম, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

আল-আদাবুল মুফরাদ [প্রথম খণ্ড]

মূল: ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ

অনুবাদ: সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশক: মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ: সিদ্দিক মামুন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

islamicboighor.com

islamiboi.net

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

দুই খণ্ড একত্রে: ১১০০/-

অপণ

শাইখ আজ্জামা মাহমুদুল হাসান জামশেদ দা. বা.

শাইখ মাওলানা আকতুল মালেক দা. বা.

(

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম হাবিব
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং
সাহাবাগণের উপর।

মানব জীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ
গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও সুসভ্য জাতি
গঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে নববিতে।
আহার-পানীয় গ্রহণে, অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে, সালাম আদান-প্রদানে,
অনুমতি গ্রহণে, উঠা-বসা, কথা বলা, দুআ-মুনাজাত, আনন্দ ও শোক প্রকাশ
প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ কিরূপ হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।
কোনো মুসলিম কাঙ্ক্ষিত মানের ও সুসভ্য মানুষরূপে গড়ে উঠবে এবং নিজেকে
অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করতে সক্ষম হবে তখনই, যখন
ইসলামি শিষ্টাচারের সুষমাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পার্থিব জীবনের
সকল দিক ও বিভাগে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তাই মানব জীবনে শিষ্টাচার অতি
গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আদব-আখলাক এবং আচার-আচরণের ও
দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিক-নির্দেশনা
দিয়ে গেছেন। আজ আমরা নববি আদর্শ ও তাঁর দিক-নির্দেশনা ভুলে গিয়েছি।
ফলে আমরা এবং আমাদের প্রজন্ম নববি পথ থেকে ছিটকে পড়ে পশ্চিমাদের
আচরণে নিমজ্জিত হচ্ছি। তাই তো আমাদের জীবন হয়ে যাচ্ছে অঙ্ককারাচ্ছন্ন ও
অভিশপ্ত।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আদব-আখলাক, আচরণ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে ইমাম
বুখারি রাহিমাল্লাহু রচনা করেছেন—“আল-আদাবুল মুফরাদ” নামক একটি বিখ্যাত
গ্রন্থ। কালজয়ী এই গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় কৃপান্তরিত হয়েছে।
তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাভাষীদের জন্য
এই মূল্যবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ শেষ করতে পেরেছি। মূল আরবি বইটি এক
খণ্ডে প্রকাশিত হলেও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম
খণ্ড আমি (সাইফুল্লাহু আল মাহমুদ) অনুবাদ করেছি এবং দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ
করেছেন শ্রদ্ধেয় আশ্মার মাহমুদ ভাই। প্রথমতঃ এই বইটি আমি আমার জন্যই
অনুবাদ করেছি বলে মনে করি, আমার আদব-আখলাক যেন নববি আখলাকের
মত হয়ে যায়; সে কারণে বলতে পারি—আমিই প্রথম এর উপকার হাসিলকারী ও

প্রথম পাঠক। আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করছি—আল্লাহ তাআলা যেন এ বইটির মাধ্যমে আমাদের আচরণ নববি আচরণের মত করে দেন। আমিন।

অনুদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি:

১. বারাকাহের জন্য হাদিসের মূল আরবিপাঠকে পূর্ণ সনদসহকারে উল্লেখ করেছি, আর অনুবাদের ক্ষেত্রে উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষেক্ষণে জনের নামটিই রেখেছি। যাতে অনুবাদে দীর্ঘ সনদ পাঠে পাঠক ক্লান্ত না হয়ে পড়ে।

২. সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম বুখারি রাহিমাত্তলাত্তুর জীবনী যুক্ত করে দিয়েছি।

৩. গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি নুস্খা থেকে সহায়তা নিয়েছি:

ক. শাইখ নাসিরদীন আলবানি রাহিমাত্তলাত্তু-এর তাহকিককৃত দারু ইবনুল জাওয়ি-কাহেরা থেকে প্রকাশিত নুস্খাকে সামনে রেখে অনুবাদ করেছি।

খ. শাইখ ফুআদ আবদুল বাকি-এর তাহকিককৃত দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়া-বৈরুত থেকে প্রকাশিত নুস্খা, যেটি মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যায়। এখান থেকে হাদিসের আরবিপাঠের সাহায্য নিয়েছি।

গ. শাইখ সুমাইর ইবনু আমিন তালিককৃত নুস্খা, যেটি দারু ইবনু হায়ম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখান থেকে তাখরিজের সহযোগীতা নিয়েছি।

ঘ. শাইখ আলবানি রাহিমাত্তলাত্তু-এর তাহকিককৃত দারুস সিদ্দিক থেকে প্রকাশিত নুস্খাকেও সামনে রেখেছি।

তাহকিক ও তাখরিজ

আমরা প্রতিটি হাদিসের তাহকিক ও তাখরিজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে শাইখ আলবানি রাহিমাত্তলাত্তু-এর তাহকিককৃত নুস্খাগুলোকে সামনে রাখার সাথে সাথে আদাবুল মুফরাদের যেসব হাদিস শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাত্তলাত্তু-এর তাহকিককৃত মুসনাদে আহমাদ এবং সিহাহ সিত্তায় পাওয়া যায়, সেগুলোকেও সামনে রেখেছি। (কারণ, শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাত্তলাত্তু পৃথকভাবে আদাবুল মুফরাদের কোনো তাহকিক করেননি।) বিশেষতঃ শাইখ আলবানি রাহিমাত্তলাত্তু যে হাদিসগুলোকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলোকে শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাত্তলাত্তু-এর তাহকিকের সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষণ করেছি।

হাদিসের কিছু পরিভাষা

উল্লমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সুস্থ ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বোঝা মুশকিল। তারপরেও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি পরিভাষা পাঠক-সমীপে পেশ করছি—যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. **সনদ** : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. **মতন** : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

৩. **মারফু** : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. **মাওকুফ** : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র উৎর্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

৫. **মাকতু** : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. **সহিহ** : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও যাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষক্রটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. **হাসান** : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর যাবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. **যয়িফ** : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যয়িফ হাদিস বলে।

৯. **যয়িফ জিদান** : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে যয়িফ জিদান বলা হয়।

১০. **মুনকার** : দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

আদাবুল মুফরাদ-১

১১. মুবহাম : যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি তাকে মুবহাম বলে।

১২. মু'দাল : সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে তাকে মু'দাল বলে।

১৩. মুদাল্লাস : যে হাদিসের রাবি নিজের প্রাকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন, এরূপ হাদিসকে মুদাল্লাস হাদিস এবং একপ করাকে 'তাদলিস' আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলা হয়।

১৪. মুরসাল : যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৫. মুনকাতি : যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে তাই মুনকাতি।

১৬. মাওয়ু : যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওয়ু হাদিস বলে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন।
প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলক্ষ্য করার তাওফিক দান করুন।

সবশেষে বলব, বইটি ক্রটিমুক্ত রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহ পূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইনশা আল্লাহ!

বিনীত

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

২২-০৮-২০২১ইং

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও অজস্র নিয়ামাহ দান করেছেন। ছোট-থেকে ছোট সবকিছুতেই তাঁর করুণা নিহিত রয়েছে। দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যিনি গোটা জীবনকে ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন। শান্তি বর্ষিত হোক সালাফ ও খালাফ এবং সকল মুমিনের উপর।

মানুষ সামাজিক জীব। সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জাতি হচ্ছে মানুষ। মানুষ সত্যিকার অর্থেই মানুষ কিনা সে পরিচয়টা ভর করে তার আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। সৎ চরিত্র, আখলাকে হাসানাহ, নববি আচরণ মানবজীবনের সবচে' বড় সম্পদ। চলনে-বলনে যদি কেউ নববি আদর্শ মেনে চলতে পারে, তাহলে সে হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যার কোনো তুলনা হয় না।

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার, সুন্দরভাবে কথা বলা, গালি না দেওয়া, দান করা, পরহিতেষী হওয়া, সবর, সততা, স্পষ্টভাষী, শান্তভাব, লজ্জাশীলতা, বীরত্ব, বিনয়ী হওয়া, ধীরস্ত্রিতা, দৃঢ়তা, ন্যায়বিচার, হেকমত বা কৌশল কিংবা বিজ্ঞতা, অপরের প্রতি সুধারণা পোষণ, অন্যকে সহযোগিতা করা, অপরের প্রতি সহনশীল হওয়া, সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা, সমবেদনাবোধ জাগ্রত রাখা, পরিমিত রসিকতা করা, মহত্বতা প্রদর্শন, ভদ্রতা, ভাবগান্ধীর্য, মহানুভবতা, ওয়াদা পূরণ, উচ্চাকাঞ্চা, কর্মোদ্যম, অল্লেতুষ্টি, ইহসান বা দয়া প্রদর্শন, আমানতদারিতা বজায় রাখা, জবানের হেফায়ত করা, তাওবা বা ভুল হলে তা থেকে ফিরে আসা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, ক্ষমা করা, দুআ-মুনাজাত ইত্যাদি সবই আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র ও নববি বৈশিষ্ট্য।

নববি ভাববোধ মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুগন্ধি ছড়ায়, অন্ধকারকে আলোকিত করে, অসুন্দরকে সুন্দর করে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের আখলাককে নববি আদর্শে আদর্শিত করে তোলা। নববি আদর্শ এবং উত্তম আখলাক ও চরিত্রের অন্যান্য বিবিধ বিষয় নিয়ে চমৎকার একটি গ্রন্থনা হচ্ছে—“আল-আদাবুল মুফরাদ”।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহু এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহুর এই কিতাবটি বিশ্বের সব জায়গাতেই সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আদাবুল মুফরাদ-১

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এই বইটি অনুদিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বইটি অনুবাদ করে আপনার করকমলে পরিবেশন করলাম।

বইটি অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রিয় উস্তায সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ ও মাওলানা আম্বার মাহমুদ ভাই। পাশাপাশি তারা নিপুণ হাতে প্রতিটি হাদিসের তাত্ত্বিক ও তাখরিজ করেছেন। হাদিসের মানের ক্ষেত্রে হাদিস শাস্ত্রের কঠিন কাজগুলো এই দুই শাইখ করেছেন। প্রয়োজনে কোথাও কোথাও নোট এবং টিকা যুক্ত করে বইটি আরো চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আমি আশাবাদি, প্রত্যেকটি আদর্শ পরিবারের তালিম-তারবিয়াতের জন্য বইটি বেশ উপকারী হবে ইনশা আল্লাহ। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ‘পথিক প্রকাশন’ থেকে। আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জায়া খায়ের দান করুন। আমিন।

প্রিয় পাঠক, হাদিসের এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত। বইটি নির্ভুল রাখতে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, তবুও যদি কোথাও ভুল-ভাস্তি কিংবা কোনো অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। আমরা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নেক বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
১৫-১০-২১ ইং

ইমাম বুখারি রাহিমাত্ল্লাহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বৎস

ইমাম বুখারি রাহিমাত্ল্লাহু হচ্ছেন সমকালীন মুহাদ্দিসদের ইমাম হাফেয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইবরাহিম ইবনু মুগিরা ইবনু বারদিয়বাহ আলজু'ফী। তাঁকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিসও বলা হয়। ১৯৪ হিজরি সালের ১৩ই শাওয়াল জুমআর নামাজের পর খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর বুখারা (বর্তমান উজবেকিস্তান) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব কাল ও জ্ঞান অর্জন

শিশুকালেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। দশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে তিনি জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। অল্ল বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনুল কারিম মুখস্ত করেন। শৈশবকালে মক্কার লেখাপড়া করার সময়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে হাদিস মুখস্ত ও তা সংরক্ষণ করার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি ১৬ বছর বয়সেই হাদিসের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর পাঠ সমাপ্ত করেন।

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছোটবেলায় অঙ্ক হয়ে গিয়েছিলেন। এতে তাঁর মাতা আল্লাহর কাছে খুব ক্রন্দন করেন এবং স্বীয় সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফেরত দেয়ার জন্য তাঁর কাছে অবিরাম দুআ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক দিন তাঁর মা স্বপ্নে দেখলেন যে, নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন—ওহে, তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফেরত চেয়ে আল্লাহর দরবারে তোমার ক্রন্দনের কারণে তিনি তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি প্রকৃত ঘটনা যাচাই করার জন্য স্বীয় সন্তানের কাছে গিয়ে দেখেন সত্যিই তাঁর সন্তান সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফেরত পেয়েছে।

ইমাম বুখারির স্মরণশক্তির প্রথরতা

১৮ বছর বয়সে তিনি পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য মকায় গমন করেন। মকায় অবস্থান করে তিনি ইলমে হাদিসের চর্চা শুরু করেন। অতঃপর তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করেন এবং এক হাজারেরও অধিক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন।

জ্ঞান অর্জনের জন্য সারারাত জেগে তিনি কঠিন পরিশ্রম করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বলা হয় যে, তিনি সনদসহ ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেয় ছিলেন। আলেমগণ তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যেকোনো কিতাবে একবার দৃষ্টি দিয়েই তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। তাঁর জীবনীতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন বসরার মুহাদ্দিসদের হাদিসের দরসে উপস্থিত হতেন, তখন অন্যান্য ছাত্রগণ খাতা-কলম নিয়ে বসে উস্তাদের নিকট থেকে হাদিস শুনতেন এবং প্রতিটি হাদিসই লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম বুখারি রাহিমাহল্লাহু তা করতেন না। কয়েক দিন পর তাঁর সাথীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শুধু আমাদের সাথে বসে থাকেন কেন? হাদিসগুলো না লিখার কারণই বা কি? এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ কি? সাথীরা যখন এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকলো তখন ১৬ দিন পর তিনি বললেন, আপনারা আমার নিকট বারবার একই প্রশ্ন করছেন। তবে আপনারা যে সমস্ত হাদিস লিখেছেন তা আমাকে পড়ে শুনান। বন্ধুরা তা দেখানোর পর তিনি সমস্ত হাদিস মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন এবং আরও অতিরিক্ত পনের হাজার হাদিস শুনালেন। অতঃপর তাঁর সাথীগণ তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবের হাদিসগুলো ইমাম বুখারির মুখস্থ হাদিসের সাথে মিলিয়ে ভুল-ভাস্তি ঠিক করে নিলেন। অতঃপর তিনি বন্ধুদেরকে লক্ষ করে বললেন, এরপরও কি তোমরা বলবে যে, আমি এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি? সে দিন থেকেই হাদিস শাস্ত্রে তারা ইমাম বুখারিকে প্রাধান্য দেয়া শুরু করলেন।

ইবনু খুয়ায়মা রাহিমাহল্লাহু বলেন, পৃথিবীতে ইমাম বুখারি অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ এবং হাদিসের হাফেয় আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি।

কেউ কেউ বলেন—খোরাসানের জমিনে ইমাম বুখারির মত আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

হাদিস সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ

হাদিস সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারি রাহিমাহল্লাহু অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। সে সময় যে সমস্ত দেশে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ বসবাস করতেন, তার প্রায় সবগুলোতেই তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন। খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও তিনি যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে মক্কা, মদিনা, ইরাক, হিজায়, সিরিয়া, মিশর এবং আরও অনেক শহর।

ইমাম বুখারির উন্নাদ ও ছাত্রগণ

ইমাম বুখারি রাহিমাত্তলাহু থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিস সহিহ বুখারি বর্ণনা করেছেন। খতিব বাগদাদি রাহিমাত্তলাহু বুখারির অন্যতম রাবি ফিরাবরি থেকে বর্ণনা করে বলেন—তার সাথে প্রায় সত্ত্বর হাজার লোক ইমাম বুখারি থেকে সরাসরি সহিহ বুখারি পড়েছেন। তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ বর্তমানে জীবিত নেই। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিয়ি, ইমাম নাসাই। তিনি যাদের কাছে হাদিস শুনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই এবং আরও অনেকেই। তিনি আটবার বাগদাদে আগমন করেছেন। প্রতিবারই তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বলের সাথে দেখা করেছেন। প্রত্যেক সাক্ষাতের সময়ই ইমাম আহমাদ ইবনু হাস্বল রাহিমাত্তলাহু তাঁকে খোরাসান ছেড়ে দিয়ে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

ইমাম বুখারির দানশীলতা ও উদারতা

ইমাম বুখারি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবু হাতিম বলেন—ইমাম বুখারির এক খণ্ড জমিন ছিল, এ থেকে তিনি প্রতি বছর সাত লক্ষ দিরহাম ভাড়া পেতেন। এই বিশাল অর্থ থেকে তিনি খুব সামান্যই নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করতেন। তিনি খুব সীমিত খাদ্য গ্রহণ করতেন। বেশীর ভাগ সময়েই খাদ্য হিসেবে শসা, তরমুজ ও সবজি গ্রহণ করতেন। সামান্য খরচের পর যে বিশাল অর্থ অবশিষ্ট থাকতো তার পুরোটাই ইলম অর্জনের পথে খরচ করতেন এবং অভাবীদের অভাব পূরণে ব্যয় করতেন। তিনি সব সময় দিনার ও দিরহামের একটি থলে সাথে রাখতেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে যারা অভাবী ছিলেন, তাদেরকেও তিনি প্রচুর পরিমাণ দান করতেন।

ইমাম বুখারির শেষ জীবন ও কঠিন পরীক্ষা

ইমাম বুখারির শেষ জীবন খুব সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হয়নি। বুখারার তৎকালীন আমিরের সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে— যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসাবে যখন ইমাম বুখারির সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বুখারার আমির স্বীয় সন্তানদেরকে সহিহ বুখারি পড়ানোর জন্য ইমামের কাছে প্রস্তাব করলেন। আমির আরও প্রস্তাব করলেন যে, তার সন্তানদের পড়ানোর জন্য ইমাম বুখারিকে রাজদরবারে আসতে হবে। কারণ, সাধারণ জনগণের সাথে মসজিদে বসে আমিরের ছেলেদের পক্ষে সহিহ বুখারি পড়া সন্তুষ্ট নয়।

ইমাম বুখারি তাঁর মসজিদ ও সাধারণ লোকদেরকে ছেড়ে দিয়ে রাজদরবারে গিয়ে আলাদাভাবে আমিরের ছেলেদেরকে বুখারি পড়ানোতে ইলমে হাদিসের জন্য বিরাট অবমাননাকর ভেবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, আমি কখনও হাদিসের ইলমকে হেয় প্রতিপন্থ করতে পারবো না, আর না পারবো এই মহান রত্নকে আমির-উমারাদের দারস্ত করতো। আমির যদি সত্যিকার অর্থে ইলমে হাদিসের প্রতি অনুরাগী হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যেন তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে আমার মসজিদে উপস্থিত হন।

এতে আমির ইমামের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করলেন এবং ইমামের বিরুদ্ধে কৃৎসা রটানোর জন্য দুনিয়াপুঁজারী কিছু আলেম ঠিক করলেন। আমিরের আদেশ এবং ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে তিনি জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করে নিশাপুরে চলে যান। নিশাপুরেও অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটলে পরিশেষে তিনি সমরকন্দের খরতঙ্গ নামক স্থানে চলে যান। বুখারা থেকে বের হওয়ার সময় ইমাম বুখারি রাহিমাত্তল্লাহ আল্লাহর কাছে এই দুআ করেন—‘হে আমার রব, সে আমাকে যেভাবে অপমান করে বের করে দিলো তুমিও তাকে অনুরূপ লাঞ্ছিত করো।’ এক মাস পার হওয়ার পূর্বেই খোরাসানের আমির খালেদ ইবনু আহমাদের বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে ক্ষমতা ছাড়া করলো। পরবর্তীতে বাগদাদের জেলে থাকা অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়, যারাই ইমাম বুখারির বিরুদ্ধে আমিরের সহযোগীতা করেছে, তারাই পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হয়েছে।

ইমাম বুখারি সম্পর্কে আলেমদের কিছু অভিভাবক

- ১। ইমাম আবু নুআইম আহমাদ ইবনু হাম্মাদ রাহিমাত্তল্লাহ বলেন—ইমাম বুখারি হচ্ছেন এই উন্মত্তের ফকিহ। ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিমও অনুরূপ বলেছেন।
- ২। কুতাইবা রাহিমাত্তল্লাহ বলেন—পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম হতে আমার নিকট অনেক লোক এসেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারি যতবার এসেছেন, আর কেউ এত বেশীবার আগমন করেননি।
- ৩। ইমাম আবু হাতিম রায়ি রাহিমাত্তল্লাহ বলেন—যে সমস্ত মুহাদ্দিস বাগদাদে আগমন করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী হলেন ইমাম বুখারি।
- ৪। ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাত্তল্লাহ বলেন—হাদিসের ইঞ্জত (দুর্বলতা), ইতিহাস এবং সনদ সম্পর্কে বুখারির চেয়ে অধিক জ্ঞানী ইরাক এবং খোরাসানের জমিনে আর কাউকে দেখিনি।
- ৫। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাত্তল্লাহ বলেন—খোরাসানের জমিনে ইমাম বুখারির অনুরূপ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

৬। ইমাম আলি ইবনুল মাদিনী রাহিমাল্লাহ বলেন—ইমাম বুখারির সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

৭। মুহাম্মাদ ইবনু আবুল্লাহ ইবনু নুমাইর ও আবু বকর ইবনু আবি শাহিবা বলেন—আমি তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি।

৮। আলি ইবনু হাজার রাহিমাল্লাহ বলেন—তাঁর মত আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

মহান ইমামের মৃত্যু

ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহ শেষ বয়সে উপনীত হয়ে বিভিন্ন ফিতনার কবলে পড়ে পার্থিব জীবনের প্রতি ভীতশন্দ হয়ে পড়েন। একদিন তিনি তাহাজুদের সালাতে আল্লাহর নিকট এ বলে আবেদন জানান যে—“হে আমার রব! এ সুবিশাল পৃথিবী আমার জন্য একান্তই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অতএব, তুমি আমাকে তোমার নিকট তুলে নাও।” মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ইমাম বুখারির ব্যথা ভারাক্রান্ত হন্দয়ের অনুনয় নিবেদন করুল করলেন। অল্ল কিছু দিনের মধ্যেই ইলমে হাদিসের এই খাদেম দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। নিভে গেল মুসলিম উম্মাহর গগনচূম্বী দিপ্যমান প্রদীপ। সমরকন্দের খরতঙ্গ জনপদেই ৬২ বছর বয়সে ২৫৬ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের রাত্রিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঈদের দিন যোহরের সালাতের পর তাঁর জানায়ার নামায অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তিনটি সাদা কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফনে জড়ানো হয়।

তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে মিসকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুস্বাগ বের হতে থাকে। বেশ কিছু দিন এই অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। লোকেরা তাঁর কবর থেকে মাটি নেওয়া শুরু করে দেয়। অতঃপর বিষয়টি নিয়ে মানুষ ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় প্রাচীর দিয়ে মজবুতভাবে কবরটি ঢেকে দেয়া হয়।

আমরা আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে দুআ করি—তিনি যেন এই মহান ব্যক্তিকে জানাতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন, তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন, তাঁকে তাঁর একমাত্র আদর্শ প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঠাঁই দেন এবং আমাদেরকেও তাঁর সাথে কবুল করে নেন। আমিন।^১

১. তথ্যসূত্র:

- ১। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।
- ২। সিয়াকুর আলামিন নুবালা।
- ৩। ইমাম বুখারির জীবনী।
- ৪। তাহ্যিবুল কামাল ও অন্যান্য।



সূচিপত্র

অধ্যায়: পিতা-মাতার সাথে সন্ধ্যবহার	২৭
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সন্ধ্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি... মায়ের সাথে সদাচরণ	২৭ ২৮
বাবার সাথে সদাচরণ	২৯
পিতা-মাতা অত্যাচার করলেও তাদের সাথে সদাচরণ করা	৩০
মাতা-পিতার সাথে নরম সুরে কথা বলা	৩১
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি	৩৫
যে পিতা-মাতাকে অভিশপ্ত করে আল্লাহ তাআলাও তাকে অভিশপ্ত করে ..	৩৬
পাপ ব্যক্তিত পিতা-মাতার সব বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে	৩৬
যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে পেল কিন্তু জান্নাত অর্জন করতে পারেনি	৩৮
যে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করবে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন	৩৯
অমুসলিম পিতার জন্য কেউ যেন ক্ষমা প্রার্থনা না করে.....	৩৯
অমুসলিম পিতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যিক	৪০
পিতা-মাতাকে গালি না দেয়া.....	৪২
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি	৪৩
পিতা-মাতার ক্রন্দন	৪৪
মাতা-পিতার দুআ	৪৪
খ্রিস্টান মা-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়া	৪৬
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদাচার করা	৪৭
পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচার করা	৪৯
তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের সাথে সদাচরণ করো ..	৫০
ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে	৫১
পিতার নাম ধরে না ডাকা, তার আগে না চলা এবং তার আগে না বসা	৫১
পিতাকে উপনামে ডাকা যাবে কি?	৫২

অধ্যায় : আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা	৫৩
আত্মীয়তার বন্ধন অট্টট রাখা ওয়াজিব	৫৩
আত্মীয়তার বন্ধন	৫৪
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার ফয়লত	৫৬
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখলে আয়ু বাড়ে	৫৮
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিককারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন	৫৯
ক্রমানুসারে আত্মীয়তার অধিকার রাখা	৫৯
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না	৬১
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ	৬১
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর দুনিয়ার শাস্তি	৬৩
প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা প্রকৃত ঠিক রাখা নয়	৬৩
জালিম আত্মীয়দের সাথে বন্ধন ঠিক রাখার ফয়লত	৬৪
যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছে	৬৪
অমুসলিমদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে ..	৬৫
জেনে রাখো, আত্মীয়তার সম্পর্কই বংশের পরিচয়	৬৬
মুক্ত গোলাম কি বলতে পারবে, অমুকের সাথে সম্পর্ক আছে	৬৭
 অধ্যায় : সন্তানের প্রতি মমতা	 ৬৯
যে ব্যক্তি একজন বা দু'জন কন্যা সন্তান লালন-পালন করে	৬৯
যে ব্যক্তি তার বোনকে লালন-পালন করবে	৭০
তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে লালন-পালন করার ফয়লত	৭০
যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু অপচন্দ করে	৭১
সন্তানের কারণে মানুষ কৃপণ এবং কাপুরূষ হয়ে থাকে	৭২
সন্তানাদি হলো চোখের নয়গমনি	৭৩
যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধির দুআ করে	৭৫
মমতাময়ী মা	৭৫
শিশুদের চুম্বন করা	৭৬
সন্তানের সাথে পিতার আচরণ এবং ভদ্রতা শিখানো	৭৭
নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ	৭৮
যে দয়াদ্র হয় না, তাকে দয়াও করা হয় না	৭৮
আল্লাহর রহমত শত ভাগে বিভক্ত	৮০

আদাবুল মুফরাদ-১

অধ্যায় : প্রতিবেশীর সাথে সদাচার	৮১
প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত	৮১
প্রতিবেশীর অধিকার	৮২
প্রতিবেশীর সাথে আগে উত্তম আচরণ শুরু করতে হবে	৮২
কাছের প্রতিবেশী থেকে হাদিয়া দেয়া শুরু করবে	৮৩
যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেয়	৮৫
প্রতিবেশীদের রেখে ত্থপ্রিসহকারে আহার করা যায় না	৮৬
তরকারীতে একটু বেশী ঝোল করে প্রতিবেশীদেরকে দিবে	৮৬
উত্তম প্রতিবেশী	৮৭
নেককার প্রতিবেশী	৮৭
মন্দ প্রতিবেশী	৮৮
কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়	৮৮
প্রতিবেশীরা পরম্পর হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে	৯১
প্রতিবেশীর অভিযোগ	৯২
যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে বাঢ়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করল	৯৪
ইহুদি প্রতিবেশী	৯৪
 অধ্যায় : আচার-ব্যবহার ও ভদ্রতা	৯৫
মান-সম্মান	৯৫
ইয়াতিমদের লালন-পালনের ফয়লত	৯৬
যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে লালন-পালন করে তার ফয়লত	৯৭
ইয়াতিমের জন্য দয়াদ্র পিতার মত হও	৯৯
সন্তানের কারণে যে নারী বিবাহ বসেনি এবং সবর করেছে—তার ফয়লত ১০০	
ইয়াতিমদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান প্রসঙ্গে	১০১
যার সন্তান মারা গেছে তার ফয়লত	১০১
গর্ভপাতে যার সন্তান মারা যায়.....	১০৫
উত্তম আচরণ	১০৭
মন্দ আচরণ	১০৮
বেদুইনের কাছে দাস-দাসী বিক্রি করা	১১০
খাদেমকে ক্ষমা করে দেওয়া	১১০
যখন গোলাম চুরি করে	১১২
সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য খাদেমকে কিছু গণনা করা	১১৩
খাদেমকে আদব শিখানো	১১৪

আদাবুল মুফরাদ-১

চেহারায় প্রহার করা থেকে বিরত থাকা	১১৫
গোলামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ.....	১১৮
তোমরা যা পরিধান করো, তা গোলামদেরকেও পরিধান করাও.....	১২১
গোলামদেরকে গালি দেয়া.....	১২২
গোলামদেরকে কি সাহায্য করা হবে?	১২৩
সাধ্যের বাহিরে গোলামের উপর বোঝা চাপানো নিষেধ	১২৩
গোলামের সাথে আহার করতে অপছন্দ করা	১২৬
গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করা	১২৮
গোলামও একজন দায়িত্বশীল	১৩০
যে ব্যক্তি গোলাম হওয়াকে পছন্দ করে.....	১৩১
কেউ যেন না বলে—“আমার গোলাম”.....	১৩১
গোলাম কী বলবে? যে “আমার মনিব”	১৩২
পুরুষ তার ঘরের দায়িত্বশীল	১৩৩
মহিলারাও দায়িত্বশীল	১৩৪
যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়, সে যেন উত্তম প্রতিদান দেয়	১৩৫
যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না	১৩৬
কোনো ভাইকে সাহায্য করা.....	১৩৭
 অধ্যায় : উত্তম চরিত	১৩৮
দুনিয়ার ভালো ব্যক্তিরা আখিরাতেও ভালো হিশেবে উঠবে.....	১৩৮
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহ	১৩৯
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো	১৪২
ভালো কথা, ভালো কাজ	১৪৩
বাগানে গমন এবং ব্যাগভর্তি জিনিষপত্র কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা	১৪৪
একজন মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ.....	১৪৭
যে ধরণের খেলাধুলা নিষিদ্ধ	১৪৮
ভালো কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করা.....	১৪৯
মানুষের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করা	১৪৯
দিল খুলে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা	১৫০
মুচকি হাসি দেয়া	১৫৩
পরামর্শ আমানতস্বরূপ.....	১৫৬
মানুষকে ভালোবাসা	১৫৮
মায়া-মরতা	১৫৮

আদাবুল মুফরাদ-১

ঠাট্টা-মশকারী	১৫৯
উত্তম চরিত্র	১৬২
অন্তরের ধনাত্যতা	১৬৪
অধ্যায় : দান ও বদান্যতা.....	১৬৬
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না.....	১৬৬
অন্তরের সংকীর্ণতা.....	১৬৭
লোকেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রবান হয়	১৬৯
কৃপণতা.....	১৭৪
ফ্রেশ অন্তর	১৭৭
গরিবদেরকে সাহায্য করা আবশ্যক	১৭৯
যে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে	১৮০
মুমিন কখনো তিরক্ষারকারী হতে পারে না	১৮১
অভিশাপ দেয়া	১৮৪
যে তার গোলামকে অভিশাপ দেয়, সে যেন তাকে মুক্ত করে দেয়	১৮৪
আল্লাহর লানত, আল্লাহর গবেষ এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেয়া	১৮৫
অমুসলিমদেরকে অভিশাপ দেয়া.....	১৮৫
চোগলখোর.....	১৮৬
যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শুনে এবং বিস্তার করে	১৮৭
অন্যের দোষ অনুসন্ধানকারী	১৮৭
মুখের উপর প্রশংসা করা.....	১৯০
কারো সাথী যদি নিরাপদ থাকে, তাহলে তার প্রশংসা করার অনুমতি আছে ১৯১	১৯১
চাটুকারদের মুখে ধূলো নিষ্কেপ করা	১৯৩
কাব্যাকারে প্রশংসা করা.....	১৯৫
কবির অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ঘূষ হাদিয়া দেয়া	১৯৬
দেখা-সাক্ষাত করা	১৯৭
কোনো গোত্রের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে আহার গ্রহণ করা	১৯৮
যিয়ারতের ফয়লত	২০০
কোনো গোত্রকে ভালোবাসে ঠিকই কিন্তু মিলিত হতে পারছে না.....	২০০
বড়দের মর্যাদা	২০১
বড়দের সম্মান করা	২০৩
বড়রা মজলিসে জরুরী কথা বলবে	২০৩
বড়রা মজলিসে জরুরী কথা বলবে, প্রয়োজনে ছোটরাও বলতে পারবে	২০৫

আদাৰুল মুফরাদ-১

বড়দেৱকে নেতৃত্ব দেয়া	২০৬
ছোটদেৱ উপৰ দয়াদ্ব হওয়া	২০৭
শিশুদেৱ সাথে মুআনাকা কৱা	২০৭
ছোট বালিক'ক চম দেয়া	২০৮
ছোটদেৱ মাথায হাত বুলিয়ে দেয়া	২০৯
ছোট বালককে হে আমাৱ ছেলে বলা	২০৯
জমিনবাসীৰ উপৰ দয়া কৱো	২১১
পৱিবারেৱ প্ৰতি দয়া কৱা	২১২
প্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়া কৱা	২১৩
পাখিৰ বাসা থেকে ডিম নিয়ে আসা	২১৫
খাঁচাৰ পাখি	২১৬
লোকেৱ মধ্যে সঙ্গাব সৃষ্টি কৱা	২১৬
মিথ্যা বলা বৰ্জনীয	২১৭
যে ব্যক্তি মানুষেৱ কষ্টে সবৱ কৱে	২১৮
মানুষেৱ মধ্যে আপোষ কৱা	২১৯
বংশেৱ খোঁটা দেয়া	২২১
অধ্যায় : চারিত্রিক দোষ-ক্রটি	২২২
মানুষেৱ গোত্রপ্ৰীতি	২২২
কাৱো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কৱা	২২২
মুসলমানেৱ সাথে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৱা নিষেধ	২২৪
যে ব্যক্তি বছৱব্যাপী তাৱ ভাইয়েৱ সাথে সম্পৰ্কচ্ছেদ কৱে রাখে	২২৭
দুই সম্পৰ্কচ্ছেদকাৱী	২২৮
শক্রতা	২২৯
সালাম সম্পৰ্ক ছিন্ন কৱাৰ কাফফাৱাস্বৱৱ	২৩১
উঠতি বয়সেৱ যুবকদেৱ পৃথক পৃথক থাকা	২৩২
পৱামৰ্শ না চাইতে তাৱ ভাইকে পৱামৰ্শ দেয়া	২৩২
যে ব্যক্তি মন্দ উদাহৱণকে অপছন্দ কৱে.....	২৩৩
প্ৰতাৱণা এবং খোঁকাবাজি সম্পৰ্কে	২৩৩
গালি দেয়া	২৩৩
পানি পান কৱা	২৩৫
যে ব্যক্তি প্ৰথম গালি-গালাজ শুৱ কৱে উভয়েৱ পাপ তাৱ উপৰ বৰ্তাৰে ..	২৩৫
গালিগালাজকাৱী দুই শয়তানেৱ মত এবং মিথ্যা দাৰীদাৱ ও মিথ্যাবাদী	২৩৬

আদাবুল মুফরাদ-১

মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি.....	২৩৮
যে ব্যক্তি কাউকে মুখের উপর কিছু বলে না.....	২৪১
যে ব্যক্তি কৌশলগতভাবে অন্যকে—“হে মুনাফিক” বলল	২৪২
যে ব্যক্তি তার ভাইকে বলল, “হে কাফির”	২৪৩
শক্রুর আনন্দ.....	২৪৪
সম্পদ অপচয় এবং অপব্যবহার	২৪৪
অপচয়কারীদের সম্পর্কে	২৪৫
ঘর-বাড়ি ঠিক করা.....	২৪৬
বাড়ি-ঘর নির্মাণে খরচ করা	২৪৬
কর্মচারীর সাথে মালিকের সহযোগিতা করার ব্যাপারে	২৪৬
উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা	২৪৭
যে ব্যক্তি ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে	২৪৮
প্রশঙ্খ ঘর-বাড়ি	২৫০
নিজস্ব কোঠায় অবস্থান	২৫০
ঘর-বাড়ি কারুকার্য করা	২৫১
নন্দিতা.....	২৫২
সহজ-সরল জীবন-যাপন	২৫৬
নন্দিতার ফলাফল	২৫৬
সান্ত্বনা দেয়া	২৫৭
কঠোরতা করা.....	২৫৭
সম্পদ বিনিয়োগ	২৫৯
মাজলুমের দুআ	২৬০
আল্লাহর কাছে বান্দার নিয়ত তালাশ করা	২৬০
জুলুম অন্ধকার	২৬১
 অধ্যায় : রোগ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত	 ২৬৭
রোগীর কাফফারা	২৬৭
রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া	২৬৯
অসুস্থকালেও সুস্থকালের নেক আমলের সওয়াব দেয়া হয়.....	২৭১
রোগীর “আমি অসুস্থ” বলা কি অভিযোগের আওতায় পড়ে?	২৭৫
সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া	২৭৭
অসুস্থ শিশুকে দেখতে যাওয়া	২৭৮
অসুস্থ স্বামীর সেবা	২৭৯

আদাবুল মুফরাদ-১

অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	২৭৯
অসুস্থদের দেখতে যাওয়া	২৮০
রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দুআ করা	২৮৩
রোগী দেখতে যাওয়ার ফয়লত	২৮৪
রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর কথোপকথন	২৮৪
যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সালাত আদায় করে	২৮৫
অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া	২৮৫
রোগীকে দেখতে গিয়ে কি বলবে?	২৮৬
রোগী কি উত্তর দিবে?	২৮৮
অসুস্থ পাপচারীকে দেখতে যাওয়া	২৮৯
অসুস্থ মহিলাদেরকে পুরুষদের দেখতে যাওয়া	২৮৯
রোগীকে দেখতে এসে ঘরের অন্য কিছুর দিকে তাকানো নিয়েধ	২৮৯
চক্ষু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	২৯০
রোগীকে দেখতে আসা ব্যক্তি বসবে কোথায়?	২৯২
 অধ্যায় : পরিবারের সহযোগীতা	২৯৩
যে ব্যক্তি তার নিজ ঘরের কাজ করতেন	২৯৩
 অধ্যায় : ভালোবাসা ও বিবিধ	২৯৫
কেউ তার কোনো ভাইকে ভালোবাসলে তাকে যেন অবগত করে	২৯৫
কেউ কাউকে ভালোবাসলে যেন তর্কে লিপ্ত না হয় এবং কিছু না চায়	২৯৬
অন্তর জ্ঞানের উৎসস্থল	২৯৭
অহংকার	২৯৭
যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিশোধ নেয়	৩০৩
ক্ষুধার্ত এবং মহামারির সময় সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা	৩০৪
অভিজ্ঞতা	৩০৬
আল্লাহর জন্য অপর ভাইকে আহার করানো	৩০৭
জাহিলী যুগের চুক্তি	৩০৮
ভাই-ভাই সম্পর্ক	৩০৮
বৃষ্টিতে ভিজা	৩০৯
ভেড়া-বকরির মধ্যে বরকত রয়েছে	৩০৯
উট তার মালিকের জন্য সম্মানের কারণ	৩১১
যাযাবরী জিন্দেগী	৩১২

আদাবুল মুফরাদ-১

বিরাগ এলাকায় বসবাসকারী	৩১৩
মরুভূমি এবং জলাশয়ে বসবাস করা.....	৩১৪
যে ব্যক্তি গোপনীয়তা পছন্দ করে	৩১৪
কাজকর্মে স্থিরতা অবলম্বন করা.....	৩১৫
বিদ্রোহ করা	৩১৯
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা.....	৩২১
উপহার গ্রহণ করা	৩২২
মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্রে সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে উপহার বর্জন করে.....	৩২২
লজ্জাশীলতা.....	৩২৩
 অধ্যায় : দুআ ও আমল.....	 ৩২৭
সকালে কী বলবে?	৩২৭
যে অন্যের জন্য দুআ করে	৩২৮
হৃদয় নিংড়ানো দুআ	৩২৯
আগ্রহ এবং আশা নিয়ে দুআ করা	৩৩০
সাইয়িদুল ইস্তিগফার	৩৩৫
অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দুআ করা	৩৪০
নবিজির উপর দুরুদ পাঠ করা.....	৩৪৯
যার সামনে নবিজির নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দুরুদ পাঠ করল না	৩৫১
যে অত্যাচারীর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে.....	৩৫৪
বান্দা তাড়াভুড়া না করলে তখন তার দুআ কবুল করা হয়	৩৫৭
অলসতা থেকে পানাহ চাওয়া.....	৩৫৮
যে আল্লাহর নিকট দুআ করে না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হোন	৩৫৯
আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায় দুআ করা.....	৩৬১
নবিজির দুআসমূহ.....	৩৬১



2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

2000-01-01 00:00:00

অধ্যয়ন: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدٍ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَارِ
الْبُخَارِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ التَّيَازِيِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فَأَقْرَرَ بِهِ قَدِيمٌ عَلَيْنَا حَاجًا فِي صَفَرَ
سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْجَلِيلِ بْنِ خَالِدٍ
بْنِ حُرَيْثٍ الْبُخَارِيُّ الْكِرْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ الْبَزَارُ سَنَةَ اثْنَتِينَ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ
الْجَعْفَى الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ
أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَأَ
بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُ الْوَالَدِينَ»،
قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَرَدْتُهُ
لَرَادِنِي.

[১] আমর ইবনু শাইবানি রাহিমাল্লাহু বলেন—আমাদের কাছে এই বাড়িওয়ালা
বর্ণনা করেছেন, এটা বলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির
দিকে ইশারা করলেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল,)
আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? জবাবে বললেন—সময়মত সালাত
আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন—পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, তারপর
কোনটি? তিনি বলেন—আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

বর্ণনাকারী বলেন—তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি যদি আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন।^২

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ.

[২] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট। এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট।^৩

মাঘের সাথে সদাচরণ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْرَبْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ».

[৩] হাকিম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা-দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন—আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন—তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন—তোমার বাবা। তারপর আত্মীয়-সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে উক্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী হবেন।^৪

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأً، فَأَبْتَ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغَرِثَ عَلَيْهَا فَقَاتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ثُبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ

^২. সহিল বুখারি: ৫২৭; সহিল মুসলিম: ১৩৯।

^৩. সুনানু তিরমিয়ি: ১৮৯৯। মাওকুফ, হাসান। এই হাদিসটি মারফু সুত্রেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেই সনদটিও সহিল।

^৪ সুনানু তিরমিয়ি : ১৮৯৭; সুনানু আবি দাউদ : ৫১৩৯। হাদিসের মান : হাসান।

وَجَلٌ، وَتَقَرَّبٌ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتُ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لَمْ سَأَلْتُهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ.

[৪] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হল না। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। এতে আমার আত্মর্থাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার জন্য কি তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে? জবাবে ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর নিকট তাওবা করো এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও।

আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমান্নাহু বলেন—আমি ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—“তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন?” উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম কোনো কাজ আমার জানা নাই।^৫

বাবার সাথে সদাচরণ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَبْرُرْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ».

[৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো—‘হে আল্লাহর রাসুল, সবচে’ বেশী সদাচার পাওয়ার যোগ্য কে? উত্তরে তিনি বললেন—তোমার মা।

—তারপর কে?

—তোমার মা।

—তারপর কে?

—তোমার মা।

^৫. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

—তারপর কে?

—তোমার বাবা।^৫

حَدَّثَنَا إِشْرُبُ بْنُ حُمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَئْيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رُزْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا نَبَّأَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: «بِرَّ أُمَّكَ»، ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «بِرَّ أَبَاكَ».

[৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে কোন কাজ করতে আদেশ করেন? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করো। লোকটি সেই প্রশ্ন আবার করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। লোকটি সেই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। সে (আগত লোকটি) চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—তোমার পিতার সাথে সদাচরণ করবে।^১

পিতা-মাতা অত্যাচার করলেও তাদের সাথে সদাচরণ করা

حَدَّثَنَا حَاجَ حَمَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا، إِلَّا فَتَحَ لَهُ اللَّهُ بَابَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدُ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ، قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ ظَلَمَاهُ».

[৭] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যেকোনো মুসলমানের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিতে গেলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খুলে দেন। আর বাবা-মায়ের যে কোনো একজন থাকলে, তাদের সেবায় গেলে একটি দরজা খুলে দেন। সে তাদের কোনো একজনকে অসন্তুষ্ট করলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে

^৫. মুসনাদে আহমাদ: ৯২১৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^১. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৫৮। হাদিসের মান: সহিহ।

সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো—তারা (বাবা-মা) তার (সন্তানের) উপর জুলুম-অত্যাচার করে থাকলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা তার উপর জুলুম করে থাকলেও।^৮

মাতা-পিতার সাথে নরম সুরে কথা বলা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مُحَرَّاقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجَادَاتِ، فَأَصْبَثُ دُنْوَبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِي؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَسْمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرَّبَّا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيْمِ، وَإِلْحَادُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفَرَقُ النَّارَ، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: أَحَيْ وَالِدَكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمٌّي، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ أَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ.

[৮] তায়সাল ইবনু মাইয়াস রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি যুদ্ধ-বিশেষে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি, যা আমার মতে কবিরা গুনাহের মধ্যে পড়ে। আমি ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন—সেগুলো কি? আমি বললাম, এই এই বিষয়। তিনি বলেন, এগুলো কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কবিরা গুনাহ নয়টি—(১) আল্লাহর সাথে শরিক করা। (২) বিনা কারণে মানুষ হত্যা করা। (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অপবাদ রঠানো। (৫) সুদ খাওয়া। (৬) ইয়াতিমের মাল আত্মসাং করা। (৭) মসজিদে ধর্মবিরোধী কাজ করা। (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা। (৯) সন্তানের অসদাচরণ, যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আমাকে বললেন—তুমি কি জাহানাম থেকে দূরে থাকতে এবং জাহানে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নন্দ ভাষায় কথা বললে এবং

^৮. শুআবুল ইমান: ৭৫৩৮। হাদিসের মান: হাসান। সনদে সাইদ আল কাহিসী তার থেকে ইমাম বুখারি ব্যক্তিত কেউ হাদিস বর্ণনা করেননি।

তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্মাতে প্রবেশ করবে, যদি কবিরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো।^৯

حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَاحْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ {الإِسْرَاءٌ: ٩٤}، قَالَ: لَا تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ.

[৯] (আল্লাহ তাআলার বাণী) — “তাদের জন্য মায়া-মগ্নতার ডানা বিস্তার করে দাও” (সূরা ইসরাঃ ২৪) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাতে হিশাম ইবনু উরওয়াহ রাহিমাত্ত্বাত্ত তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—তারা যে জিনিসই পছন্দ করেন, তাতে বাধা দিও না।^{১০}

حَدَّثَنَا قَيْصَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَةُ، إِلَّا أَنْ يَجْدِه مَمْلُوكًا فَيَشْرِيْهُ فَيُعْتَقُهُ».

[১০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আন্হ বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে।^{১১}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهَدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلَ يَمَانِيًّا يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّةً وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّ ... إِنْ أُذْعِرْتُ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعِرْ. ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَئْرَاني جَزِّيْتُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ.

^৯. আল জামেউস সহিহ লি সুনান ওয়াল মাসানিদ: ৪/৪৫২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০}. আল মুসামাফ, ইবন আবি শাইবা: ২৫৪১২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১}. সহিহ মুসলিম: ১৫১০; সুনান আবি দাউদ: ৫১৩৭। হাদিসের মান: সহিহ।

[১১] আবু বুরদা রাহিমাত্লাহু বলেন—তিনি ইবনু উমর রাদিয়াত্লাহু আনহুমার সাথে ছিলেন। তখন দেখলাম, ইয়ামানের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর কবিতা আবৃতি করে বলছিল—

“আমি তো আমার মায়ের নিকট
নিজেকে মনে করি উটের মত
আমি তার পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও
তা সহ্য করি, মনে করি না কোনো ক্ষত।”

অতঃপর সে ইবনু উমর রাদিয়াত্লাহু আনহুমাকে বলল, আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না। তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি।^{১২}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، أَنَّ أَبَا هَرِيرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ، وَكَانَ يَكُونُ بِذِي الْخُلِيفَةِ، فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرَ.
قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَتَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بُنَيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَقُولُ: رَحْمَكِ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: رَحْمَكِ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتِنِي كَبِيرًا، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَهُ.

[১২] আবু হুরাইরা রাদিয়াত্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—মারওয়ান তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল এবং তিনি তখন যুল-হলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করতেন, তখন তিনি একটি ঘরে বাস করতেন এবং তার মা অন্য ঘরে বাস করতেন। যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, তখন তার মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন—‘আসসালামু আলাইকা ইয়া উম্মাতাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ’, (মা! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তার মা বলতেন—‘ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ’ (হে পুত্র! তোমার উপরও শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তিনি পুনরায় বলতেন—‘আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, যেভাবে আপনি শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’ তার মা বলতেন—‘আল্লাহ তোমার প্রতিও দয়া করুন যেরূপ আমার

^{১২}. বায়হাকি, শুআবুল ঈমান: ৭৫৫০। হাদিসের মান: সহিহ।

বার্ধকো তুমি আমার প্রতি সন্দেহহার করছো।’ অতঃপর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখনও এমনটাই করতেন।^{۱۰}

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانْ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَارِعُهُ عَلَى الْمَهْجَرَةِ، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: «إِرْجِعْ إِلَيْهِمَا، وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا».

[۱۳] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। সে সময় তার মা-বাবা কাঁদছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছো তাদের মুখে হাসি ফোটাও।^{۱۱}

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي الْفَدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: رَحْمَكِ اللَّهُ رَبِّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنِيَّ، وَأَنْتَ فَجَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا.

[۱۴] আবু তালিব কন্যা উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত্বাস আবু মুররা রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, তিনি আকিক নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার খামার বাড়িতে একই বাহনে চড়ে গমন করেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন—‘আলাইকিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্ল ইয়া উম্মাতাহা’ (হে আম্মু, আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং বরকত বর্ষণ হোক। তার মা বলেন—‘ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্লা’ (হে বৎস, তোমার উপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক)। আবার আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—‘রাহিমাকিল্লাহু কামা রববায়তানী সাগীরা।’ (আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত দান করুক, আপনি আমাকে ছোটবেলায় যেভাবে লালন-পালন করেছিলেন)। তার

^{۱۰}. আবু দাউদ, বির ওয়াস সিলাহ: ৩০। হাদিসের মান: হাসান।

^{۱۱}. সুনানু আবি দাউদ: ২৫২৮; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৭৮২। হাদিসের মান: সত্য।

মা বলেন, হে বৎস আমার, তোমার জন্য উত্তম প্রতিদান হোক। আমি তোমার উপর খুশি হয়েছি, যেমনিভাবে তুমি আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় দয়া করছো।^{১৫}

পিতা-মাতার অবাধ্য ওয়ার পরিণতি

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرِيرُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثَةُ، قَالُوا: بَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِلَّا شَرَكْتُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِّنًا - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، مَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَيْتَهُ سَكَّ.

[১৫] আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচে' বড় গুনাহের কথা বলে দিবো না? এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তখন সাহাবিরা বললেন, জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা, এবং পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করা। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন—এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথাটি বারবার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহ! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন!^{১৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمِلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةَ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ وَرَادٌ: فَأَمْلَى عَلَيَّ وَكَتَبْتُ بِيَدِيَّ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ كُثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ.

[১৬] মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাতিব (লেখক) ওয়াররাদ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে চিঠি লিখলেন যে—আপনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে যা শুনেছেন, তা আমাকে লিখে পাঠান। ওয়াররাদ রাহিমাল্লাহু আনহু বলেন—মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার দ্বারা লিখালেন এবং আমি নিজ হাতে লিখলাম। “আমি তাকে (নবিজি সাল্লাল্লাহু

^{১৫}. আল জামে', ইবনু ওয়াহব: ১৫২। হাদিসের মান: হাসান।

^{১৬}. সহিল বুখারি: ২৬৫৪; সহিহ মুসলিম: ১৪৩।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেশী সুওয়াল করতে, অর্থের অপচয় করতে এবং যা বলাবলি করা হয় (গুজবে কান দিতে) তা নিষেধ করতে শুনেছি।”^{১৭}

যে পিতা-মাতাকে অভিশপ্ত করে আল্লাহ তাআলাও তাকে অভিশপ্ত করে

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْفَاسِيمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ، عَنْ أَبِي الطْفَفِيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلَيْهِ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُّ بِهِ النَّاسُ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيِّفِيْ، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: «لَعْنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعْنَ اللَّهِ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعْنَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالَّدِيْهِ، لَعْنَ اللَّهِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا».

[১৭] আবু তুফাইল রাহিমাল্লাহু বলেন—আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনো বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা তিনি সর্বসাধারণকে বলেননি? জবাবে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাউকে বলেননি, এমন কোনো বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একটি সাহিফা বের করলেন। সেখানে লিখা ছিল—যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য (গাইরুল্লাহ) কারো নামে পশু জবাই করে, তার প্রতি আল্লাহর লানত বা অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি বিদআতিকে আশ্রয় দেয়, তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।^{১৮}

পাপ ব্যতীত পিতা-মাতার সব বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَطَابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الْبَصْرِيِّ - لَقِيَتُهُ بِالرَّمْلَةِ - قَالَ: حَدَّثَنِي رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ شَهْرِ

^{১৭}. সহিত্তুল বুখারি: ৫৯৫৭; সহিহ মুসলিম: ৫৯৩।

^{১৮}. সহিহ মুসলিম: ১৯৭৮।

بْنٌ حَوْشِبٌ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسْعَ: لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِعَتْ أُوْزَرْقَةُ، وَلَا تَنْزِكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الدَّمَمُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْحَمَرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطْعُنُ وَالْدِيْلَكَ، وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاقْخُرْجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاهَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، وَلَا تَفْرُزْ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفَقْ مِنْ طُولِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[১৮] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আন্ন বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নয়টি ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন—(১) আল্লাহর সাথে কিছু শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সালাত ত্যাগ করো না, কেননা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায ফরয সালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। (৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন, তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখো যে, তুমি-ই তুমি। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধৰ্ম হও এবং তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না এবং (৯) তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে।^{১৯}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ؟ قَالَ: «اْرْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا».

[১৯] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আন্ন থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল—আমি হিজরত করার জন্য আমার পিতা-মাতাকে কানারত রেখে আপনার নিকট

^{১৯}. আল মুজামুল আওসাত: ৭৯৫৬। হাদিসের মান: মারফু, হাসান।

বাইআত হতে এসেছি। জবাবে তিনি বললেন—তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছো সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও।^{২০}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». ^{২১}

[২০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার জন্য নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। নবিজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? জবাবে লোকটি বলল, হাঁ। তখন তিনি বললেন—যাও, তাদের মধ্যে (সেবাযত্তের) জিহাদে লিপ্ত হও।^{২০}

যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে পেল কিন্তু জানাত অর্জন করতে পারেনি

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهِيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَغْمَ أَنْفُهُ، رَغْمَ أَنْفُهُ، رَغْمَ أَنْفُهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ». ^{২২}

[২১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক, তার নাক ধুলিমলিন হোক, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, কার নাক? তিনি বললেন—যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ সে জাহানামে গেল।^{২২}

^{২০}. সুনানু আবি দাউদ: ২৫২৮; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৭৮২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২১}. সহিল বুখারি: ৩০০৪; সহিহ মুসলিম: ২৫৪৯।

^{২২}. সহিহ মুসলিম: ২৫৫১। হাদিসের মান: সহিহ।

যে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করবে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন

حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ، عَنْ زَبَانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ، رَأَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمُرِهِ».

[২২] সাহল ইবনু মুআজ রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করল, তার জন্য সু-সংবাদ। আল্লাহ তার আযুকাল বৃদ্ধি করে দেন।^{৩০}

অমুসলিম পিতার জন্য কেউ যেন ক্ষমা প্রার্থনা না করে

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّ، عَنْ يَزِيدَ التَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلُلْ لَهُمَا أُفْ} [الإِسْرَاء: ٩٣] إِلَى قَوْلِهِ: {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإِسْرَاء: ٩٤] ، فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ فِي بَرَاءَةَ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [التوبَة: ١١٣]

[২৩] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত—মহান আল্লাহর বাণী:

“তোমার জীবন্দশায় তাদের কোনো একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের প্রতি উফ শব্দটিও বলো না। যেমন তারা তোমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।” (আল ইসরাঃ ২৩, ২৪) উক্ত আয়াত “মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয়, যদিও তারা তাদের নিকটাত্ত্বায় হয়, এ কথা সুম্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা দোষখবাসী।” (সুরা তাওবা: ১১৩) এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।^{৩৪}

^{৩০}. হাকিম, তাবারানি, আল জামে: ১১১। হাদিসের মান: মারফু, দুর্বল। সনদে যাববান দুর্বল রাবি।

^{৩৪}. তাবারানি, আদ-দুররুল মানসুর। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

অমুসলিম পিতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যক

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَّاًكُ، عَنْ مُضْعِبٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاِصٍ قَالَ: نَزَّلْتُ فِي أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: كَانَتْ أُمِّي حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَقَّيْ أَفَارِيقَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥]. وَالثَّانِيَةُ: أُمِّي كُنْتُ أَخْذُثْ سِيفًا أَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي هَذَا، فَنَزَّلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأَنْفَال: ١]. وَالثَّالِثَةُ: أُمِّي مَرِضَتْ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْسِمَ مَالِي، أَفَأُوصِي بِالنَّصْفِ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ: الْثُّلُثُ؟ فَسَكَتَ، فَكَانَ الْثُّلُثُ بَعْدَهُ جَائزًا. وَالرَّابِعَةُ: إِنِّي شَرِبْتُ الْخُمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْفِي بِلَحْيِ جَمِيلٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخُمْرِ

[২৪] সাদ ইবনু আবু ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের চারটি আয়াত নাযিল হয়। (১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন—“পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই (ইবনু মাজাহ)। তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সঙ্গাবে বসবাস করবে।” (সুরা লোকমান : ১৫)। (২) একখানি তরবারি আমার পছন্দ হলে আমি তা গ্রহণ করে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এটা দান করুন। তখন নাযিল হলো—“লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলক্ষ্মী দ্রব্যসম্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে” (সুরা আনফাল : ১)। (৩) আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার সম্পদ বণ্টন করে দিতে চাই। আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে অসিয়ত করবো? তিনি বলেন—না। আমি বললাম—তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি নিরুত্তর থাকলেন। শেষে এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত বৈধ করা হয়। (৪) আমি কতক আনসারীর সাথে মদপান করি। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি উটের নীচের ঢোয়ালের

হাড় আমার নাকের উপর ছুঁড়ে মারে। আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে মহান আল্লাহ তাআলা মদ্যপান হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত (সুরা মায়দা : ৯০-৯১) নাযিল করেন।^{২৫}

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتِي أَسْمَاءُ بْنُتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتِنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصِلُّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ ابْنُ عِيَّنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [المتحنة: ٨]

[২৫] আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমার মা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসেন। আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম—আমি কি তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বললেন—হ্যাঁ। ইবনু উয়াইনা রাহিমাল্লাহু বলেন, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন—“যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের সাথে সন্ধ্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।” (সুরা মুমতাহিনা : ৮)^{২৬}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبِسُ هَذِهِ مَنْ
لَا خَلَاقَ لَهُ»، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ،
فَقَالَ: كَيْفَ الْبَسْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبِسَهَا،
وَلَكِنْ تَبِعَهَا أَوْ تَكْسُوْهَا»، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِّ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ
يُسْلِمَ.

[২৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর বিক্রি হতে দেখে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা

^{২৫}. সহিহ মুসলিম: ২৩৯৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৬}. সহিল বুখারি: ৫৯৭৮; সুনানু আবি দাউদ: ১৬৬৮। হাদিসের মান: সহিহ।

আপনি ক্রয় করুন। জুমআর দিন ও বছিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সাথে সাক্ষাত্দানকালে তা আপনি পরিধান করতে পারবেন। তিনি বলেন—তা সেইসব লোকই পরিধান করবে, যাদের (আখেরাতে) কোনো অংশ নাই। পরে অনুরূপ লাল বর্ণের কিছু সংখ্যক বেশমী চাদর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসে। তিনি তার একটি উমরের কাছে পাঠিয়ে দেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এটা পরিধান সম্পর্কে যা বলেছেন, তারপর আমি তা কিভাবে পরিধান করতে পারি! তিনি বলেন—আমি তা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি, বরং তুমি তা বিক্রি করবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা তার জন্মেক মকাবাসী ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।^{২৭}

পিতা-মাতাকে গালি না দেয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، فَقَالُوا: كَيْفَ يَشْتِمُ؟ قَالَ: «يَشْتِمُ الرَّجُلُ، فَيَشْتِمُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ».

[২৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবিরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবিগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে! তিনি বলেন—সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধস্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে।^{২৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحْنَفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ سُفْيَانَ يَزْعُمُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبَ الرَّجُلُ لَوَالِدِهِ.

^{২৭}. সহিল বুখারি: ৮৮৬; সহিহ মুসলিম: ২০৬৮।

^{২৮}. সহিহ মুসলিম: ১৪৬; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯০২। হাদিসের মান: সহিহ।

[২৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—কোনো বাস্তি তার পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহ তাআলার নিকট কবিরা গুনাহ থেকে একটি।^{১১}

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ
بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ
لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ مَعَ مَا يُدْخِلُهُ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطْيَعَةِ الرَّحِيمِ».

[২৯] আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে অপরাধীর উপর দ্রুত কার্যকর হয়। সাথে-সাথে পরকালের শাস্তি জমা করে রাখা হয়।^{১০}

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرِيزٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحُسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا
تَقُولُونَ فِي الرَّبَّنَ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَالسَّرِقَةِ؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هُنَّ
الْفَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ الْعُقُوبَةُ، أَلَا أَنْبَيْكُمْ بِإِكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الشَّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَأَحْتَفَرَ قَالَ: «وَالزُّورُ».

[৩০] ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান ও চুরি সম্পর্কে কী বলো? আমরা বললাম, এর সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচে' বেশী জ্ঞাত। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এগুলো অত্যন্ত জঘন্য পাপাচার এবং এগুলোর জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত আছে। আমি কি তোমাদেরকে অনেক বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? (মনে রেখো) মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অনেক বড় গুনাহ। সে সময় তিনি

^{১১}. 'আল জামে' ইবনু ওয়াহব: ১৪২। হাদিসের মান: হাসান।

^{১০}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯০২; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪২১১। হাদিসের মান: সহিহ।

হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন—এবং মিথ্যাচারও (অনেক বড় গুনাহ)।^{১১}

পিতা-মাতার ক্রন্দন

حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَرَّاقٍ، عَنْ طَبِيْسَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُفُوقِ وَالْكَبَائِرِ.

[৩১] তাষসালা রাহিমাত্ত্বাত্ত্ব বর্ণনা করেন, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন—পিতা-মাতাকে কাঁদানো এবং তাদের অবাধ্যচরণও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।^{১২}

মাতা-পিতার দুআ

حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَىٰ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ التَّئِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَيْهِ وَلَدِهِ.

[৩২] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তিনটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। (১) মাজলুম ব্যক্তি বা নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ। (২) মুসাফিরের দুআ। (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ।^{১৩}

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا تَكَلَّمُ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَاحِبُ

^{১১}. মুসনাদে আহমাদ: ২০৩৮৫। হাদিসের মান: মারফু, দুর্বল। সনদে হাকাম ইবনু আবদুল মালেক দুর্বল রাবি।

^{১২}. আস সাহিহা: ২৮৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৩}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫৩৬; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯০৫। হাদিসের মান: হাসান।

جُرْيَحٌ، قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا صَاحِبُ جُرْيَحٍ؟ قَالَ: فَإِنْ جُرَيْحًا كَانَ رَجُلًا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وَكَانَ رَاعِيَ بَقَرٍ يَأْوِي إِلَى أَسْفَلِ صَوْمَعَتِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ تَخْتَلِفُ إِلَى الرَّاعِي، فَأَتَتْ أُمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ: يَا جُرْيَحٌ، وَهُوَ يُصْلِي، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصْلِي: أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْثِرَ صَلَائِهِ، ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الْمَانِيَّةَ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْثِرَ صَلَائِهِ، ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الْمَالِكَةَ، فَقَالَ: أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْثِرَ صَلَائِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُجِبْهَا قَالَتْ: لَا أَمَاتِكَ اللَّهُ يَا جُرْيَحَ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ. فَأَتَى الْمَلِكُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ، فَقَالَ: مَمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرْيَحٍ، قَالَ: أَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اهْدِمُوا صَوْمَعَتِهِ، وَأَتُونِي بِهِ، فَضَرَبُوا صَوْمَعَتِهِ بِالْفُتُوْبِ حَتَّى وَقَعَتْ. فَجَعَلُوا يَدَهُ إِلَى عُنْقِهِ بِحَبْلٍ، ثُمَّ انْطَلِقَ بِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ، فَرَآهُنَّ فَتَبَسَّمَ، وَهُنَّ يَنْظُرُنَ إِلَيْهِ فِي النَّاسِ، فَقَالَ الْمَلِكُ: مَا تَرْزُعُمُ هَذِهِ؟ قَالَ: مَا تَرْزُعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْكَ، قَالَ: أَنْتِ تَرْزُعُمِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَيْنَ هَذَا الصَّغِيرُ؟ قَالُوا: هَذَا هُوَ فِي حِجْرِهَا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الْبَقَرِ. قَالَ الْمَلِكُ: أَنْجِعْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مِنْ فِضَّةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا تَجْعَلُهَا؟ قَالَ: رُدُّوهَا كَمَا كَانَتْ، قَالَ: فَمَا الَّذِي تَبَسَّمْتَ؟ قَالَ: أَمْرًا عَرَفْتُهُ، أَدْرَكْتُنِي دَعْوَةً أُمِّي، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ.

[৩৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—কোনো মানব-সন্তান ত্রুমিষ্ঠ হওয়ামাত্র কোলে কথা বলেনি, তবে ঈসা ইবনু মরিয়ম আলাইহিস সালাম এবং জুরাইজ কথা বলেছিল। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! জুরাইজ কে? তিনি বলেন—জুরাইজ ছিলেন একজন উপাসনালয়বাসী সংসারত্যাগী দরবেশ। (সে জঙ্গে একাকী ইবাদাত করত) তার উপাসনালয়ের প্রাণ্টেই এক রাখাল বাস করতো। গ্রাম এক নারী সেই রাখালের কাছে যাতায়াত করত। একদিন জুরাইজের মা তার নিকট এসে বলেন—হে জুরাইজ, তিনি তখন সালাতরত ছিলেন। তিনি সালাতরত অবস্থায় মনে মনে বলেন—আমার মা এবং আমার সালাত (দু'টোই তো আমার। কোনটাকে প্রাথান্য দিব?)। তিনি তার সালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন। দ্বিতীয়বার তার মা জোরে ডাক দিলে তিনি মনে মনে বলেন, আমার মা ও আমার

সালাত। তিনি মায়ের উপর সালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন। তৃতীয়বার চিংকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলে তিনি বলেন—আমার মা ও আমার সালাত। তিনি সালাতকে অগ্রাধিকার দেয়াই সমীচিন ভাবলেন। জুরাইজ তার ডাকে সাড়া না দিলে তার মা তাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—“তোকে পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান।”

অতঃপর তার মা চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানসহ সেই নারীকে (জুরাইজের উপাসনালয়ের পাশে গ্রাম্য রাখালের কাছে যে নারী আসা-যাওয়া করত, তাকে) রাজদরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কার ওরসে এ শিশুর জন্ম? নারীটি বলল—জুরাইজের ওরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করল—উপাসনালয়বাসীর জুরাইজ? সে বলল, হাঁ। রাজা নির্দেশ দিলেন, উপাসনালয়টি ভেঙ্গে দাও এবং জুরাইজকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বাদশাহর লোকেরা কুঠারাঘাত করে তার উপাসনালয়টি ভেঙ্গে ফেলল। এবং তার দুই হাত রশি দিয়ে তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাজদরবারের দিকে নিয়ে চলল। রাস্তায় পতিতা নারীরা সামনে পড়ল, তিনি তাদের দেখে মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখল। রাজা তাকে বলেন—সে কী ধারণা করে? জুরাইজ বলেন—সে কী ধারণা করে (সে কী বলতে চায়)? রাজা বলল—তার দাবি এই যে, এ শিশু আপনার ওরসজাত। জুরাইজ পতিতাকে বলেন, সত্যিই কি তোমার এই ধারণা? সে বলল—হাঁ। তিনি বলেন, কোথায় সেই শিশু? লোকেরা বলল—এই যে তার মায়ের কোলে। তিনি তার সামনে গেলেন এবং বললেন, কে তোমার পিতা? শিশুটি বলল—গরুর রাখাল। এবার রাজা বলেন—আমরা কি আপনার খানকা সোনা দ্বারা নির্মাণ করে দিবো? তিনি বলেন, না। রাজা পুনর্বার বলেন, তবে রূপা দ্বারা? তিনি বলেন, না। রাজা বলেন, তবে আমরা সেটিকে কি করবো? তিনি বলেন, তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি বলেন, মৃদু হাসির পেছনে একটা ঘটনা আছে, যা আমার জানা ছিল। আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি সকল ঘটনা তাদেরকে অবহিত করলেন।^{৩৮}

খ্রিস্টান মা-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়া

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ السُّخِيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا سَمِعَ بِي أَحَدٌ، يَهُودِيٌّ

^{৩৮.} সহিল বুখারি: ২৪৮২; সহিত মুসলিম: ২৫৫০।

وَلَا نَصْرَانِي، إِلَّا أَحَبُّنِي، إِنَّ أُمِّي كُنْتُ أُرِيدُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى، فَقُلْتُ لَهَا، فَأَبَتْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ لَهَا، فَدَعَاهَا، فَأَتَيْتُهَا - وَقَدْ أَجَافَتْ عَلَيْهَا الْبَابَ - فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ لِي وَلِأُمِّي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ، عَبْدُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأُمُّهُ، أَحِبَّهُمَا إِلَى النَّاسِ».

[৩৪] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার কথা শুনেছে এমন যে কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান আমাকে ভালোবাসত। আমি চাইতাম যে, আমার মা ইসলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হতেন না। আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। আমি নবিজির নিকট গিয়ে বললাম—আপনি আমার আম্মার জন্য দুআ করুন। তিনি দুআ করলেন। আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে আছেন। তিনি বলেন—হে আবু উরাইরা! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা অবগত করে বললাম, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দুআ করুন। তিনি বলেন—“হে আল্লাহ! তোমার বান্দা আবু উরাইরা এবং তার মা, তাদের উভয়কে মানুষের কাছে প্রিয় করে দিন।”^{০৫}

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদাচার করা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَلَيٍّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقَيَ مِنْ بْرَ أَبَوَيِّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبْرُهُمَّا؟ قَالَ: نَعَمْ، خِصَالُ أَرْبَعٍ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِيمِ الَّتِي لَا رَحْمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبْلِهِمَا.

[৩৫] আবু উসাইদ রাহিমাল্লাহু সাহাবাদের একটি দল থেকে বর্ণনা করে বলেন—আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সম্বন্ধবহার করার কোনো অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দুআ করা। (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) তাদের

^{০৫}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ২১৪১। হাদিসের মান: হাসান।

প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্বৃতির করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়।^{৩৬}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ. فَيَقُولُ: أَيُّ رَبٌ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفِرَ لَكَ.

[৩৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে আমার রব, এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার স্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।^{৩৭}

حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأُمِّيِّ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ: فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[৩৭] মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রাহিমাল্লাহু আনহু বলেন—এক রাতে আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, আবু হুরাইরাকে এবং আমার মাকে এবং তাদের দু’জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলকে আপনি ক্ষমা করুন।” মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রাহিমাল্লাহু বলেন, আমরা তার দুআয় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।^{৩৮}

- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلِيٌّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

[৩৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি কাজ

^{৩৬}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১৪২; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৬৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আলি ইবনু উবাইদ দুর্বল রাবি। অন্য সনদে সহিহ।

^{৩৭}. মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাস্বল: ১০৬১০। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান। মারফু সুত্রে বর্ণিত—সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৬০।

^{৩৮}. হাদিসের মান: সহিহ।

ব্যতীত তার সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। (১) সদকায়ে জারিয়া। (২) উপকারী জ্ঞান। (৩) নেক-সন্তান, যে সন্তান তার জন্য দুআ করে।^{৯৯}

حَدَّثَنَا يَسِرَّةُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُؤْقَيْتُ وَلَمْ تُوْصَ، أَفَيْنِفْعُهَا أَنْ أَتَصَدِّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». ^{১০০}

[৩৯] আবদুল্লাহ ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু তিনি কোনো ধরণের অসিয়ত (উইল) করে যাননি। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সাদাকাহ করি, তাহলে তাতে তার কোনো উপকার হবে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—
হাঁ।^{১০০}

পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচার করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَتُّمُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: مَرَأَ عَرَابِيًّا فِي سَفَرٍ، فَكَانَ أَبُو الْأَعْرَابِيٍّ صَدِيقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمْرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحَمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ. فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ: أَمَا يَكُفِيهِ دِرْهَمَانِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظْ وُدَّ أَبِيكَ، لَا تَقْطَعْ فِي طَفْقَيِ اللَّهُ نُورَكَ».

[৪০] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একজন গ্রাম্য ব্যক্তি (বেদুইন) সফরে বের হলো। তার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন। তিনি গ্রাম্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি অমুকের পুত্র? সে বলল—হাঁ। তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা গ্রাম্য লোকটিকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তাকে দান করলেন। সেসময় ইবনু উমরের এক সঙ্গী বলল—তাকে দু'টি দিরহাম দিলে কি যথেষ্ট হতো না? তখন ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{৯৯}. সহিহ মুসলিম: ১৬৩১; সুনানু আবি দাউদ: ২৮৮০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০০}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৮৮২। হাদিসের মান: সহিহ।

ওয়াসাল্লাম বলেছেন—পিতার বন্ধুত্ব ঠিক রাখো, তা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ্
তোমার (ঈমানের) আলো নিভিয়ে দিবেন।^{৪১}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي
الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَبَرَ الْبَرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدًّا أَبِيهِ».

[৪১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তির সর্বোত্তম সন্দ্যবহার
হলো, তার পিতার বন্ধুর পরিবারের প্রতি সন্দ্যবহার করা।^{৪২}

তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের সাথে সদাচরণ করো

أَخْبَرَنَا إِشْرُبْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَاحِقٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الزُّرْقَيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مُتَكَبِّلًا عَلَى ابْنِ أَخِيهِ، فَنَفَذَ عَنِ
الْمَجْلِسِ، ثُمَّ عَطَّافَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا شِئْتَ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ؟
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ، فَوَاللَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَّلَّ، مَرَّتَيْنِ: لَا تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُّ أَبَاكَ فَيُظْفَأُ بِذَلِكَ نُورُكَ.

[৪২] সাদ ইবনু উবাদা আয যুরাকি রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তার পিতা
বলেছেন—আমি মদিনার মসজিদে আমর ইবনু উসমানের সাথে বসা ছিলাম।
আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ভাতিজার কাঁধে ভর করে আমাদের
পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি মজলিস অতিক্রম করে যেতে যেতে ফিরে
তাকালেন এবং আবার সেখানে ফিরে এলেন। তিনি বলেন—আমর ইবনু উসমান,
তুমি কী চাও? তিনি দুই বা তিনবার একথা বলেন। তারপর বলেন, সেই সত্ত্বার
শপথ, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ

^{৪১}. আল আদাব, ঈমাম বাইহাকি রাহিমাল্লাহু: ৩। হাদিসের মান: হাসান। কারণ, সনদে আবদুল্লাহ ইবনু সালেহ দুর্বল হলেও তার মুতাবি পাওয়া যায়। ইবনু হাজর রাহিমাল্লাহু তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি মাকবুল।

^{৪২}. সহিহ মুসলিম: ২৫৫২; সুনান আবি দাউদ: ৫১৪৩। হাদিসের মান: সহিহ।

করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবে (তাওরাত) দুইবার বলা হয়েছে—তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো, তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করো না। অনাথায় তাতে তোমার ইমানের নূর নির্বাপিত হবে।^{৪০}

ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে

حَدَّثَنَا إِشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ فُلَانِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَيْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْوَدَّ يُتَوَارِثُ».

[৪৩] আবি বাকর ইবনু হায়ম রাহিমাল্লাহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি বর্ণনা করেছেন—তোমার জন্য (এটাই) যথেষ্ট যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—উত্তরাধিকার সূত্রে ভালোবাসা আসে।^{৪৪}

পিতার নাম ধরে না ডাকা, তার আগে না চলা এবং তার আগে না বসা

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَغْرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: لَا تُسْمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْسِّ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

[৪৪] হিশাম ইবনু উরওয়াহ রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—একবার আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনন্দ দু'জন লোককে দেখলেন। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে (কোনো স্থানে) বসে পড়ো না।^{৪৫}

^{৪০}. আল বির ওয়াস সিলাহ, ইবনু হারব: ৮৬। হাদিসের মান: দুর্বল। | সা'দ ইবনু উবাদাতায় যুরকি দুর্বল রাবি।

^{৪৪}. মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭৩৪৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আবু বকর ইবনু হায়ম দুর্বল রাবি।

^{৪৫}. আল জামে ইবনু ওয়াহব, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ইবনুস সুনী রাহিমাল্লাহু: ৩৯৫। হাদিসের মান: সহিহ।

পিতাকে উপনামে ডাকা যাবে কি?

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَحْيَى بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: الصَّلَاةُ يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

[৪৫] শাহর ইবনু হাওশাব রাহিমান্নাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একবার আমরা ইবনু উমর রাদিয়ান্নাহু আনহুমার সাথে বের হলাম। তার পুত্র সালেম রাহিমান্নাহু তাকে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! সালাম আপনাকে।^{৪৬}

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَكِنْ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ قَضَى.

[৪৬] আবদুন্নাহু ইবনু দিনার রাহিমান্নাহু বলেন, আবদুন্নাহু ইবনু উমর রাদিয়ান্নাহু আনহুমা বলেছেন—কিন্তু হাফসের পিতা উমর রাদিয়ান্নাহু আনহুর বিচার মীমাংসা করেছেন।^{৪৭}

নোট: ইবনু উমর রাদিয়ান্নাহু আনহুমা তাঁর পিতা উমর রাহিমান্নাহুকে এত বেশি সম্মান-শ্রদ্ধা করেছিলেন যে, সম্মানের কারণে বাপের নামটা পর্যন্ত নেননি।

^{৪৬}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। শাহর ইবনু হাওশাব দুর্বল রাবি।

^{৪৭}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

অধ্যয়ন : আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضُمُ بْنُ عَمْرِو الْخَفَافِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْقَعَةَ قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحْمٌ مَوْضُولَةٌ».

[৪৭] কুলাইব ইবনু মানফায়া রাহিমাল্লাহু বলেন—আমার দাদা (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বললেন—হে আল্লাহর রাসূল! সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী কে? নবিজি বললেন—তোমার পিতা-মাতা, তোমার ভাইবোন এবং এতদসংশ্লিষ্ট তোমার গোলাম। এদের অধিকার পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবে।^{৪৮}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ ظَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ۲۱۴] قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى: «يَا بَنِي كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُظَلِّبِ، أَنْقِدُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ حُمَّادٍ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحْمًا سَأَبْلُهُمَا بِإِلَهِهَا».

[৪৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—যখন এই আয়াত নাফিল হয়েছিল—‘তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করো।’(সুরা শুআরা : ২১৪) তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং

^{৪৮}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১৪০। হাদিসের মান: হাসান লি গাইরিহি। তাত্ক্ষিক—শুআইব আরনাউত রাহিমাল্লাহু। দুর্বল: তাত্ক্ষিক—আলবানি রাহিমাল্লাহু।

ডেকে-ডেকে বললেন—হে বনু কাব ইবনু লুআই, নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনু আবদে মানাফ, নিজেদেরকে আগুন (জাহানাম) থেকে রক্ষা করো। হে হাশেম বংশীয়গণ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা, নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা করো। অন্যথায় তোমাকে আল্লাহর বিচার থেকে রক্ষা করার শক্তি আমার নেই। (আর মনে রেখো) আমার সাথে তোমাদের রক্তের বন্ধন, তা আমি সজীব রাখবো।^{৪৯}

আত্মীয়তার বন্ধন

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِي أَيْوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرَةٍ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا يُقْرِبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَنْوِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِيمَ».

[৪৯] আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— এক বেদুইন নবিজির এক সফরে তার সাথে সাক্ষাত করে বলল, যা আমাকে জানাতের নিকটবর্তী এবং জাহানামের দূরবর্তী করবে, এমন আমল সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। জবাবে তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো, তার সাথে কাউকে শরিক করো না। সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখো।^{৫০}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوِيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِيمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلَا تَرْضِيْنَ أَنْ أَصِلَّ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطِعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَّ يَا رَبَّ، قَالَ: فَذَلِكَ لَكِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرُؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِلُوا أَرْحَامَكُمْ} [মুম্ব: ২২]

^{৪৯}. সহিহ মুসলিম: ৩৪৮; সুনানু তিরমিয়ি: ৩১৮৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫০}. সহিহ মুসলিম: ১২।

[৫০] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যখন আল্লাহ তাআলা যাবতীয় মাখলুকের সৃষ্টি সম্পদ করলেন, তখন “রেহেম” (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন—কি হলো (!) (তুমি দাঁড়ালে কেন?) জবাবে সে বলল—এ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে তোমাকে যুক্ত রাখবে আমিও তাকে যুক্ত রাখবো এবং যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে ছিন্ন করবো? রেহেম (আত্মীয়তার বন্ধন) বলল—হে রব, হাঁ। তিনি বললেন, এটাই তোমার প্রাপ্য। এরপর আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—তোমরা চাইলে এই আয়াত পড়তে পারো—“তোমরা আধিপত্য লাভ করলে হয়তো পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।” (সুরা মুহাম্মাদ : ২২)।^{১১}

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ...} [الإسراء: ٩٦]، قَالَ: بَدَأَ فَأَمَرَهُ بِأَوْجَبِ الْحُقُوقِ، وَدَلَّهُ عَلَى أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَقَالَ: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [الإسراء: ٩٦]، وَعَلِمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ، فَقَالَ: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا} [الإسراء: ٩٨] عِدَّةً حَسَنَةً كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ} [الإسراء: ٩٩] لَا تُعْطِي شَيْئًا، {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [الإسراء: ٩٩] تُعْطِي مَا عِنْدَكَ، {فَتَقْعُدَ مَلُومًا} [الإسراء: ٩٩] يَلُومُكَ مَنْ يَأْتِيكَ بَعْدُ، وَلَا يَجِدُ عِنْدَكَ شَيْئًا {مَحْسُورًا} [الإسراء: ٩٩]، قَالَ: قَدْ حَسَرَكَ مَنْ قَدْ أَعْظَيْتُهُ.

[৫১] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আল্লাহ তাআলার বাণী—“আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও হক দিয়ে দাও” (সুরা ইসরাঃ ২৬)। যদি কারো কাছে কোনো অর্থ থাকে, তবে প্রথম কর্তব্য—হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ বলে দিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে: “নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করে দারিদ্র ও মুসাফিরকেও (তাদের প্রাপ্য দিবে)” (সুরা ইসরাঃ ২৬)। যদি তার কাছে

^{১১}. সহিল বুখারি: ৪৮৩০।

কোনো অর্থ না থাকে, তাহলে সে কি করবে? মহান আল্লাহ তাআলা তা এভাবে শিক্ষা দিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে: “তুমি তোমার প্রভুর কাঞ্জিত রহমতের আশায থাকাকালে তাদেরকে বণ্ণিত করতে হলে তখন তাদের সাথে নজরভাবে কথা বলো” (সুরা ইসরাঃ : ২৮)। উত্তম প্রতিশ্রূতি দাও, যেন তা নিশ্চিত। আল্লাহ যদি চান, অচিরেই তা হয়ে যাবে। “এবং তুমি তোমার হাতকে (কৃপণতাবশত) কাঁধের দিকে সংকুচিত করে রেখো না” (সুরা ইসরাঃ : ২৯), তথা দান করা থেকে তুমি একেবারে বিরত থেকো না। “এবং একেবারে প্রসারিত করে দিয়ো না।” (সুরা ইসরাঃ : ২৯)। অর্থাৎ, যা আছে তা সবই দান করো না, “তাহলে তুমি তিরঙ্গত হবো” (সুরা ইসরাঃ : ২৯)। অর্থাৎ, পরে যারা আসবে, তারা তোমার কাছে কিছু না পেলে তিরঙ্গার করবে। এবং “বিক্রহস্ত (হয়ে পড়বে)” (সুরা ইসরাঃ : ২৯)। অর্থাৎ, যা দান করেছো তার জন্য, পরে তোমাকে আক্ষেপ করতে হবে।^{১২}

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার ফয়লত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ التَّبَّيِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُّهُمْ وَيَقْطَعُونَ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسْبِئُونَ إِلَيَّ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، قَالَ: «لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَأَنَّمَا تُسْفِهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ».

[৫২] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একজন লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাছের আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি ঠিকই, কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন করে। আমি তাদের উপর ইহসান করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে। তারা আমার সাথে মূর্খ আচরণ করে, কিন্তু আমি তা সহ্য করি। তখন তিনি বললেন— তোমার কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদের মুখে উত্পন্ন ছাই পুরে দিচ্ছো। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এমনটা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথে থাকবেন।^{১৩}

^{১২}. তারিখুল কাবির। হাদিসের মান: দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু আবি মুসা অজ্ঞাত রাবি।

^{১৩}. সহিহ মুসলিম: ২৫৫৮। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا الرَّدَادِ الْلَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحْمَمَ، وَاسْتَفْقَتُ لَهَا مِنْ أَسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّهُ.

[৫৩] আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন—আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আর-রহমান (দ্যাময়)। আমি রেহেম (আত্মীয় সম্পর্ক)-কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবো। আর যে তাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করবো।^{৪8}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي الْوَهْطِ - يَعْنِي أَرْضًا لَهُ بِالْطَّائِفِ - فَقَالَ: عَطَافَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: «الرَّحِيمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، مَنْ يَصْلِهَا يَصْلِهُ، وَمَنْ يَقْطَعُهَا يَقْطَعُهُ، لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ ذَلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[৫৪] আবুল আনবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে ওয়াহত-এ গেলাম অর্থাৎ, তায়েফে তার জমিন ছিল, সেই জমিনে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আঙ্গুলসমূহ একত্র করলেন এবং বললেন—রেহেম হলো রহমানের ঢাল বা অংশ। যে তাকে যুক্ত রাখবে, আল্লাহও তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। আর কিয়ামতের দিন তার জন্য স্পষ্টভাষ্য হবে।^{৪9}

^{৪8}. সুনানু আবি দাউদ: ১৬৯৪; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯০৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪9}. সহিহল বুখারি: ৫৯৮৯; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯২৪। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَّبِيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّحْمُ شُجْنَةٌ مِنَ اللَّهِ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ». ^{৫৫}

[৫৫] আযিশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—‘রেহেম’ (আত্মীয়তার সম্পর্ক) হলো আল্লাহর একটি শাখা। যে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।^{৫৫}

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখলে আয়ু বাড়ে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ». ^{৫৬}

[৫৬] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি চায় যে, তার জীবনোপকরণ প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।^{৫৭}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ». ^{৫৮}

[৫৭] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—যে ব্যক্তি আনন্দিত হয় যে, তার জীবনোপকরণ প্রশস্ত এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।^{৫৮}

^{৫৫}. সহিল বুখারি: ৫৯৮৮।

^{৫৬}. সহিল বুখারি: ৫৯৮৬; সহিল মুসলিম: ২৫৫৭; সুনানু আবি দাউদ: ১৬৯৩। হাদিসের মান: সহিল।

^{৫৭}. সহিল বুখারি: ৫৯৮৫।

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিককারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُبْيِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْرَاءَ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحْمَهُ، نُسِئَ فِي أَجْلِهِ، وَتَرَى مَالَهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ.

[৫৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—যে ব্যক্তি তার রবকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।^{১৯}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أُبْيِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْرَاءُ أَبُو مُحَارِّبِ هُوَ الْعَبْدِيُّ، قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحْمَهُ، أُنْسِيَ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَتَرَى مَالَهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ.

[৫৯] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—যে ব্যক্তি তার রবকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসে।^{২০}

ক্রমানুসারে আত্মীয়তার অধিকার রাখা

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي گَرِبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ».

[৬০] মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা তোমাদের মা'দের সম্পর্কে তোমাদেরকে অসিয়ত করেছেন, তোমাদের মা'দের সম্পর্কে তোমাদেরকে অসিয়ত করেছেন, অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের অসিয়ত করছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের অসিয়ত করেছেন।^{২১}

^{১৯}. মুসান্নাফে আবি শাইবা: ২৫৩৯। হাদিসের মান: হাসান।

^{২০}. শুআবুল ঈমান: ৭৬০০। হাদিসের মান: হাসান।

^{২১}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৬। মুসনাদে আহমদ: ১৭১৮। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَزْرَجُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْخَطَابِ السَّعْدِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُوبَ سُلَيْمَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَشِيشَةَ
الْحَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَحْرَجَ عَلَى كُلِّ قَاطِعٍ رَحِيمٌ لَمَا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا، فَلَمْ يَفْمِ
أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلَاثَةُ، فَأَتَى فَتَّى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنَتَيْنِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا،
فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا،
قَالَتِ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ: لِمَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعَرَّضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيشَةَ كُلِّ حَمِيسِ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْبَلُ عَمَلَ قَاطِعٍ رَحِيمٍ».

[৬১] আবু আইয়ুব সুলাইমান রাহিমাল্লাহু বলেন—আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু
আনহু একদা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা জুমআর রাতে আমাদের এখানে এসে
বললেন, আমি প্রত্যেক আত্মীয়তা ছিন্নকারীকে ভালোবাসি না। আমাদের এখানে
একুপ কেউ থাকলে সে যেন উঠে যায়। কিন্তু কেউ মজলিস থেকে উঠল না। তিনি
তিনিবার এ কথা বললেন। এক যুবক তার ফুফুর কাছে এলো। সে তার সাথে দুই
বছর যাবত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে রেখেছিল। সে তার নিকট প্রবেশ করলে
তার ফুফু তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে ভাইয়ের ছেলে, তুমি আমার কাছে কেনো
এসেছো? যুবক বললো, আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একুপ একুপ
বলতে শুনেছি। সে বললো, তুমি তার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি
এমনটা বললেন কেনো? তিনি বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার
দিবাগত রাতে আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর
আমল কবুল হয় না।^{৬২}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ جَابِرِ الْحَنْفِيُّ، عَنْ آدَمَ
بْنِ عَلَيٍّ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ
تَعَالَى فِيهَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا
فَنَأْوِلُ.

^{৬২}. মুসনাদে আহমাদ: ১০২৭২। হাদিসের মান: হাসান।

[৬২] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—কোনো বাস্তি তার নিজের জন্য এবং নিজ পরিবারের জন্য সওয়াবের আশায় যা ব্যয় করে, তার প্রতিটি ব্যয়ের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিদান দেন। তুমি তোমার পরিজনদের থেকে খবচ করা শুরু করো। এরপরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে পরবর্তী নিকটাত্ত্বাদের দান করো, তারপর অবশিষ্ট থাকলে আরো দান করো।^{৬৩}

আত্মায়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ণিত হয় না

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو إِدَامٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزَلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَجِمٍ.

[৬৩] আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাহিমাল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো গোত্রের মাঝে যদি আত্মায়তা-ছিন্নকারী থাকে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না।^{৬৪}

আত্মায়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَتْمُونُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ جُبَيرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَجِمٍ».

[৬৪] জুবাইর ইবনু মুতাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—আত্মায়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্মাতে প্রবেশ করতে পারবে না।^{৬৫}

حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَارِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

^{৬৩}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান দুর্বল রাবি। তবে সহিহ সনদে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

^{৬৪}. তাবারানি। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে সুলাইমান দুর্বল রাবি।

^{৬৫}. সহিহল বুখারি: ৫৯৮৪; সহিহ মুসলিম: ২৫৫৬। হাদিসের মান: সহিহ।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّحْمَمْ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي ظُلْمَتُ، يَا رَبِّ،
إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ، إِنِّي إِنِّي، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ. فَيُحِبِّبُهَا: أَلَا تَرْضِينَ أَنْ أُقْطَعَ مَنْ
قَطَعَكِ، وَأَصِلَّ مَنْ وَصَلَكِ؟^{৬৬}

[৬৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—রেহেম (আত্মীয়তার বন্ধন) রহমানের ঢালন্দুরপ।
(কিয়ামতের দিন) সে বলবে—“হে আমার রব, আমি মাজলুম, হে প্রভু, আমি
ছিন্নকৃত, হে প্রভু, নিশ্চয় আমি আমি...। তখন আল্লাহ তাকে জবাব দিয়ে বলবেন,
তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে তোমাকে যে ছিন্ন করেছে আমিও তাকে ছিন্ন করবো এবং যে
তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখবো?”^{৬৬}

حَدَّثَنَا آدُمُ بْنُ أَبِي إِيَّاِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَعَوَّدُ مِنْ إِمَارَةِ الصَّبِيَانِ وَالسُّفَهَاءِ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
سَمْعَانَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ الْجَهْنَيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ
تُقْطِعَ الْأَرْحَامُ، وَيُطَاعَ الْمُغْوِي، وَيُعْصَيِ الْمُرِشِدُ.

[৬৬] সাউদ ইবনু সামআন রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, আমি আবু হুরাইরা
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বোকা ও ছোটদের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে
শুনেছি। সাউদ ইবনু সামআন রাহিমাল্লাহু বলেন—ইবনু হাসান আল-জুহানি
রাহিমাল্লাহু আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজেস করেছিলেন, উহার
(কিয়ামতের) নির্দশন কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন—আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যচরণ করা
হবে।^{৬৭}

^{৬৬}. মুসনাদে আহমাদ: ৯২৭৩। হাদিসের মান: হাসান।

^{৬৭}. আস সহিহ: ৩১৯১। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর দুনিয়ার শাস্তি

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَخْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدْخُلُهُ فِي الْآخِرَةِ، إِنْ قَطِيعَةً الرَّحِيمُ وَالْبَغْيُ».

[৬৭] আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী ও বিদ্রোহী পাপীদেরকে দুনিয়াতেই তার পাপের শাস্তি আল্লাহ খুব দ্রুত দেন, এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন।^{৫৮}

প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা প্রকৃত ঠিক রাখা নয়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو - قَالَ سُفِّيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْرُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ»، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا».

[৬৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে যে ব্যক্তি বন্ধন ঠিক রাখে, সে হলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী।^{৫৯}

^{৫৮}. মুসনাদে আহমাদ: ২০৩৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫৯}. সহিল বুখারি: ৫৯১; সুনানু আবি দাউদ: ১৬৯৭। হাদিসের মান: সহিহ।

জালিম আত্মীয়দের সাথে বন্ধন ঠিক রাখার ফয়লত

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِمْتِي عَمَّا لِي دُخْلَنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ أَفَصَرْتَ الْأَطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقَ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ» قَالَ: أَوْ لَيْسَتَا وَاحِدًا؟ قَالَ: «لَا، عِنْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَةَ، وَفُكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَالْمَنِيْحَةُ الرَّاغِبُ، وَالْفَقِيْمُ عَلَى ذِي الرَّحِيمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ».

[৬৯] বারাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একজন বেদুইন নবিজির কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহু, আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জানাতে প্রবেশ করাবে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো। গোলাম আযাদ করো এবং গর্দান মুক্ত করো। সে বললো, দুইটা একই বন্ধ নয় কি? তিনি বলেন, না, গোলাম আযাদ করা তো কোনো গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনদের মুক্ত করা। যদি তা না পারো, তবে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর যদি তার সামর্থ্যও না হয়, তবে ভালো কথা বলা ছাড়া তোমার জবানকে হিফায়ত রাখবে।^{৭০}

যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছে

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَخْتَنَثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ».

[৭০] হাকিম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন—আমি জাহিলি যুগে যেসব কাজ করেছি—আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার, দাসমুক্তি এবং দান-খয়রাত (ইত্যাদি) এসব আমলের কোনো

^{৭০}. মুসনাদে আহমাদ: ১৮৬৪৭। হাদিসের মান: সত্য।

প্রতিদান আমি পাবো? জবাবে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমার পূর্ববর্তী ভালো কাজ থেকে তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো। হয়েছো। (আগের পৃণ্য আল্লাহ চাইলে দিতেও পারেন)।^{۱۹}

নেট: এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে কেউ কেউ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেসব ভালো কাজ করা হবে, তা ইসলাম গ্রহণ করার পরও পাবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পাবে না। কারণ, তখন তো তার তাওহিদ ছিলো না, তাওহিদ ছাড়া নেকির কাজ ধর্তব্য হয় না।

ইমাম নববি রাহিমাল্লাহু এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে বলেন—হাকিম ইবনু হিযাম জাহিলি যুগে আমলের বরকতে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফিক পেয়েছে। সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে, পূর্বের আমলের সওয়াব সে পাবে। তবে হতে পারে— আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন।

অমুসলিমদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের হাদিয়া

গ্রহণ প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيرَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَيُسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا أَتَوكَ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، إِنَّمَا يَلْبِسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، ثُمَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلْلًا، فَأَهْدَى إِلَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعَثْتَ إِلَيَّ هَذِهِ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَهْدِهَا لَكَ لِتَلْبِسَهَا، إِنَّمَا أَهْدِيْتُهَا إِلَيْكَ لِتُسْبِحَهَا أَوْ لِتَكْسُوْهَا»، فَأَهْدَاهَا عُمَرُ لِأَخْ لَهُ مِنْ أَمْهِ مُشْرِكٍ.

[৭১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর দেখে বলেন—হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যদি এই রেশমী চাদরটি ক্রয় করতেন, জুমআর দিন এবং আপনার নিকট বাইরের প্রতিনিধি দল আসলে তা পরিধান করতে পারতেন। তখন নবিজি বললেন—হে উমর, এটা সেই ব্যক্তি পরিধান করবে, যার পরকাল বলতে কিছু নেই। অতঃপর (পরবর্তীতে) অনুরূপ কিছু লাল বর্ণের রেশমী চাদর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{۱۹}. সহিহ মুসলিম: ২০২৮। হাদিসের মান: সহিহ।

ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দেয়া হয়। তিনি তা থেকে একটা চাদর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপহার পাঠান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি আমাকে এটা পাঠিয়েছেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তোমার পরিধানের জন্য এটা আমি তোমাকে দিইনি। অবশ্য আমি এজন্য তোমাকে এটা দিয়েছি যে, তা বিক্রয় করবে অথবা কাউকে পরিধান করতে দিবে। এরপরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটা তার এক মুশরিক ভাইকে উপহার দেন।^{১২}

জেনে রাখো, আত্মীয়তার সম্পর্কই বংশের পরিচয়

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَأْشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاللَّهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّيْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الدِّيَنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِيمِ، لَأَوْزَعَهُ ذَلِكَ عَنِ اتِّهَاكِهِ».

[৭২] জুবাইর ইবনু মুতাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিস্তারের উপর বলতে শুনেছেন—তোমাদের বংশ পরিচিতি (নসবনামা) জেনে রাখো, অতঃপর আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। আল্লাহর শপথ! ঘটনাক্রমে কোনো ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মধ্যে কিছু ঘটে যায়। যদি সে জানতে পারতো যে, তার এবং অপরজনের মধ্যে রক্তের বন্ধন রয়েছে তাহলে তা তার ভাইকে অপদষ্ট করা থেকে বিরত রাখতো।^{১০}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ، تَصْلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحِيمِ إِذَا قَرُبَتْ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً، وَلَا قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَكُلُّ رَحِيمٍ آتِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، تَشْهُدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا.

^{১২}. সহিল বুখারি: ৮৮৬; সহিল মুসলিম: ২০৬৮। হাদিসের মান: সহিল।

^{১০}. আল সিলসিলাতুস সহিহা: ২৭৭; তিরমিয়ি, তাবারানি। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

[৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—তোমরা তোমাদের বংশনামা জেনে রাখো, তোমাদের আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। কেননা দূরাত্মীয়ও সম্পর্কের কারণে নিকটতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও সম্পর্কের অভাবে দূরে চলে যায়। প্রতিটি রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্ট জনের সামনে আসবে; সে যদি তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রাখে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সে যদি তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরক্তে সম্পর্ক ছিন্নের সাক্ষ্য দিবে।^{১৪}

মুক্ত গোলাম কি বলতে পারবে, অমুকের সাথে সম্পর্ক আছে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاؤَدَ الْلَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: مِنْ تَيْمَ تَمِيمٍ، قَالَ: مِنْ أَنفُسِهِمْ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ مَوَالِيهِمْ، قَالَ: فَهَلَّا قُلْتَ: مِنْ مَوَالِيهِمْ إِذَاً؟

[৭৪] আবদুর রহমান ইবনু আবু হাবিব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন—আচ্ছা, তুমি কোন বংশের লোক? আমি বললাম, আমি তায়েম-তামিম গোত্রের। তিনি বলেন, তুমি কি সে বংশভুক্ত অথবা তাদের মুক্ত গোলাম? আমি বললাম, আমি তাদের মুক্ত গোলাম। তিনি বলেন, তাহলে তুমি বললে না কেন যে, তুমি তাদের মুক্ত গোলাম?^{১৫}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ»، فَجَمَعُهُمْ، فَلَمَّا حَضَرُوا بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمُرُ فَقَالَ: قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِي، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: قَدْ نَزَلَ فِي قُرَيْشٍ الْوَحْيُ، فَجَاءَ الْمُسْتَمِعُ وَالنَّاظِرُ مَا يُقَالُ لَهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ فَقَالَ: «هَلْ فِيهِمْ مِنْ غَيْرِ كُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حَلِيفُنَا وَابْنُ أَخْتِنَا وَمَوَالِينَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلِيفُنَا مِنَّا، وَابْنُ أَخْتِنَا مِنَّا، وَمَوَالِينَا مِنَّا، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ:

^{১৪}. শুআবুল ঈমান: ৭৫৭০। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

^{১৫}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে আবি হাবিব অজ্ঞাত রাবি।

إِنَّ أُولَئِيَّ إِيمَانٍ مِّنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، فَإِنْ كُنْتُمْ أُولَئِكَ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَانظُرُوا، لَا يَأْتِي النَّاسُ
بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ، فَيُعَرَّضَ عَنْكُمْ، ثُمَّ تَأْتَى فَقَالَ: يَا أَيُّهَا
النَّاسُ - وَرَفَعَ يَدِيهِ يَضَعُهُمَا عَلَى رُءُوبِسِ قُرْيَشٍ - أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ قُرْيَشًا أَهْلُ
آمَانَةٍ، مَنْ يَغْيِي بِهِمْ - قَالَ رُهْبَرُ: أَطْلُنُهُ قَالَ: الْعَوَاثِرَ - كَبَّهُ اللَّهُ لِمِنْخَرِيهِ، يَقُولُ ذَلِكَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[৭৫] রিফায়া ইবনু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—তোমার গোত্রের লোকজনকে আমার কাছে একত্রিত করো। (আদেশ অনুযায়ী) তিনি তাদেরকে সমবেত করলেন। তারা নবিজির ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করে বলেন—আমার গোত্রের লোকজনকে আপনার কাছে সমবেত করেছি। আনসারগণ তা শুনতে পেয়ে (মনে মনে) বলেন, নিশ্চয় কুরাইশদের সম্পর্কে ওহি নাযিল হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে কি বলা হয় তা শোনার জন্য দর্শক ও শ্রোতা এসে উপস্থিত হল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন—তোমাদের মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য কেউ আছে কি? তারা বলেন, হাঁ, আমাদের মধ্যে আমাদের বন্ধুগোত্র, আমাদের বোনের ছেলেরা (ভাণ্ডে) এবং আমাদের মুক্তদাসগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমাদের বন্ধুগোত্র আমাদের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের বোনের ছেলেরা (ভাণ্ডে) আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমরা শোনো! তোমাদের মধ্যকার মুক্তাকি ব্যক্তিগণই আমার বন্ধু। তোমরা যদি তাই হও, তবে তো তাই। অন্যথায় লক্ষ করো—কিয়ামতের দিন যেন এমন না হয় যে, লোকজন তো তাদের সৎকর্মসমূহ নিয়ে আসবে, আর তোমরা আসবে তোমাদের পাপের বোঝাসমূহ নিয়ে এবং তা তোমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উঁচু করে তা কুরাইশদের মাথার উপর রেখে ডাক দিয়ে বললেন—হে লোকসকল! কুরাইশগণ আমানতদার। যে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। আল্লাহ তাকে অধঃমুখে উপুড় করে জাহানামে নিক্ষেপ করবেন। তিনি এ কথা তিনবার বলেন।^{৭৬}

^{৭৬}. তাৰারানি: ৪৫৪৭। হাদিসের মান: হাসান।

অধ্যায় : সন্তানের প্রতি মমতা

যে বক্তি একজন বা দু'জন কন্যা সন্তান লালন-পালন করে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو حَفْصِ التَّجِيْبِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ حِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ».

[৭৬] উকবা ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকের ব্যবস্থা করে, তারা তার জন্য জাহানাম থেকে (রক্ষাকারী) প্রতিবন্ধক হবে।^{৭৭}

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ، فَيُحِسِّنُ صُحْبَتَهُمَا، إِلَّا أَدْخِلَتَاهُ الْجَنَّةَ».

[৭৭] আবদুল্লাহু ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে মুসলমানের দু'টি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে, তারা (মেয়েরা) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।^{৭৮}

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

^{৭৭}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৬৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৭৮}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৭০। হাদিসের মান: হাসান লিগাইরিহি।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثٌ بَنَاتٍ، يُؤْرِيهِنَّ، وَيَكْفِيهِنَّ، وَبَرِّحُهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةُ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنَتِينِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَثِنَتِينِ».

[৭৮] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দেয়, তাদের দায়-দায়িত্ব বহন করে এবং তাদের উপর দয়া করে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়। কওমের মধ্য থেকে একজন বলল—হে আল্লাহর রাসুল, কারো যদি দু'টি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেন—দু'টি কন্যা সন্তান হলেও (আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন)।^{৭৯}

যে ব্যক্তি তার বোনকে লালন-পালন করবে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخْوَاتٍ، فَيُحِسِّنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

[৭৯] আবু সাউদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^{৮০}

তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে লালন-পালন করার ফয়লত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الَّتِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ: «أَلَا أَدْلُكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟» قَالَ: بَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِبْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ».

^{৭৯}. মুসনাদে আহমাদ: ১৪২৪৭। হাদিসের মান: হাসান।

^{৮০}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১৪৭; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯১২। হাদিসের মান: হাসান।

[৮০] মুসা ইবনু আলিয়ি রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকা ইবনু জুশুম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠ সাদাকার ব্যাপারে বলবো না? তিনি বললেন, জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমার (স্বামী থেকে পরিতৃক) কন্যার (দায়িত্ব প্রহণ করা) তুমি ব্যতীত যার উপার্জনকারী আর কেউ নেই।^{৮১}

حَدَّثَنَا إِشْرُقٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا سُرَاقَةُ» مِثْلَهُ

[৮১] মুসা রাহিমাল্লাহ বলেন, আমার পিতা সুরাকা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাকাকে বলেছিলেন—হে সুরাকা...। পূর্বের হাদিসের অনুরূপ।^{৮২}

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْمِقْدَامَ بْنِ مَعْدِيِّ كَرِبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ».

[৮২] মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—তুমি নিজেকে যা আহার করাও, তা তোমার জন্য সাদাকা। তোমার সন্তানকে তুমি যা আহার করাও, তাও তোমার জন্য সাদাকা। তোমার স্ত্রীকে তুমি যা আহার করাও, তাও তোমার জন্য সাদাকা। এবং তোমার খাদেমকে যা আহার করাও, তাও তোমার জন্য সাদাকা।^{৮৩}

যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু অপচন্দ করে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الرَّوَاعِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: أَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ؟

^{৮১}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৬৭। মুসনাদে আহমাদ: ১৭৫৮৬। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আলি ইবনু রাবাহ দুর্বল রাবি।

^{৮২}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭৫৮৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৮৩}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭১৮০। হাদিসের মান: সহিহ।

[৮৩] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এক ব্যক্তি তার সাথে ছিলো। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। সে তাদের মৃত্যু কামনা করলো। তখন ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগ হয়ে বললেন—তুমি কি তাদের রিজিক দাও নাকি? ^{৮৪}

সন্তানের কারণে মানুষ কৃপণ এবং কামুকষ হয়ে থাকে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَتُمُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْيَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا: وَاللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَجَعَ فَقَالَ: كَيْفَ حَلَفْتُ أَنِّي بُنْيَةً؟ فَقُلْتُ لَهُ, فَقَالَ: أَغْزَ عَيْ، وَالْوَلْدُ الْوَلْطُ.

[৮৪] আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—আল্লাহর শপথ, পৃথিবীর বুকে উমরের চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নাই। তিনি চলে যাবার পর পুনরায় ফিরে এসে বলেন, হে বৎস! আমি কিভাবে শপথ করেছি? আমি তাকে তা বললাম। তিনি বলেন, (উমর) আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর সন্তান তো হৃদয়ের সাথে যুক্ত থাকে। ^{৮৫}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعِيمٍ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعْوَضَةِ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَيْ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعْوَضَةِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هُمَا رَيْحَانَيَ مِنَ الدُّنْيَا».

[৮৫] ইবনু আবু নুউম রাহিমাল্লাহু বলেন, একদা আমি ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তখন ইবনু উমর বললেন—তুমি কোন জায়গার লোক? সে বললো—ইরাকের। তিনি বলেন, তোমরা উনাকে দেখো, সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অথচ তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছে। আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—এই

^{৮৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে আবু রাওয়া নামক রাবি অজ্ঞাত।

^{৮৫}. সহিল বুখারি: ৫৯৯৪; সুনান তিরমিয়ি: ৩৭৭০। হাদিসের মান: হাসান।

(হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) দু'জন পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।^{৮৬}

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَاجْبِه». ^{৮৭}

[৮৬] বারাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এমন অবস্থায়) দেখেছি যে, হাসান তাঁর কাঁধের উপর ছিলেন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হে আল্লাহ! আমি তাকে (হাসানকে) ভালোবাসি। সুতরাং আপনিও তাকে ভালোবাসুন।^{৮৭}

সত্তানাদি হলো চোখের নয়ণমনি

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيرٍ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: طُوبَ لِهَا تَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ لَوْدَدْنَا أَنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهَدْنَا مَا شَهِدْتَ. فَاسْتُغْضِبَ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ، مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَتَمَّنِي مُحْضَرًا غَيْبَةُ اللَّهِ عَنْهُ؟ لَا يَدْرِي لَوْ شَهَدَ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ؟ وَاللَّهُ، لَقَدْ حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامَ كَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاجِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يُجِيبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ، أَوْلَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ، فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ تَبَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كُفِيتُمُ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ، وَاللَّهُ لَقَدْ بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بُعْثَ عَلَيْهَا نَبِيًّا قَطُّ، فِي فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِيَنَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلِيْدِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرِى

^{৮৬}. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২৪৯৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৮৭}. সহিহল বুখারি: ৩৭৪৯; সহিহ মুসলিম: ২৪২২। হাদিসের মান: সহিহ।

وَالِّهُ أَوْ وَلَدُهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ فُلْيَهِ بِالْإِيمَانِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ، فَلَا تَقْرُرْ عَيْنِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ»، وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَدُرْيَاتِنَا فُرَّةٌ أَغْيَنِ} [الفرقان: ٧٤]

[৮৭] জুবাইর ইবনু নুফাইর রাহিমাল্লাহু বলেন—একদিন আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসলাম। এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। ওই ব্যক্তি বলল, ধন্য এই চক্ষুদ্বয়, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দর্শন করেছে। আল্লাহর শপথ, আমরা কামনা করতাম আপনি যা দেখেছেন যদি আমরাও তা দেখতাম এবং আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরাও যদি তথায় উপস্থিত থাকতাম। এতে মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসন্তুষ্ট হলেন। তাতে আমি অবাক হলাম যে, সে তো ভালো কথাই বলেছে। অতঃপর তিনি তার মুখোমুখি হয়ে বলে, লোকটিকে এমন স্থানে উপস্থিত হতে কোন জিনিয় আকৃষ্ট করল, যেখান থেকে আল্লাহ তাকে অনুপস্থিত রেখেছেন? কি জানি, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকতো তবে সে কি করতো। আল্লাহর শপথ! বহু লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অধঃমুখে জাহানামে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, তারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে বিশ্বাসও করেনি। তোমরা কি আল্লাহর প্রশংসা করবে না যে, তিনি তোমাদের যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কাউকে চিন না। তোমাদের নবি যা নিয়ে এসেছেন তাকে তোমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছো। আল্লাহর শপথ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হন কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে আর কোনো নবি আসেননি। নবি আসার পূর্বেকার সেই জাহিলিয়াতের দিনগুলিতে তারা প্রতিমা পুঁজার চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম আছে বলে মনে করতো না। এই পরিস্থিতিতে তিনি ফুরকানসহ আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেন, পার্থক্য সূচিত করেন পিতা ও তার পুত্রের মধ্যে। শেষে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, কোনো ব্যক্তি তার পিতা বা পুত্র বা ভাইকে কাফের অবস্থায় দেখতো, অপরদিকে ঈমান আনার জন্য তার অন্তরের তালা আল্লাহ খুলে দিতেন, তখন সে ভাবতো, এই অবস্থায় তার আপনজন মারা গেলে নিশ্চয় সে দোষখে যাবে। এতে কারো চোখ জুড়তো না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “এবং যারা বলে, (হে) আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদেরকে চোখের শীতলতা দান করো।” (আল ফুরকান : ৭৪)^{৮৮}

যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পদ এবং সন্তান বৃক্ষিক দুআ করে

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَنَّسٍ، عَنْ أَنَّسِ
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامَ
خَالِقِي، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَنَا: «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ؟» وَذَاكَ فِي عَيْنِ وَقْتٍ صَلَاةٍ،
فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: فَأَيْنَ جَعَلَ أَنْسًا مِنْهُ؟ فَقَالَ: جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ؟ ثُمَّ صَلَّى بِنَا،
ثُمَّ دَعَا لَنَا - أَهْلَ الْبَيْتِ - بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، خُوَيْدِمُكَ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَدَعَاهَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، كَانَ فِي آخِرِ دُعَائِهِ أَنْ
قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ».١

[৮৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি, আমার মা ও খালা উম্মু হারাম ছাড়া আর কেউ
ছিলেন না। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে
বললেন—আমি কি তোমাদের সাথে সালাত পড়বো না? তখন কোনো নামায়ের
ওয়াক্ত ছিলো না। লোকজনের মধ্যে একজন বললো, আনাসকে কোথায় দাঁড়
করানো হয়েছিলো? রাবি বলেন, ডান দিকে। তিনি আমাদের নিয়ে সালাত
পড়লেন, অতঃপর আমাদের তথা ঘরের সকলের জন্য দুআ করলেন দুনিয়া ও
আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য। আমার মা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার
এই ক্ষুদে খাদেম, তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সার্বিক কল্যাণের জন্য দুআ করলেন। তার দুআর শেষ
ছিল, “হে আল্লাহ, তাকে অধিক ধন ও সন্তান দান করুন এবং তাকে বরকত দান
করুন।”^১

মমতাময়ী মা

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا
عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَيِّرٍ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ
الصَّبْيَانُ التَّمَرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمَرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ

^১. সহিত্ত বুখারি: ৬৩৩৪; সহিত মুসলিম: ৬৬০; সুনানু তিরমিয়ি: ৩৮২৯। হাদিসের মান: সহিত।

صَيِّدِنَصْفَ تَمْرَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَوْمًا: «وَمَا يُعِجبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّهَا».

[৮৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক মহিলা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকালো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইলো। সে খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক দিলো। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিষয়টি জানালেন। তখন তিনি বললেন, এতে তোমার অবাক হওয়ার কি আছে (!) সে তার ছেলে দুইটির প্রতি দয়াবান হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াবান হয়েছেন।^{১০}

শিশুদের চুম্বন করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَقْبِلُونَ صِبِيَّانَكُمْ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ».

[৯০] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক বেদুইন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—আপনি কি আপনার শিশুদেরকে চুম্বন করেন? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আল্লাহ যদি তোমার মন থেকে দয়া-মায়া তুলে নেন, তবে তোমার জন্য আমার কী করার আছে?^{১১}

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الرُّهْبَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا

^{১০}. সহিল বুখারি: ৫৯৯৮; সহিল মুসলিম: ২৩১৭।

^{১১}. সহিল বুখারি: ৫৯৯৭; সহিল মুসলিম: ২৩১৮।

قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ».

[৯১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলির পুত্র হাসানকে চুম্বন করলেন। তখন আকরা ইবনু হাবিস আত-তামিমি তাঁর নিকট বসা ছিলেন। আকরা বললেন—আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি তাদের কাউকে চুম্বন করি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেন—যে ব্যক্তি দয়া করে না সে দয়া পায় না।^{১২}

সন্তানের সাথে পিতার আচরণ এবং ভদ্রতা শিখানো

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نَعْمَانَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَدْبُ مِنَ الْأَبْاءِ.

[৯২] নুমাইর ইবনু আউস রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, প্রবীণ সাহাবিগণ বলতেন—সততা ও যোগ্যতা আল্লাহর দান এবং শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান।^{১৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْفَرِشِيُّ، عَنْ دَاوِدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ انْطَلَقَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ نَحْلَتُ النَّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «أَكُلْ وَلَدَكَ نَحْلَتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهِدْ غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «إِلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبَرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذَا».

[৯৩] নুমান ইবনু বাশির রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বহন করে বাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং বললেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি নুমানকে এই এই জিনিস দান করেছি। তিনি বলেন—তোমার সব সন্তানকে কি দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন—তাহলে ভিন্ন কাউকে সাক্ষী রাখো। অতঃপর তিনি বলেন—তুমি কি কামনা করো না যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবে সন্দৰ্ভহার

^{১২}. সহিল বুখারি: ৫৯৯৭, মুসনাদে আহমাদ: ৭২৮৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৩}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম—মুদ্দালাস রাবি এবং ওয়ালিদ ইবনু নুমাইর অঙ্গত রাবি।

করুক? জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন, তাহলে এমনটা করো না।^{৯৪}

নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ

حَدَّثَنَا أَبْنُ مَخْلِدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُوْسَى، عَنْ الْوَصَافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِئَارٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا، لَأَنَّهُمْ بَرُوا الْأَبْاءَ وَالْأَبْنَاءَ، كَمَا أَنَّ لَوَالِدَكُ
عَلَيْكَ حَقًّا، كَذَلِكَ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ.

[৯৪] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আল্লাহ
তাদের (সাহাবিদের) নাম রেখেছেন আবরার (সদাচারী)। কেননা তারা তাদের
পিতা ও সন্তানদের সাথে সদাচার করেছেন। তোমার উপর তোমার পিতার যেমন
অধিকার আছে, তদ্রূপ তোমার সন্তানের উপর তোমার অধিকার আছে।^{৯৫}

যে দয়াদ্র হয় না, তাকে দয়াও করা হয় না

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ،
عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا
يُرَحَّمُ».

[৯৫] আবু সাউদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে দয়া করে না, সে দয়াপ্রাপ্ত হয় না।^{৯৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ،
وَأَبِي ظَبِيَّانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا
يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ».

[৯৬] জারির ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন—যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন
না।^{৯৭}

^{৯৪}. সহিল বুখারি: ২৮৫৬; সহিহ মুসলিম: ১৬৩২।

^{৯৫}. তাবারানি, মায়মাউয় যাওয়ায়েদ: ৪/১৪৬। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে ওসাফি নামক একজন
রাবি আছে, তাঁর আসল নাম হলো—উবাইদুল্লাহ ইবনুল ওলিদ, তিনি দুর্বল রাবি।

^{৯৬}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯২২; মুসনাদে আহমাদ: ১৩৩৬২। হাদিসের মান: সহিহ।

وَعَنْ عَبْدَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يُرَحَّمُ اللَّهُ». ^{১৭}

[১৭] জারির ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।^{১৮}

عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَقْبِلُونَ الصَّبِيَّانَ، فَوَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ».^{১৯}

[১৮] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—একদল বেদুইন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনারা কি শিশুদের চুম্বন দেন? আল্লাহর শপথ! আমরা তাদেরকে চুম্বন দেই না। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—আল্লাহ তাআলা যদি তোমার মন থেকে দয়া তুলে নেন, তাহলে আমি আর কী করতে পারি?^{২০}

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْتَعْمَلَ رَجُلًا، فَقَالَ الْعَامِلُ: إِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَزَعَمَ عُمَرُ، أَوْ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا أَبْرَهُمْ.

[১৯] আবু উসমান রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে চাকরিতে নিয়োগ করলেন। সেই কর্মচারী বলল, আমার এতগুলো সন্তান আছে, আমি তাদের একটিকেও চুম্বন করি না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করলেন অথবা বললেন—আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে সদাচারীদেরকেই দয়া করেন।^{২০}

^{১৭}. সহিল বুখারি: ৭৩৭৬।

^{১৮}. সহিল বুখারি: ৭৩৭৬; সহিল মুসলিম: ২৩১৯।

^{১৯}. সহিল বুখারি: ৫৯৯৭; মুসনাদে আহমাদ: ৭২৮৯। হাদিসের মান: সহিল।

^{২০}. তাবারানি: ৬৬৯৪। হাদিসের মান: হাসান।

আল্লাহর রহমত শত ভাগে বিভক্ত

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الرُّزْهَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزُءاً، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءاً وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخُلُقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرْسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

[১০০] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—আল্লাহ দয়াকে শতভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি (এর) নিরানববই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগের কারণে সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াবান হয়ে থাকে, এমনকি ঘোড়া তার পায়ের খুর এই আশঙ্কায় তার শাবকের উপর থেকে তুলে নেয়, যাতে সে ব্যথা না পায়।^{১০১}

^{১০১}. সহিহল বুখারি: ৬০০০; সহিহ মুসলিম: ২৭৫২।

অধ্যয়ন : প্রতিবেশীর মাথে সদাচার

প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَّيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا زَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيبِي بِالْجَارِ حَذِي ظَنَنْدَ أَنَّهُ سَيُورَتُهُ .

[১০১] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জিবরান্ডেল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত অধিক অসিয়ত করতে থাকেন যে, আমি মনে-মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।^{১০২}

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْخَزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لَيَصُمُّتْ» .

[১০২] আবু শুরাইহ আল খুফান্দ রাহিমাল্লাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াবান হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় যেন নীরব থাকে।^{১০৩}

^{১০২}. সহিল বুখারি: ৬০১৪; সহিহ মুসলিম: ২৬২৪; সুনানু আবি দাউদ: ৫১৫১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০৩}. সহিহ মুসলিম: ৭৭; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৭২। হাদিসের মান: সহিহ।

প্রতিবেশীর অধিকার

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَبِيعَةَ الْكَلَابِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدَ يَقُولُ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَنِ الرِّزْنَاءِ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَامُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: إِنْ يَرْزِنِي الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسَوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْزِنِي بِإِمْرَأَةً جَارِهِ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَامَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: إِنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبِيَّاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ.

[১০৩] মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন—ব্যভিচার করা হারাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেন—কোনো ব্যক্তির দশটি নারীর সাথে যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তার ব্যভিচার করার চেয়ে হালকা (পাপ)। পুনরায় নবিজি তাদেরকে চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, হারাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তা হারাম করেছেন। তিনি বললেন—কোনো ব্যক্তির দশ পরিবারে চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়েও হালকা (অপরাধ)।^{১০৪}

প্রতিবেশীর সাথে আগে উত্তম আচরণ শুরু করতে হবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُزَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ».

[১০৪] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নির্মিত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারস বানিয়ে দিবেন।^{১০৫}

^{১০৪}. মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮৫৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০৫}. সহিহল বুখারি: ৬০১৪; সহিহ মুসলিম: ২৬২৫।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفِيَّاً بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاؤَدَ بْنِ شَابُورَ، وَأَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاءٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِغَلَامِهِ: أَهَدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟ أَهَدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ».

[১০৫] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তার জন্য একটি বকরি যবেহ করা হলে তিনি তার গোলামকে বলতে লাগলেন—তুমি কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো? তুমি কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো? আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন—জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে বারবার নসিহত করতেই থাকেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে হয়তো ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।^{১০৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقِيفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنتُ أَنَّهُ لَيُورَثُهُ».

[১০৬] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে বারবার নসিহত করতেই থাকেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে হয়তো ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।^{১০৭}

কাছের প্রতিবেশী থেকে হাদিয়া দেয়া শুরু করবে

حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيْنِ، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا».

^{১০৬}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১৫২; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৪৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০৭}. সহিহ মুসলিম: ২৬২৪; সুনানু আবি দাউদ: ৫১৫১। হাদিসের মান: সহিহ।

[১০৭] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশীকে আমি হাদিয়া-তোহফা (আগে) দিবো? জবাবে তিনি বলেন—যার (ঘরের) দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী, (মানে যার ঘর আগে) তাকে আগে দাও।^{১০৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بْنُ مُرَّةَ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِي جَارٌ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

[১০৮] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশীকে আমি হাদিয়া-তোহফা (আগে) দিবো? জবাবে তিনি বলেন—যার (ঘরের) দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী, (মানে যার ঘর আগে) তাকে আগে দাও।^{১০৯}

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ، فَقَالَ: أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ.

[১০৯] ওয়ালিদ ইবনু দিনার রাহিমাল্লাহু আনহুকে তাঁর প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—নিজের ঘর থেকে সামনের চল্লিশ ঘর, পেছনের চল্লিশ ঘর, ডানের চল্লিশ ঘর এবং বামের চল্লিশ ঘর তোমাদের প্রতিবেশী।^{১১০}

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ بَجَالَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: وَلَا يَبْدُأْ بِجَارِهِ الْأَقْصَى قَبْلَ الْأَدْنَى، وَلَكِنْ يَبْدُأْ بِالْأَدْنَى قَبْلَ الْأَقْصَى.

[১১০] বাজালাহ ইবনু যায়েদ রাহিমাল্লাহু আনহু বলেছেন—নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে দূরতর প্রতিবেশী থেকে (হাদিয়া-

^{১০৮}. সহিল বুখারি: ২২৫৯; মুসানাদু আহমাদ: ২৫৬১৫। হাদিসের মান: সহিল।

^{১০৯}. সহিল বুখারি: ২৫৯৫। হাদিসের মান: সহিল।

^{১১০}. হাদিসের মান: মাকতু, হাসান।

তোহফা) শুক্র করা যাবে না। বরং দূরবর্তী জনের পূর্বে নিকটবর্তী জন থেকে তা শুক্র করতে হবে।^{১১১}

নোট: কিন্তু যদি দূরবর্তী প্রতিবেশী খুব অসহায় এবং অভাবী হয়, তাহলে তাকে দেওয়ার অনুমতি থাকতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই।

হাদিসের ভাষা হলো—যদি উভয় প্রতিবেশী সমান হয়, সেক্ষেত্রে নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে আগে হাদিয়া-তোহফা দিতে হবে।

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেয়

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ - أَوْ قَالَ: حِينٌ - وَمَا أَحَدُ أَحَدٍ أَحَقُّ بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ مِّنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَمْ مِنْ جَارٍ مُّتَعَلِّقٍ بِجَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبَّ، هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي، فَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ.

[১১১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আন্ন বলেন—এমন যুগ বা এমন একটি সময় আমরা অতিবাহিত করেছি, যখন কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে তার দিনার ও দিরহামের উপর্যুক্ত প্রাপক আর কেউ ছিলো না। আর এখন এমন যুগ এসেছে যখন দিনার ও দিরহামই আমাদের কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করবে এবং বলবে—এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার সদাচার থেকে বঞ্চিত করেছে।^{১১২}

^{১১১}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আলকামা অঞ্জাত রাবি। তাঁর ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই। যেমনটা ইয়াম যাহাবি রাহিয়াল্লাহু বলেছেন।

^{১১২}. আস সহিহ: ২৬৪৬। হাদিসের মান: হাসান লিগাইরিহি।

প্রতিবেশীদের রেখে তপ্তিসহকারে আহার করা যায় না

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْبِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفِيَّاً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَاوِرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ ابْنَ الرَّبَّيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبَّيْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارَهُ جَائِعٌ».

[১১২] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অনাহারী রেখে তপ্তিসহকারে আহার করে, সে মুমিন হতে পারে না।^{১৩}

তরকারীতে একটু বেশী ঝোল করে প্রতিবেশীদেরকে দিবে

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: أَسْمَعُ وَأَطِيعُ وَلَوْ لِعَبْدِ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ حِيرَانِكَ، فَأَصْبِهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفِ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى، فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةً.

[১১৩] আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন—(১) নেতা নাক-কান কাটা গোলাম হলেও আমি তার নির্দেশ শুনবো এবং আনুগত্য করবো। (২) তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে বেশী ঝোল রাখবে, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীদের দিকে লক্ষ্য করবে এবং সদিচ্ছাসহকারে তাদের তা পেঁচাবে। (৩) সালাত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করবে। যদি দেখো যে, ইমাম সালাত আদায় করে ফেলেছেন এবং তোমার সালাতও তুমি পড়েছো, তাহলে তোমার সালাত তো হয়েছে নতুবা ইমামের সাথে তোমার সালাত নফল হিসেবে গণ্য হবে।^{১৪}

^{১৩}. তাবারানী: ৭৫১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৪}. মুসনাদে আহমাদ: ২১৫০৮। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا الْحَمِيدُيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمِدِ الْعَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرْقَةِ، وَتَعَااهُدْ جِيرَانِكَ، أَوْ افْسِمْ فِي جِيرَانِكَ».

[১১৪] আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হে আবু যর, তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে পানি (বোল) বেশী রেখো এবং তা তোমার প্রতিবেশীদের মাঝে বণ্টন করে দাও।^{১১৫}

উত্তম প্রতিবেশী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَيْلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيَرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ».

[১১৫] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহর নিকট সেই সাথী উত্তম, যে নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম। আল্লাহ তাআলার নিকট সেই প্রতিবেশী উত্তম, যে নিজ প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম।^{১১৬}

নেককার প্রতিবেশী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمِيلٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكُنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكُبُ الْهَنِيءُ.

[১১৬] নাফে ইবনু আবদুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—একজন মুসলমানের জন্য প্রশংসন বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্যের আলামত।^{১১৭}

^{১১৫}. সহিহ মুসলিম: ২৬২৫; সুনান ইবনু মাজাহ: ৩৩৬২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১৬}. সুনান তিরমিয়ি: ১৯৪৪; মুসনাদে আহমাদ: ৬৫৬৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১৭}. মুসনাদে আহমাদ: ১৫৩৭২। হাদিসের মান: সহিহ লিগাইরিহি।

মন্দ প্রতিবেশী

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ».

[۱۱۷] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দুআ হলো—“হে আল্লাহ! আমি (আমার) আবাসস্থলে তোমার নিকট দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী তো পরিবর্তন হতে থাকে।”^{۱۱۷}

حَدَّثَنَا مَخْلُدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا
تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ».

[۱۱۸] আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।^{۱۱۸}

কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً تَقْوُمُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعُلُ، وَتَصَدَّقُ،
وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا خَيْرٌ فِيهَا، هِيَ
مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالُوا: وَفُلَانَةٌ تُصْلَى الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

[۱۱۹] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো—হে আল্লাহর রাসুল! অমুক নারী সারা

^{۱۱۷}. সুনানে নাসাই: ৫৫০২। হাদিসের মান: হাসান।

^{۱۱۸}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৯৫৯। হাদিসের মান: হাসান।

রাত সালাত আদায় করে, সারা দিন সিয়াম রাখে, নেক কাজ করে, দান-সাদাকাহ করে এবং নিজ প্রতিবেশীদেরকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—‘তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সে জাহানামী।’ সাহাবিগণ আবার বললেন—অমুক নারী ফরয সালাত পড়ে, বন্দু দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—সে জানাতী।^{১২০}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَرَابٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَصَبَى أَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيطَةً، فَهُلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرجٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتْبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: إِحْدَانَا نَحْيِضُ، وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاسُ وَاحِدٌ أَوْ لِخَافُ وَاحِدٌ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَتْ: لِتَسْدِ عَلَيْهَا إِذْارَهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ، فَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ، مَعَ أَنِّي سَوْفَ أُخْبِرُكَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ كَانَ لَيْلَتِي مِنْهُ، فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ، فَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا، فَدَخَلَ فَرَدَ الْبَابَ، وَدَخَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ - وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَوْكَأَ الْقِرْبَةَ، وَأَكْفَأَ الْقَدَحَ، وَأَطْلَفَ الْمِصْبَاحَ - فَانْتَظَرْتُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فَأَطْعَمْهُ الْقُرْصَ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ، حَتَّى غَلَبَنِي النَّوْمُ، وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَأَتَانِي فَأَقَامَنِي ثُمَّ قَالَ: «أَدْفِئِنِي أَدْفِئِنِي»، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «وَإِنْ، أَكْشِفِي عَنْ فَخِذِي»، فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخِذِي، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي حَتَّى دَفَعَ. فَأَقْبَلْتُ شَاهِ لِجَارِنَا دَاجِنَةُ فَدَخَلَتْ، ثُمَّ عَمَدَتْ إِلَى الْقُرْصِ فَأَخَذَتْهُ، ثُمَّ أَدْبَرَتْ بِهِ. قَالَتْ: وَقَلِقْتُ عَنْهُ، وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَادَرَتْهُ إِلَى الْبَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا أَدْرَكْتِ مِنْ قُرْصِكِ، وَلَا تُؤْذِي جَارِكِ فِي شَاتِهِ».

[১২০] উমারা ইবনু গুরাব রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তাঁর ফুফু তাকে বলেছেন— তিনি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের কাউকে যদি তার স্বামী চায়, আর সে নিজেকে রাগের কারণে হোক বা অনাগ্রহের কারণে হোক, স্বামীকে যদি বাধা প্রদান করে, এতে কি আমাদের কোনো পাপ হবে?

^{১২০}. মুসনাদে আহমাদ: ৯৬৭৫। হাদিসের মান: সহিহ।

জবাবে তিনি বলেন—হ্যাঁ। তোমার উপর তার অধিকার এই যে, সে তোমাকে কামনা করলে তুমি তার নিকট নিজেকে পেশ করবে। তুমি তখন উটের পিঠে থাকলেও তাকে বাধা দিতে পারবে না।

বর্ণনাকারী বলেন—আমি তাকে বললাম, আমাদের কেউ হায়েজাপ্রাপ্তি (খতুবতী) হয়, অথচ তার ও তার স্বামীর একটি মাত্র লেপ বা বিছানা, তখন সে কি করবে? তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—সে তার লজ্জাস্থানে ভালোভাবে কাপড় বেঁধে স্বামীর সাথেই ঘুমাবে। কাপড়ের উপর দিয়ে স্বামীর কিছু করার অধিকার আছে। সাথে-সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি করতেন তাও আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম। (শোনো,) আমার পালার এক রাতের কথা বলছি। (সেদিন) আমি কিছু যব পিষলাম এবং নবিজির জন্য পিঠা তৈরি করলাম। তিনি ঘরে এসে পুনরায় মসজিদে চলে গেলেন। তিনি ঘুমাতে ইচ্ছে করলে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন, কলসের মুখ বন্ধ করতেন, পাত্রসমূহ উপুড় করে রাখতেন এবং বাতি নিভিয়ে দিতেন। আমি অপেক্ষায় থাকলাম যে, তিনি ফিরে আসবেন এবং আমি তাঁকে পিঠা খাওয়াবো। কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। অতঃপর আমার অনেক ঘুম পেল। এবং খুব শীত লাগছিল। তিনি আমার নিকট এসে আমাকে তুললেন, তারপর বললেন—আমাকে উত্তাপ দাও (কারণ নবিজি বাহির থেকে আসার কারণে খুব শীত লাগছিল, তাই তিনি স্ত্রীকে শরীরে একটু তাপ দিতে বললেন।), আমাকে উত্তাপ দাও। আমি তাঁকে বললাম, আমি তো খতুবতী। তিনি বললেন—তথাপি তোমার উরুদ্বয় একটু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরুদ্বয় উন্মুক্ত করলাম। তিনি তার গাল ও মাথা আমার উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উত্তপ্ত হলেন। আমাদের প্রতিবেশীর একটি পোষা বকরি এসে পিঠা খেতে লাগছিল। সে একটি পিঠা মুখে তুলে নিলো। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি নড়াচড়া করায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জলদি করে প্রতিবেশীর বকরিটিকে দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি যে পিঠাটি উঠিয়েছো, তা রেখে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তার বকরির কারণে কষ্ট দিও না।^{১১}

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤِدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَاقِهُ».

^{১১}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে আবদুর রহমান ইবনু যিযাদ দুর্বল রাবি এবং আমারাতা নামক রাবি অঙ্গাত। এমনিভাবে তার ফুফু সম্পর্কে জানা যায় না।

[১২১] আবু উবাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।^{১২২}

প্রতিবেশীরা পরস্পর হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوئِيسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، لَا تَحْقِرْنَ امْرَأَةً مِنْ كُنْجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعُ شَاهِ مُحَرَّقٍ».

[১২২] আমর ইবনু মুআয আল-আশহালি রাহিমাল্লাহু তিনি তাঁর দাদি থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন—হে মুসলিম নারীগণ! তোমাদের মধ্যকার কোনো নারী যেন তার প্রতিবেশীকে সামান্য কিছু দান করাকেও তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা রান্না করা বকরির বাহর সামান্য গোশতও হয়।^{১২৩}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرْنَ جَارَةً لِجَارِتِهَا وَلَوْ فِرْسُنُ شَاهِ».

[১২৩] আবু উবাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হে মুসলিম নারীগণ, হে মুসলিম নারীগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীকে বকরির পা (হাদিয়া) দেওয়াকে তুচ্ছ মনে না করে।^{১২৪}

নোট: এই হাদিসগুলো দ্বারা বুঝে আসে—প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখা নববি নির্দেশ। সুখে-দুঃখে সবসময়। হাদিসে বকরির ক্ষুরকে তুচ্ছ ভাবতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ হলো—তৎকালীন যুগে বকরি একটা কমন ব্যাপার ছিলো। তাই হাদিসে কেবল বকরির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং—আমাদের সমাজে সব ধরণের হাদিয়াই ধর্তব্য হবে।

^{১২২}. সহিহ মুসলিম: ৭৩; মুসনাদে আহমাদ: ৮৮৫৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১২৩}. মুসনাদে আহমাদ: ২৩২০০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১২৪}. সহিল বুখারি: ২৫৬৬; সহিহ মুসলিম: ১০৩০।

প্রতিবেশীর অভিযোগ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِنِي، فَقَالَ: «اْنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الظَّرِيقِ»، فَانْطَلَقَ فَأَخْرِجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِنِي، فَدَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اْنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الظَّرِيقِ»، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اعْنُهُ، اللَّهُمَّ أَخْزِهِ، فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللَّهِ لَا أُؤْذِيكَ.

[১২৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল—হে আল্লাহর রাসূল, আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে খুব কষ্ট দেয়। তিনি বলেন, তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। অতএব, সে ফিরে এসে তার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দিলো। এতে তার ঘরের সামনে লোকজন একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? তোমার কী হয়েছে? সে বলল—আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে কষ্ট দেয়। তাই আমি তা নবিজির নিকট বললে তিনি বললেন—বাড়িতে ফিরে তোমার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। তখন তারা বলতে লাগল—“হে আল্লাহ! তার উপর তোমার অভিসম্পাত, হে আল্লাহ! তাকে লাঞ্ছিত করো।” বিষয়টি প্রতিবেশী জানতে পেরে সেখানে এসে বলল—তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে আর কষ্ট দিবো না।^{১২৫}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: شَكَّا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارَهُ، فَقَالَ: «اْحْمِلْ مَتَاعَكَ فَضَعْهُ عَلَى الظَّرِيقِ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ»، فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَّ: «كُفِيتَ» أَوْ نَحْوُهُ.

[১২৫] আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বিরক্তে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার দিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন—তুমি তোমার আসবাবপত্র তুলে

^{১২৫}. সুনানু আবি দাউদ: ৩১৮৫। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

রাস্তায় রেখে দাও। যে লোকই সেই পথ দিয়ে যাবে সে-ই তাকে অভিশাপ দিবে। যে লোকই সেই পথে গেলো সে-ই তাকে অভিশাপ দিলো। তখন সেই ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি বলেন—লোকদের নিকট থেকে তুমি কী পেলে? তিনি আরো বলেন, লোকজনের লানতের সাথে রয়েছে আল্লাহর লানত। অতঃপর তিনি অভিযোগকারীকে বলেন—তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। অথবা এমন কিছু বললেন।^{১২৬}

حَدَّثَنَا مُخْلِدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ مُبَشِّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى جَارِهِ، فَبَيْنَا هُوَ قَاعِدٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِذَا قَبَلَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَاهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقاوِمٌ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ عِنْدَ
 الْمَقَامِ حَيْثُ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّ
 أَنْتَ وَأَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتُ مَعَكَ مُقاوِمًا عَلَيْهِ ثِيَابً
 بِيِضُّ؟ قَالَ: أَقْدَرْ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: رَأَيْتَ خَيْرًا كَثِيرًا، ذَاكَ حِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ رَبِّيِّ، مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ جَاعِلٌ لَهُ مِيرَاثًا.

[১২৬] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসলো। সে ‘রুক্ন’ ও ‘মাকাম’-এর মধ্যবর্তী স্থানে বসা অবস্থায় নবিজির কাছে এসে পৌঁছলেন। সে দেখলো যে, তিনি মাকামের নিকট একজন সাদা বস্ত্র পরিহিত লোকের সামনে দাঁড়ানো, যেখানে জানায়ার সালাত পড়া হয়। সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বলল—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনার সামনে সাদা বস্ত্র পরিহিত যে লোকটিকে আমি দেখলাম তিনি কে? তিনি বলেন—তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছো? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন—তুমি অনেক ভালো দেখেছ। তিনি আমার রবের দৃত (বার্তাবাহক) জিবরাইল আলাইহিস সালাম। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো নসিহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে তার (অপর প্রতিবেশীর) ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।^{১২৭}

^{১২৬}. শুআবুল ঈমান: ৯১০১। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{১২৭} হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে ফাযল দুর্বল রাবি।

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করল

حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاهُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ، يَعْنِي أَبَا عَامِرِ الْحَمْصِيَّ، قَالَ: كَانَ ثَوْبَانُ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَصَارَمَانِ فَوَقَ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَا تَوَلَّ إِلَّا هَلَكًا جَمِيعًا، وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمْ جَارًا وَيَقْهِرُهُ، حَتَّىٰ يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلَّا هَلَكَ.

[১২৭] আবু আমের আল-হিমসি রাহিমাল্লাহু বলেন, সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—দুই ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্কমুক্ত থাকলে তাদের একজনের ধ্বংস হবেই। আর সম্পর্কচেদরত অবস্থায় তারা মারা গেলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় বা তার সাথে মন্দ আচরণ করে, ফলে তাতে সে নিজ বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সে ধ্বংস হলো।^{১২৮}

ইহুদি প্রতিবেশী

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - وَعُلَامُهُ يَسْلُخُ شَاءَ - فَقَالَ: يَا عُلَامُ، إِذَا فَرَغْتَ فَابْدِأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الْيَهُودِيُّ أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ، حَتَّىٰ خَشِينَا أَوْ رُئِينَا أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.

[১২৮] মুজাহিদ রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট ছিলাম। তখন তার গোলাম বকরির চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বলেন, হে ছেলে! কাজ থেকে অবসর হয়ে তুমি সর্বপ্রথম আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে গোশত দিবে। এক ব্যক্তি বলতে লাগল—(সে তো) ইহুদি! আল্লাহু আপনাকে সংশোধন করুন। তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনেছি। এমনকি আমাদের আশঙ্কা হলো বা আমাদের নিকট প্রতিভাত হলো যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন।^{১২৯}

^{১২৮}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{১২৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১৫১। হাদিসের মান: সহিহ।

অধ্যায় : আচার-ব্যবহার ও ভদ্রতা

মান-সম্মান

حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمٌ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ خَلِيلُ اللَّهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوًا».

[১২৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো—কোন ব্যক্তি সবচে' বেশী সম্মানিত? তিনি বলেন—তাদের মধ্যকার সবচে' বেশী আল্লাহভীকু ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাবান। তারা বলেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বলেন—তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন আল্লাহর নবি ইউসুফ আলাইহিস সালাম। যিনি আল্লাহর নবি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র এবং আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রপৌত্র। তারা বলেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বলেন—তাহলে তোমরা কি আরবের খনি (খন্দান) সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন—জাহিলি যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম বিবেচিত হতো, ইসলামি যুগে তারাই উত্তম বিবেচিত হবে, যখন তারা ধর্মের জ্ঞানে বৃৎপত্তি অর্জন করবে।^{৩০}

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الشَّوَّرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: ৬০]، قَالَ: هِيَ مُسَجَّلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

^{৩০}. সহিল বুখারি: ৩৩৫৩; সহিহ মুসলিম: ২৩৭৮।

[১৩০] মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনুল হানাফিয়া রাহিমাল্লাহু বলেন—“সদ্ববহারের প্রতিদান সদ্ববহার ছাড়া ভিন্ন আর কী হতে পারে” উপরোক্ত আয়াত নেক ও পাপী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।^{১০১}

ইয়াতিমদের লালন-পালনের ফয়লত

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثُورِ بْنِ رَبِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ».

[১৩১] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—বিধবা ও গরীবদের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর এবং যে ব্যক্তি দিনে রোয়া রাখে ও রাতে (নফল) সালাতে লিপ্ত থাকে তার সমতুল্য।^{১০২}

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: جَاءَتِنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَّتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتِهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتْهُ، فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنْ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِرَّاً مِنَ النَّارِ.

[১৩২] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—একবার একজন মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার নিকট এসে কিছু (ভিক্ষা) চাইল। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া ভিন্ন আর কিছুই পেলো না। আমি সেটি তাকে দান করলাম। সে তা তার উভয় কন্যাকে ভাগ করে দিলো। অতঃপর সে উঠে চলে গেলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে এই ঘটনা বললাম। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যে ব্যক্তি এই কন্যাদের প্রতি সামান্য সদয় ব্যবহার করবে, তারা তার জন্য জাহানাম থেকে প্রতিবন্ধক হবে।^{১০৩}

^{১০১}. সুরা আর রহমান: ৬০। হাদিসের মান: হাসান।

^{১০২}. সহিহল বুখারি: ৫৩৫৩; সহিহ মুসলিম: ২৯৮২।

^{১০৩}. সহিহল বুখারি: ১৪১৮; সহিহ মুসলিম: ২৬২৯; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯১৫। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُنَيْسَةُ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ بِنْتِ مُرَّةَ الْفِهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتَيْمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتِينِ، أَوْ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ». شَكَّ سُفِيَّاً فِي الْوُسْطَى وَالْيَتِيمِ تَلِي الْأَبْهَامَ.

[১৩৩] উম্মু সাওদ বিনতে মুররা রাহিমাত্ত্বাত্ত্বা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি এবং ইয়াতিমের দায়িত্ববহনকারী জাগ্রাতে এই দুইটি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলের মতো একত্রে থাকবো।^{১০৪}

যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে লালন-পালন করে তার ফয়লত

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ يَتِيَّمًا كَانَ يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِطَعَامِ ذَاتِ يَوْمٍ، فَظَلَّبَ يَتِيَّمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَجَاءَ بَعْدَمَا فَرَغَ ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَا لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِطَعَامِ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ، فَجَاءَهُ بِسَوِيقٍ وَعَسِيلٍ، فَقَالَ: دُونَكَ هَذَا، فَوَاللَّهِ مَا عُبِّنَتْ يَقُولُ الْحَسَنُ: وَابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا عُبِّنَ.

[১৩৪] হাসান রাহিমাত্ত্বাত্ত্বা বলেন—একজন ইয়াতিম ছেলে ইবনু উমর রাদিয়াত্ত্বাত্ত্বা আনন্দমার খাবারের সময় প্রতিদিন উপস্থিত হতো। একদিন তিনি খাবার নিয়ে ডাকলেন এবং ইয়াতিমকে খোঁজ করলেন, কিন্তু তাকে পাননি। তার আহার গ্রহণ শেষ হলে সে এসে উপস্থিত হলো। ইবনু উমর রাদিয়াত্ত্বাত্ত্বা আনন্দমা খাবার উপস্থিত করার জন্য ঢালেন। তখন তাদের নিকট খাবার অবশিষ্ট ছিলো না। তার নিকট ছাতু ও মধু আনা হলো। তিনি বলেন, এটা গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ, তোমাকে খোঁকা দেয়া হচ্ছে না।^{১০৫}

^{১০৪}. সহিহল বুখারি: ৫৩০৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০৫}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে হাসান নামক রাবি মুদাল্লাস।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتَيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وَقَالَ يَأْصِبَعَيْهِ السَّبَابَةُ وَالْوُسْطَى.

[১৩৫] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি ও ইয়াতিমের দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকবো। এ কথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা (আঙ্গুলের) প্রতি ইশারা করেন।^{۱۳۶}

حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا وَعَلَىٰ خِوازِهِ يَتَيمٌ.

[১৩৬] আবু বাকর ইবনু হাফস রাহিমাল্লাহু বলেন—আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াতিমকে সঙ্গে না নিয়ে আহার করতেন না। তিনি সবসময় ইয়াতিমকে সাথে করে খাবার আহার করতেন।^{۱۳۷}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَئْبَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَثَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتَيْمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتَيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، أَنَا وَكَافِلُ الْيَتَيْمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتِينِ» يُشِيرُ يَأْصِبَعَيْهِ.

[১৩৭] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সেই ঘর সর্বোত্তম, যে ঘরে কোনো ইয়াতিম আছে এবং তার সাথে ভালো আচরণ করা হয়। মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সেই ঘর, যে ঘরে কোনো ইয়াতিম আছে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। আমি এবং ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী জানাতে এই দুইটির মতো একত্রে থাকবো। এই বলে তিনি তার দুই আঙ্গুলের দিকে ইশারা করেন।^{۱۳۸}

^{۱۳۶}. সহিল বুখারি: ৬০০৫; সুনান আবি দাউদ: ৫১৫০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{۱۳۷}. আল জামে আস সহিহ ওয়াস সুনান: ১০/১৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{۱۳۸}. সুনান ইবনু মাজাহ: ৩৬৭৯। হাদিসের মান: সহিহ।

ইয়াতিমের জন্য দয়ান্ত পিতার মত হও

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى قَالَ: قَالَ دَاؤُدُ: «كُنْ لِلْيَتَيمَ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزَرَّعْ كَذَلِكَ تَخْصُدُ، مَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَى، وَأَكْثُرْ مِنْ ذَلِكَ - أَوْ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ - الضَّلَالُ بَعْدَ الْهُدَى، وَإِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ، فَإِنْ لَا تَفْعَلْ يُورِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً، وَتَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعْنِكَ، وَإِنْ نَسِيَتْ لَمْ يُذَكِّرْكَ».

[১৩৮] আবদুর রহমান ইবনু আবজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম বলেছেন—তুমি ইয়াতিমের জন্য দয়াবান পিতার মত হয়ে যাও, আর মনে রেখো—তুমি যেমন বীজ রোপন করবে, ঠিক তেমনই তুমি ফল কর্তন করতে পারবে। ধনাত্যতার পরে দারিদ্র্য মন্দ! আর হিদায়াত লাভের পরে ভৃষ্টতাও মন্দ। তুমি কোনো সাথীর সাথে অঙ্গীকার করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। নয়তো তাতে তোমার ও তার মধ্যে শক্রতা সৃষ্টি হবে। এমন বন্ধু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, (বিপদে) যাকে স্মরণ করলে সে তোমাকে সাহায্য করবে না এবং তুমি তাকে তুলে গেলে সে তোমাকে স্মরণ করবে না।^{১৩৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نَجِيْحٍ أَبُو عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَقَدْ عَاهَدْتُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيُضْبِحُ فَيَقُولُ: يَا أَهْلِيَّةً، يَا أَهْلِيَّةً، يَتِيمَيْكُمْ يَتِيمَيْكُمْ، يَا أَهْلِيَّةً، يَا أَهْلِيَّةً، مِسْكِينَيْكُمْ مِسْكِينَيْكُمْ، يَا أَهْلِيَّةً، يَا أَهْلِيَّةً، جَارَكُمْ جَارَكُمْ، وَأَسْرِعَ بِخِيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلُّ يَوْمٍ تَرْذُلُونَ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَا لَهُ قَاتِلُهُ اللَّهُ؟ بَاعَ خَلَاقَهُ مِنَ اللَّهِ بِشَمِّ عَنْزٍ، وَإِنْ شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُضَيْعًا مُرْبَدًا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، لَا وَاعِظَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنَ النَّاسِ.

[১৩৯] হাসান আল বসরি রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি মুসলমানদের দেখা পেয়েছি, যাদের কেউ সকালে উপনীত হয়ে তার (পরিবারকে) বলতেন, “হে পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের ইয়াতিম, তোমাদের ইয়াতিম। হে আমার

^{১৩৯}. শুআবুল ঈমান: ১০৫২৮। হাদিসের মান: সহিহ।

পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের মিসকিন। তোমাদের মিসকিন। হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের সেই ভালো ব্যক্তিবর্গ দ্রুত সফর করেছেন (চলে গেছেন) আর তোমরা তো দিন-দিন নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছ।

তিনি আরো বলেন, তুমি যদি চাও, তবে দেখতে পাবে যে, ফাসিকরা ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে জাহানামের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। কি অবাক করা বিষয়! আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন। সে তার (জাহাতের) অংশকে একটি বকরির বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। তুমি চাইলে আরো দেখতে পাবে যে, সে শয়তানের রাস্তায় চলতে আগ্রহী। সে নিজ বিবেকের উপদেশও গ্রহণ করে না এবং অন্যের উপদেশও কর্ণপাত করে না।^{১৪০}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَيِّ مُطِيعٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ سِيرِينَ: عِنْدِي يَتِيمٌ، قَالَ: اصْنُعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ، اضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ.

[১৪০] আসমা বিনতে উবাইদ রাহিমাল্লাহু বলেন, আমি ইবনু সিরিন রাহিমাল্লাহুকে বললাম, আমার কাছে একজন ইয়াতিম আছে। (তার সাথে আমি কেমন আচরণ করবো?) জবাবে তিনি বললেন—তুমি তার সাথে তোমার সন্তানের মত আচরণ করো এবং তাকে তত্ত্বকু প্রহার করো, যত্তুকু পরিমাণ তুমি তোমার সন্তানকে প্রহার করে থাকো, এর বেশী না।^{১৪১}

সন্তানের কারণে যে নারী বিবাহ বসেনি এবং সবর করেছে—তার ফয়লিত

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ نَهَاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَيِّ عَمَّارٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَقْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ رَوْجَهَا فَصَبَرْتَ عَلَى وَلَدِهَا، كَهَاتِينِ فِي الْجَنَّةِ».

[১৪১] আউফ ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনন্দ বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি ও ঝলসানো গালবিশিষ্ট নারী, যার স্বামী

^{১৪০}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। হামযাহ দুর্বল রাবি।

^{১৪১}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

মারা গেছে, কিন্তু সে তার সন্তানের কারণে ধৈর্যধারণ করেছে, জামাতে এই দুই
আঙ্গুলের মত (একসাথে বসবাস করবো)।¹⁸²

নোট: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এই মহিলা জামাতের একই
বালাখানায় থাকবে, বিষয়টা এমন না। বরং উপরোক্ত হাদিসে মহিলা-জামাতী হবে
এমনটাই উদ্দেশ্য।

ইয়াতিমদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান প্রসঙ্গে

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَتْ: ذُكِرَ أَدَبُ الْيَتَيْمِ
عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُضْرِبُ الْيَتَيْمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ.

[১৪২] শুমাইসা আতাকিয়া রাহিমাল্লাহ বলেন—(একবার) আয়িশা রাদিয়াল্লাহ
আনহার নিকট ইয়াতিমের আদব-আখলাকের ব্যাপারে কথা বলা হলো। তখন তিনি
বললেন, ইয়াতিমকে আমি অবশ্যই আদব-আখলাক শিখাতে প্রহার করবো,
যতক্ষণ না সে ঠিক হয়ে যায়।¹⁸³

যার সন্তান মারা গেছে তার ফয়লত

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلِدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

[১৪৩] আবু ছুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায়, তাকে জাহানামের
আগুন স্পর্শ করবে না। তবে (আল্লাহ তাআলার) কসম হালাল করার জন্য (স্পর্শ
করতে পারে, তবে সেটা শাস্তি হিশেবে নয়)।¹⁸⁴

¹⁸². সুনানু আবি দাউদ: ৫১৪৯। হাদিসের মান: হাসান লি গাইরিহ ইনশা আল্লাহ। সনদ: দুর্বল।
সনদে নাহহাস ইবনু কাহমিন দুর্বল রাবি। কারণ, তিনি শাদ্দাদ আবি আম্বার এবং আওফ ইবনু
মালেকের সাক্ষাত পাননি।

¹⁸³. মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা: ২৬৬৮৬; বাইহাকি: ১২৬৭৪। হাদিসের মান: সহিহ।

¹⁸⁴. সহিল বুখারি: ১২৫১; সহিহ মুসলিম: ২৬৩২; সুনানু তিরমিয়ি: ১০৬০; সুনানু ইবনু
মাজাহ: ১৬০৩। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي رِزْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِّيٍّ فَقَالَتِ ادْعُ لَهُ، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةَ، فَقَالَ: «اْحْتَظِرْتِ بِحِجَّةِ شَدِيدٍ مِّنَ النَّارِ».

[১৪৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একজন নারী একটি বাচসপন নবিজির কাছে এসে বলল—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ওর জন্য দুआ করুন। আমি তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি (অর্থাৎ আমার সন্তানগুলো কেবল মারা যায়)। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি জাহানাম থেকে মুক্তির জন্য শক্ত প্রাচীর (প্রতিবন্ধক) নির্মাণ করছো।^{১৪৫}

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ الْعَبْسِيِّ قَالَ: مَاتَ ابْنُ لِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَجَدًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُسْخِي بِهِ أَنفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صِغَارُكُمْ دَعَامِيْضُ الْجَنَّةِ».

[১৪৫] খালিদ আল আবসিয়াহ রাহিমাল্লাহু বলেন—(একবার) আমার একটি ছেলে-সন্তান মৃত্যুবরণ করার কারণে আমি খুব কষ্ট পেলাম। তখন আমি হুরাইরাকে বললাম—হে আবু হুরাইরা! আপনি কি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কিছু শুনেছেন, যা দ্বারা আমরা আমাদের মৃতদের কষ্টের উপর সান্তনা লাভ করতে পারি? তখন তিনি বললেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—তোমাদের (মৃত) ছেউ শিশুরা জান্মাতের প্রতঙ্গ বাসিন্দা।^{১৪৬}

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةُ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، قُلْتُ لِجَابِرِ: وَاللَّهِ، أَرَى لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدًا لَقَالَ. قَالَ: وَأَنَا أَظْنُهُ وَاللَّهُ.

^{১৪২}. সহিহ মুসলিম: ২৬৩৬; সুনানু নাসাই: ১৮৭৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৪৩}. সহিহ মুসলিম: ২৬৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

[১৪৬] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—যার তিনটি সন্তান মারা গেছে এবং সওয়াবের আশায় (ধৈর্যধারণ করেছে), সে জানাতে যাবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আর দুটি সন্তান? তিনি বলেন—এবং দুটিও? আমি (তাবেয়ি রাবি) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, ওয়াল্লাহি! আমার তো মনে হয় আপনারা যদি এক সন্তানের কথাও বলতেন তবে তিনি তাই বলতেন। তিনি বলেন, আমার ধারণাও তাই—ওয়াল্লাহি।^{১৪৭}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - هُوَ جَدُّهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَيْغَةِ فَقَالَتِ: إِذْنُ اللَّهِ لَهُ، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةَ، فَقَالَ: احْتَظِرْ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ.

[১৪৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একজন নারী একটি বাচ্চাসহ নবিজির কাছে এসে বলল—হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ওর জন্য দুআ করুন। আমি তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি (অর্থাৎ আমার সন্তানগুলো কেবল মারা যায়)। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি জাহানাম থেকে মুক্তির জন্য শক্ত প্রাচীর (প্রতিবন্ধক) নির্মাণ করছো।^{১৪৮}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ، فَوَاعْدْنَا يَوْمًا نَأْتِكَ فِيهِ، فَقَالَ: (مَوْعِدُكُنَّ بَيْتَ فُلَانٍ)، فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّثُهُنَّ: «مَا مِنْ كُنَّ امْرَأَةً يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ.

^{১৪৭}. সুনানু আবি দাউদ; মুসনাদে আহমাদ: ১৪২৫৮। হাদিসের মান: হাসান।

^{১৪৮}. সহিহল বুখারি: ১২৫১; সহিহ মুসলিম: ২৬৩২; সুনানু ইবনু মাজাহ: ১৬০৩। হাদিসের মান: সহিহ।

[১৪৮] আবু স্বাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন—একজন মহিলা নবিজির নিকট এসে বলল—হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার মজলিসে আসতে পারি না। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। সেদিন আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হবো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—অমুকের ঘরে তোমাদের জন্য ওয়াদা (অমুকের ঘরে তোমরা সমবেত হবে)। তিনি ওয়াদার কারণে তাদের নিকট এলেন। তিনি তাদেরকে যা বললেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে তাদের দ্বারা সওয়াবের আশা করে, সে জান্নাতে যাবে। এক মহিলা বলেন, আর দুটি? তিনি বললেন—দু'টি সন্তানের মৃত্যু হলেও জান্নাতে যাবে।^{১৪৯}

حَدَّثَنَا حَرَيْثُ بْنُ حَفْصٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ، إِلَّا أَدْخِلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»، قُلْتُ: وَأَنْنَا؟ قَالَ: «وَأَنْنَا».

[১৪৯] উন্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, (একবার) আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—হে উন্মু সুলাইম! যে দুই মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায়, সন্তানের প্রতি দয়ার কারণে তাদের দু'জনকেই (পিতা-মাতাকে) মহান রব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি (উন্মু সুলাইম) বললাম, দু'জন মারা গেলে? জবাবে তিনি বললেন, দু'জন মারা গেলেও।^{১৫০}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضِيلِ: عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرًّا مُتَوَشِّحًا قِرْبَةً، قَالَ: مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةُ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ».

^{১৪৯}. মুসনাদে আহমাদ: ৭৩৫৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫০}. সুনানে নাসাই: ১৮৭৬। হাদিসের মান: সহিহ।

[১৫০] সাসাআ ইবনু মুয়াবিয়া রাহিমাল্লাহ্র থেকে বর্ণিত—আবু যর রাদিয়াল্লাহ্র আনহু একটি মশক জড়িয়ে ধরা অবস্থায় যখন ছিলেন, তখন তিনি তার সাথে সাক্ষাত করলেন। সাসাআ বললেন, হে আবু যর! সন্তান দিয়ে আপনি কী করবেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাকে নবিজির হাদিস শুনাবো? আমি বললাম, জি, শুনান। তিনি বললেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—যে মুসলমানের তিনটি সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা যায়, তাদের প্রতি তার মায়ার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে দাসত্বমুক্ত করবে, আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ মুক্তি দিবেন।^{১৫১}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَاً بْنُ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُنْتَ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ».

[১৫১] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহ্র আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যার তিনটি সন্তান শিশুকালে মারা গেছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তাদেরকে দয়ার রহমতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।^{১৫২}

গর্ভপাতে ঘার সন্তান মারা যায়

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - وَكَانَ لَا يُولَدُ لَهُ - فَقَالَ: لِأَنْ يُولَدَ لِي فِي الْإِسْلَامِ وَلَكَ سَقْطٌ فَأَحْتَسِبَهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي الدُّنْيَا جَمِيعًا وَمَا فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةَ مِمَّنْ بَاعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

[১৫২] ইয়াযিদ ইবনু আবি মারইয়াম রাহিমাল্লাহ্র তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন— সাহল ইবনু হানযালিয়া রাদিয়াল্লাহ্র আনহুর সন্তান হতো না। তিনি (একদিন) বললেন—ইসলামি যুগে যদি আমার একটি সন্তান গর্ভপাত হয়ে মৃত্যুবরণ করতো

^{১৫১}. সুনানে নাসাই: ১৮৭৪; মুসনাদে আহমাদ: ২১৩৫৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫২}. সহিল বুখারি: ১২৪৮; সুনানে নাসাই: ১৮৭৩। হাদিসের মান: সহিহ।

(!) আর আমি এর কারণে সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করতাম, তাহলে সেটাই আমার কাছে দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু রয়েছে তারচে' বেশী প্রিয় হত।

আর ইবনুল হানযালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইদায়বিয়ায় বাইআত প্রহণকারী সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।^{১৫৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّقِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخْرَجْتَ». ^{১৫৪}

[১৫৩] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে? যার কাছে তার সম্পত্তির চেয়ে তার ওয়ারিসদের সম্পত্তি অধিক প্রিয়? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের সম্পত্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রেখো—তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার কাছে তার নিজ সম্পত্তি অপেক্ষা তার ওয়ারিসদের সম্পত্তি অধিক প্রিয় নয়। তোমার সম্পত্তি হলো, যা তুমি আগে প্রেরণ করেছো। আর তোমার ওয়ারিসদের সম্পত্তি হলো, যা তুমি রেখে দিয়েছো।^{১৫৪}

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعْدُونَ فِيهِنَّ الرَّقُوبَ؟» قَالُوا: الرَّقُوبُ الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا».

[১৫৪] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একবার) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজেস করলেন—তোমাদের মধ্য থেকে কাকে তোমরা সন্তানহীন হিসেবে গণনা করো? সাহাবিগণ বললেন, যার সন্তান হয় না সে

^{১৫৩}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে ইয়ামিদ ইবুন আবি মারইয়াম এবং তার মা অজ্ঞাত। যাদের ব্যাপারে জানা নেই।

^{১৫৪}. সহিল বুখারি: ৬৪৪২; সুনানে নাসাই: ৩৬১২। হাদিসের মান: সহিহ।

নিঃসন্তান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং নিঃসন্তান হলো সে, যে কোনো সন্তান আগে পাঠায়নি (যার কোনো সন্তান মারা যায়নি)।^{১৫৫}

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعْدُونَ فِيْكُمُ الصَّرَعَةَ» قَالُوا: هُوَ الَّذِي لَا تَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الصَّرَعَةَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

[১৫৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কুস্তিযোদ্ধা কাকে বলো? সাহাবিগণ বললেন, লোকেরা যাকে জমিনে ফেলতে পারে না। তখন তিনি বললেন, না, বরং যে ব্যক্তি রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রোখতে পারে, সে-ই হলো কুস্তিযোদ্ধা।^{১৫৫}

উত্তম আচরণ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ثَقَلَ قَالَ: «يَا عَلَيُّ، ائْتِنِي بِطَبَقٍ أَكْتُبْ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أَمْتِي بَعْدِي»، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقِنِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَا حَفْظٌ مِنْ ذِرَاعِي الصَّحِيفَةِ، وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعَيِ وَعَضْدِي، فَجَعَلَ يُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ، وَقَالَ كَذَاكَ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ، وَأَمْرَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ شَهَدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

[১৫৬] আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হে আলি, আমার নিকট থাতা নিয়ে আসো। আমি তাতে এমন কিছু লিখে দিবো যাতে আমার উম্মত পথভ্রষ্ট না হয়। আমার খুব ভয় হয় যে, আমি তখন চলে যাবো। আমি (আলি) বললাম—নিশ্চয় আমি আমার কাঁধের পাণ্ডুলিপিতে তা হিফায়ত করবো। আর তখন নবিজির মাথা ও কনুই আমার দুই বাহুর মাঝখানে ছিল। তিনি সালাত, যাকাত এবং তোমাদের দাসদাসী সম্পর্কে অসিয়ত করেন। তিনি এমন বলতে বলতে তাঁর রাহ

^{১৫৫}. সহিহ মুসলিম: ২৬০৮; মুসনাদে আহমাদ: ৩৬২৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫৫}. সহিহ মুসলিম: ২৬০৮; সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৭৯। হাদিসের মান: সহিহ।

চলে গেল (তিনি রবের কাছে চলে গেলেন)। তিনি এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদেশ দেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল”^{১২৭} এবং বলেন—যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে, জাহান্নাম তার জন্য হারাম করা হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَجِيبُوا الدَّاعِيِّ، وَلَا تَرْدُوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ».

[১৫৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তোমরা দাঙ্গের আহবানে সাড়া দিয়ো, তোমরা হাদিয়া (তোহফা)-কে ফেরত দিয়ো না এবং মুসলমানদেরকে প্রহার করো না।^{১২৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَىِ، عَنْ عَلَيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ».

[১৫৮] আলি ইবনু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মৃত্যুর সময় নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছিল—‘আস-সালাত’ (নামায) ‘আস-সালাত’ (নামায), তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।^{১২৯}

মন্ত্র আচরণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ تُفَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: نَحْنُ أَعْرَفُ بِكُمْ مِنَ الْبَيَاطِرَةِ بِالدَّوَابِّ، قَدْ عَرَفْنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ. أَمَّا خِيَارُكُمْ: الَّذِي

^{১২৭}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে নুআইম ইবনু ইয়াযিদ দুর্বল। তবে লা ইলাহা এতটুকুর হাদিস সাহাবি মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।

^{১২৮}. মুসনাদে আহমাদ: ৩৮৩৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১২৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১৫৬; মুসনাদে আহমাদ: ৫৮৫। হাদিসের মান: সহিহ।

يُرْجِيْ حَيْرَةً، وَيُؤْمِنُ شَرْهًةً。 وَأَمَّا شِرَارُكُمْ: فَالَّذِي لَا يُرْجِيْ حَيْرَةً، وَلَا يُؤْمِنُ شَرْهًةً。 وَلَا يُعْتَقُ مُحَرَّرًةً。

[১৫৯] জুবাইর ইবনু নুফাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে বলতেন—পশ্চিৎসকগণ পশ্চিমকে চিনার মত আমিও তোমাদেরকে চিনি। আমি তোমাদের নিকৃষ্ট লোকদের থেকে ভালো লোকদেরকে চিনি। সুতরাং তোমাদের থেকে উত্তম লোক হলো তারা, যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং যাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায়। আর তোমাদের থেকে খারাপ লোক হলো তারা, যাদের থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না, যাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার আশা করা যায় না। এবং যাদের প্রতিশ্রূত দাসের মুক্তি দেয়া হয় না।^{১৫০}

حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبْنِ هَانِيٍّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْكَنُودُ: الَّذِي يَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ.

[১৬০] ইবনু হানি রাহিমাল্লাহু বলেন, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—‘আল কানুদ’ (অকৃতজ্ঞ) সেই ব্যক্তি, যে তার দান-সাদাকাহ বন্ধ রাখে, যে লোকদের থেকে আলাদা হয়ে বাস করে এবং নিজেদের গোলামকে প্রহার করে।^{১৬১}

حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلَيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، وَحَمَادٍ، عَنْ حَبِيبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَسْنُو عَلَى بَعِيرٍ لَهُ، فَنَامَ الْغُلَامُ، فَجَاءَ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ فَأَلْقَاهَا فِي وَجْهِهِ، فَتَرَدَّى الْغُلَامُ فِي بِئْرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَأَى الَّذِي فِي وَجْهِهِ، فَأَعْتَقَهُ.

[১৬১] হাসান রাহিমাল্লাহু বলেন—এক লোক তার উটের মাধ্যমে তার গোলামকে কৃপ থেকে পানি তুলে নিয়ে আনার নির্দেশ দিলো। কিন্তু গোলামটি ঘুমিয়ে গেল। তার মনিব অগ্নিশিখাসহ এসে তা তার মুখের উপর নিষ্কেপ করল। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে গোলাম কৃপের মধ্যে লাফ দিল। এরপরে যখন

^{১৫০}. মিশকাতুল মাসাবিহ: ৪৯৯৩; শুআবুল ঈমান: ১০১৬২। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। মারফু সুত্রেও এ হাদিস বর্ণিত আছে।

^{১৬১}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। হারিজ ইবনু উসমান অজ্ঞাত রাবি।

সকাল হলো—তখন সে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে উপস্থিত হল। তিনি তার মুখে যা দেখার দেখে তাকে মুক্ত করে দিলেন।^{১৬২}

বেদুইনের কাছে দাস-দাসী বিক্রি করা

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَبَرَتْ أَمَّةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ عَائِشَةُ، فَسَأَلَ بَنُو أَخِيهَا طَبِيبًا مِنَ الرُّطْطَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي عَنْ امْرَأَةٍ مَسْحُورَةٍ، سَحَرَتْهَا أَمَّةً لَهَا، فَأَخْبِرَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَحَرْتِينِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: وَلِمَ لَا تَنْجِينَ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَتْ: بِيُعُوهَا مِنْ شَرِّ الْعَرَبِ مَلَكَةً.

[১৬২] আমরাতা রাহিমাল্লাহু বলেন—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার এক বাঁদিকে মুদাববার করলেন (অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মুক্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন)। এরপরে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ‘জুন্ডা’ গোত্রে তার আতুশ্পুত্র এক চিকিৎসকের সাথে তার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। চিকিৎসক বলল—তোমরা আমাকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে অবহিত করেছো, যাকে তার দাসী যাদু করেছো। এই বিষয়টা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জানানো হলো, ফলে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বাঁদিকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি আমাকে সিহর (যাদু) করেছো? সে বলল—হ্যাঁ। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কেনো? তুমি কখনো মুক্তি পাবে না। অতঃপর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—তোমরা তাকে আরবের খারাপ ব্যক্তির কাছে বিক্রি করো।^{১৬৩}

খাদেমকে ক্ষমা করে দেওয়া

حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ غُلَامًا، فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيٍّ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: (لَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَإِنِّي

^{১৬২}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল।

^{১৬৩}. আস সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকি: ১৬৫০৬; মুসনাদে আহমাদ: ২৪১২৬। হাদিসের মান: সহিহ।

رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُنْذُ أَقْبَلْنَا، وَأَعْظَى أَبَا ذَرٍ عَلَمًا وَقَالَ: «إِسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا»، فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ؟» قَالَ: أَمْرَتِنِي أَنْ أُسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا، فَأَعْتَقْتُهُ.

[১৬৩] আবু গালিব রাহিমাল্লাহু বলেন—আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দুটি গোলামসহ নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। দু’টি থেকে একটিকে আলি ইবনু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হাদিয়া দিয়ে বললেন—তুমি এই গোলামকে মারধর করো না। আমার কাছে আসার পর থেকে আমি তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। কেননা সালাত আদায়কারীকে মারধর করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

অপর গোলাম আবু যরকে দিয়ে বললেন—তার সাথে সদয় ব্যবহার করো। তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিঞ্জেস করলেন, সে কি করছে? আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনি আমাকে তার সাথে সদয় ব্যবহার করতে বলেছেন। তাই আমি তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিয়েছি।^{১৬৪}

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَّسِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَنَّسًا عَلَامٌ كَيْسٌ لَّيْبٌ، فَلَيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَحَدَّمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى تُؤْفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَ أَصْنَعْتَ: أَلَا صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟!

[১৬৪] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসলেন। সে সময় তাঁর কোনো খাদেম/সেবক ছিলো না। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার হাত ধরে আমাকে নবিজির কাছে নিয়ে বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস একজন জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি মদিনায় আসার পর থেকে সফরে এবং ঘরে সবসময় খিদমত করেছি। তিনি আমার কোনো কাজের জন্য বলেননি যে—‘তুমি এটা এভাবে করলে কেনো? আবার আমার কোনো কাজ না করায় তিনি বলেননি যে—তুমি এটা এভাবে করলে না কেনো?’^{১৬৫}

^{১৬৪}. মুসনাদে আহমাদ: ২২১৫৪। হাদিসের মান: হাসান।

^{১৬৫}. সহিল বুখারি: ৬০৩৮।

যখন গোলাম চুরি করে

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ بِعْدَ وَلْوَ بِنَشٍّ»

[১৬৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যদি কোনো গোলাম করো কিছু চুরি করে, তাহলে ‘নাশ’-এর বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।^{১৬৬}

নোট: ইমাম বুখারি রাহিমাল্লাহু বলেন—‘নাশ’ হলো বিশ দিরহাম ‘নাওয়াত’ হলো পাঁচ দিরহাম এবং ‘উকিয়া’ হলো চল্লিশ দিরহাম।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبِّرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهِيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَفَعَ الرَّاعِي فِي الْمُرَاحِ سَخْلَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ - إِنَّ لَنَا غَنَّمًا مِائَةً لَا تُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا جَاءَ الرَّاعِي بِسَخْلَةٍ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاءَ.

فَكَانَ فِيمَا قَالَ: «لَا تَضْرِبْ ظِعِينَتَكَ كَضْرِبَكَ أَمْتَكَ، وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

[১৬৬] আসিম ইবনু লাকিত ইবনু সাবিরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—(একবার) আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম। তখন রাখাল ছেলে লোকালয়ে একটি বকরি নিয়ে ফিরছিল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তুমি মনে করো না (আমরা এ বকরি যবেহ করেছি)। বরং আমাদের একশত বকরি আছে। আমাদের এই সংখ্যা বেশী হওয়া আমরা পছন্দ করি না। যখন রাখাল বকরি নিয়ে আসল, তখন আমরা তার পরিবর্তে একটি বকরি যবেহ করলাম। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন যা বলেছেন, তার মধ্যে ছিল—তোমার স্ত্রীকে তোমার দাসীর মত মারধর

^{১৬৬}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৫৮৯; সুনানু আবি দাউদ: ৪৪১২। হাদিসের মান: দুর্বল। উমার ইবনু আবি সালামা দুর্বল রাখি। অন্য সনদে সহিহ।

করো না এবং যখন নাক পরিষ্কার করো তখন উত্তমকাপে পরিষ্কার করো, যদি তুমি
রোয়াদার হও তাহলে এমনটা করো না।^{১৬৭}

সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য খাদেমকে কিছু গণনা করা

حَدَّثَنَا إِشْرِبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
قَالَ: كُنَّا نُؤْمِنُ أَنْ نَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمِ، وَنَكِيلُ، وَنَعْدَهَا، كَرَاهِيَّةً أَنْ يَتَعَوَّذُوا حُلْقَ
سُوءٍ، أَوْ يَظْنَ أَحَدُنَا ظَنَّ سُوءٍ.

[১৬৭] আবুল আলিয়া রাহিমাল্লাহু বলেন—আমাদেরকে আদেশ দেয়া হতো যে,
আমরা যেন খাদিমদের কিছু দেয়ার সময় সীলমোহর করে দেই। যেন মেপে ও গণনা
করে দেই। যাতে খাদিমদের অভ্যাস খারাপ না হয়। কিংবা আমাদের কেউ মন্দ-
ধারণার শিকার না হয়।^{১৬৮}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ،
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: إِنِّي لَأَعْدُ الْعُرَاقَ عَلَى خَادِمِي مَخَافَةً الظَّنِّ.

[১৬৮] সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কুধারণা থেকে বেঁচে থাকতে আমরা
খাদেমের কাছে কোনো কিছু দেওয়ার সময় গণনা করে দেই।^{১৬৯}

حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَبْنَانَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ
مُضَرِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ: إِنِّي لَأَعْدُ الْعُرَاقَ خَشْيَةً الظَّنِّ.

[১৬৯] হারিসা ইবনু মুদাররিব রাহিমাল্লাহু বলে—আমি সালমান রাদিয়াল্লাহু
আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—আমি সন্দেহের ভয়ে খাদেমের কাছে
কোনো জিনিষ দেওয়ার সময় গণনা করে দেই।^{১৭০}

^{১৬৭}. সুনানু আবি দাউদ: ১৪২; মুসনাদে আহমাদ: ১৬৩৮৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৬৮}. আল জামে লিস সহিহ ওয়াল মাসানিদ: ৯/২০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৬৯}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

^{১৭০}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

খাদেমকে আদব শিখানো

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُسْيَطٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ بِذَهَبٍ أَوْ بِوْرِقٍ، فَصَرَفَهُ، فَأَنْظَرَ بِالصَّرْفِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَجَلَّهُ جَلْدًا وَجِيعًا وَقَالَ: اذْهَبْ، فَخُذِ الَّذِي لِي، وَلَا تَصْرِفْهُ.

[১৭০] ইয়াখিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু কুসাইত রাহিমাল্লাহু বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার এক গোলামকে স্বর্ণ অথবা রূপাসহ কোথাও প্রেরণ করলেন। সে তা খরচ করে ফেলে। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে স্বর্ণ আনার জন্য সময় দেন। সে ফিরে এলে তিনি তাকে বেদম প্রহার করেন এবং বলেন, যাও আমার মুদ্রা ফেরত নিয়ে এসো, তা বিনিময় করো না।^{۱۹۱}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اَعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ، لَهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ»، فَالْتَّفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَمَسْتَكَ النَّارُ» أَوْ «لَفَحَتْكَ النَّارُ».

[১৭১] আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। তখন আমি আমার পিছন থেকে আওয়াজ শুনলাম—হে আবু মাসউদ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গোলামের উপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম—হে আল্লাহর রাসুল, একমাত্র আল্লাহর জন্য সে মুক্ত। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুম যদি এমনটা না করতে, তাহলে জাহানামের আগুন তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো অথবা জাহানামের আগুন অবশ্যই তোমাকে পাকড়াও করত।^{۱۹۲}

^{۱۹۱}. হাদিসের মান: মাকতু, হাসান।

^{۱۹۲}. সহিহ মুসলিম: ১৬৫৯; সুনান আবি দাউদ: ৫১৫৯; সুনান তিরমিয়ি: ১৯৪৮। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا حَجَاجُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُولُوا: قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ.

[১৭২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা বলো না যে, “আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন।”^{১৭৩}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تَقُولُنَّ: قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَهُ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صُورَتِهِ.

[১৭৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—অবশ্যই তুমি বলো না যে, “আল্লাহ তোমার মুখমণ্ডল এবং তোমার মত ব্যক্তির মুখকে বিকৃত করুন”। কেননা আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।^{১৭৪}

চেহারায় প্রহার করা থেকে বিরত থাকা

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَسَعِيدُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوِجْهَ».

[১৭৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কেউ যদি তার খাদেমকে প্রহার করে, সে যেন চেহারায় প্রহার করা থেকে বেঁচে থাকে।^{১৭৫}

حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الرِّبَّيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَّةٍ قَدْ وُسِمَ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَ اللَّهِ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسْمَنَ أَحَدُ الْوِجْهَ وَلَا يَضْرِبَهُ».

^{১৭৩}. মুসনাদে আহমাদ: ৭৪২০। হাদিসের মান: হাসান।

^{১৭৪}. মুসনাদে আহমাদ: ৭৪২০। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান। মারফু সুত্রে বর্ণিত আছে।

^{১৭৫}. সহিল বুখারি: ২৫৫৯; সহিল মুসলিম: ২৬১২। হাদিসের মান: সহিল।

[১৭৫] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পশুর পাৰ্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন। সেই পশুর দু'পাশে দাগ দেয়া ছিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—যে এই কাজ করেছে, আল্লাহ তাৰ উপৰ লানত বৰ্ষণ কৱন। কেউ যেন মুখমণ্ডলে দাগ না দেয় এবং মুখে যেন প্ৰহাৰ না কৱো।^{১৭৬}

حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيِّ الْبَرِّ فِي دَارِ سُوِيدٍ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجْتُ جَارِيًّا فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا، فَلَظَّمَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ سُوِيدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: أَلَطَّمْتَ وَجْهَهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ، فَلَظَّمَهَا بَعْضُنَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتَقُهَا.

[১৭৬] হেলাল ইবনু ইয়াসাফ রাহিমাল্লাহু আনহু বলেন—আমরা সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু আনহুৰ বাড়িৰ সামনে কাপড় বিক্রি কৱতাম। তখন একজন দাসী বেৰ হয়ে এক ব্যক্তিকে কিছু বললো। লোকটি ঐ ব্যক্তিকে থাপড় দিল। সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তুমি তাৰ গালে থাপড় মাৰলে কেনো? শোনো, আমি সাতজনেৰ মধ্যে একজন ছিলাম। আমাদেৱ কেবল একজন খাদেম ছিল। আমাদেৱ থেকে কেউ একজন তাকে থাপড় দিল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমটিকে মুক্ত কৱে দেওয়াৰ আদেশ কৱলেন।^{১৭৭}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، وَمُسَدَّدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ».

[১৭৭] আবদুল্লাহ ইবনু উমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—যে ব্যক্তি নিজেৰ গোলামকে থাপড় দিল এবং কাৰণ ছাড়া হৃদ-এৱ শাস্তি দিলো, তাৰ কাফফাৱা হলো গোলামকে মুক্ত কৱে দেয়ো।^{১৭৮}

^{১৭৬}. সহিহ মুসলিম: ২৬১৩। তালিক: আস সহিহ: ২১৪৯। হাদিসেৱ মান: সহিহ।

^{১৭৭}. মুসলিম, তিৰমিয়। তালিক: মুস্তাখৰাজে আবু আওয়ানা: ৬০৫৮। হাদিসেৱ মান: সহিহ।

^{১৭৮}. সহিহ মুসলিম: ১৬৫৭। হাদিসেৱ মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفِيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ كَهْيَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدٍ بْنُ مُقَرِّنٍ قَالَ: لَطَمَتْ مَوْلَى لَنَا فَفَرَّ، فَدَعَانِي أَبِي فَقَالَ لَهُ: افْتَصِ، كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ سَبْعَةً، لَنَا خَادِمٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَدُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مُرْهُمْ فَلِيُعْتَقُوهَا»، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا خَلُوا سَبِيلَهَا».

[১৭৮] মুআবিয়া ইবনু সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু বলেন—একবার আমি আমাদের এক গোলামকে থাপড় মারার কারণে সে পালিয়ে যায়। তখন আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন—শোনো, আমি একটা ঘটনা বর্ণনা করি। আমরা মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু আনন্দের সাত সন্তান ছিলাম। আমাদের কেবল একজন খাদেম ছিল। আমাদের ভাইদের থেকে একজন তাকে থাপড় দিল। এ ঘটনা নবিজিকে বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন—তুমি তাদেরকে আদেশ করো যে, তারা যেন খাদেমকে মুক্ত করে দেয়। নবিজিকে বলা হলো, সে ছাড়া তাদের তো আর কোনো খাদেম নেই। তিনি তখন বললেন—তাহলে তারা এখন তার থেকে খিদমত নিক, তারপর তারা সামর্থ্যান হলে তাকে যেন মুক্ত করে দেয়।^{১৭৯}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعبَةُ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَقُلْتُ: شُعبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعبَةَ، عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ، وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامًا، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ رَأَيْتِنِي وَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ.

[১৭৯] সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন আল মুয়ানি রাদিয়াল্লাহু আনন্দ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার গোলামকে থাপড় মারতে দেখে বললেন—তুমি কি জানো না যে, মুখ হলো সম্মানিত স্থান? আমি দেখেছি—নবিজির যুগে আমি ছিলাম সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম। আমাদের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে থাপড় মারল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামটিকে মুক্ত করে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।^{১৮০}

^{১৭৯}. সুনানু আবি দাউদ; সহিহ মুসলিম: ১৬৫৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৮০}. সহিহ মুসলিম: ১৬৫৮। মুসনাদে আহমাদ: ১৫৭০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِغُلَامٍ لَهُ كَانَ ضَرَبَهُ فَكَشَفَ عَنْ ظَهِيرَهِ فَقَالَ: أَيُوجِعُكَ؟ قَالَ: لَا. فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَرِنُ هَذَا الْعُودُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - أَوْ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَظَمَ وَجْهَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ».

[১৮০] যায়ান আবু উমর রাহিমাল্লাহু বলেন—(একদা) আমরা ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তার একজন গোলামকে ডাকলেন। যাকে তিনি প্রহার করেছিলেন। তিনি গোলামের পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে বলতে লাগলেন—তুমি কি ব্যথা অনুভব করছো? গোলাম জবাব দিল—না। অতঃপর ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা গোলামকে দাসত্বমুক্ত করে দিলেন। এরপরে তিনি জমিন থেকে একটি কাঠ নিয়ে বললেন—এই গোলামকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারা এই কাঠের ওজনের পরিমাণও সওয়াবের অধিকারী হবো না। আমি বললাম—হে আবদুর রহমানের পিতা! আপনি এমন কথা কেন বললেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন—যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করলো, অথবা তার চেহারাতে থাপ্পড় দিল, তার কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।^{১৮১}

গোলামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: لَا يَضْرِبُ أَحَدٌ عَبْدًا لَهُ - وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ - إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[১৮১] আশ্মার ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যে কেউ নিজ গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করবে, তাকে কিয়ামতের দিন শিকলে আবদ্ধ করা হবে।^{১৮২}

^{১৮১}. সুনানু আবি দাউদ; সহিহ মুসলিম: ১৬৫৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৫৭০৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৮২}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَ قَالَ: خَرَجَ سَلْمَانُ فَإِذَا عَلَفُ دَابَّتِهِ يَتَسَاقِطُ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ لِخَادِمِهِ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ الْقِصاصَ لَأَوْجَعْتُكَ.

[১৮২] আবু লায়লা রাহিমাল্লাহু বলেন—একবার সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু (সফরে) বের হলেন। তার পশ্চর ঘাস হাওদা থেকে নিচে পড়ছিল। তখন তিনি গোলামকে ডেকে বললেন—যদি আমি কিসাসের ভয় না করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিতাম।^{১৮৩}

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّوَّدُنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ».

[১৮৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা অবশ্যই হকসমূহ তার প্রাপককে পৌঁছে দিবো। এমনকি শিংবিহীন বকরিকেও শিংওয়ালা বকরির নিকট থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবো।^{১৮৪}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاؤُدُّ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَدَعَا وَصِيقَةً لَهُ - أَوْ لَهَا - فَأَبْطَأْتُ، فَاسْتَبَانَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى الْحِجَابِ، فَوَجَدَتِ الْوَصِيقَةَ تَلْعَبُ، وَمَعْهُ سِوَاكٌ، فَقَالَ: «لَوْلَا حَشْيَةُ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ»

رَأَدَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ: تَلْعَبُ بِبَهْمَةٍ. قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا لَتَحْلِفُ مَا سَمِعْتُكَ، قَالَتْ: وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ.

^{১৮৩}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{১৮৪}. সুনানু আবি দাউদ; মুসনাদে আহমাদ: ৭২০৪। হাদিসের মান: সহিহ।

আদাবুল মুফরাদ-১

[১৮৪] উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—(একবার) নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে ছিলেন। উম্মু সালামার দাসীকে ডাকলেন। দাসী ডাকে সাড়া দিতে দেরী করলো। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অসম্ভট্টির ভাব দেখা গেলো। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা উঠে পর্দার ওপাশে গিয়ে দেখলেন—দাসী খেলায় লিপ্ত আছে। তাঁর (উম্মু সালামার) হাতে মিসওয়াক ছিল। তিনি বললেন—আখিরাতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা না থাকলে অবশ্যই আমি এই মিসওয়াক দিয়ে তোমাকে প্রহার করতাম।

মুহাম্মাদ ইবনুল হায়সামের বর্ণনায় আরো আছে—সে একটি ছাগলের বাচ্চা নিয়ে খেলছিল। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকেসহ নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো শপথ করে বলছে যে, সে আপনার ডাক শুনতে পায়নি। তিনি আরো বলেন, তার হাতে ছিল একটি মিসওয়াক।^{১৮৫}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رُزَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[১৮৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কেউ কাউকে বিনা অপরাধে প্রহার করলে কিয়ামতের দিন তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।^{১৮৬}

حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[১৮৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করলে কিয়ামতের দিন তার থেকে এর কিসাস গ্রহণ করা হবে।^{১৮৭}

^{১৮৫}. আত তারগিব: ৩/১৬৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে দাউদ ইবনু উবাইদুল্লাহ অজ্ঞাত রাবি।

^{১৮৬}. মুসনাদে বায়ার: ৯৪৪৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৮৭}. মুসনাদে বায়ার: ৯৫৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

তোমরা যা পরিধান করো, তা গোলামদেরকেও পরিধান করাও

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَرْزَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الصَّامِيتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ فِي الْأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا أَبُو الْيَسِيرُ صَاحِبُ التَّئِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْهُ عَلَامٌ لَهُ، وَعَلَى أَبِي الْيَسِيرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ، وَعَلَى عَلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَمِّي، لَوْ أَخْذَتْ بُرْدَةً عَلَامِكَ وَأَعْطَيْتُهُ مَعَافِرِيَّ، أَوْ أَخْذَتْ مَعَافِرِيَّ وَأَعْطَيْتُهُ بُرْدَتَكَ، كَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ أَوْ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَمَسَحَ رَأْسِيَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، يَا ابْنَ أَخِي، بَصَرُ عَيْنَيِّ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذْنَيِّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاءُهُ قَلْبِي - وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ - التَّئِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ» وَكَانَ أَنْ أَعْطِيَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[১৮৭] উবাদা ইবনুল ওয়ালিদ ইবনু সামিত রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি এবং আমার পিতা ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে আনসারদের যুগে এই জনপদে রওয়ানা হয়েছিলাম। তখনও এই জনপদ ধ্বংস হয়নি। এই জনপদে সর্বপ্রথম নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি আবুল ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত হয়। সাথে তার একটি গোলামও ছিল। তাদের দু'জনের পরনে ছিলো দামী চাদর ও খাকি সাধারণ চাদর। আমি তাকে বললাম, চাচা! আপনি যদি গোলামের চাদরটি নিতেন এবং আপনার খাকি চাদরটি গোলামকে দিতেন অথবা আপনি খাকি চাদর গায়ে দিয়ে তাকে দামী চাদরের সম্পূর্ণটা দিতেন, তবে আপনাদের দু'জনেরই তো একটা করে চাদর হতো। তিনি আমার মাথায় তার হাত বুলিয়ে বললেন—হে আমার আল্লাহ, আপনি এর উপর বারাকাহ দান করুন। ভাতিজা, আমার এই দু'চোখ দেখেছে, আমার এই দুই কান শুনেছে, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছে। তখন তিনি তার অন্তরের দিকে ইশারা করলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—“তোমরা যা আহার করো, (গোলামদেরকে) তা-ই আহার করাবে। এবং তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তা-ই পরিধান করতে দিবে।” কিয়ামতের দিন আমার সওয়াবসমূহ তাকে দেওয়ার চাহিতে তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করা আমার কাছে সহজ।^{১৮৮}

^{১৮৮}. সহিহ মুসলিম: ৩০০৭।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ حَيْرًا وَيَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْسُوْهُمْ مِنْ لَبْوِسِكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ^{১৮৮}

[১৮৮] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন—তোমরা যা আহার করো, গোলামদেরকেও তা আহার করাও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও। তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না।^{১৮৯}

গোলামদেরকে গালি দেয়া

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرًّا وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى عُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَيْرَتَهُ بِأَمْهِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخْوَهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلِيُظْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلِيُلِبِّسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». ^{১৮৯}

[১৮৯] মারুর ইবনু সুয়াইদ রাহিমাল্লাহু আনহু—আমি আবু যার গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর গোলামের পরনে লাল বর্ণের চাদর দেখলাম। আমরা তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—একবার আমি একজন লোককে গালি দিয়েছিলাম। সে নবিজির কাছে এসে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল। তখন নবিজি আমাকে বলেছিলেন—তুমি কি ঐ ব্যক্তির মাকে তুলে দোষারোপ (গালি) দিয়েছো? আমি বললাম—জি। তিনি বললেন—তোমাদের গোলাম তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই আছে সে যা আহার করে, তাকেও যেন তা-ই আহার করায়, সে

^{১৮৮}. আস সহিহা: ৪৭০। হাদিসের মান: সহিহ।

যা পরিধান করে, তাকেও যেন তা-ই পরিধান করায়। এবং গোলামদের উপর যেন তাদের সাথাইন কাজ চাপিয়ে না দেয়। আর (প্রয়োজনে) যদি তাদেরকে কোনো কষ্টের কাজ দেওয়া হয়, তাহলে যেন (মালিক) সে কাজে সাহায্য করো।^{১০}

গোলামদেরকে কি সাহায্য করা হবে?

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرِقَّا كُمْ إِخْوَانَكُمْ، فَاحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِنُوهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوا».

[১৯০] সালাম ইবনু আমর একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের গোলামগণ তোমাদের ভাই। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করো, যে কাজ করতে তোমাদের কষ্ট হয়, সে কাজে তাদের সাহায্য গ্রহণ করো এবং যে কাজ করতে তাদের কষ্ট হয়, সে কাজে তোমরাও তাদের সাহায্য করো।^{১১}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَعِنُوكُمْ الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْخِبُ، يَعْنِي: الْخَادِمَ.

[১৯১] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তোমরা কর্মচারীকে তার কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করো। কেননা আল্লাহর কর্মচারী (খাদেম) ব্যর্থ হয় না।^{১২}

সাধ্যের বাহিরে গোলামের উপর বোঝা চাপানো নিষেধ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيْوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

^{১০}. সহিল বুখারি: ২৫৪৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১}. মুসনাদে আহমাদ: ২৩১৪৮। হাদিসের মান: সহিহ লি গাইরিহি, সনদ: দুর্বল। কারণ, সনদে নবিজি থেকে বর্ণিত সাহাবির নাম অজ্ঞাত।

^{১২}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلُّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ».

[১৯২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম খাবার এবং পরিধেয় পোষাকাদির অধিকারী হবে। এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোৰা চাপানো যাবে না।^{১৯৩}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الَّذِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ بْكَيْرٍ، أَنَّ عَجْلَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ قُبَيْلٌ وَفَاتِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلُّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ».

[১৯৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম খাবার এবং পরিধেয় পোষাকাদির অধিকারী হবে। এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোৰা চাপানো যাবে না।^{১৯৪}

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ مَعْرُورٌ: مَرَرْنَا بِأَيِّ ذَرَّ وَعَلَيْهِ تَوْبُ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَقُلْنَا: لَوْ أَخَذْتَ هَذَا وَأَعْطَيْتَ هَذَا غَيْرَهُ، كَانَتْ حُلَّةً، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِخْوَانُكُمْ جَعَلْهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ كَانَ أَخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلَيُظْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيُلِبِّسَهُ مِمَّا يَلْبِسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلَيُعِنْهُ عَلَيْهِ».

[১৯৪] মারুর রাহিমাল্লাহু বলেন—আমরা আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যাচ্ছিলাম। তখন তার পরনে ছিল একটি সাধারণ কাপড় আর তার গোলামের পরনে ছিল একটি রেশমী চাদর। আমরা তাঁকে বললাম—আপনি যদি এটা প্রহণ করতেন এবং তাকে যদি এই রেশমী চাদর ছাড়া অন্যটি দিতেন। তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—গোলামরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই থাকলে সে যা আহার করে গোলামকেও যেন তাই আহার করায়। সে যা

^{১৯৩}. সহিহ মুসলিম: ১৬৬২; মুসনাদে আহমাদ: ৭৩৬৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৯৪}. মুআত্তায়ে মালেক: ৩৫৯৩। হাদিসের মান: সহিহ।

পরিধান করে তাকেও যেন তা-ই পরিধান করায়। আর সাধ্যাতীত কোনো কাজ যেন তার উপর চাপিয়ে না দেয়। আর সাধ্যাতীত কোনো কাজ যদি তার উপর চাপিয়েও দেয়, তাহলে তাকে যেন সাহায্য করে।^{১৯৫}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَحْرَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدٍ
بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامَ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَطْعَمْتَ
نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ وَرَزْجَتَكَ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

[১৯৫] খালিদ ইবনু মাদান রাহিমাল্লাহু বলেন, মিকদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—তুমি নিজে যা আহার করো, তা সাদাকাহর সমতূল্য, আর তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র ও খাদেমকে যা আহার করতে দাও, তাও সাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত।^{১৯৬}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا بَقَىَ
غِنَّى، وَأَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ امْرَأْتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ
أَوْ طَلَقْنِي، وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُّنَا.

[১৯৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সচ্ছলতা ঠিক রেখে যা দান করা হয়, তা হলো উত্তম সাদাকাহ। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম। পরিবার-পরিজন থেকে (দান-সাদাকাহ) করা শুরু করো। তোমার স্ত্রী বলবে—আমার উপর খরচ করো, (ভরণপোষণ দাও) নয়তো আমাকে তালাক দিয়ে দাও। (ওদিকে) তোমার গোলাম বলবে—আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করুন, অথবা আমাকে বিক্রয় করে দিন। তোমার সন্তান বলবে—আমার দায়িত্ব নিবে কে?^{১৯৭}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبِرِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي

^{১৯৫}. সহিল বুখারি: ২৫৪৫; মুসনাদে আহমাদ: ২১৪৩২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৯৬}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭১৮০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৯৭}. সহিহ ইবনু খুয়াইমা: ২৪৩৬; সহিহ ইবনু হিবান: ৩৩৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।



دينار، قال: «أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ»، قال: عِنْدِي آخْرُ، قال: «أنْفِقْهُ عَلَى زَوْجِتَكَ» قال: عِنْدِي آخْرُ، قال: «أنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، ثُمَّ أَنْتَ أَبْصِرُ». ^{১৯৭}

[১৯৭] আবু হুবাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাহ করার আদেশ করলেন। এক ব্যক্তি বলল—আমার কাছে একটি দিনার আছে (আমি কি তা সাদাকাহ করে দিবো?)। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বললেন, ওটা তুমি নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বলল, আমার কাছে আরো একটি দিনার আছে। তিনি বললেন, সেটা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দিনার আছে। নবিজি বললেন, তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। এরপরে তুমি চিন্তা-ভাবনা করো।^{১৯৮}

গোলামের সাথে আহার করতে অপচন্দ করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحْمَّدُ بْنُ رَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ، إِذَا كَفَاهُ الْمَشْفَةُ وَالْحَرَّ، أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنْ كِرَهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ». ^{১৯৯}

[১৯৮] আবু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার খাদেম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। যখন সে তার (জন্য আহার তৈরি করতে) পরিশ্রম ও আগুনের তাপ সহ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আহারকালে তাকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমাদের কেউ যদি গোলামের সাথে আহার করতে অপচন্দ করে, তাহলে সে যেন নিজ হাতে তার মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেয় (এতে খাদেম অনেক খুশি হবে)।^{১৯৯}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي

^{১৯৮}. মুসনাদে হুমাইদি: ১২১০; সুনানু আবি দাউদ: ১৪৮৪। হাদিসের মান: হাসান।

^{১৯৯}. মুসনাদে আহমাদ: ১৪৭৩০। হাদিসের মান: সহিহ।

بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا وَيَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِنْ لَبْوِسِكُمْ، وَلَا
تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ».

[১৯৯] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকানাধীন গোলামদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন—তোমরা যা আহার করো, তাদেরকেও তা আহার করাও। তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তা পরিধান করাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না।^{২০০}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ خَادِمٌ بِطَعَامِهِ فَلْيُجِلسْهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَلْيُنْبِأْهُ مِنْهُ».

[২০০] আবু ছরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কারো খাদেম তার খাবার নিয়ে তার কাছে আসলে সে যেন তাকেও সাথে বসায়। গোলাম যদি তার (মালিকের) সাথে বসতে না চায়, তাহলে খাবার থেকে (তার মুখে) যেন কিছু তুলে দেয়।^{২০১}

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يُونُسَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِنِ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو حَمْدُورَةَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَتِهِ يَحْمِلُهَا تَقْرُرُ فِي عَبَائِةِ، فَوَضَعُوهَا بَيْنَ يَدَيْهِ عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِينَ وَأَرْقَاءَ مِنْ أَرْقَاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ، فَأَكْلُوا مَعْهُ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ - أَوْ قَالَ: لَهَا اللَّهُ قَوْمًا - يَرْغَبُونَ عَنْ أَرْقَائِهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُمْ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَمَا وَاللَّهِ، مَا تَرْغَبُ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّا نَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ، لَا نَجْدُ وَاللَّهِ مِنْ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ.

[২০১] আবু মাহযুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার আমি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসা ছিলাম। তখন সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি

^{২০০}. তালিক: আস সহিহ: ৭৪০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২০১}. মুসনাদে আহমাদ: ৭৮০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

বিরাট পাত্রসহ সেখানে আসেন, যে পাত্রটিকে একটি পশমী আবায় (চাদর) করে কয়েক বাত্তি বহন করে এনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে রাখল।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসকিন এবং গরিব লোকদেরকে এবং তার নিকট উপস্থিত লোকজনের গোলামদেরকে ডাকলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার সাথে বসে আহার করলেন। আহার শেষে তিনি বললেন—আল্লাহ এমন একটি জাতিকে (বিনষ্ট করেছেন) অথবা আল্লাহ এমন জাতিকে লাপিত করেছেন, যারা তাদের গোলামদের সাথে আহার করতে অপছন্দ করতো।

সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ওয়াল্লাহি, আমরা তাদের অপছন্দ করি না, বরং আমরা তাদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেই। ওয়াল্লাহি, উত্তম খাবারের ব্যবস্থা হলে আমরা নিজেরাও আহার করি এবং তাদেরকেও আহার করাই।^{২০২}

গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لَهُ أَجْرٌ مَرَّتَيْنِ».

[২০২] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—গোলাম যদি তার মনিবের কল্যাণ কামনা করে এবং উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে, তাহলে এমন গোলামের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।^{২০৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبُيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: يَا أَبَا عَمْرٍو، إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلِدَهُ ثُمَّ تَرَوَّجَهَا كَانَ كَالَّرَاكِبِ بَدَنَتْهُ، فَقَالَ غَامِرٌ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ مَوَالِيهِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَظْهَرُهَا، فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا،

^{২০২.} বির ওয়াস সিলাহ, হসাইন ইবনু হারব: ৩৫১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২০৩.} মুসনাদে আহমাদ: ৪৬৭৩; সহিহ মুসলিম: ১৬৬৪। হাদিসের মান: সহিহ।

وَعَلِمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، قَالَ أَجْرًا، قَالَ عَامِرٌ: أَعْطِنِي أَكْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَ يَرْكُبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

[২০৩] সালেহ ইবনু হায়ি রাহিমাল্লাহু বলেন, এক ব্যক্তি আমের আশ-শাবীকে বলল—হে আমরের পিতা! আমরা পরম্পর বলাবলি করি যে, কোনো ব্যক্তি তার সন্তানদাত্রী দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করলে সে যেন তার কোরবানীর পশ্চকে বাহনরাপে ব্যবহার করলো। আমের রাহিমাল্লাহু বলেন—আবু বুরদা রাহিমাল্লাহু তার পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেছেন—তিনি ব্যক্তির জন্য দুটি করে পুরস্কার রয়েছে। (১) আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি তার নবির উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ঈমান এনেছে, তার জন্য দুইটি পুরস্কার। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে একটি দাসী ছিল, সে তাকে শয্যাসঙ্গী করেছে, তাকে উত্তমরাপে শিষ্টাচার শিখিয়েছে এবং উত্তমরাপে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে দাসত্বমুক্ত করে বিবাহ করেছে, তার জন্য দুইটি পুরস্কার রয়েছে।

আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি তোমাকে তা (জ্ঞান) বিনিময় ছাড়াই দান করলাম। এর চাইতে ক্ষুদ্র কথা শেখার জন্যও মানুষকে ইতিপূর্বে মদিনা পর্যন্ত সফর করতে হতো।^{২০৪}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤْدِي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي فُرِضَ، الطَّاعَةُ وَالنَّصِيحَةُ، لَهُ أَجْرٌ».

[২০৪] আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে গোলাম ভালোভাবে তার প্রভুর ইবাদত করে। এবং তার মনিবের যে কর্তব্য তার উপর রয়েছে, তাও-ঠিকমত আদায় করে, এমনিভাবে আনুগত্য ও কল্যাণ কামনা করে—তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে।^{২০৫}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

^{২০৪}. সহিল বুখারি: ৫০৮৩; সহিল মুসলিম: ২৪১; সুনান ইবনু মাজাহ: ১৯৫৬। হাদিসের মান: সহিল।

^{২০৫}. সহিল বুখারি: ২৫৫১।

وَسَلَّمَ: الْعَمَلُوكُ لَهُ أَجْرًا إِذَا أَدَى حَقَّ اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ - أَوْ قَالَ: فِي حُسْنِ عِبَادَتِهِ - وَحَقُّ مَلِيكِهِ الَّذِي يَمْلِكُهُ.

[২০৫] আবু বুরদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—গোলাম যখন ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহর হক আদায় করে, অথবা বলেছেন, ইবাদাতের সৌন্দর্যের মধ্যে। এবং মনিবের প্রতি তার কর্তব্যও পালন করে, তাহলে তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।^{২০৬}

গোলামও একজন দায়িত্বশীল

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيِّي أُوئِيسٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

[২০৬] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আন্হ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, (কিয়ামতের দিন) তাকে তার জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তাঁর পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।^{২০৭}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

^{২০৬}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ১৯৫৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২০৭}. সহিহল বুখারি: ৮৩৯; সহিহ মুসলিম: ১৮২৯; সুনানু তিরমিয়ি: ১৭০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «الْعَبْدُ إِذَا أَطْاعَ سَيِّدَهُ، فَقَدْ أَطْاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فِإِذَا عَصَى سَيِّدَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ». ^{২০৭}

[২০৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—গোলাম যখন তার মনিবের আনুগত্য করল, তখন যেন সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং সে মনিবের অবাধ্য হলে যেন সে আল্লাহরই অবাধ্য হলো।^{২০৮}

যে ব্যক্তি গোলাম হওয়াকে পছন্দ করে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونَسَ، عَنِ الرَّهْبَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ سَيِّدِهِ، لَهُ أَجْرٌ». ^{২০৯}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ سَيِّدِهِ، لَهُ أَجْرٌ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحُجُّ، وَبِرُّ أُمِّيِّ، لَأَحْبَبَتُ أَنْ أَمُوتَ مَمْلُوْكًا

[২০৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো মুসলিম গোলাম যখন আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক আদায় করে, তখন সে দু'টি পুরস্কার পাবার অধিকারী হয়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যার হাতে আমি আবু হুরাইরার জীবন, তার শপথ করে বলছি, যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ না থাকতো এবং হজ্জে পিতা-মাতার খেদমত করা আমার উপর আবশ্যক না হতো, তাহলে আমি গোলাম হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে পছন্দ করতাম।^{২০৯}

কেউ যেন না বলে—“আমার গোলাম”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَّتِي،

^{২০৮}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। | সনদে আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ নামক রাবি অঙ্গাত।

^{২০৯}. সুনানু আবি দাউদ; মুসনাদে আহমাদ: ৯৭৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلِيَقُولُ: غُلَامِي، جَارِيَتِي، وَفَتَانِي، وَفَتَانِي.

[২০৯] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কেউ যেন ‘আমার বান্দা’ ‘আমার বান্দী’ না বলে। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সব নারীরা আল্লাহর বান্দী। বরং সে যেন বলে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার যুবক, আমার যুবতী।^{১০}

গোলাম কী বলবে? যে “আমার মনিব”

حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُوبَ، وَحَبِيبِ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ: رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلِيَقُولُ: فَتَانِي وَفَتَانِي، وَسَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، كُلُّكُمْ مَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[২১০] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী না বলে। এবং গোলামও যেন না বলে—আমার রব, আমার প্রভু। বরং সে যেন বলে—আমার যুবক, আমার যুবতী, আমার নেতা, আমার নেতাজী। তোমাদের প্রত্যেকেই গোলাম, কেবল আল্লাহই হচ্ছেন রব।^{১১}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَالَ أَبِي: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدٍ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، قَالَ: «السَّيِّدُ اللَّهُ»، قَالُوا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، قَالَ: فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجِرِينَكُمُ الشَّيْطَانُ».

[২১১] মুতারিফ রাহিমাল্লাহু আনহু বলেন—আমার পিতা বলেছেন, (একবার) আমি আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। লোকেরা (নবিজিকে) বলল—আপনি আমাদের নেতা। তখন নবিজি বললেন—নেতা হচ্ছেন আল্লাহ। লোকেরা বলল—আপনি

^{১০}. সহিহ মুসলিম: ২২৪৯; মুসনাদে আহমাদ: ১০২৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১}. মুসনাদে আহমাদ: ৯৪৯১; সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৭৫। হাদিসের মান: সহিহ।

আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়। বর্ণনাকারী বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের কথা বলো এবং শয়তান যেন তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করতে পারে।^{১২}

পুরুষ তার ঘরের দায়িত্বশীল

حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَبِيعٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
فَإِلَّا مِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ
بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ
عَنْهُ، إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

[২১২] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, (কিয়ামতের দিন) তাকে তার জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তাঁর পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।^{১৩}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَّهُ
مُتَقَارِبُونَ، فَأَقْمَنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَا اسْتَهِينَا أَهْلِيَّنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ
تَرَكْنَا فِي أَهْلِيَّنَا؟ فَأَخْبَرْنَا - وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا - فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ
فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرْوُهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَدَّنْ
لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلَيُؤْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

^{১২}. মুসনাদে আহমা; সুনানু আবি দাউদ: ৪৮০৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৩}. সহিহল বুখারি: ৮৯৩; সহিহ মুসলিম: ১৮২৯; মুসনাদে আহমাদ: ৬০২৬। হাদিসের মান: সহিহ।

[২১৩] মালেক ইবনুল হৃয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমরা সমবয়স্ত কয়েকজন যুবক নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা নবিজির নিকট বিশটি রাত অবস্থান করেছিলাম। অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বাড়িতে কাকে কাকে বেখে এসেছি। আমরা এ ব্যাপারে নবিজিকে সংবাদ দিলাম। তিনি অত্যন্ত সু-হৃদ এবং দয়াশীল ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইলম শিক্ষা দাও এবং সৎ কাজের আদেশ দাও। আর তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় করবে। আর যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে বয়সে যে বেশী বড় সে ব্যক্তি তোমাদের সালাতের ইমামতি করবে।^{১৪}

মহিলারাও দায়িত্বশীল

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ»، سَمِعْتُ هُؤُلَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ».

[২১৪] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল। তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল, তাকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসারের দায়িত্বশীল। এবং খাদেম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথাগুলো শুনেছি। আমার অনুমান নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন—কোনো ব্যক্তি তার পিতার সম্পদের দায়িত্বশীল।^{১৫}

^{১৪}. সহিহুল বুখারি: ৬০০৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৫৫৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫}. সহিহ মুসলিম: ১৮২৯; সুনানু তিরমিয়ি: ১৭০৫; মুসনাদে আহমাদ: ৬০২৬। হাদিসের মান: সহিহ।

ঘাৰ সাথে ভালো ব্যবহাৰ কৱা হয়, সে যেন উত্তম প্ৰতিদান দেয়

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَئْبُوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيزَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُجِزِّهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُجِزِّهُ فَلْيُنْهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَنْتَنِي فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمْهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحْلِي بِمَا لَمْ يُعْطَ، فَكَانَهُ لَيْسَ ثَوْبَيْ رُورٍ».

[২১৫] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন—ঘাৰ সাথে ভালো আচৱণ কৱা হয় সে যেন তাকে তাৰ অনুৱাপ বিনিময় দান কৰে। যদি বিনিময় দান কৰাৰ সামৰ্থ না থাকে, তাহলে যেন সে তাৰ প্ৰশংসা কৰে। কেননা সে যখন তাৰ প্ৰশংসা কৱলো, তখন সে যেন তাৰ প্ৰতি শোকৰ আদায় কৱলো। যে ব্যক্তি (ভালো ব্যবহাৰ) গোপন রাখলো সে যেন তাৰ প্ৰতি অকৃত্তা প্ৰকাশ কৱলো। যে ব্যক্তি কোনো কিছু না পেয়েও বলে, পেয়েছি, সে মিথ্যাৰ পোষাক পৰিধান কৱল।^{১৬}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأُعِيدُهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأُعْطُهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».

[২১৬] ইবনু উমৰ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন—যে ব্যক্তি আল্লাহৰ নামে আশ্ৰয় কামনা কৰে, তোমৰা তাকে আশ্ৰয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহৰ নামে কিছু প্ৰাৰ্থনা কৰে, তাকে দান কৰো। যে ব্যক্তি তোমাদেৰ সাথে ভালো আচৱণ কৰে, তাকে তোমৰা তাৰ বিনিময় দাও। বিনিময় দেয়াৰ মত কিছু না থাকলে তাৰ জন্য দুআ কৰো, যাতে সে বুৰাতে পাৱে যে, তোমৰা তাৰ ভালো কাজেৰ বিনিময় দিয়েছ।^{১৭}

^{১৬}. সুনানু তিৱমিয়ি: ২০৩৪। হাদিসেৰ মান: সহিহ।

^{১৭}. সুনানু আবি দাউদ: ১৬৭২; সুনানে নাসাই: ২৫৬৭। হাদিসেৰ মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَذِيسِ، أَنَّ
الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلُّهِ؟ قَالَ: «لَا، مَا دَعَوْنِمُ
اللَّهَ لَهُمْ، وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ».

[২১৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মুহাজিরগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল। হে আল্লাহর রাসূল, সমস্ত সওয়াব তো আনসারগণ নিয়ে নিচ্ছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবে এবং তাদের প্রশংসা করতে থাকবে (তোমরাও তাদের সাথে সমান সওয়াব পাবে)।^{২৪}

ଯେ ମାନୁଷେର ଶୁକରିଯା ଆଦାୟ କରେ ନା

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ».

[২১৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করল না।^{১১৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّفَسِ: اخْرُجْ، قَالَتْ: لَا أَخْرُجُ إِلَّا كَارِهًةً.

[২১৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা রহকে বললেন, বের হও। রহ বললো, আমি বের হবো না, তবে অপচন্দনীয় অবস্থায় বের হবো।^{২২০}

^{১৮}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৪৭৮; সুনানু আবি দাউদ: ৪৮১২। হাদিসের মান: সঠিক।

^{১১}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৫৪; সুনানু আবি দাউদ: ৪৮-১১। হাদিসের মান: সত্ত্ব।

২২০. মসনাদে বায়ব্র: ৯৫৯০। হাদিসের মান: সত্ত্ব।

কোনো ভাইকে সাহায্য করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللَّهِ، وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ»، قِيلَ: فَأَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أُسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «فَتَعْيِنْ ضَائِعًا، أَوْ تَصْنَعْ لِأَخْرَقَ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفَتْ؟ قَالَ: «تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَتْ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ».

[২২০] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, কোন আমল সবচে' উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। বলা হলো, কোন গোলাম উত্তম? তিনি বলেন—যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে নিজ পরিবারের নিকট অধিক প্রিয়। প্রশ্নকারী বললো, আপনার কী মত, আমি যদি কোনো কাজ করতে না পারি, তাহলে আমি কী করবো? তিনি বললেন, তাহলে কোনো কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, আমি যদি এমনটা করতে দুর্বল হই, তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বললেন, তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে দূরে রাখো। কেননা তা তোমার জন্য সাদাকাহস্বরূপ, যেটা তুমি নিজের জন্য সাদাকাহ করতে পারো।^{২২}

^{২২}. সহিহ বুখারি: ২৫১৮; সহিহ মুসলিম: ১৩৬; মুসনাদে আহমাদ: ২১৩৩। হাদিসের মান: সহিহ।

অধ্যায় : উন্নম চরিত

দুনিয়ার ভালো ব্যক্তিরা আখিরাতেও ভালো হিশেবে উঠবে

حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نُصَيْرُ بْنُ عُمَرَ بْنُ يَزِيدَ بْنُ قَيْصَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَسْدِيُّ، عَنْ فُلَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُرْمَةَ بْنَ لَيْثَ بْنَ بُرْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ قَيْصَةَ بْنَ بُرْمَةَ الْأَسْدِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَهُلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهُلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهُلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهُلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ».

[২২১] কাবিসা ইবনু বুরমা আল-আসাদি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকাকালে তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ার নেককার লোকেরা আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং দুনিয়ার পাপীরা-ই আখিরাতে পাপীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হবে।^{২২২}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَاصِمٍ - وَكَانَ حَرْمَلَةً أَبَا أُمِّهِ - فَحَدَّثَنِي صَفِيَّةُ ابْنَةُ عُلَيْبَةَ، وَدُخِينَةُ ابْنَةُ عُلَيْبَةَ - وَكَانَ جَدَّهُمَا حَرْمَلَةً أَبَا أَبِيهِمَّا - أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ لَا تَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدِيهِ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ؟ قَالَ: «يَا حَرْمَلَةُ، أَئْتِ الْمَعْرُوفَ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ»، ثُمَّ رَجَعْتُ، حَتَّى جِئْتُ الرَّاحِلَةَ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ؟ قَالَ: «يَا حَرْمَلَةُ، أَئْتِ الْمَعْرُوفَ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ، وَانْظُرْ مَا يُعِجبُ أَذْنَكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأَتِيهِ، وَانْظُرِ الَّذِي تَكُرُّ

^{২২২}. মুসনাদে বায়ার: ৫৯৭৯। হাদিসের মান: সত্তিঃ লিগাইরিহি।

أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُنْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ»، فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ، فَإِذَا
هُمَا لَمْ يَدْعَا شَيْئًا.

[২২২] হারমালা ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নবিজির নিকট যাওয়ার পরে সেখানে থাকাকালে চিনে ফেললেন। নবিজি উঠে প্রস্থান করার সময় আমি মনে মনে বললাম—ওয়াল্লাহি, আমি রাসূলের কাছে গিয়ে আমার ইলম আরো বৃদ্ধি করবো। ফলে আমি পায়ে হেঁটে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলাম, আপনি আমাকে কোনো কাজ করতে আদেশ করবেন? তিনি বলেন—হে হারমালা, তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর আমি ফিরে এসে আমার বাহনের নিকট এলাম, আবার ফিরে গিয়ে তার নিকট আমার স্থানে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কী কাজ করার নির্দেশ দিবেন? তিনি বললেন—“হে হারমালা, তুমি সৎকাজ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকবে। তুমি খেয়াল করো, তোমার কান কি শুনতে পছন্দ করে? তোমার সম্প্রদায় তোমার অনুপস্থিতিতে যা বললে তুমি আনন্দ পাও তা করো এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্প্রদায় যা বললে তুমি অপছন্দ করো তা থেকে বিরত থাকো।” হারমালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি ফিরে এসে ভেবে দেখলাম, তা এমন দু’টি কথা, যাতে কিছুই বাদ পড়েনি।^{২৩}

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي حَدِيثٍ أَبِي عُثْمَانَ،
عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ».

[২২৩] সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নিশ্চয় দুনিয়াতে নেককার লোকেরা আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।^{২৪}

প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ
صَدَقَةٌ».

[২২৪] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহ।^{২৫}

^{২৩}. শুআবুল ঈমান: ২০৬১৮। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে হারমালা ইবনু আবদুল্লাহ দুর্বল।

^{২৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। মারফু হিশেবে সহিহ লি গাইরিছি।

حَدَّثَنَا آدُمُ بْنُ أَبِي إِيَّاِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَيَعْتَمِلُ بِيَدِيهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ»، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ».

[২২৫] আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদাকাহ ওয়াজিব। তারা (সাহাবিগণ) বলেন, যদি সে (সাদাকাহ) করার মত কিছু না পায়? (তখন কি করবে?) তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করবে, নিজেও উপকৃত হবে এবং সাদাকাহও করবে। সাহাবিগণ বলেন, যদি তার সে সামর্থ্য না থাকে, কিংবা যদি সে তা না করতে পারে? তিনি বলেন, তাহলে সে বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করবে। সাহাবিগণ বলেন, সে যদি তাও না করতে পারে? তিনি বলেন, তাহলে সে সৎকাজের আদেশ দিবে। সাহাবিগণ বলেন, যদি সে তাও না করতে পারে? তিনি বলেন—তাহলে সে অপরের ক্ষতি করা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। নিশ্চয় এটা তার জন্য সাদাকাহ।^{২২৬}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَا مُرَاوِيجَ الْغِفارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ذَرَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللَّهِ، وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قَالَ: فَأَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَائِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ».

^{২২৫}. সহিল বুখারি: ৬০২১; সুনান তিরমিয়ি: ১৯৭০; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৮৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২২৬}. সহিল বুখারি: ২৫১৮; সহিহ মুসলিম: ১৩৬; মুসনাদে আহমাদ: ২১৩৩। হাদিসের মান: সহিহ।

[২২৬] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো—কোন আমল সবচে' উত্তম? জবাবে তিনি বলেন—আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার বলা হলো, কোন দাস মুক্ত করা উত্তম? জবাবে তিনি বলেন—যার মূল্য বেশী এবং যে নিজ মনিব পরিবারের অধিক প্রিয়। সে (একজন সাহাবি) বলল—যদি আমি কাজ করতে না পারি, তাহলে আমি কী করবো? জবাবে তিনি বলেন—তাহলে কোনো কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা নির্বাধ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, যদি আমি তা করতে অপারগ হই, তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বলেন, তোমার কষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তাও সাদাকাহ, যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পারো।^{২২৭}

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عَيْنَةَ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْوِرِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا
نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا
تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةً، وَبُضْعُ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً»، قِيلَ: فِي
شَهْوَتِهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَوْ وُضِعَ فِي الْحَرَامِ، أَلَيْسَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ ذَلِكَ إِنْ وَضَعَهَا فِي
الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

[২২৭] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ধনীরা সব নেকি লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা যেমন সালাত আদায় করি, তারাও তো সালাত আদায় করেন, আমরা যেমন রোষা রাখি, তারাও তো রোষা রাখেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে আল্লাহর রাহে সাদাকাহ করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদাকাহ করার জন্য ব্যবস্থা রাখেননি? (শোনো) নিশ্চয় প্রতিটি তাসবিহ ও তাহমিদ সাদাকাহর সমতুল্য। এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর আনন্দও সাদাকাহর সমতুল্য। বলা হলো—তার শাহওয়াত বা সহবাসও কি সাদাকাহর সমতুল্য? নবিজি তখন বললেন—যদি সে হারাম পথে সে খারাপ কাজ করতো

^{২২৭}. মুসনাদে আহমাদ: ২১৫০০। হাদিসের মান: সহিহ।

তাহলে কি তা তার জন্য গুনাহ হত না? ঠিক তেমন-ই যদি সে তা হালালভাবে তার উত্তেজনা পূরণ করে, তাহলে তার জন্য নেকি রয়েছে।^{২২৮}

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «أَمِطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ».

[২২৮] আবু বারযা আল আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম—হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যে আমল আমাকে জান্মাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন—তুমি মানুষের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে নিবে।^{২২৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِشَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَا يُمِيزَنَ هَذَا الشَّوْكُ، لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَغَفَرَ لَهُ.

[২২৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার সামনে একটি কাঁটা পড়ল। তখন সে বলল—আমি অবশ্যই এই কাঁটা সরিয়ে ফেলবো, যাতে তা থেকে কোনো মুসলমান কষ্ট না পায়। ফলে তাকে এই আমলের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।^{২৩০}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرِضْتُ عَلَيَّ أَعْمَالَ أُمَّتِي، حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا أَنَّ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِيِّ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

^{২২৮}. সহিহ মুসলিম: ১০০৬; মুসনাদে আহমাদ: ২১৪৮২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২২৯}. মুসনাদে আহমাদ: ২৯৭৯৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৩০}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৫৮; মুসনাদে আহমাদ: ১০৮৯৬। হাদিসের মান: সহিহ।

[২৩০] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমার উম্মতের ভালো এবং খারাপ সব আমল আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি তাদের ভালো এবং সৎ আমলসমূহের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে দেখতে পেলাম। আর তাদের মন্দ আমলসমূহের মধ্যে মসজিদে নিষ্ক্রিপ্ত থু-থু দেখতে পেলাম যা মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়নি।^{২৩১}

ভালো কথা, ভালো কাজ

حَدَّثَنَا يُشْرُبُنْ مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدِ الْحَطْمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

[২৩১] আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল খাতমিয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক ভালো কাজ সাদাকাহর সমতুল্য।^{২৩২}

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءٍ يَقُولُ: «إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً خَدِيجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ».

[২৩২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যখন কোনো কিছু নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি বলতেন— যাও, এটা অমুক নারীকে দিয়ে আসো। কেননা সে ছিল খাদিজার বান্ধবী। এটি নিয়ে অমুক মহিলার ঘরে দিয়ে আসো। কেননা সে খাদিজাকে ভালোবাসতো।^{২৩৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعَيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

^{২৩১}. সহিহ মুসলিম: ৫৫৩; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৮৩; মুসনাদে আহমাদ: ২১৫৪৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৩২}. মুসনাদে আহমাদ: ১৮৭৪১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৩৩}. মুস্তাদরাকে হাকেম: ৭৩০৯। হাদিসের মান: হাসান।

[২৩৩] হ্যাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রত্যেক ভালো কাজ সাদাকাহর সমতূল্য।^{২৩৪}

বাগান গমন এবং ব্যাগভর্তি জিনিষপত্র কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَمْلَدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتَهُ، فَأَبَى وَتَرَوَّجَ مَوْلَاهُ لَهُ، يُقَالُ لَهَا: بُقَيْرَةُ، فَبَلَغَ أَبَا قُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَيْءٌ، فَأَتَاهُ يَظْلِبُهُ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةِ لَهُ، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ، فَلَقِيَهُ مَعْهُ زَبِيلٌ فِيهِ بَقْلٌ، قَدْ أَدْخَلَ عَصَاهُ فِي عُرْوَةِ الزَّبِيلِ - وَهُوَ عَلَى عَاتِقِهِ - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ؟ قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} [الإسراء: ١١]، فَانْظَلَقَا حَتَّى أَتَيَا دَارَ سَلْمَانَ، فَدَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ قُرْطَاطُ، فَقَالَ: اجْلِسْ عَلَى فِرَاشِ مَوْلَاتِكَ الَّتِي تُمَهَّدُ لِتَنْفِسِهَا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِأَشْيَاوِهِ، كَانَ يَقُولُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَضَبِهِ لِأَقْوَامٍ، فَأَوْتَ فَأْسَأَلَ عَنْهَا؟ فَأَقُولُ: حُذَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ضَغَائِنُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، فَأَتَى حُذَيْفَةُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سَلْمَانَ لَا يُصَدِّقُ وَلَا يُكَذِّبُ بِمَا تَقُولُ، فَجَاءَنِي حُذَيْفَةُ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ ابْنَ أُمٍّ سَلْমَانَ، فَقُلْتُ يَا حُذَيْفَةُ ابْنَ أُمٍّ حُذَيْفَةَ، لَتَنْتَهِيَنَّ، أَوْ لَا كُنْتَنَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا حَوَفْتُهُ بِعُمَرَ تَرَكَني، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَنَا، فَأَيُّمَا عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي لَعِنْتُهُ لَعْنَةً، أَوْ سَبَبْتُهُ سَبَّةً، فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلَاةً».

[২৩৪] আমর ইবনু আবু কুররা আল-কিন্দি রাহিমাল্লাহু বলেন—আমার পিতা সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তার বোনকে বিবাহের প্রস্তাবে দিলেন। কিন্তু

^{২৩৪}. সহিহ মুসলিম: ১০০৫; সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৪৭; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৩৭০। হাদিসের মান: সহিহ।

তিনি তাতে রাজি হলেন না, বরং তিনি তার নিজ মুক্ত দাসীকে বিবাহ করলেন। যার নাম ছিলো—বুকাইরা।

আবু কুররা রাহিমাল্লাহুর নিকট সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হ্যাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার কিছু (মনোমালিন্যের কথা) পৌছলে তিনি তার খোঁজে গেলেন। তাকে জানানো হলো যে, তিনি তার সবজি বাগানে গিয়েছেন। সেখানে তার সাথে সবজি ভর্তি একটি ঝুড়ি ছিল। তিনি ঝুড়ির হাতার মধ্যে তার লাঠি ঢুকিয়ে তা কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি বলেন—হে আবদুল্লাহুর বাবা, আপনার ও হ্যায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে কী ঘটেছে? আবু কুররা রাহিমাল্লাহু বলেন—সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়লেন, “মানুষ তাড়াতড় প্রবণ” (সুরা ইসরাঃ ১১)। অতঃপর তারা রওয়ানা হয়ে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে এসে পৌছলেন।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশ করে বললেন—‘আসসালামু আলাইকুম’। আবু কুররাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনিও ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে একটি চাটাই বিছানো ছিল। মাথার পাশে কয়েকটি ইট ছিল। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আপনার দাসীর বিছানায় বসুন। যেটা সে নিজের জন্য বিছিয়েছিল। অতঃপর তিনি তার সাথে কথা বলতে লাগলেন, একপর্যায়ে বললেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসম্প্রত অবস্থায় যা অনেককে বলতেন—হ্যায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তা লোকদের নিকট বর্ণনা করেন। এসব সম্পর্কে আমার নিকট এসে আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো। আমি বলতাম, হ্যাইফা-ই তার কথা সম্পর্কে অধিক অবগত। লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া আমি অপছন্দ করতাম। লোকজন আবার হ্যাইফার কাছে গিয়ে বলতো, সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আপনার বক্তব্যকে সমর্থনও করেননি এবং মিথ্যা প্রতিপন্নও করেননি। হ্যায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট এসে বলেন—হে সালমানের মায়ের পুত্র সালমান। আমিও বললাম, হে হ্যায়ফার মায়ের পুত্র হ্যায়ফা! তুমি বিরত হবে, অন্যথায় আমি উমরকে (তোমার সম্পর্কে) লিখতে বাধ্য হবো। আমি তাকে উমরের ভয় দেখালে তিনি আমাকে ছেড়ে চলে যান। অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—“আমিও আদমেরই সন্তান। (হে আল্লাহ) আমি আমার কোনো উন্নতকে অকারণে ভৎসনা করলে বা গালি দিলে তুমি তা তার পক্ষে দুআরাপে গ্রহণ করো।”^{২৩৫}

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ قَوْمِنَا. فَخَرَجُوا، فَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي بْنِ كَعْبٍ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَهَاجَتْ

^{২৩৫}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৬৫৯; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৭২। হাদিসের মান: হাসান।

سَحَابَةُ، فَقَالَ أَبِي: اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا. فَلَحِقْنَاهُمْ، وَقَدِ ابْتَلَتْ رِحَالُهُمْ،
فَقَالُوا: مَا أَصَابَكُمُ الَّذِي أَصَابَنَا؟ قُلْتُ: إِنَّهُ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصْرِفَ عَنَّا
أَذَاهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا دَعْوَتُمْ لَنَا مَعَكُمْ.

[২৩৫] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—তোমরা আমাদের সাথে বের হও (সাথে চলো), আমাদের কওমের এলাকায় যাবো। আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমি ও উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলাম সকলের পিছনে। অতঃপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল, তখন উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—হে আল্লাহ! আমাদের থেকে এর কষ্ট দূর করুন। এরপরে আমরা তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। আর বৃষ্টির কারণে তাদের হাওদাসমূহ ভিজে গিয়েছিল। তারা জিজ্ঞেস করলো—(কি ব্যাপার!) আমাদের উপর তো বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তাহলে তোমাদের উপর কি বর্ষিত হয়নি? (ইবনু আব্বাস বলেন) আমি বললাম—উবাই ইবনু কাব আল্লাহর নিকট মেঘের কষ্ট সরিয়ে নেয়ার জন্য দুআ করেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—তাহলে তোমাদের সাথে আমাদের জন্যও দুআ করলে না কেনো?^{২৩৬}

حَدَّثَنَا مُعاًدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ: أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى
النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ، وَعَلَيْهِ حَمِيصَةُ لَهُ.

[২৩৬] আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি (একবার) আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু মানুষ। আমি বললাম, তুমি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানের দিকে যাবে না? তিনি আমাদের সাথে বাগানের দিকে গেলেন, তখন তার গায়ে ছিল কালো চাদর।^{২৩৭}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
أَمِّ مُوسَى قَالَتْ: سَمِعْتُ عَلِيًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيهِ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى

^{২৩৬}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে হাবিব নামক রাবি মুদালিস এবং ইয়াহইয়া ইবনু ঝিসা দুর্বল রাবি।

^{২৩৭}. সুনানু আবি দাউদ: ১২৫১। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

ساقِ عَبْدِ اللَّهِ فَصَحَّكُوا مِنْ حُمُوشَةِ سَاقِيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَضْحِكُونَ؟ لَرْجُلٌ عَبْدُ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ».

[২৩৭] উম্মু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহকে বলতে শুনেছি, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহকে গাছে উঠে কিছু নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। (ফলে তিনি গাছে উঠলে) তার সাথীরা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহর উরুর দিকে তাকিয়ে তার কালোর কারণে হেসে দিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমরা কেনো হাসছো? মিয়ানের পাল্লায় আবদুল্লাহর পা উহুদ পাহাড়ের তুলনায় অনেক ভারী হবে।^{২৩৮}

একজন মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ

حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حَمِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَرْأَةُ أَخِيهِ، إِذَا رَأَى فِيهَا عَيْبًا أَصْلَحَهُ.

[২৩৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন—মুমিন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের জন্য আয়নার মত। যখন সে তাতে কোনো দোষ-ক্রটি দেখে, তাহলে সে তা সংশোধন করে দেয়।^{২৩৯}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَّاعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَرْأَةُ أَخِيهِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكْفُفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحْوِطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

[২৩৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। মুমিন-মুমিনের ভাই। সে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের সংরক্ষণ করবে, এবং তার পাশে যা আছে তা হিফায়ত করবে।^{২৪০}

^{২৩৮}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৮৩; মুসনাদে আহমাদ: ২১৫৬৭। হাদিসের মান: সহিহ লিগাইরিহি।

^{২৩৯}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯২৯। মারফু সুত্রে নবিজি থেকে বর্ণিত আছে। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

^{২৪০}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১৮। হাদিসের মান: হাসান।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَقِيَّةُ، عَنْ ابْنِ تُوبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَقَّاِصِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الْمُسْتَورِدِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مُسْلِمًا أَكْلَهُ اللَّهُ يُطْعِمُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كُسِيَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ رِبَاعٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِبَاعٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[২৪০] মুসতাওরিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি (অবৈধভাবে) অন্যের মাল থেকে এক লোকমা আহার করে, আল্লাহ তাআলা জাহানামে তাকে অনুরূপ এক লোকমা আহার করাবেন। কোনো ব্যক্তি মুসলমানের কাপড়-চোপড় (অবৈধভাবে) পরিধান করলে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহানামে অনুরূপ বন্দু পরাবেন। আর কেউ মুসলমানের প্রতিপক্ষ হয়ে যশ-খ্যাতির জন্য দাঁড়ালে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন নাম-যশের জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।^{৪১}

যে ধরণের খেলাধুলা নিষিদ্ধ

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِّ ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي - يَقُولُ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَا عِبَّا وَلَا جَادَّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَاصَ صَاحِبِهِ فَلْيُرِدَهَا إِلَيْهِ».

[২৪১] আবদুল্লাহ ইবনু সাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—তোমাদের কেউ যেন তার সাথীর কোনো জিনিষ না নেয়, তা দুষ্টমি করে হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক। যদি তোমাদের কেউ তার সাথীর লাঠি নেয়, তাহলেও যেন সে তা ফেরত দেয়।^{৪২}

^{৪১}. মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭১৬৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪২}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭৯৪০। হাদিসের মান: হাসান।

ভালো কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُبُدِعُ بِي فَاحْمِلْنِي، قَالَ: «لَا أَجِدُ، وَلَكِنْ أَتَ فُلَانًا، فَلَعْلَهُ أَنْ يَحْمِلَكَ»، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ».

[২৪২] আবু মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—(ইয়া রাসুলাল্লাহ) আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমাকে একটি বাহন দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—তোমাকে দেয়ার মত বাহন আমি পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও। সন্তুষ্ট সে তোমার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিবে। সে ঐ ব্যক্তির নিকট গেলে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দিল। লোকটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলে তিনি বললেন—যে কাউকে ভালোর দিকে পথ দেখায়, ভালো কাজকারীর মত সম্পরিমাণ সওয়াব সে পায়।^{২৪৩}

মানুষের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَّسِ، أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاءٍ مَسْمُومَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجَيَءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَفْتُلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَغْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[২৪৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ইণ্ডি নারী বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত নিয়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। তিনি সেখান থেকে সামান্য কিছু আহার করলেন। (এ কথা জানার পরে) ঐ মহিলাকে নবিজির কাছে নিয়ে আসা হল। নবিজিকে বলা হলো—আমরা কি তাকে হত্যা করে ফেলবো? জবাবে তিনি বললেন—না।

^{২৪৩}. সহিহ মুসলিম: ১৮৯৩; সুনানু তিরমিয়ি: ২৬৭১; সুনানু আবি দাউদ: ৫১২৯। হাদিসের মান: সহিহ।

রাবি বলেন—আমি সবসময় সেই বিষক্রিয়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দেখেছি।²⁸⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: ١٩٩] وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذْ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَا يُحِدُّهُ مِنْهُمْ مَا صَحِبُّهُمْ.

[২৪৪] ওয়াহহাব ইবনু কাইস রাহিমাল্লাহু বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু যুবাহির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিস্তারের উপর বসে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন—“তুমি ক্ষমা করো” (সুরা আরাফ : ১৯৯)। ভালো কাজের আদেশ করো এবং মূর্খদের থেকে এড়িয়ে চলো। ওয়াল্লাহি, এই আয়াতে লোকদের উত্তম চরিত্র গ্রহণের নির্দেশ করা হয়েছে। ওয়াল্লাহি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে থাকবো, ততক্ষণ তাদের থেকে উত্তম আচরণ গ্রহণ করতে থাকবো।²⁸⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ بْنُ عَزْوَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاؤِسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُنْ».

[২৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা (মানুষকে দীন) শিক্ষা দাও, (দীনকে) সহজসাধ্য করো, কঠিন করো না। আর তোমাদের মধ্যকার কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন চুপ থাকে।²⁹⁰

দিল খুলে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلَيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيَتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ، إِنَّهُ

²⁸⁸. সহিহ মুসলিম: ২১৯০; সুনানু আবি দাউদ: ৪৫০৮। হাদিসের মান: সহিহ।

²⁸⁹. সুনানে সাউদ ইবনু মানসুর: ৯৭৫। হাদিসের মান: সহিহ।

²⁹⁰. মুসনাদে আহমাদ: ২১৩৬। হাদিসের মান: সহিহ।

لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِعَضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الْأَحْزَاب: ٤٥]، وَحْرَزًا لِلْأَمْمَيْنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمِّيَّتُكَ الْمُتَوَكِّلُ، لَيْسَ بِفَظٌّ وَلَا غَلِيلٌ، وَلَا صَحَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقْيِيمَ بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءُ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحُوا بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا.

[২৪৬] আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, তাওরাত কিতাবে নবিজির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করো। তিনি বললেন—হঁ, অবশ্যই। ওয়াল্লাহি, তাওরাত কিতাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা কুরআনে বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—“হে নবি, নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা এবং সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরাপে প্রেরণ করেছি।” (সুরা আহ্যাব : ৪৫) এবং (আপনি) উম্মীদের আশ্রয়স্থল। আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসুল। আমি আপনার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্লিল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীল)। আপনি কঠোর মেজাজ, কঠিন হস্তয় ও বাজারে হট্টোগোলকারী নন। আপনি খারাপকে খারাপ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং মাফ এবং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নিবেন না, যতক্ষণ তাঁর দ্বারা বক্র জাতিকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত না করবেন এবং তারা বলবে—“লَا إِلَهَ إِلَّا ইَلَّاهٌ” (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। এর দ্বারা তাদের অঙ্গ চক্ষু খুলে যাবে, বধির-কানকে শ্রবণশক্তি দান করবেন, অন্তরসমূহকে খুলে দিবেন।^{১৪৭}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الْأَحْزَاب: ٤٥] فِي التَّوْرَةِ نَحُوهُ.

[২৪৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নিশ্চয় এই আয়াত পবিত্র কুরআনে আছে, “হে নবি, নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা এবং

^{১৪৭}. সহিত্তুল বুখারি: ২১২৫; মুসনাদে আহমাদ: ৬৬২২। হাদিসের মান: সহিহ।

সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরাপে প্রেরণ করেছি” (সুরা আহ্যাব : ৪৫)। ঠিক এমনটা তাওরাতেও আছে।^{২৪৮}

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمَ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ الرُّبَيْدِيُّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ - أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الرِّبِيَّةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ» فَإِنِّي لَا أَتَيْعُ الرِّبِيَّةَ فِيهِمْ فَأَفْسِدْهُمْ.

[২৪৮] মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কথা শুনেছি, যে কথার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করেছেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—“নিশ্চয় তুমি যখন সন্দেহ পোষণ করে কারো পিছনে লেগে গেলে, তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।” তাই আমি তাদের ব্যাপারে সন্দেহ করবো না এবং তাদেরকে ধ্বংসও করবো না।^{২৪৯}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُرَرِّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعَ أَذْنَائِي هَاتَانِ، وَبَصَرَ عَيْنَائِي هَاتَانِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِيهِ جَمِيعًا بِكَفَّيِ الْحَسَنِ، أَوِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَقَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اْرْقِهِ»، قَالَ: فَرَقَيْ الْغُلَامُ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اْفْتَحْ فَاكَ»، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَحِبْهُ، فَإِنِّي أُحِبُّهُ».

[২৪৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার এই দুই কান শুনেছে এবং আমার এই দুই চোখ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের মাধ্যমে হাসান অথবা হুসাইনের হাত ধরলেন। তার (হুসাইন বা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর) দুই পা নবিজি সাল্লাল্লাহু

^{২৪৮}. মুসনাদে আহ্মাদ: ৬৬২২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৪৯}. সহিহ ইবনু ইবিবান; শারহস সুমাহ: ১০৭৩। হাদিসের মান: সহিহ।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মুবারকের উপর ছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন—উপরে উঠো। ছেলেটি (হাসান বা হসাইন) উপরে উঠতে থাকে, এমনকি তার পা দু'টো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের উপর রাখল। এরপরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমার মুখটা একটু খুলো। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুমা দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে আপনার প্রিয় করে নিন। কেননা আমি তাকে ভালোবাসি।^{১৫০}

মুচকি হাসি দেয়া

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا
تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ
رَجُلٌ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمِّنِ، عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةٌ مَلَكِي»، فَدَخَلَ جَرِيرٌ.

[২৫০] কায়েস রাহিমাল্লাহু বলেন, আমি জারির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—ইসলাম গ্রহণের পর থেকে যখনই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখেছেন, ততবারই আমার সামনে মুচকি হাসি দিয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—বরকতের অধিকারী এক ব্যক্তি এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। যার চেহারায় ফেরেশতার হাতের স্পর্শ আছে। অতঃপর জারির রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন।^{১৫১}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا قَطُّ حَتَّى
أَرَى مِنْهُ لَهْوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا
أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ فَرِحُوا،

^{১৫০}. মুসামাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩২১৯৩। হাদিসের মান: হাসান। বুখারির সনদে সহিহ। সহিহল বুখারি: ৫৮৮৪।

^{১৫১}. সহিহল বুখারি: ৩০৩৫; সহিহ মুসলিম: ২৪৭৫; মুসনাদে আহমাদ: ১৯২১০। হাদিসের মান: সহিহ।

رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطْرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهَةُ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عُذْبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ
الْعَذَابَ مِنْهُ فَقَالُوا: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطَرُنَا} [الأحقاف: ٩٤]

[২৫১] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো অটুহাসি দিতে দেখেনি। যে হাসিতে তার আলজিহবা দেখা যায়। তিনি সবসময় মুচকি হাসতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেঘ অথবা প্রবহমান বাতাস দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় তা (চিন্তা) প্রকাশ পেতো। তিনি (আয়িশা) বলেন—(আমি বললাম) হে আল্লাহর রাসূল, মানুষেরা যখন মেঘ দেখে, তখন তারা আনন্দিত হয়। যাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর আপনি মেঘ দেখলে আপনার চেহারায় কেমন যেন অপছন্দনীয় অবস্থা বুঝতে পারি। তিনি বললেন, হে আয়িশা, বাতাসে যে আযাব নেই এই নিশ্চয়তা আমাকে দিবে কে? (পূর্বে) এক জাতিকে বাতাসের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। আর আরেক জাতি আযাব আসতে দেখে বলল, “তা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (সুরা আহকাফ : ২৪।)”^{২৫২}

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِلُّ الصَّحِحَكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّحِحَكَ ثُمِيتُ الْقَلْبَ».

[২৫২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—অল্ল হাসো, কেননা বেশী হাসি হাদয়কে মেরে ফেলে।^{২৫৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُكْثِرُوا الصَّحِحَكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الصَّحِحَكَ ثُمِيتُ الْقَلْبَ».

[২৫৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা বেশি হেসো না। কেননা বেশী হাসি হাদয়কে মেরে ফেলে।^{২৫৪}

^{২৫২}. সহিহ মুসলিম: ৮৯৯; সুনানু আবি দাউদ: ৫০৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৫৩}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩০৫; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৯৩; মুসনাদে আহমাদ: ৮০৯৫। হাদিসের মান: হাসান।



حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّئِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَبْكَى الْقَوْمَ، وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: «يَا مُحَمَّدُ، لَمْ تُقْنَطْ عِبَادِي؟»، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، وَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا».

[২৫৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের একটি দলের নিকট অতিক্রম করলেন, সে সময় তারা হাসাহাসি ও কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। নবিজি তখন তাদেরকে বললেন—সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী-বেশী কাঁদতে। অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং লোকজন কাঁদতে লাগল। তখন মহান রব অহি অবতীর্ণ করলেন, তে মুহাম্মাদ, আপনি আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করলেন কেনো? ফের নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, সরল পথ অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করতে থাকো।^{১৫৪}

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى ابْنَةِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رُبَّمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: حَدَّثَنِيهِ أَهْدَبُ السُّفَرَيْنِ، أَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ، إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَ جَمِيعًا، وَإِذَا أَدْبَرَ، أَدْبَرَ جَمِيعًا، لَمْ تَرَ عَيْنً مِثْلُهُ، وَلَنْ تَرَاهُ.

[২৫৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি এ হাদিস বর্ণনাকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উল্লেখ করে বলতেন—যাঁর ভ্রুগুল প্রশস্ত ছিল, তাঁর বাহুব্রয় শুভ; তিনি আমাকে বলেছেন—“তুমি যখন (কারো কাছে আসবে) তখন পূর্ণদেহে আসবে। আর যখন (সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করবে) তখন পূর্ণদেহে প্রস্থান করবে।” কোনো চোখ তাঁর মত কাউকে কোনোদিন দেখেনি আর কোনোদিন দেখবেও না।^{১৫৫}

^{১৫৪}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৯৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫৫}. মুসনাদে ইসহাক: ৫০৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫৬}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৬৯। হাদিসের মান: সহিহ।

পরামর্শ আমানতস্কুল

حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا أَتَانَا سَبِّيْ فَأَتَنَا» فَأَتَيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمِنٌ، خُذْ هَذَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصُ بِهِ خَيْرًا»، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تُعْتَقِّهُ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً، إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةً لَا كَلُولُهُ خَبَالًا، وَمَنْ يُوَقَّ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

[২৫৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল হাইসাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—তোমার কি কোনো সেবক (খাদেম) আছে? জবাবে তিনি বললেন, না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যখন আমাদের কাছে বন্দীরা আসবে, তখন তুমি আমাদের নিকট এসো। তারপর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দু'জন বন্দী আনা হলো, এদের সাথে তৃতীয় কেউ ছিলো না। তখন আবুল হাইসাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি এদের দু'জনের মধ্যে যাকে পছন্দ তাকে বেছে নাও। তিনি বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, আপনিই বরং আমাকে একজন বন্দী বেছে দিন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে বিশ্বস্ত হতে হয়। তোমরা তাকে নিয়ে যাও। আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদ্যবহার করবে। পরে তার স্ত্রী তাকে বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে যা বলেছেন—তাকে দাসত্বমুক্ত করা ছাড়া অন্যভাবে তার দাবী তুমি পূরণ করতে পারবে না। আবুল হাইসাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে স্বাধীন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবি এবং খলিফার সাথে দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রেরণ করেছেন। তাদের থেকে একজন তাকে উত্তম কাজের আদেশ করে, এবং অপরজন পাপ কাজ থেকে

দূরে থাকার আদেশ করে। আর অন্য বন্ধু তার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দ প্রোচনাদানকারী বন্ধুর প্রোচনা থেকে রক্ষা পেয়েছে, সে মুক্তি পেয়েছে।^{১৫৭}

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَشَارِرُهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ».

[২৫৭] আমর ইবনু দিনার রাহিমাল্লাহু বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই তিলাওয়াত করলেন—আর আপনি তাদের সাথে কোনো-কোনো বিষয়ে পরামর্শ করুন।^{১৫৮}

حَدَّثَنَا آدُمُ بْنُ أَبِي إِيَّاِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ السَّرِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
وَاللَّهِ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا لِأَفْضَلِ مَا يَحْضُرُهُمْ، ثُمَّ تَلَّا: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى
بَيْنَهُمْ} [الشورى: ৩৮]

[২৫৮] হাসান বসরি রাহিমাল্লাহু বলেন—ওয়াল্লাহি, যে কওমের লোকজন পরামর্শ করে কাজ করে, তারা উভয় পদ্ধতির দিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—“তাদের বিষয়সমূহ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।” (সুরা শুআরা : ৩৮)^{১৫৯}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[২৫৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি যা বলিনি তা যে ব্যক্তি আমার দিকে নিসবত করে বলবে, সে যেন জাহানামের আগুনে তার স্থান করে নিলো।^{১৬০}

^{১৫৭}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৬৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৫৮}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{১৫৯}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

^{১৬০}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৪; মুসনাদে আহমাদ: ৮২৬৬। হাদিসের মান: সহিহ।

মানুষকে ভালোবাসা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوئِيسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُسْلِمُوا، وَلَا تُسْلِمُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَحَابُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ لَكُمْ: تَحْلِيقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِيقُ الدِّينَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ مِثْلَهُ.

[২৬০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা ইসলাম প্রহ্ল না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা পরম্পরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না। তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আর তোমরা অবশ্যই হিংসা-বিদ্রো থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তা মুগ্ধনকারী। আমি তোমাদের বলি না যে, তা চুল মুগ্ধন করে, বরং দীনকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেয়।^{২৫}

মায়া-মমতা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْبٍ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِينَ لِتَقِيَانٍ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ، وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ».

[২৬১] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দু'জন মুমিনের রূহ এক দিনের দূরত্ব

^{২৫}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৫১০; মুসনাদে আহমাদ: ৯০৮৪। হাদিসের মান: হাসান লিগাইরিহ।

থেকে পরম্পরের সাথে সাক্ষাত করে, অথচ তাদের একজন অপরজনকে কখনো দেখেনি।^{২৬২}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاؤِسٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاِسٍ قَالَ: النَّعْمُ تُكْفَرُ، وَالرَّحْمُ تُقْطَعُ، وَلَمْ نَرْ مِثْلَ تَقَارِبَ الْقُلُوبِ.

[২৬২] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কিছু নিয়ামাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিছু আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অন্তরসমূহের নৈকট্যতার মত আমরা আর কিছু দেখিনি।^{২৬৩}

حَدَّثَنَا فَرْوَهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَلْفَةُ.

[২৬৩] উমাইর ইবনু ইসহাক রাহিমাল্লাহু আমরা পরম্পরে এ কথা বলতাম যে, সর্বপ্রথম মানুষের (অন্তর) থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হবে।^{২৬৪}

ঠাট্টা-মশকারী

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَئْيُوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ - وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ - فَقَالَ: «يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعْبَتُمُوهَا عَلَيْهِ، قَوْلُهُ: «سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ».

[২৬৪] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো এক স্ত্রীর নিকট আসলেন। তাদের সাথে উন্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। তিনি বললেন—‘হে আনজাশা, তোমার চলার গতি তো কাঁচের চলার মত।’

^{২৬২}. আল জামে: ১৮১। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে দাররাজ দুর্বল রাবি।

^{২৬৩}. শুআবুল ঈমান: ৮৬১৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৬৪}. কিতাবুল ফিতান, ইমাম নুআইম: ১৫৬। হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে কাসিম ইবনু মালিক দুর্বল।

রাবি আবু কিলাবা রাহিমান্নাহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বাক্য উচ্চারণ করলেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কেউ তা বলতো, তবে তোমরা নিশ্চয় তাকে দোষারোপ করতো। তাঁর সেই বাক্যটি ছিল: “তোমার চালান যে কাঁচের চালানের মত।”^{২৬৫}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الَّذِي قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا».

[২৬৫] আবু হুরাইরা রাদিয়ান্নাহু আনহু বলেন, (একবার) সাহাবিগণ বললেন—আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন। জবাবে তিনি বললেন—(আমি রসিকতা করি ঠিকই, কিন্তু) আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।^{২৬৬}

حَدَّثَنَا صَدَقَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حَبِيبِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَادَّهُونَ بِالْبَطْيَخِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحُقَّاقِيَّةُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ.

[২৬৬] বাকর ইবনু আবদুল্লাহু রাহিমান্নাহু বলেন—নবিজির সাহাবিরা পরম্পরে তরমুজের মাধ্যমেও রসিকতা করতেন। (একজন অপরজনের প্রতি তরমুজ ছুঁড়তেন) কিন্তু যখনই বাস্তবতা এবং হক সামনে আসতো, তখন তারা যোগ্য পুরুষ হয়ে যেতেন।^{২৬৭}

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسْنِيْنَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ: مَرَحْبَةٌ عَائِشَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ أُمُّهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْضُ دُعَابَاتِ هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِتَانَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ بَعْضُ مَرْحِنَا هَذَا الْحَيِّ».

[২৬৭] ইবনু আবু মুলাইকা রাহিমান্নাহু বলেন—আয়িশা রাদিয়ান্নাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দৃষ্টিমি করলে তার (আয়িশার) মা

^{২৬৫}. সহিহ বুখারি: ৬১৪৯; সহিহ মুসলিম: ২৩২৩; মুসনাদে আহমাদ: ১২১৬৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৬৬}. মুসনাদে আহমাদ: ৮১৮৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৬৭}. আস সহিহ: ৪৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

বলেন—হে আল্লাহর রাসূল, এই পরিবারের কিছু-কিছু দুষ্টুমি কিনানা গোত্র থেকে এসেছে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বরং আমাদের কতক রসিকতা এই গোত্র থেকেই এসেছে।^{২৬৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاجِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمِيدِ الطَّوَيْلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَخْمِلُهُ، فَقَالَ: «أَنَا حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهُلْ تَلِدُ الْإِبْلَ إِلَّا الثُّوقُ». ^{২৬৯}

[২৬৮] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একজন লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি বাহন চাইতে এসেছিল। তখন তিনি (রসিকতা করে ঐ লোকটাকে) বললেন—আমি তোমাকে বাহনের জন্য একটি উটনীর বাচ্চা দিবো। লোকটি বলল—ইয়া রাসূলাল্লাহ, উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আরে, উটনী-ই তো উট প্রসব করে।^{২৬৯}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّابِحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّجِيرُ؟». ^{২৭০}

[২৬৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছোটদের সাথে মিশতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন—হে আবু উমাইর, তোমার নুগাইর (পাখি) কী করল?^{২৭০}

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدَ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «تَرَقَّ». ^{২৭১}

^{২৬৮}. হাদিসের মান: মুরসাল, দুর্বল। ইবনু আবি মুলাইকাহ দুর্বল।

^{২৬৯}. হাদিসের মান: সহিহ। সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৯৮; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৯১; মুসনাদে আহমাদ: ১৩৮১৭।

^{২৭০}. সহিহল বুখারি: ৬১২৯; সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৬৯; সুনানু তিরমিয়ি: ৩৩৩। হাদিসের মান: সহিহ।

[২৭০] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান অথবা হুসাইন রাহিমাল্লাহুমার হাত ধরলেন। অতঃপর তার পা দু'টোকে নিজের পায়ের উপর রেখে বললেন—আরোহন করো।^{২৭১}

উত্তম চরিত্র

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ الْكَيْخَارَانِيَّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ».

[২৭১] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—(কিয়ামতের দিন) মিয়ানের পাল্লাতে উত্তম চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছু হবে না।^{২৭২}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ: «خِيَارُكُمْ أَحَسِنُكُمْ أَخْلَاقًا».

[২৭২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতাকে তিনি পছন্দও করতেন না। তিনি বলতেন—তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম, তারাই সবচেয়ে বেশী ভালো।^{২৭৩}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَخْيَرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا».

^{২৭১}. হাদিসের মান: হাসান।

^{২৭২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৯৯; সুনানু তিরমিয়ি: ২০০৩; মুসনাদে আহমাদ: ২৭৪৯৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৭৩}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৭৫; মুসনাদে আহমাদ: ৬৮১৮। হাদিসের মান: সহিহ।

[২৭৩] আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—তোমাদের মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী হবে—এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি তোমাদেরকে সৎবাদ প্রদান করবো না? তখন সবাই চুপ থাকল। তিনি এ কথাকে দুই অথবা তিনবার বললেন। লোকেরা বলল—জি-হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। নবিজি বললেন, তোমাদের মধ্যে সবচে’ উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি, যার চরিত্র সুন্দর।^{২৭৪}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا بُعْثِثُ لِأَتْمَمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ».

[২৭৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—নিশ্চয় (আমি) উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।^{২৭৫}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِيهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا.

[২৭৫] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু’টি বিষয়ের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজটিকে গ্রহণ করতেন। যদি কোনো গুনাহের কাজ না হতো। যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তাহলে তিনি মানুষের চেয়েও বেশী দূরে থাকতেন। এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের জন্য (ব্যক্তিগত কারণে) প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার বিধানের পরিপন্থী কোনো কিছু হতো, তখন আল্লাহর জন্য তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।^{২৭৬}

^{২৭৪}. মুসনাদে আহমাদ: ৬৭৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৭৫}. মুসনাদে আহমাদ: ৮৯৫২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৭৬}. সহিহ মুসলিম: ২৩২৭; মুসনাদে আহমাদ: ২৪৮৩০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَخَافَ الْعَذَّرَ أَنْ يُجَاهِدَهُ، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، فَلِنُكْثِرْ مِنْ قَوْلٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

[২৭৬] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের আখলাক-চরিত্রকে ভাগ-বণ্টন করেছেন, যেমনিভাবে তিনি তোমাদের মাঝে তোমাদের রিয়ক বণ্টন করে দিয়েছেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন তাকে সম্পদ দান করেন, আর যাকে ভালোবাসেন না তাকেও সম্পদ দান করে থাকেন। কিন্তু তিনি যাকে ভালোবাসেন, কেবল তাকে-ই ঈমান দান করেন। সুতরাং—যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণ হয়ে থাকে, শক্র বিরুদ্ধে জিহাদে ভীতসন্ত্রস্ত হয় এবং ইবাদতের মাধ্যমে রাত জাগতে দুর্বল হয়, সে যেন বেশি বেশি এই দুআ পাঠ করে—“لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا إِلَهَ مِثْلُهُ^{২৭৭}” (আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পবিত্র, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এবং আল্লাহ তাআলা সবচে’ বড়।)

অন্তরের ধনাততা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْدَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كُثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غَنِيَ النَّفْسِ».

[২৭৭] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—অনেক ধন-সম্পদ থাকলে মানুষ ধনী হয় না। বরং অন্তরের ধনাততাই হলো প্রকৃত ধনাত্ত্ব।^{২৭৮}

^{২৭৭}. শুআবুল ঈমান: ৫৯। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। তবে মারফুর কাছাকাছি। অন্য সনদে মারফু সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।

^{২৭৮}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৭৩; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৩৭; মুসনাদে আহমাদ: ৭৩১৬। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: خَدَّمْتُ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفَّ، قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلَا كُنْتَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتَهُ: لَمْ فَعَلْتَهُ؟

[২৭৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি দশ বছর পর্যন্ত নবিজির খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে উফ শব্দ বলেননি। এবং তিনি আমাকে যা কিছু করতে বলতেন, যদি আমি তা না করতাম, (তাহলেও তিনি কখনো বলেননি)— তুমি এটা করলে না কেনো? কিংবা কোনো কাজ করলে তার জন্যও বলেননি যে, তুমি তা করলে কেনো?^{২৭৯}

^{২৭৯}. আস শামায়েল, ইমাম তিরমিয়ি: ২৯৬। হাদিসের মান: সহিহ।

অধ্যয়ন : দান ও বদান্যতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না

حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا سَحَّامَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْمَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، وَأَنْجَرَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَجَاءَهُ أَغْرَاهِيٌّ فَأَخَذَ بِتَوْبِيهِ فَقَالَ: إِنَّمَا بَقَيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةً، وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى.

[২৭৯] আবদুর রহমান ইবনু আল আসাম্বু রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। আর তাঁর কাছে যদি কেউ (কোনো কিছুর জন্য) আসতো, তিনি তাকে (দেওয়ার) ওয়াদা করতেন। তাঁর কাছে দেয়ার মত যদি কোনো কিছু থাকত, তাহলে (ওয়াদা) পালন করতেন।

(একবারের ঘটনা) একবার সালাতের জন্য ইকামত হয়ে গেল, ঠিক সে সময় একজন গ্রাম্যব্যক্তি এসে তাঁর কাপড় টেনে ধরে বলল—আমার সামান্য কিছু প্রয়োজন বাকি আছে, আমার মনে হচ্ছে যে, আমি (সেই প্রয়োজনের কথা) ভুলে যাবো। তখন তিনি (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথে দাঁড়ালেন, ত্রি ব্যক্তি তার প্রয়োজন সারল। এরপরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য এগিয়ে সালাত আদায় করলেন।^{২৮০}

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاْنُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ: لَا.

^{২৮০}. আস সাহিহা: ২০৯৪। হাদিসের মান: হাসান।

[২৪০] জাবিৰ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কাৰিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি ‘না’ বলতেন না।^{২৪১}

حَدَّثَنَا فَرُوْهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غُزْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، وَجُودُهُمَا مُخْتَلِفٌ، أَمَّا عَائِشَةَ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّنِيءَ إِلَى الشَّنِيءِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَمَتْ، وَأَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدِ.

[২৪১] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি আয়িশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার চেয়ে অধিক দানশীলা আৱ কোনো দুই নারীকে দেখিনি। তাদের দানের (সিষ্টেম) ছিল ভিন্ন রকম। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অল্ল অল্ল কৰে জমা কৰতেন। একপৰ্যায়ে যখন বণ্টন কৱাৱ মত পৱিমাণ হত, তখন তিনি বণ্টন কৰে দিতেন। আৱ আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আগামী দিনেৰ জন্য কিছু জমা কৰে বাখতেন না (বৱং তিনি তৎক্ষণাত্মক দান কৰে দিতেন)।^{২৪২}

অন্তৰেৰ সংকীৰ্ণতা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهْيِلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ الْجَلَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبْدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ السُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبْدًا».

[২৪২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহুর রাস্তার ধূলোবালি ও জাহান্নামের আগুনেৰ ধোঁয়া কখনো কোনো বান্দাৱ মধ্যে একত্ৰ হতে পাৱে না। ঠিক তেমনি অন্তৰেৰ বাখিলতা ও ঈশ্বাৱ কখনো কোনো বান্দাৱ মধ্যে একত্ৰিত হতে পাৱে না।^{২৪৩}

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى هُوَ أَبُو الْمُغِيرَةِ السُّلْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ هُوَ الْخَدَائِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ

^{২৪১}. সহিহ মুসলিম: ১৮০৬; সহিহল বুখারি: ৬০৩৪। হাদিসেৰ মান: সহিহ।

^{২৪২}. তালিক: আল জামে: ১৬/৮৬। হাদিসেৰ মান: সহিহ।

^{২৪৩}. সুনানে নাসাই: ৩১১০; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৭৭৪; মুসনাদে আহমাদ: ৯৬৩৯। হাদিসেৰ মান: সহিহ।

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ.

[২৮৩] আবু সালিদ رض রাদিয়াল্লাহু তানহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কৃপণতা এবং অসৎ চরিত্র (এই) দু'টি খাসলত কোনো মুমিনের মাঝে একত্রিত হতে পারে না।^{২৮৪}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرُوا رَجُلًا، فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأْسَهُ أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيغُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَيَدُهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرِجْلُهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيغُونَ أَنْ تُعِيرُوا خُلُقَهُ حَتَّى تُعِيرُوا خُلُقَهُ، إِنَّ التُّطْفَةَ لَتَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِيمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَنْحَدِرُ دَمًا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَخُلُقُهُ، وَشَقِيقًا أَوْ سَعِيدًا.

[২৮৪] আবদুল্লাহ ইবনু রাবিআ বলেন—একবার আমরা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে বসা ছিলাম। লোকেরা এক ব্যক্তির আখলাক সম্পর্কে কথবার্তা বলল। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তোমরা কি মনে করো যে, যদি তোমরা তার মাথা কেটে ফেলো, তাহলে কি তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে? তারা বলল—না। তিনি বলেন, তাহলে তার হাত কেটে ফেললে (তাহলে কি তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে?) তারা বলল—না। তার পা কাটলে? তারা বলল—না। তিনি বলেন, তোমরা কারো (বাহ্যিক) আকৃতি পরিবর্তন করতে পারলেও তার চরিত্র পরিবর্তন করতে পারবে না। নিশ্চয় নতুনা (বীর্য) (মায়ের) জরায়ুতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থির থাকে। এরপরে সেটা রক্তে পরিণত হয়, অতঃপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়, ফের মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপরে আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যিনি তার জীবিকা, আখলাক এবং সে হতভাগা না ভাগ্যবান হবে তা লিখে রাখেন।^{২৮৫}

^{২৮৪}. মুসনাদে আবু দাউদ, তায়ালিসি: ২৩২২; সুনানু তিরমিয়ি: ১/৩৫৫। হাদিসের মান: দুর্বল, গরিব। ইমাম তিরমিয়ি রাহিমাল্লাহু বলেন, এই সুত্র ব্যতীত আর কোনো সুত্রে আমি এ হাদিস পাইনি।

^{২৮৫}. তাবারিঃ ৬৫৬৯। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান। সহিহ সনদে মারফু সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

লোকেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রবান হয়

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَاتِ بْنِ صَالِحٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِخُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ».

[২৮৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রাত জেগে ইবাদাতকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে।^{২৮৬}

حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوا».

[২৮৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—ইসলামে সেই ব্যক্তিরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, যারা চরিত্রের বিবেচনায় সবচাইতে সুন্দর, যদি তারা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়।^{২৮৭}

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ عَبَيْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجَلَ إِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ، وَلَا أَفْكَهُ فِي بَيْتِهِ، مِنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

[২৮৭] সাবিত ইবনু উবাইদ রাহিমাল্লাহু আনহু মত মজলিসে গান্তীর্য অবলম্বনকারী এবং নিজ বাড়িতে খোশমেজাজী লোক আর কাউকে দেখিনি।^{২৮৮}

^{২৮৬}. মুসনাদে আহমাদ: ২৪৫৯৫; সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৮৭}. মুসনাদে আহমাদ: ১০২৪০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২৮৮}. আল জামেউস সহিহ: ১১/১৫০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاؤِدِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ».

[২৮৮] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো—কোন দীন (ধর্ম) মহান রবের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? জবাবে তিনি বললেন—“হানাফিয়াতুস সামহাতু” (সহজ দীন-ধর্ম)।^{২৮৯}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلَيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَرْبَعُ خِلَالٍ إِذَا أُعْطِيَتُهُنَّ فَلَا يَضُرُّكَ مَا عُزِلَّ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا: حُسْنُ حَلِيقَةٍ، وَعَفَافُ طُعْمَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحَفْظُ أَمَانَةٍ.

[২৮৯] আবদুল্লাহ ইবনু আমরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যদি তোমাকে চারটি গুণ দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার অন্য কিছু না পেলেও তোমার কোনো সমস্যা নেই। (১) উত্তম চরিত্র। (২) পবিত্র (হালাল) রিয়কা। (৩) সত্য কথা। (৪) আমানত সংরক্ষণ।^{২৯০}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤِدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيهِ يَقُولُ: هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْأَجْوَافَانِ: الْفَرْجُ وَالْفَمُ، وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللَّهُ وَحْسِنُ الْخُلُقِ.

[২৯০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা কি জানো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ মানুষ জাহানামে যাবে? তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এরপর তিনি বললেন—দু'টি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান এবং (২) মুখ। আর

^{২৮৯}. মুসনাদে আহমাদ: ২১০৭। হাদিসের মান: হাসান লিগাইরিহি।

^{২৯০}. শুআবুল ঈমান: ৭৬৪৪। হাদিসের মান: সহিহ মাওকুফ। এই হাদিস সাহিহ সনদে মারফু সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

কোন কাজের কারণে মানুষ বেশী জান্মাতে যাবে? (বলতে পারো?) আর আল্লাহর
ভয় ও উত্তম স্বভাবের মাধ্যমে মানুষ বেশী জান্মাতে যাবে।^{১১}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسَّنْتُ خَلْقِي، حَتَّىٰ أَصْبَحَ، قُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، مَا كَانَ دُعَاؤُكَ مُنْذَ الْلَّيْلَةِ إِلَّا فِي حُسْنِ الْخُلُقِ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَحْسُنُ خَلْقَهُ، حَتَّىٰ يُدْخِلَهُ حُسْنُ خَلْقِهِ الْجَنَّةَ، وَيَسِيءُ خَلْقَهُ، حَتَّىٰ يُدْخِلَهُ سُوءَ خَلْقِهِ النَّارَ، وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، قُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ؟ قَالَ: يَقُومُ أَخْوَهُ مِنَ الْلَّيْلِ فَيَجْتَهُدُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ، وَيَدْعُو لِأَخِيهِ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ فِيهِ.

[২৯১] উম্মু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—এক রাতে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু
আনহু সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন—“হে
আল্লাহ, আপনি আমার শরীর-আকৃতি সুন্দর করে গঠন করেছেন, তেমনিভাবে
আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।” এভাবে সকাল হলে আমি বললাম, হে আবু
দারদা, গত রাতে আপনি যে কেবল চরিত্র সম্পর্কেই দুআ করেছেন। তিনি বলেন—
হে উম্মু দারদা, মুসলিম বান্দা যখন তার চরিত্র সুন্দর করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত
সুন্দর চরিত্র তাকে জান্মাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আবার সে তার চরিত্র খারাপ
করতে থাকলে অবশ্যে এই মন্দ চরিত্র তাকে জাহানামে প্রবেশ করায়। (মনে
রেখো) মুমিন বান্দা যখন ঘুমে থাকে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি
বললাম, হে আবু দারদা, ঘুমে থাকলে তাকে কীভাবে ক্ষমা করা হয়? জবাবে তিনি
বললেন—তার অপর ভাই শেষরাতে উঠে তাহাজুদের সালাত আদায় করে মহান
আল্লাহর কাছে দুআ করলে মহান আল্লাহ তাআলা তার দুআকে কবুল করলেন। সে
তার অপর ভাইয়ের জন্যও দুআ করে, আল্লাহ তার সেই দুআকেও কবুল করে
নেন।^{১২}

حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، نَاسٌ كَثِيرٌ

^{১১}. সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৪৬; মুসনাদে আহমাদ: ৯০৯৬। হাদিসের মান: হাসান।

^{১২}. শুআবুল ঈমান: ৮১৮৬। হাদিসের মান: সহিহ। সনদ: দুর্বল। সনদে শাহুর রাবি দুর্বল।

مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَسَكَتَ النَّاسُ لَا يَتَكَلَّمُونَ عَيْرَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا١٩١ فِي أَشْيَاءِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، لَا بَأْسٌ بِهَا، فَقَالَ: «يَا عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْخَرَجَ، إِلَّا امْرَءًا اقْتَرَضَ امْرَءًا ظُلْمًا فَذَاكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاؤِي؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا، فِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضْعِ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، عَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ»، قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَيْرُ مَا أَعْطَيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: «خُلُقُ حَسَنٌ».

[২৯২] উসামা ইবনু শরিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এখান এবং ওখান থেকে কিছু গ্রাম্য লোকজন আসল। তখন বেদুইনরা ব্যতীত সবাই চুপ ছিল। তারা জিজ্ঞেস করল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, অমুক অমুক ব্যাপারে আমাদের কোনো সমস্যা হবে কি? তারা তখন এমন কিছু ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করলো, যাতে কোনো পাপ ছিল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—“হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ তাআলা গুনাহকে রাহিত করেছেন। আর গুনাহ তো এমন ব্যক্তি থেকে হতে পারে, যে নিজের জন্য জুলুম-অত্যাচারকে আবশ্যক করে নিয়েছে। সে কারণে তার পাপ হয় এবং সে ধর্ষণ হয়।” তারা বলল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করবো কী? জবাবে তিনি বললেন—হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ তাআলা যে রোগ দিয়েছেন, তার ওষুধও দিয়েছেন, তবে একটি রোগ ব্যতীত (এই রোগের কোনো ওষুধ নেই)। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সেটা কোন রোগ? জবাবে তিনি বললেন—বার্ধক্য। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসুল, মানুষকে প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কী? জবাবে তিনি বললেন—সুন্দর আখলাক-চরিত্র।^{১৯৩}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، يَعْرِضُ

^{১৯৩}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৪৩৬; মুসনাদে আহমাদ: ১৮৪৫৪। হাদিসের মান: সত্য।



عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِيعِ الْمُرْسَلَةِ.

[২৯৩] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের মধ্যে সবচে' বেশী দানশীল ছিলেন। রামাদান মাসে জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন নবিজির সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তাঁর দানশীলতা আরো বেড়ে যেতো। আর রামাদান মাসের প্রদত্ত রাতে জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজির সাথে সাক্ষাত করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন।

জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে মিলিত হতেন, তখন তাঁর দানশীলতার গতি প্রবল বাতাসের চেয়েও অধিক বেড়ে যেতো।^{১৯৪}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوِسَّبَ رَجُلٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوِزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، فَتَجَاوِزَ عَنْهُ.

[২৯৪] আবু মাসউদ আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের পূর্ববর্তী কালের এক ব্যক্তির আমলের হিসাব নেয়া হল। কিন্তু তার আমলনামায় কল্যাণকর কিছুই পাওয়া গেল না। তবে লোকটির (একটি গুণ পাওয়া গেল, তা হলো) সে মানুষের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতো। এবং সে ধনীও ছিল বটে। সে তার ছেলেদেরকে নির্দেশ দিতো— তারা যেন অভাবী খণ্ডপ্রতীতাকে এড়িয়ে যায় (সময়-সুযোগ দেয়)। তখন মহান আল্লাহ তাআলা বললেন—আমিই তার চাহিতে এই গুণের বেশি যোগ্য। সুতরাং— তোমরা (ফেরেশতাগণ) তাকে এড়িয়ে যাও (তাকে সুযোগ দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন)।^{১৯৫}

^{১৯৪}. সহিহ বুখারি: ১৯০২; সহিহ মুসলিম: ২৩০৮; মুসনাদে আহমাদ: ২৬১৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৯৫}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৩০৭; মুসনাদে আহমাদ: ১৭০৮৩। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيِّي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيِّي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، قَالَ: وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالَ: الْأَجْوَافُ وَالْفَرْجُ.

[২৯৫] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো—কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ মানুষ জানাতে যাবে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্রের কারণে। তিনি আবার বললেন—কোন কারণে অনেক মানুষ জাহানামে যাবে? তিনি বললেন—দু'টি ছিদ্র। মুখ এবং লজ্জাস্থানের কারণে।^{২৯৬}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَوَاいِنِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، أَتَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَرِّ وَالْإِثْمِ؟ قَالَ: «الْبَرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَلَّ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

২৯৬] আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—নাওয়াস ইবনু সামআন আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুনাহ এবং সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন—সওয়াব হলো সুন্দর চরিত্র। এবং গুনাহ হলো—যা তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং মানুষেরা এটা জানুক, তা তুমি অপছন্দ করো।^{২৯৭}

কৃপণতা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْحَجَاجِ الصَّوَّافِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِيمَةَ؟» قُلْنَا: جُدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ، قَالَ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجُمُوحِ»، وَكَانَ عَمْرُو

^{২৯৬}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪২৪৬; মুসনাদে আহমাদ: ৯০৯৬। হাদিসের মান: হাসান।

^{২৯৭}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৮৯; মুসনাদে আহমাদ: ১৭৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।

عَلَى أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يُولُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَرَوْجَ.

[২৯৭] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হে বনু সালামা, তোমাদের নেতা কে? আমরা বললাম, জুন্দ ইবনু কায়েশ। তবে আমরা তাকে বখিল বা কৃপণ মনে করি। তিনি বলেন—কৃপণতার চেয়ে মারাত্মক রোগ আর কী হতে পারে? বরং তোমাদের নেতা হলো আমর ইবনুল জামুহ। আর আমর জাহিলি যুগে তাদের প্রতিমার পূজা করত। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ওলিমার ব্যবস্থা করেন।^{২৯৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرَادُ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَا عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَعَنْ مَنْعِ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ وَادِ الْبَنَاتِ.

[২৯৮] মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লেখক ওয়াররাদ রাহিমাল্লাহু বর্ণনা করেন—মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগিরা ইবনু শোবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র লিখে পাঠালেন যে, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদিস শুনেছেন তা আমার কাছে লিখে পাঠান। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেন—নিশ্চয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদানুবাদ (গুজব ছড়াতে) এবং (বিনা কারণে) সম্পদ বিনষ্ট করতে, অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে, অপরের প্রাপ্য অধিকার বাধাগ্রস্ত করতে, মায়েদেরকে কষ্ট দিতে এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করারস্থ করতে নিষেধ করেছেন।^{২৯৯}

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا.

[২৯৯] ইবনুল মুনকাদির রাহিমাল্লাহু বলেন, আমি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু

^{২৯৮}. মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪৯৬৫। হাদিসের মান: মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ।

^{২৯৯}. সহিহল বুখারি: ৫৯৫৭; সহিহ মুসলিম: ৫৯৩।

প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনো ‘না’ বলতেন না (বরং তাঁর হাতে সম্পদ থাকলে, যা পারতেন দান করতেন)।^{৩০০}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقْوُلُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَنِي أَنْ أَخْذَ عَلَيَّ شِيَابِي وَسَلَاحِي، ثُمَّ آتَيْهِ، فَفَعَلْتُ فَاتَّيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَدَ إِلَيَّ الْبَصَرَ ثُمَّ ظَاطَّاً، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُغَنِّمُكَ اللَّهُ، وَأَرْغِبُ لَكَ رَغْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالِحَةً»، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ فَأَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرءِ الصَّالِحِ».

[৩০০] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার্তা প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, আমি যেন (যুদ্ধের) পোশাক এবং অস্ত্রে সজ্জিত হই এবং তাঁর নিকট আসি। সুতরাং আমি তাই করে নবিজির কাছে আসলাম। এসে দেখলাম—তিনি তখন অযু করছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন, এবং তাঁর দৃষ্টি অবনত করে বললেন—হে আমর, আমি তোমাকে একটি বাহ্নীর সেনাপতি করে পাঠানোর ইচ্ছা করছি। যাতে আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে গণিমত লাভ করান। আমি তোমার জন্য পবিত্র সম্পদ কামনা করি। আমি বললাম—আমি সম্পদের আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমি ইসলামের আকর্ষণে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। জবাবে তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন—হে আমর, হাঁ। উত্তম লোকের জন্যই উত্তম সম্পদ হয়ে থাকে।^{৩০১}

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شُمَيْلَةِ الْأَنْصَارِيِّ الْقُبَائِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْصَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصْبَحَ أَمِنًا فِي سِرْبِيهِ، مُعَافًّا فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ طَعَامٌ يَوْمِهِ، فَكَانَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

^{৩০০}. সহিল বুখারি: ৬০৩৪।

^{৩০১}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭৭৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।

[৩০১] উবাইদুল্লাহ ইবনু মিহসান আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে বাস্তি নিরাপদে ও সুস্থ দেহে সকাল করল এবং তার নিকট সে দিনের খাবারও সংগ্রহে আছে, তাকে যেন পুরো দুনিয়া-ই দান করা হয়েছে।^{০০২}

ফ্রেশ অন্তর

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوئِيسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبِ الْجَهْنَمِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثْرُ غُسْلٍ، وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ، فَقَلَّنَا أَنَّهُ أَلَمْ يَأْهُلْهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ؟ قَالَ: «أَجْلٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ»، ثُمَّ ذُكِرَ الْغِنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطَيِّبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعْمَ».

[৩০২] আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব আল জুহানি রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাদের কাছে বের হয়ে এলেন, তাঁর দেহে গোসলের আলামত ছিল। তিনি সে সময় খুশি ছিলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, সম্ভবত তাঁর কোনো স্ত্রীর সঙ্গাত করেছেন। অতঃপর আমরা বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনাকে খুশি-মন দেখছি যে? তিনি বললেন—হ্যাঁ। আলহামদুল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। এরপরে ধনাত্যতার বিষয় আলোচনা করা হল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—মুত্তাকির জন্য প্রাচুর্যতায় কোনো সমস্যা নেই। মুত্তাকির জন্য প্রাচুর্যের চেয়ে সুস্থিতা অনেক ভালো। প্রফুল্ল হৃদয় নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।^{০০৩}

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّايسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقُ، وَالْإِثْمُ مَا حَلَّ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

^{০০২}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৪৬; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৪১। হাদিসের মান: হাসান।

^{০০৩}. মুসনাদে আহমাদ: ২৩২২৮; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২১৪১। হাদিসের মান: সহিহ।

[৩০৩] আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—নাওয়াস ইবনু সামআন আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুনাহ এবং সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, সওয়াব হলো সুন্দর চরিত্র। এবং গুনাহ হলো যা তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে, এবং মানুষের নিকট এই গুনাহ প্রকাশ হয়ে যাক, তা তুমি অপছন্দ করো।^{৩০৪}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِي قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَغَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلُوهُمُ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا، لَنْ تُرَاعُوا»، وَهُوَ عَلَى قَرَبِي ظِلْحَةً عُرْيِ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ، فَقَالَ: «الْقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ».

[৩০৪] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচে' বেশী সুন্দর ছিলেন। এবং সর্বাধিক দানবীর এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। কোনো এক রাত্রিবেলা মদিনাবাসীরা (কোনো একটি শব্দে) প্রেরণ হয়ে গেল। লোকেরা শব্দের অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে পড়লেন। তিনি তাদের পূর্বেই শব্দের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন—তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা ভয় পেয়ো না। তিনি আবু তালহার জিনপোষবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহিত ছিলেন। তাঁর গর্দানে তলোয়ার ছিল। তিনি বলেন—আমি একে সমুদ্র হিশেবে পেয়েছি। কিংবা এটি তো একটি সমুদ্র।^{৩০৫}

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءٍ أَخِيكَ».

[৩০৫] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহর সমতুল্য। তোমার ভাইয়ের সাথে

^{৩০৪}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৮৯; মুসনাদে আহমাদ: ১৭৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩০৫}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৭৭২; মুসনাদে আহমাদ: ১২৪৯৪। হাদিসের মান: সহিহ।

হসিমুর্খে দেখা-সাক্ষাত করা এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাটিয়ের পাত্রে
একটি পানি চেলে দেয়াও নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত।^{৩০৮}

গরিবদেরকে সাহায্য করা আবশ্যিক

حَدَّثَنَا أَوْيَسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرَّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غُرْوَةَ، عَنْ
أَبِي مُرَاوِجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
«إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قَالَ: فَأَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا لَهُنَا،
وَأَنفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أُسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «ثَعِينُ ضَائِعًا،
أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفتُ؟ قَالَ: «تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا
صَدَقَةٌ تَصَدَّقُهَا عَلَى نَفْسِكَ».

[৩০৬] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো—কোন আমল সবচে’ বেশী উত্তম? জবাবে তিনি
বলেন—আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার বলা
হলো, কোন দাস মুক্ত করা উত্তম? জবাবে তিনি বলেন—যার মূল্য বেশী এবং যে
নিজ মনিব পরিবারের অধিক প্রিয়। সে (একজন সাহাবি) বলল—যদি আমি কাজ
করতে না পারি, তাহলে আমি কী করবো? জবাবে তিনি বলেন—তাহলে কোনো
কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা নির্বোধ লোকের কাজ করে দাও। সে
বললো, যদি আমি তা করতে অপারগ হই, তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি
বলেন, তোমার কষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তাও
সদাকাহ, যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পারো।^{৩০৯}

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، سَمِعْتُ
أَبِي يُحَدَّثُ، عَنْ جَدِّي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
صَدَقَةٌ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ، فَلْيَنْفَعْ نَفْسَهُ، وَلْيَتَصَدَّقْ»، قَالَ:
أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «لِيَعْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ

^{৩০৮}. মুসনাদে আহমাদ: ১৪৮৭। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩০৯}. সহিল বুখারি: ২৫১৮; মুসনাদে আহমাদ: ২১৪৪৯। হাদিসের মান: সহিল।

إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعُلْ؟ قَالَ: «فَلِيأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ»، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعُلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ».

[৩০৭] সাইদ ইবনু আবু বুরদা রাহিমাল্লাহু বলেন, আমি আমার বাবাকে আমার দাদা থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—প্রতিটি মুসলমানের উপর সাদাকাহ করা আবশ্যিক।

রাবি বলেন—(বলা হলো) যদি কেউ সাদাকাহ করার মত কিছু না পায়? তাহলে তার ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন? জবাবে তিনি বললেন, তাহলে সে যেন কাজ করে এবং নিজের জন্য খরচ করে এবং সাদাকাহও করে।

সে (রাবি) বলেন, আপনি কী মনে করেন, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তা না করতে পারে? তিনি বলেন, তাহলে সে যেন কোনো দুষ্ফজনকে সাহায্য করে। সে বলল—আপনার কী মত, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তা করতে না পারে? তিনি বলেন—তাহলে সে সৎ কাজের আদেশ করবে। সে বলল—আপনি কী মনে করেন, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তাও করতে না পারে? তিনি বলেন—তাহলে সে অন্য কারো ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তা তার জন্য সাদাকাহের অন্তর্ভুক্ত।^{০০৮}

যে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنَّعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ،
وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرَّضَا بِالْقَدَرِ.

[৩০৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আন্ন বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই) দুআটি অনেক করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرَّضَا بِالْقَدَرِ.

উচ্চারণ: আল্লাহস্মা ইনি আসআলুকাস সহাতা, ওয়াল ই'ফফাতা, ওয়াল আমানাতা, ওয়া হসনাল খুলুকি, ওয়ার রাদা বিল কাদরি।

^{০০৮}. সুনানে নাসাই: ২৫৩৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৯৫৩১। হাদিসের মান: সত্য।

“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারি এবং তাকদিরের উপর সম্মত থাকতে পারার সামর্থ্য প্রার্থনা করছি।”^{০০৯}

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابِنُوسَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، تَقْرَأُونَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتِ: أَقْرَأْتُ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ: ۱] ، قَالَ يَزِيدُ: فَقَرَأْتُ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ: ۱] إِلَى {لِفَرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ: ۵] ، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[৩০৯] ইয়াযিদ ইবনু ইয়াবানুস রাহিমাহ্লাহু বলেন, আমরা একবার আয়শা রাদিয়াহ্লাহু আনহার কাছে গিয়ে বললাম—হে উন্মুল মুমিনিন, নবিজি সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেন—কুরআনই ছিল তাঁর আখলাক-চরিত্র। আপনারা সুরা মুমিনুন পড়ে থাকেন? তিনি বলেন, পড়ুন—“মুমিনরাই সফলকাম” (সুরা মুমিনুন : ১)। ইয়াযিদ রাহিমাহ্লাহু বলেন—আমি পড়লাম, “কাদ আফলাহাল মুমিনুন.... লিফুরজিহিম হাফিয়ুন” পর্যন্ত (১-৫)। এরপরে আয়শা রাদিয়াহ্লাহু আনহা বলেন—এটাই ছিল রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র।^{০১০}

মুমিন কখনো তিরঙ্কারকারী হতে পারে না

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي الْفَدَيْكِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ لَا عِنْ أَحَدًا قَطُّ، لَيْسَ إِنْسَانًا. وَكَانَ سَالِمٌ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا».

[৩১০] সালিম ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহ্লাহু বলেন—আমি আবদুল্লাহ রাদিয়াহ্লাহু আনহকে কাউকে কখনো অভিশাপ দিতে শুনিনি, মানুষকেও নয়। সালেম

^{০০৯}. তাবারানি: ১৫৬৪৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আনআম দুর্বল। তবে অন্য বর্ণনায় সহিহ সনদে এসেছে।

^{০১০}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে ইয়াযিদ ইবনু বাবানুস অজ্ঞাত রাবি। তবে ইমাম মুসলিম রাহিমাহ্লাহু সহিহ মুসলিমে আয়শার বর্ণনায় এসেছে, সহিহ মুসলিম: ১৪৫০।

রাহিমান্নাহ বলতেন—আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়ান্নাহ আনহু বলেছেন, রাসুল সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনের কথনো অভিশাপকারী হওয়া ঠিক নয়।^{৩১}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبْشِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَلَا الصَّيَّاحَ فِي الْأَسْوَاقِ».

[৩১১] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়ান্নাহ আনহু বলেন, রাসুল সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অশ্লীল আচরণকারী এবং অশ্লীলতার সুযোগদানকারীকে এবং হাঁটে-বাজারে শোরগোলকারীকে পছন্দ করেন না।^{৩২}

وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ يَهُودًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْكُمْ، وَلَعْنَكُمُ اللَّهُ، وَغَضِبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةً، عَلَيْكِ بِالرَّفِيقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفِ وَالْفُحْشِ»، قَالَتْ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي».

[৩১২] আয়িশা রাদিয়ান্নাহ আনহা থেকে বর্ণিত, একদা কয়েকজন ইহুদি নবিজি সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল—আসসামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আয়িশা রাদিয়ান্নাহ আনহা বলেন—তোমাদের উপর (লানত পড়ুক, আল্লাহ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন ও ক্রোধ নিপত্তি করুন)। রাসুল সাল্লান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়িশা, থামো। নম্র হও। অশ্লীল ও কর্কষ ভাষা থেকে দূরে থাকো। আয়িশা রাদিয়ান্নাহ আনহা বলেন—তারা যা বলেছে আপনি কি তা শুনেননি? তিনি বলেন—তুমি কি শুনোনি যে, আমি কী বলেছি? আমি তো তাদের একই প্রতিউত্তর দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দুআ তো কবুল হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কবুল হবে না।^{৩৩}

^{৩১}. সুনানু তিরমিয়ি: ২০১৯। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৩২}. শারহস সুন্নাহ: ১০১১; সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসাঈ: ১১৫০৭। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩৩}. সহিহ মুসলিম: ২১৬৫; মুসনাদে আহমাদ: ২৪০৯০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونَسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالظَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي».»

[৩১৩] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও বাচাল হতে পারে না।^{৩১৪}

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ، عَنْ عَبْيَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَائَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا».»

[৩১৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—চোগলখোর কথনো আমিন (বিশ্বস্ত) হতে পারে না।^{৩১৫}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْأَمْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ».»

[৩১৫] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মুমিন ব্যক্তির চরিত্রের সবচে' কষ্টদায়ক বিষয় হলো অশ্লীলতা।^{৩১৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْيَدِ الْكِنْدِيِّ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: لِعَنَ اللَّعَانِ، قَالَ مَرْوَانُ الدِّينَ يَلْعَنُونَ النَّاسَ.

[৩১৬] আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—অভিশাপকারীদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক। মারওয়ান বলেন—যারা মানুষকে অভিশাপ দেয় তারাও অভিশপ্ত।^{৩১৭}

^{৩১৪}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৭৭; মুসনাদে আহমাদ: ৩৮৩৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩১৫}. মুসনাদে আহমাদ: ৭৮৯০। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৩১৬}. তাবারানি: ৮৫৬১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩১৭}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ অজ্ঞাত রাবি।

অভিশাপ দেয়া

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْلَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهَادَةً، وَلَا شَفَاعَةً».

[৩১৭] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামতের দিন অভিশাপকারীরা সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।^{৩১৮}

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا».

[৩১৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সিদ্দিকের জন্য (সত্যবাদীর জন্য কাউকে) অভিশাপকারী হওয়া উচিত না।^{৩১৯}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي طَبِيَّاً، عَنْ حُذِيفَةَ قَالَ: مَا تَلَاقَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا حُقَّ عَلَيْهِمُ الْلَّعْنَةُ.

[৩১৯] হ্যাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি পরম্পর অভিশাপ করে, তখন তাদের জন্যও অভিশাপ অবধারিত হয়ে যায়।^{৩২০}

যে তার গোলামকে অভিশাপ দেয়, সে যেন তাকে মুক্ত করে দেয়

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامَ بْنُ شَرَبِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَائِشَةُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَ لَعِنَ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبَا بَكْرَ، الْلَّعَانِينَ وَالصَّدِيقِينَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، مَرَّتِينَ أَوْ

^{৩১৮}. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৮; মুসনাদে আহমাদ: ২৭৫২৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩১৯}. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৮; সুনানু তিরমিয়ি: ২০১৯; মুসনাদে আহমাদ: ৮৪৪৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩২০}. শুআবুল ঈমান: ৪৭৯৬। হাদিসের মান: সহিহ।

ثَلَاثًا، فَأَعْتَقَ أُبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أَغُودُ.

[৩২০] আযিশা রাদিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ প্রদান করেন—(একবার) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কোনো একজন দাসকে অভিশাপ করেন। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হে আবু বকর, একই ব্যক্তি একই সাথে পরম সত্যবাদী ও অতিসম্পাতকারী হতে পারে না। কক্ষনো না, কাবার রবের শপথ। তিনি দুই বা তিনবার এ কথা বলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিনই ঐ গোলামকে মুক্ত করে দিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন—আমি আর এমনটা কখনো করবো না।^{১১}

আল্লাহর লানত, আল্লাহর গঘব এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেয়া

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ».

[৩২১] সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা পরম্পরকে আল্লাহর অভিশাপ করো না, আল্লাহর ক্রোধ এবং আগুনের দ্বারা (অভিশাপ) করো না।^{১২}

অমুসলিমদেরকে অভিশাপ দেয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُبَعِّثْ لَعَانًا، وَلَكِنْ بُعْثُ رَحْمَةً».

[৩২২] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি মুশরিকদের জন্য বদুআ করুন। (নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন—

^{১১}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{১২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯০৬; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৭৬। হাদিসের মান: হাসান লি গাইরিহি—তাহকিক: শুআইব আরনাউত রাহিমাহল্লাহু। দুর্বল—তাহকিক: আলবানি রাহিমাহল্লাহু।

নিঃসন্দেহে আমি অভিশাপকারীরাপে প্রেরিত হইনি। বরং আমি রহমতপ্রকাপ প্রেরিত হয়েছি।^{৩২৩}

চোগলখোর

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَامَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ، فَقَيْلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّافٌ».

[৩২৩] ছ্যাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—চোগলখোর জাগ্রাতে প্রবেশ করবে না।^{৩২৪}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثْفَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، أَفَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَرَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «الْمَشَّأُونَ بِالْتَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتِ».

[৩২৪] আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচে' উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিবো? সাহাবিগণ বললেন—হাঁ। তিনি বললেন, (তোমাদের মধ্যে সবচে' উত্তম ব্যক্তি হলো, তারা) যাদের দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সবচে' খারাপ ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিবো? তারা বলেন—হাঁ। তিনি বলেন, যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং যারা ভালো লোকদের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায় (তারা তোমাদের মধ্যকার সবচে' খারাপ লোক)।^{৩২৫}

^{৩২৩}. সহিহ মুসলিম: ২৫৯১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩২৪}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮৭১; সুনানু তিরমিয়ি: ২০২৬; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৩০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩২৫}. মুসনাদে আহমাদ: ২৭৫৯৯। হাদিসের মান: হাসান।

যে ব্যক্তি অশীলতা শুনে এবং বিস্তার করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتَ يَحْيَى بْنَ أَئْيُوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَسَانَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ، وَالَّذِي يُشَيِّعُ بِهَا، فِي الْإِثْمِ سَوَاءً.

[৩২৫] আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যে ব্যক্তি ফাহেশা বা অশীল বলে এবং যে তা প্রচার করে, পাপের ক্ষেত্রে তারা দু'জন সমান।^{৩২৬}

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشاَهَا، فَهُوَ فِيهَا كَالَّذِي أَبْدَاهَا.

[৩২৬] শুবাইল ইবনু আওফ রাহিমাল্লাহু বলেন—বলা হয়, যে ব্যক্তি অশীল কথা শুনল এবং তা প্রচার করল, সে ঐ ব্যক্তির মত হবে, যে ঐ মন্দ কথাকে উত্তীর্ণ করল।^{৩২৭}

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَى مَنْ أَشَاعَ الرِّنَّا، يَقُولُ: أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ.

[৩২৭] আতা রাহিমাল্লাহু বলেন—তার মতে, যে ব্যক্তি অশীলতা ছড়ায় তার শাস্তি হওয়া উচিত।^{৩২৮}

অন্যের দোষ অনুসন্ধানকারী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: لَا تَكُونُوا عُجْلًا مَذَاقِيْعَ بُدْرًا، فَإِنْ مِنْ وَرَائِكُمْ بَلَاءً مُبِرَّحًا مُمْلِحًا، وَأَمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُدْحًا.

^{৩২৬}. মুসনাদে আবি ইয়ালা: ৫৫৩। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩২৭}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

^{৩২৮}. আল জামেউস সাহিহ: ৫/২১০। হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

[৩২৮] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। এবং (কারো) গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিয়ো না। কেননা তোমাদের পিছনে অনেক মসিবত, ভীষণ কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদসমূহ রয়েছে।^{৩৯}

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذَكَّرْ عُيُوبَ صَاحِبِكَ، فَادْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ.

[৩২৯] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তুমি যখন তোমার কোনো সাথীর দোষচর্চা করতে ইচ্ছা করো, তখন তুমি তোমার নিজের দোষ স্মরণ করো।^{৩০}

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ زَيْدِ مَوْلَى قَيْسِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} [الحجرات: ۱۱]، قَالَ: لَا يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[৩৩০] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা পরম্পরের প্রতি দোষারোপ করো না।” (সুরা হজুরাত : ১১)-এর ব্যাখ্যায় বলেন—তোমরা একে অপরকে তিরঙ্কার করো না।^{৩১}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاؤْدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَبِيرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلْتُ، فِي بَنِي سَلِمَةَ: {وَلَا تَنابُرُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: ۱۱]، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا لَهُ اسْمَانٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا فُلَانُ»، فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْهُ.

[৩৩১] আবু জাবিরা ইবনু যাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে অভিহিত করো না” (সুরা হজুরাত : ১২) আয়াতটি আমাদের গোত্র বনু সালিমার লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। নবি কারিম

^{৩৯}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{৩০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে আবু ইহইয়া নামক রাবি দুর্বল।

^{৩১}. শুআবুল ঈমান: ৬৩২৭। হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। আবু মারদুদ এবং যায়েদ, দু'জন অজ্ঞাত রাবি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের এখানে আসলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই দু'টি করে নাম ছিল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন—হে অমুক, সাহাবিগণ বলতেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই নামে ডাকলে সে কষ্ট পায়।^{৩৩২}

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُقاَتِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا جَعَلَ لِصَاحِبِهِ طَعَامًا، أَبْنُ عَبَّاسٍ أَوْ أَبْنُ عَمِّهِ، فَبَيْنَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، إِذْ قَالَ أَحَدُهُمْ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَ: مَهْ، إِنْ لَمْ تَحْدُكَ فِي الدُّنْيَا تَحْدُكَ فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحَّشَ. أَبْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحَّشَ.

[৩০২] ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার স্মরণ নেই যে, ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা তার চাচাতো ভাই একে অপরকে আহারের দাওয়াত দিলেন। এক বাঁদি তাদের সামনে (আহার পরিবেশনের) কাজ করছিল। তাদের একজন তাকে বলেন, হে যেনাকারিনী। তখন অপরজন বলেন, থামো। সে যদি দুনিয়াতে তোমাকে (এই অপবাদের) শাস্তি না দিতে পারে, তবে আখেরাতে অবশ্যই তার শাস্তি দিবে। তিনি বলেন, আপনি কি মনে করেন, ব্যাপারটি যদি তাই হয়? অপরজন বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কথক ও অশ্লীলতার বাহককে পছন্দ করেন না। ইনি ছিলেন ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কথক ও অশ্লীলতার বাহককে পছন্দ করেন না।^{৩৩৩}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالْطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءُ».

[৩০৩] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি খোঁটাদানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও বাচাল হতে পারে না।^{৩৩৪}

^{৩৩২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৬২; সুনানু তিরমিয়ি: ৩২৬৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৮২৮৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৩৩}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৯২। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩৩৪}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৭৭; মুসনাদে আহমাদ: ৩৮৩৯। হাদিসের মান: সহিহ।

মুখের উপর প্রশংসা করা

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُخَلَّ قَطْعَتْ عُنْقَ صَاحِبِكَ، يَقُولُهُ مِرَارًا، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلَيَقُلْ: أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ - وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلَا يُزَّكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا.

[৩৩৪] আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হলে এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমার জন্য আফসোস, তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে। এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। তোমাদের কেউ যদি কারো প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে—আমি তাকে এমনটা মনে করি, যদি তার ধারণামতে সে তদ্দপ হয়ে থাকে, তার হিসাব গ্রহণকারী তো আল্লাহ। আর আল্লাহর সামনে কাউকে নির্দোষ গণনা করা ঠিক না।^{৩৩৫}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُخَلَّ قَطْعَتْ عُنْقَ صَاحِبِكَ، يَقُولُهُ مِرَارًا، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلَيَقُلْ: أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ - وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلَا يُزَّكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا.

[৩৩৫] আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরা রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হলে এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমার জন্য আফসোস, তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে। এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। তোমাদের কেউ যদি কারো প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে—আমি তাকে এমনটা মনে করি, যদি

^{৩৩৫}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮০৫; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৭৪৪। হাদিসের মান: সহিহ।

তার ধারণামতে সে তদ্দপ হয়ে থাকে, তার হিসাব গ্রহণকারী তো আল্লাহ। আর আল্লাহর সামনে কাউকে নির্দোষ গণনা করা ঠিক না।^{০০৬}

حَدَّثَنَا قَيْصَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ الشَّيْعِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ، فَأَتَنَا رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ:
عَقَرْتَ الرَّجُلَ، عَقَرْكَ اللَّهُ.

[৩৩৬] ইবরাহিম আত তাঁমি রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—
একবার আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসা ছিলাম। তখন সেখানে এক
ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপস্থিত প্রশংসা করল। অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু
বললেন—তুমি তো লোকটিকে মেরে ফেললে। আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন।^{০০৭}

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ، عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «الْمَدْحُ ذَبْحٌ».

[৩৩৭] যায়েদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—আমি উমর
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, সামনাসামনি কারো প্রশংসা করা তাকে মেরে
ফেলার নামান্তর।^{০০৮}

কারো সাথী যদি নিরাপদ থাকে, তাহলে তার প্রশংসা করার অনুমতি আছে

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ
سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الرَّجُلُ
أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ،
نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَاسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجُمُوحِ،
نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ»، قَالَ: «وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانُ، وَبِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانُ» حَتَّى
عَدَ سَبْعَةً.

^{০০৬}. সহিহ মুসলিম: ৩০০১; মুসনাদে আহমাদ: ১৯৬৯২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{০০৭}. মুসামাফে ইবনু আবি শাইবা: ২৬২৭০। হাদিসের মান: হাসান।

^{০০৮}. মুসনাদে বায়ার, হাদিসের মান: সহিহ।

[৩৩৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আবু বকর কতই না উত্তম! উমর কতই না উত্তম! আবু উবায়দা কতই না উত্তম! উসাইদ ইবনু হুদাইর কতই না উত্তম! মুয়ায ইবনু আমর ইবনুল জামুহ কতই না উত্তম! মুআয ইবনু জাবাল কতই না উত্তম! তিনি পুনরায় বলেন—কতই না মন্দ লোক অমুক, কতই না মন্দ লোক অমুক। এভাবে^{৩৩৯} তিনি সাতজনের নাম গণনা করে বললেন।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذِنْ رَجُلًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِئْسَابْنُ الْعَشِيرَةِ»، فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ اسْتَأْذِنَ آخَرُ، قَالَ: «نِعْمَابْنُ الْعَشِيرَةِ»، فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ كَمَا انْبَسَطَ إِلَى الْآخِرِ، وَلَمْ يَهِشْ إِلَيْهِ كَمَا هَشَ لِلْآخِرِ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتُ لِفُلَانِ مَا قُلْتَ ثُمَّ هَشَّتَ إِلَيْهِ، وَقُلْتَ لِفُلَانِ مَا قُلْتَ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَى لِفُحْشِيهِ».

[৩৩৯] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসার অনুমতি কামনা করল। তিনি বললেন, পরিবারের মন্দ লোক। (কিন্ত) লোকটি নবিজির কাছে আসলে তিনি তার সাথে হাসিমুখে প্রশস্ত হৃদয়ে মিলিত হন। অতঃপর যখন সে বের হয়ে গেল, অন্য আরেকজন লোক তাঁর সাক্ষাতের কামনা করল, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—সে বংশের ভালো লোক। যখন সে প্রবেশ করল, তিনি তার সাথে আগের ব্যক্তির মত প্রসন্ন মনে এবং হাসিমুখে কথা বলেননি, যেমনটা আগের ব্যক্তির সাথে করেছেন। এরপরে লোকটি যখন বের হয়ে গেল, তখন আমি (নবিজিকে) বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি ঐ (প্রথম) ব্যক্তিকে যা বলার বললেন এবং তার সাথে নরম এবং সুন্দরভাবে কথাবার্তা বললেন এবং অপর ব্যক্তিকেও যা বলার বললেন, (কিন্ত) তার সাথে এমন আচরণ করতে দেখলাম না যেমনটা আগের ব্যক্তির সাথে করেছেন? তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

^{৩৩৯}. সুনানু তিরমিয়ি : ৩৪৯৫; মুসনাদে আহমাদ: ৯৪৩। হাদিসের মান: সহিহ।

বলেছেন—হে আয়িশা, সবচে' নিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি, যার অশ্লীলতার কারণে
লোকেরা তাকে ত্যাগ করে।^{৩৪০}

চাটুকারদের মুখে ধূলো নিষ্কেপ করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ
يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِّنَ الْأُمَّرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَخْتِي فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: أَمْرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْتِي فِي وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ التُّرَابَ.

[৩৪০] আবু মামার রাহিমাত্ত্বাত্ত্ব বলেন—এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একজন আমিরের
প্রশংসা করছিল। তখন মিকদাদ রাদিয়াত্ত্বাত্ত্ব আনন্দ তার চেহারার দিকে মাটি নিষ্কেপ
করে বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাত্ত আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রশংসাকারীদের
(চাটুকারদের) চেহারায় মাটি নিষ্কেপ করার জন্য আদেশ করেছেন।^{৩৪১}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ
أَبِي رَبَّاعٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَمْدُخُ رَجُلًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتُو التُّرَابَ
نَحْوَ فِيهِ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْثُوا
فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ».

[৩৪১] আতা ইবনু আবু রাবাহ রাহিমাত্ত্বাত্ত্ব থেকে বর্ণিত—এক ব্যক্তি ইবনু উমর
রাহিমাত্ত্বাত্ত্বমার সামনে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করছিল। ইবনু উমর রাদিয়াত্ত্বাত্ত্ব
আনন্দমা তার মুখের দিকে মাটি নিষ্কেপ করে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাত্ত আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে (চাটুকারদের) দেখবে,
তখন তাদের চেহারাতে মাটি নিষ্কেপ করবো।^{৩৪২}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ
رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مُحْجَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ رَجَاءُ: أَقْبَلْتُ مَعَ مُحْجَنَ ذَاتَ يَوْمٍ

^{৩৪০}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৯১; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৯৬; মুসনাদে আহমাদ: ২৪১০৬।

^{৩৪১}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৭৪২; সহিহ মুসলিম: ৩০০২; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮২৪। হাদিসের
মান: সহিহ।

^{৩৪২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮০৪; মুসনাদে আহমাদ: ৫৬৮৪। হাদিসের মান: সহিহ।

حَتَّىٰ انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَإِذَا بُرِيَّةُ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: سُكْبَةُ، يُطِيلُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَكَانَ بُرِيَّةُ صَاحِبِ مُرَاحَاتٍ، فَقَالَ: يَا مَحْجَنْ أَتُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي سُكْبَةُ؟ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ مَحْجَنْ، وَرَاجَعَ، قَالَ: قَالَ مَحْجَنْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِي، فَانْظَلَقْنَا نَمْشِي حَتَّىٰ صَعَدْنَا أَحْدَادًا، فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «وَيْلٌ أُمَّهَا مِنْ قَرْيَةٍ، يَتُرْكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرَ مَا تَكُونُ، يَأْتِيهَا الدَّجَالُ، فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا، فَلَا يَدْخُلُهَا» ثُمَّ اخْتَدَرَ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي، وَيَسْجُدُ، وَيَرْكُعُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَذَا؟» فَأَخَذْتُ أَطْرِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا فُلَانُ، وَهَذَا. فَقَالَ «أَمْسِكْ، لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكُهُ».

[৩৪২] রাজা রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি একদিন মিহজান আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আন্হুর সাথে বসরাবাসীদের মসজিদের কাছে আসলাম। তখন বুরাইদা আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আন্হু মসজিদের এক দরজায় বসা ছিলেন। রাবি বলেন—মসজিদে সুকবা নামক এক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি সালাত দীর্ঘ করে পড়তেন। আমরা যখন মসজিদের দরজায় পৌঁছলাম, তখন বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আন্হুর গায়ে একটি চাদর ছিল। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আন্হু রসিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি বলেন, হে মিহজান, তুমি কি সুকবার সালাতের মত সালাত আদায় করো? মিহজান রাদিয়াল্লাহু আন্হু কোনো জবাব না দিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মিহজান রাদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, (একবার) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন। একপর্যায়ে আমরা চলতে-চলতে উহুদ পাহাড়ে উঠলাম। এরপরে তিনি মদিনার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই গ্রামের জন্য আফসোস! যখন তা বসতিপূর্ণ থাকবে, তার অধিবাসীরা তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে (এজন্য) যে এখানে দাজ্জাল আসবে। দাজ্জাল প্রতিটি দরজায় একজন করে ফেরেশতা দেখতে পাবে। ফলে সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে নেমে এলেন। (এরপরে) আমরা মসজিদে আসলাম। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। লোকটি রুকু-সিজদাহ করতেছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ইনি কে? আমি তার অতিরিক্ত প্রশংসা করতে লাগলাম। এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, (সে

লোকটির প্রশংসা করে বলছিল) সে অমুক লোক, সে অমুক..। তিনি বললেন—
থামো, তুমি তাকে (এসব) শুনাবে না। (এগুলো তাকে শুনালে) তুমি তাকে ধ্বংস
করে ফেলবে।^{৩৪৩}

قَالَ: فَإِنْ طَلَقَ يَمْسِيٍّ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ حُجَرٍ، لَكِنَّهُ نَفَضَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» ثَلَاثًا.

[৩৪৩] রাবি বলেন—অতঃপর তিনি চলতে থাকলেন, চলতে-চলতে তিনি তাঁর
হজরার নিকটে এসে তার দুই হাত ধরে বলেন—তোমাদের উত্তম দীন হলো সহজ।
তোমাদের উত্তম দীন হলো তার সহজতা। তিনি এ কথা তিনবার বলেন।^{৩৪৪}

কাব্যাকারে প্রশংসা করা

حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ رَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَدَحْتُ اللَّهَ بِمَحَامِدِ وَمَدَحِ، وَإِيَّاكَ. فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ
الْحَمْدَ»، فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ طَوَّافٌ أَصْلَعُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْكُنْ»، فَدَخَلَ، فَتَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ، فَأَنْشَدْتُهُ، ثُمَّ جَاءَ
فَسَكَّتَنِي، ثُمَّ خَرَجَ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي سَكَّتَنِي لَهُ؟
قَالَ: «هَذَا رَجُلٌ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ».

[৩৪৪] আল আসওয়াদ ইবনু সারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম—হে আল্লাহর রাসূল, আমি
আল্লাহর প্রশংসার মত প্রশংসা করছি, এবং আপনারও। তিনি বললেন—জেনে
রাখো, নিশ্চয় তোমার রব তাঁর প্রশংসা ভালোবাসেন। আমি তাঁকে কবিতা আবৃত্তি
করে শুনাতে লাগলাম। তখন দীর্ঘ ও টাকমাথার এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশের
অনুমতি কামনা করল। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে
বললেন—চুপ করো তো! এরপরে ঐ ব্যক্তি নবিজির কাছে এসে কিছু সময় কথা
বলে চলে গেল। আমি আবার কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম। ঐ লোকটি আবার
আসল, নবিজি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি আবার বের হয়ে

^{৩৪৩}. মুসনাদে আহমাদ: ২০৩৪৯। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩৪৪}. মুসনাদে আহমাদ: ১৯১৮৫। হাদিসের মান: হাসান।

চলে গেলেন। তিনি দুই কি তিনবার এমনটা করলেন। আমি বললাম—ইনি কে, যার জন্য আপনি আমাকে চুপ করতে বললেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তিনি এমন বাস্তি (উমর), যিনি বাতিলকে পছন্দ করেন না।^{৩৪৪}

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ رَبِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قُلْتُ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَدْحُثُكَ وَمَدْحُثُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[৩৪৫] আসওয়াদ ইবনু সারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি আপনার এবং আল্লাহর প্রশংসা করছি।^{৩৪৫}

কবির অনিষ্টিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ঘৃষ্ণ হাদিয়া দেয়া

حَدَّثَنَا عَلَيْهِ الْمَسْنَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُجَيْدٍ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حُجَيْدٍ، أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَيَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَعْطَاهُ فَقِيلَ لَهُ: تُعْطِي شَاعِرًا؟ فَقَالَ: أُبْقِي عَلَى عِرْضِي.

[৩৪৬] নুজাইদ ইবনু ইমরান রাহিমাল্লাহু বলেন—এক কবি ইমরান ইবনু উসাইন-এর নিকট আসলে তিনি তাকে কিছু হাদিয়া-তোহফা দেন। (কবি চলে গেলে ইমরান ইবনু উসাইনকে) বলা হলো, আপনিও কবিকে (টাকা-পয়সা) দেন? জবাবে তিনি বলেন, নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে দিয়ে থাকি।^{৩৪৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: لَا تُكْرِمْ صَدِيقَكَ بِمَا يُشْقِي عَلَيْهِ.

[৩৪৭] মুহাম্মাদ রাহিমাল্লাহু বলেন, তারা (সালাফরা) বলতেন—তুমি তোমার বন্ধুকে এমন সম্মান করো না, যার কারণে তাকে সমস্যায় পড়তে হয়।^{৩৪৭}

^{৩৪৪}. মুসনাদে আহমাদ: ১৫৫৯০। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আলি ইবনু যায়েদ দুর্বল।

^{৩৪৫}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে আলি ইবনু যায়েদ দুর্বল।

^{৩৪৬}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে নুজাইদ ইবনু ইমরান অজ্ঞাত রাবি।

^{৩৪৭}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। এ হাদিসটি ঘারফু সুত্রে বর্ণিত আছে, সুনান তিরমিয়ি: ২০০৮।

দেখা-সাক্ষাত করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ الشَّامِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ، قَالَ اللَّهُ أَعُوذُ بِهِ طَبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ.

[৩৪৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যখন কোনো ব্যক্তি তার অসুস্থ ভাইয়ের সেবা করতে যায়, কিংবা তার সাথে সাক্ষাত করতে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন—তুমি উত্তম কাজ করেছো, তোমার চলন কল্যাণময় হোক। তুমি তোমার স্থান জান্মাতে বানিয়ে নিয়েছো।^{৩৪৯}

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَا شِيَّا، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَانْدَرْوَدُ، قَالَ: يَعْنِي سَرَاوِيلَ مُشَمَّرَةً، قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ: رُؤِيَ سَلْمَانُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَظْمُومٌ الرَّأْسِ سَاقِطُ الْأُذْنَيْنِ، يَعْنِي أَنَّهُ কান অর্ফেশ। فَقِيلَ لَهُ: شَوَّهْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ.

[৩৪৯] উন্মু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদায়েন থেকে পায়ে হেঁটে শামে এসে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তার পরনে ছিল পশমি পায়জামা।

ইবনু শাওয়াব রাহিমাল্লাহু বলেন, সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে চাদর জড়ানো, তার মাথা মুণ্ডিত এবং কান প্রশস্তাবস্থায় দেখা গেল। তাকে বলা হলো, আপনি তো নিজেকে শেষ করে ফেলেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আব্দিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ।^{৩৫০}

^{৩৪৯}. মুসনাদে আহমাদ: ৮৫৩৬। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আবি সিনান শারী নামক রাবি দুর্বল। তার আসল নাম হচ্ছে ইসা ইবন সিনান আল কাসলামি।—তাহকিক: শুআইব আরনাউত রাহিমাল্লাহু। আলবানি রাহিমাল্লাহু কর্তৃক তাহকিক: হাসান।

^{৩৫০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান। তবে ইবনু শাওয়াবের বক্তব্যটির ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আর “নিশ্চয় আব্দিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ।” এইটুকু মারফু সনদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। সহিল বুখারি: ৪২৮।

কোনো গোত্রের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে আহার গ্রহণ করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَطَعَمَ عِنْدَهُمْ طَعَاماً، فَلَمَّا خَرَجَ أَمْرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَنَضَحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُمْ.

[৩৫০] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারির বাড়িতে দেখা-সাক্ষাত করে তাদের সাথে খাবার খেলেন। যখন তিনি বের হতে চাচ্ছিলেন, তখন ঘরের একটি স্থান নির্ধারণ করার আদেশ করলেন। অতঃপর ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে পানি ছিটিয়ে বিছানা পেতে দেয়া হলো। তিনি তাতে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের জন্য দুআ করলেন।^{৩১}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ إِلَيْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ صُوفٌ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّةِ: إِنَّمَا هَذِهِ ثِيَابُ الرُّهْبَانِ، إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا تَرَأَوْ�ُوا تَجْمَلُوا.

[৩৫১] আবু খালদা রাহিমাল্লাহু বলেন, আবদুল করিম আবু উমাইয়া রাহিমাল্লাহু আবুল আলিয়ার কাছে আসলেন। তখন তার গায়ে ছিল মোটা কাপড়। আবুল আলিয়া রাহিমাল্লাহু তাকে বলেন, এটা তো খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের পোশাক। যদি মুসলমানগণ পরম্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে যান, তবে তারা উত্তম পোশাক পরতেন।^{৩২}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَرْزَيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجْتُ إِلَيَّ أَسْمَاءَ جُبَّةَ مِنْ طَبَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبَنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ، وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكْفُوقَانِ بِهِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَلْبِسُهَا لِلْوُفُودِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ.

^{৩১}. সহিত্তল বুখারি: ৬০৮০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩২}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ। তালিক: আল জামেউস সহিহ: ১০/১০৮।

[৩৫২] আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্তদাস আবদুল্লাহ রাহিমাল্লাহু বলেন—
আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমার সামনে একটি তায়ালিসী জুববা বের করলেন।
তাতে এক বিঘা পরিমাণ এক টুকরো রেশমী কাপড় (লাগানো) ছিল, যা দ্বারা
জুববার দুটি কিনারা মোড়ানো ছিল। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এটা নবিজি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুববা। তিনি জুমআর দিন এবং প্রতিনিধি দলের
সাথে সাক্ষাতকালে এই জুববাটি পরিধান করতেন।^{৩৩}

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً إِسْتَبْرِقِ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِشْرِ هَذِهِ، وَالْبَسْهَا عِنْدَ الْجُمُعَةِ، أَوْ حِينَ تَقْدِمُ عَلَيْكَ الْوُفُودُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا يَلْبِسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»، وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّلٍ، وَإِلَى أُسَامَةَ بِحُلَّلٍ، وَإِلَى عَلِيٍّ بِحُلَّلٍ، فَقَالَ
عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، لَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبِيعُهَا، أَوْ تَقْضِي بِهَا حَاجَتَكَ».

[৩৫৩] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু
একটি রেশমের চাদর পেলেন। অতঃপর সেটাকে নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন—(হে আল্লাহর রাসুল) আপনি এই চাদরটি ক্রয়
করুন। যাতে তা জুমআর দিন অথবা যখন বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আপনার সাথে
সাক্ষাত করতে আসবে তখন পরিধান করতে পারেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—এটা তো পরিধান করতে পারে সে জন, আধিরাতে
যার কোনো প্রাপ্য নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকটি রেশমী চাদর আসলো।
তিনি তার একটি চাদর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য, একটি চাদর উসামা
রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এবং একটি চাদর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য
পাঠালেন।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এ চাদরটি
আমার জন্য পাঠিয়েছেন—অথচ আপনি এ সম্পর্কে আমাকে যা বলেছিলেন, আমি

^{৩৩}. তাখরিজ: সহিহ মুসলিম: ১৪০৬। তালিক: আল জামেউস সহিহ: ১২/১৩৩। হাদিসের মান:
হাসান।

ତୋ ତା ଶୁଣେଛି। ନବି କାରିମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେନ—ତୁମি ଏଟା ବିକ୍ରି କରୋ। କିଂବା ଏଟା ଦ୍ୱାରା ତୋମାର କୋନୋ ପ୍ରୋଜନ ପୂରଣ କରୋ।^{୩୪}

ଯିଯାରତେର ଫ୍ୟାଲିତ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَخَاهُ لَهُ فِي قَرْيَةٍ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَهُ عَلِيَّكَ مِنْ نِعْمَةٍ تُرْبَهُ؟ قَالَ: لَا، إِنِّي أَحِبُّهُ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكَ، أَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ.

[354] ଆବୁ ଉରାଇରା ରାଦିଯାଲ୍ଲାହୁ ଆନନ୍ଦ ବଲେନ, ନବି କାରିମ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ—ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏକ ଭାଇୟେର ସାଥେ ଦେଖା-ସାକ୍ଷାତ କରାର ଜନ୍ୟ ତାର ଗ୍ରାମେ ଗେଲୋ। ଆଲ୍ଲାହ ତାର ପଥେ ଏକଜନ ଫେରେଶତାକେ ନିର୍ଧାରଣ କରଲେନ। ଏ ଫେରେଶତା ତାକେ ବଲେନ, ଆପନି କୋଥାଯ ଯାଓୟାର ଇଚ୍ଛା କରେଛେ? ସେ ବଲଲ— ଏହି ଗ୍ରାମେ ଆମାର ଏକ ଭାଇୟେର ସାଥେ ଦେଖା କରତେ ଯାଚିଲାମ। ଫେରେଶତା ବଲେନ, ଆପନାର ଉପର କି ତାର କୋନୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଛେ, ଯାର କାରଣେ ଆପନି ଯାଚେନ? ସେ ବଲଲ, ନା। ଆମି ତାକେ ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ଭାଲୋବାସି। ଫେରେଶତା ବଲେନ, ଆମି ଆଲ୍ଲାହର ଦୃତରପେ ଆପନାର କାହେ ପ୍ରେରିତ ହେଁଛି। ଆପନି ଯେମନ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଭାଲୋବାସେନ, ଠିକ ତେମନି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଆପନାକେ ଭାଲୋବାସେନ।^{୩୫}

କୋନୋ ଗୋତ୍ରକେ ଭାଲୋବାସେ ଠିକଇ କିନ୍ତୁ ମିଲିତ ହତେ ପାରଛେ ନା

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغَيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِيتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِمْ؟ قَالَ: «أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحِبْتَ»، قُلْتُ: إِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحِبْبْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ».

[355] ଆବୁ ଯର ରାଦିଯାଲ୍ଲାହୁ ଆନନ୍ଦ ବଲେନ—ଆମି ନବିଜି ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମକେ ବଲଲାମ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସୁଲ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କୋନୋ ଗୋତ୍ରକେ ଭାଲୋବାସେ

^{୩୪}. ସହିତ୍ତିଲ ବୁଖାରି: ୮୮୬; ସହିତ୍ତ ମୁସଲିମ: ୨୦୬୮। ହାଦିସେର ମାନ: ସହିତ୍ତ।

^{୩୫}. ସହିତ୍ତ ମୁସଲିମ: ୨୫୬୭; ମୁସନାଦେ ଆହମାଦ: ୧୯୫୮। ହାଦିସେର ମାନ: ସହିତ୍ତ।

ঠিকই, কিন্তু তাদের কাজের কারণে তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—হে আবু যর, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই (তুমি আখিরাতে) থাকবে। আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, হে আবু যর, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই (তুমি আখিরাতে) থাকবে।^{৩৫৬}

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَّسِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَنَّسَ إِنَّ اللَّهَ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ مِنْ كَبِيرٍ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» قَالَ أَنَّسُ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بَعْدَ الإِسْلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا يَوْمَئِذٍ.

[৩৫৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল—হে আল্লাহর নবি, কিয়ামত কবে কায়েম হবে? জবাবে তিনি বললেন—তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে বললো, আমি ব্যাপক কিছু প্রস্তুতি নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথেই থাকবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সেদিন মুসলমানরা এত খুশি হতে আর কোনোদিন দেখিনি।^{৩৫৭}

বড়দের মর্যাদা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسْيَطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقًّا كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا».

[৩৫৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে আমাদের ছোটদের ম্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হকের (সম্মানের প্রতি) তোয়াক্তা করে না, সে আমাদের (দলের) অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৩৫৮}

^{৩৫৬}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১২৬; মুসনাদে আহমাদ: ২১৪৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৫৭}. সহিহ মুসলিম: ২৬৩৯; সুনানু আবি দাউদ: ৫১২৭; সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৮৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৫৮}. আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ১/১১৭; মুসনাদে আহমাদ: ৭০৭৪৩। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جُرَيْجَ، عَنْ عَبْيِيدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ
لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا».

[৩৫৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হকের (সম্মানের প্রতি) তোয়াক্তা করে না, সে আমাদের (দলের) অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৩৫৯}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي تَحْيِيْجَ، سَمِعَ
عَبْيِيدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

[৩৫৯] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হকের (সম্মানের প্রতি) তোয়াক্তা করে না, সে আমাদের (দলের) অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৩৬০}

حَدَّثَنَا عَبْدَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا،
وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا».

[৩৬০] আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দের হকের প্রতি তোয়াক্তা করে না এবং আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না।^{৩৬১}

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ
يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَجْلِلْ كَبِيرَنَا، فَلَيْسَ مِنَّا».

^{৩৫৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৪৩; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯২০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৬০}. মুসনাদে আহমাদ: ৬৯৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৬১}. মুসনাদে আহমাদ: ৭০৭৩। হাদিসের মান: সহিহ।

[৩৬১] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বাক্তি আমাদের ছোটদের মেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৩৬২}

বড়দের সম্মান করা

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حِمْرَاقِ
قَالَ: قَالَ أَبُو كِنَانَةَ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ
الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، عَيْرِ الْعَالِيِّ فِيهِ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ
الْمُقْسِطِ.

[৩৬২] আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মুরব্বী মুসলমানদের প্রতি
সম্মান এবং কুরআনের ভারসাম্যপূর্ণ ভাষ্যকারকে সম্মান করা হবে। অযৌক্তিক
ব্যাখ্যাকার ও রুচি আচরণকারীর প্রতি কোনো সম্মান করা হবে না। এবং
ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের
অন্তর্ভুক্ত।^{৩৬৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُؤْقِرْ كَبِيرَنَا».

[৩৬৩] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে
আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না।^{৩৬৪}

বড়রা মজলিসে জরুরী কথা বলবে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ، أَنَّهُمَا

^{৩৬২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৪৩। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৩৬৩}. মারফু সুত্রে বর্ণিত হয়েছে—সুনানু আবি দাউদ: ৪৮৪৩। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

^{৩৬৪}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯১৯। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا، أَوْ حَدَّثَاهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحِيطَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، أَتَيَا خَيْرَ فَتَقَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَحُوَيْصَةَ وَمُحِيطَةَ ابْنَى مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِيرُ الْكِبِيرِ» قَالَ يَحْيَى: لَيْلَ الْكَلَامِ الْأَكْبَرُ - فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَحِقُّوا قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ - يَأْيَمَانِ حَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرُ لَمْ نَرِهُ، قَالَ: «فَتَبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. فَقَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ: فَأَذْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ، فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ، فَرَكَضْتُنِي بِرِجْلِهَا.

[৩৬৪] রাফে ইবনু খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আবদুল্লাহ ইবনু সাহল ও মুহাইয়াসা ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খায়বারে আসলেন এবং একটি খেজুর বাগানে তারা পৃথক হয়ে যান। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনু সাহলকে হত্যা করা হয়। এরপরে সাহলের পুত্র আবদুর রহমান এবং মাসউদের দুই পুত্র হুতাইয়াসা ও মুহাইয়াসা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। তারা তাদের ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে লাগলেন। প্রথমে আবদুর রহমান কথা শুরু করল। কিন্তু তিনি ছিলেন বয়সের দিক থেকে সবার ছেটা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন—বড়কে কথা বলতে দাও। রাবি ইয়াহইয়া বলেন—অবশ্যই বড় ব্যক্তির কথা বলা উচিত। তারা তাদের ভাইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তোমরা তোমাদের ভাইয়ের হত্যার জন্য ৫০ জন কসম করে দিয়ত দাবী করতে পারবে? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, (আমরা এমনটি কীভাবে করি?) এ বিষয়টা তো আমরা দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ইছদিরা ৫০ ব্যক্তির কসমের মাধ্যমে এই হত্যা থেকে মুক্তি লাভ করবে। তারা বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা তো অমুসলিম সম্প্রদায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজের পক্ষ থেকে এই দিয়ত আদায় করে দেন। সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দিয়তের উটগুলোর মধ্যকার একটি উষ্ট্রী আমার ভাগে পড়ে। আমি এদের খোয়াড়ে গেলে সেই উষ্ট্রী আমাকে তার পা দিয়ে লাঠি মারে।^{৩৬৫}

^{৩৬৫}. সহিহল বুখারি: ৭১৪২; সুনানু আবি দাউদ: ৪৫২০; সুনানে নাসাই: ৪৭১৩। হাদিসের মান: সহিহ।

বড়ৱা মজলিসে জরুরী কথা বলবে, প্রয়োজনে ছেটোও বলতে পারবে

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةِ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَّهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبَّهَا، لَا تَحْتُ وَرَقَهَا»، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي التَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثُمَّ أَبْوَ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ التَّخْلَةُ»، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَيِّ قُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَقَعَ فِي نَفْسِي التَّخْلَةُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ دُنْيَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا لَمْ أَرْكَ، وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمُتُمَا، فَكَرِهْتُ.

[৩৬৫] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—মুসলমানের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন একটি গাছের কথা বলো, যে গাছ তার রবের নির্দেশে সবসময় ফল দান করে এবং যার পাতাও ঝরে পড়ে না। আমি মনে-মনে খেজুর গাছের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কথা বলব, অথচ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে আছেন। এমন কাজ আমার কাছে অপছন্দের ছিল। কিন্তু তারাও কোনো জবাব দিলেন না।

এবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা হলো খেজুর গাছ। আমি আমার বাবার সাথে মজলিস থেকে চলে আসলাম, তখন বললাম—বাবা, (নবিজির ঐ কথাটা জিজ্ঞেস করার সময়) আমার কাছে খেজুর গাছ মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, তাহলে বললে না যে? কে তোমাকে বাধা দিলো? (আরে) তুমি ঐ সময় বলতে পারলে আমার কাছে আনন্দ লাগতো। আমি বললাম, আমার বলতে কোনো বাধা ছিলো না। তবে আমি দেখলাম, আপনি বা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেউ কথা বলছেন না। তাই আমি ঐ সময় উত্তর দেয়াকে অপছন্দ করলাম।^{৩৬৬}

^{৩৬৬}. সহিহ বুখারি: ৪৬৯৮; মুসনাদে আহমাদ: ৪৫৯৯। হাদিসের মান: সহিহ।

বড়দেরকে নেতৃত্ব দেয়া

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ مُطَرْفًا، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بَنِيهِ فَقَالُوا: اتَّقُوا اللَّهَ وَسَوْدُوا أَكْبَرُكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ. وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِكَرِيمٍ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّهِيْمِ. وَإِيَّاكُمْ وَمَسْأَلَةَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ. وَإِذَا مُتْ فَلَا تَنْوُحُوا، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْجَحْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِذَا مُتْ فَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لَا يَشْعُرُ بِدَفْنِي بَعْدَ رَبِّنِي وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

[৩৬৬] হাকিম ইবনু কায়েস ইবনু আসেম রাহিমাল্লাহু বলেন—তাঁর পিতা মৃত্যুর আগে তাঁর সন্তানদেরকে কিছু অসিয়ত করে যান—(শোনা,) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় তাকে নেতা বানাবে। কেননা কোনো সম্প্রদায় তাদের বড়দের নেতা বানালে তারা তাদের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে। অল্ল বয়সীদের নেতা বানালে তাদের সমকক্ষরা তাকে ছোট চোখে দেখে। তোমরা অবশ্যই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করো এবং তা লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করো। কেননা তা সম্মানী ব্যক্তিকে মনে রাখে এবং বদমাইশ লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচা যায়।

মানুষের কাছে সুওয়াল (ভিক্ষা চাওয়া) করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তা হচ্ছে মানুষের উপার্জনের সর্বশেষ উপায়। আমি মারা গেলে তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিলাপ করা হয়নি। আমি মারা গেলে আমাকে এমন স্থানে দাফন করবে, যাতে করে বাকর ইবনু ওয়াইল গোত্র জানতে না পারে। কেননা জাহিলি যুগে আমি তাদের প্রতি গাফিল ছিলাম (তাদের অনেক অধিকার নষ্ট করে ফেলেছি)।^{৩৬৭}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالرَّهْبَرِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَمُدْنَنَا، وَصَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ»، ثُمَّ نَأَوْلَهُ أَصْغَرَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْوِلْدَانِ.

^{৩৬৭}. তাবারানি: ৮৬৯। হাদিসের মান: হাসান।

[৩৬৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বছরের প্রথম মৌসুমী ফল আসলে তিনি বলতেন:

اللَّهُمَّ بارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَمُدْنَا، وَصَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহমা বারিক লানা ফি মাদিনাতিনা ওয়া মুদ্নানা, ওয়াসায়ি’না, বারাকাতান মাআ’ বারাকাতিন।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমাদের শহরে এবং আমাদের মুদ্নে (একটি ওজন) ও সা (একটি মাপ)-এ বারাকাহের সাথে আরো বারাকাহ দান করুন।’

অতঃপর তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সবচে’ ছোট শিশুকে খেতে দিতেন।^{৩৬৮}

ছোটদের উপর দয়াদ্র হওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا».

[৩৬৮] আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মানের প্রতি ভক্ষেপ করে না।^{৩৬৯}

শিশুদের সাথে মুআনাকা করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَأْشِدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدِيهِ، فَجَعَلَ يَمْرُ مَرَّةً هَا هُنَا وَمَرَّةً هَا هُنَا، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَنَقَهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

^{৩৬৮}. সুনানু তিরমিয়ি: ৩৪৫৪; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৩২৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৬৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৪৩। হাদিসের মান: সহিহ।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُسَيْنٌ مِّنِي وَأَنَا مِنْهُ، أَحَبَّ اللَّهَ مِنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْخَسِينَ، سَيِّطَانٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ».

[৩৬৯] ইয়ালা ইবনু মুররা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমাদেরকে এক জায়গায় খাবারের দাওয়াত দেয়া হলো। আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাওয়াতে যেতে লাগলাম, তখন দেখা গেল হ্�সাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তায় খেলাধুলা করছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত সবার সামনে গিয়ে তাঁর দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হ্�সাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন একবার এদিক যাচ্ছিলেন আরেকবার ওদিকে যাচ্ছিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাসাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি হ্সাইনকে ধরতে সক্ষম হলেন। তিনি তাঁর এক হাত তার থুতনির নিচে এবং অপর হাত হ্সাইনের মাথায় রেখে তাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করলেন। অতঃপর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্সাইন আমার থেকে এবং আমি হ্সাইনের থেকে। যে ব্যক্তি হ্সাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। হ্সাইন আমার নাতিদের একজন।^{৩৯০}

ছোট বালিকাকে চুমু দেয়া

حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُقَبِّلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ أَوْ تَحْوُهُ.

[৩৭০] মাখরামা ইবনু বুকাইর রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রাহিমাল্লাহু উমর ইবনু আবু সালামার কন্যা যায়নাবকে চুম্বন করেছিলেন। তখন যায়নাবের বয়স ছিলো দু' বছর। অথবা এমনি।^{৩৯১}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُطَّافٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنِّي أَسْتَطَعْتُ أَنْ لَا تَنْظُرَ إِلَيْ شَعْرٍ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلَكَ أَوْ صَيْيَةً، فَأَفْعُلُ.

^{৩৯০}. তাবারানি: ২৫৮৬। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩৯১}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

[৩৭১] হাসান রাহিমাল্লাহু বলেন—তুমি তোমার পরিবারের লোকদের চুলের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করবে। তবে তোমার স্ত্রী বা ছোট মেয়ে হলে তাকাতে সমস্যা নেই।^{৩৭২}

ছোটদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া

حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْمِنِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفُ، وَأَفْعَدَنِي عَلَى حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي.

[৩৭২] ইউসুফ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম ‘ইউসুফ’ রেখেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর কোল-মুবারকে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।^{৩৭৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبُنَّ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَنْقِمِعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ، فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

[৩৭৩] আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সাথে আমার বান্ধবীরাও সাথে খেলা করতো। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনই বান্ধবীরা লুকিয়ে যেত। তিনি তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে আমার নিকটে আবার পাঠাতেন। তখন তারা আমার সাথে খেলা করত।^{৩৭৪}

ছোট বালককে হে আমার ছেলে বলা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ أَبِي عَنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيرِ،

^{৩৭২}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।

^{৩৭৩}. মুসনাদে আহমাদ: ১৬৪০৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৭৪}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ১৯৮২; মুসনাদে আহমাদ: ২৪২৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

فَتُؤْكِي ابْنُ عَمٍ لِي، وَأَوْصَى بِحَمْلِهِ فَقُلْتُ لِابْنِهِ: ادْفَعْ إِلَيِ الْجَملَ، فِإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الرَّبِّيْرِ، فَقَالَ: ادْهَبْ بِنِي إِلَى ابْنِ عَمِّ رَحْمَةِ نَسَّالَةَ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَمِّ رَحْمَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ وَالِّيْدِي ثُوْقِي، وَأَوْصَى بِحَمْلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمِّي، وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الرَّبِّيْرِ، أَفَأَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَملَ؟ قَالَ ابْنُ عَمِّ رَحْمَةَ: يَا بُنْيَيْ، إِنَّ سَبِيلَ اللَّهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَإِنْ كَانَ وَالِّدُكَ إِنَّمَا أَوْصَى بِحَمْلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِينَ يَعْزُزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَملَ، فَإِنْ هَذَا وَأَصْحَابُهِ فِي سَبِيلِ غِلْمَانٍ قَوْمٌ أَيُّهُمْ يَضَعُ الطَّابَعَ.

[৩৭৪] আবুল আজলান আল-মুহারিবি রাহিমান্নাহু বলেন—আমি ইবনু যুবাইরের যুদ্ধের বাহিনীতে ছিলাম। তখন আমার এক চাচাতো ভাই মারা গেল। (মৃত্যুকালে) তিনি তার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য অসিয়ত করে যান। আমি তার ছেলেকে বললাম—উটটি আমাকে দাও। কারণ, আমি ইবনু যুবাইর রাদিয়ান্নাহু আনন্দের বাহিনীতে ছিলাম। সে বললো, চলুন। আমরা ইবনু উমরের কাছে যাই এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই। অতঃপর আমরা ইবনু উমর রাদিয়ান্নাহু আনন্দের নিকট গেলাম। সে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা, কিছুদিন আগে আমার বাবা মারা গেছেন এবং তিনি তার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার অসিয়ত করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন আমার চাচাতো ভাই। তিনি ইবনু যুবাইর রাদিয়ান্নাহু আনন্দের সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। আমি কি তাকে এই উট দিবো? ইবনু উমর রাদিয়ান্নাহু আনন্দ বলেন, হে আমার পুত্র, আল্লাহর রাস্তায় প্রতিটি কাজই সৎ। তোমার পিতা যদি তার উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার অসিয়ত করে থাকেন, তবে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের জিহাদে তুমি তা দান করো। আর এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণীর রাস্তায় লড়ছে। শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কে সীলমোহর অংকিত করবে তা নিয়েই তাদের যুদ্ধ।^{৩৭৫}

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

[৩৭৫] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি মানুষের উপর অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তাআলাও তাঁর উপর অনুগ্রহ করেন না।^{৩৭৬}

حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ قِبِيسَةَ بْنَ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَّمُ، وَلَا يُغْفِرُ مَنْ لَا يَغْفِرُ، وَلَا يُعْفَ عَمَّنْ لَمْ يَعْفُ، وَلَا يُؤْقَ مَنْ لَا يَتَوَقَّ.

[৩৭৬] কাবিসা ইবনু জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—যে (মানুষের উপর) দয়া করে না, সে দয়া পায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না, সে ক্ষমা পায় না। যে ব্যক্তি মাফ করে না, সে মাফ পায় না। যে ব্যক্তি অন্যকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করে না, সেও রক্ষা পায় না।^{৩৭৭}

জমিনবাসীর উপর দয়া করো

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ قِبِيسَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ، وَلَا يُغْفِرُ لِمَنْ لَا يَغْفِرُ، وَلَا يُتَابُ عَلَى مَنْ لَا يَتُوبُ، وَلَا يُؤْقَ مَنْ لَا يَتَوَقَّ.

[৩৭৭] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যে (মানুষের উপর) অনুগ্রহ করে না, সে (অন্যের) অনুগ্রহ পায় না। তাকে ক্ষমা করা হয় না, যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না। যে ব্যক্তি অনুতপ্তকে কবুল করে না, তার ওয়রও কবুল করা হয় না। যে ব্যক্তি অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না, সেও রক্ষা পায় না।^{৩৭৮}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مُحْرَاقٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قَرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، قَالَ: «وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا، رَحِمَكَ اللَّهُ» مَرَّتَيْنِ.

[৩৭৮] মুআবিয়া ইবনু কুররা রাহিমাল্লাহু তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যখন বকরি যবেহ করি, তখন বকরির প্রতি আমার একটা মায়া কাজ করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

^{৩৭৬}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯২২; মুসনাদে আহমাদ: ১৯১৬৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৭৭}. আয় যুহুদ, ইমাম আবু দাউদ: ৮২। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩৭৮}. মুসনাদে আহমাদ: ১৫৫৯২। হাদিসের মান: হাসান।

তখন বললেন, (বকরি জবাইয়ের সময়) বকরির প্রতি তোমার যদি মায়া হয়, তবে আল্লাহ তোমার উপর দয়া করবেন। এ কথা তিনি দু'বার বললেন।^{০৭৯}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِّيٍّ».

[৩৭৯] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে যাকে ডাকা হতো, আবুল কাসিম (নবিজির উপাধি) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—হতভাগা ব্যতীত আর কারো হন্দয় থেকে দয়া-মায়া তুলে নেয়া হয় না।^{০৮০}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُ اللَّهَ».

[৩৮০] জারির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দয়া করেন না।^{০৮১}

পরিবারের প্রতি দয়া করা

حَدَّثَنَا حَرَمَيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمَ النَّاسَ بِالْعِيَالِ، وَكَانَ لَهُ أَبْنُ مُسْتَرْضَعٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنَانُ، وَكُنَّا نَأْتِيهِ، وَقَدْ دَخَنَ الْبَيْتُ يَإِذْخِرِ، فَيُقَبِّلُهُ وَيَشْعُمُهُ.

[৩৮১] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার-পরিজনের প্রতি ৭০.৫.৮৮ খ্রি ছিলেন। মদিনার এক প্রান্তে তাঁর একজন দুর্ঘটণায় সন্তান ছিলো। তার স্বামী ছিল কর্মকার। আমরা

^{০৭৯}. মুসনাদে আহমাদ: ২০৩৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{০৮০}. মুসনাদে আহমাদ: ১০৯৫১; সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৪২। হাদিসের মান: হাসান।

^{০৮১}. সহিল বুখারি: ৭৩৭৬; মুসনাদে আহমাদ: ১৯১৬৪। হাদিসের মান: সহিহ।

সেখানে যেতাম। ঘরটি ইথির ঘাসের ধোঁয়ায় ভরে যেতো। তিনি তাকে চুম্বা দিতেন
এবং নাক লাগিয়ে আগ নিতেন।^{৪২}

নেট: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পুত্রের নাম ছিল ইবরাহিম
রাদিয়াল্লাহু আনহু।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَمَعْنَهُ ضَبٌّ
فَجَعَلَ يَصْمِمُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتْرَحْمُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
«فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

[৩৮২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল, সাথে তার একটি শিশুও ছিল। লোকটি তার
সন্তানকে নিজ দেহের সাথে জড়িয়ে রাখছিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, তার প্রতি কি তোমার মায়া আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবিজি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আল্লাহ তার প্রতি তোমার চেয়ে
অনেক বেশী দয়াবান। তিনি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।^{৪৩}

প্রাণীর প্রতি দয়া করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُعِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ
السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ
يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِرْزًا فَنَزَّلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا
كُلُّ بَيْهُمْ، يَا كُلُّ التَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ
الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي، فَنَزَّلَ الْبَرْزَرَ فَمَلَأَ خُفَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهَا بِفِيهِ، فَسَقَى
الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ:
«فِي كُلِّ ذَاتٍ كَيْدٌ رَطْبَةٌ أَجْرٌ».

[৩৮৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—একবার এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ চলার পর ভীষণ পিপাসা

^{৪২}. সহিহ মুসলিম: ৬৩। মুসনাদে আহমাদ: ১২১০২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৩}. সুনানে নাসাই: ৭৬৬৪। হাদিসের মান: সহিহ।

লাগলো। সে একটি কৃপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। তখন সে দেখলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে এবং ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বললো, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, কুকুরটিরও তদ্রূপ পিপাসা লেগেছে। সে পুনরায় কৃপে নামলো এবং তার মোজা ভর্তি করে পানি তুলে তা নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে আসলো এবং কুকুরটিকে তা পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিগণ বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, পশ্চর জন্যও কি আমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বলেন, প্রতিটি প্রাণধারী সৃষ্টির সেবার জন্য সওয়াব রয়েছে।^{৩৪৪}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّىٰ مَائِظْ جُوعًا، فَدَخَلَتِ فِيهَا النَّارَ، يُقَالُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا، وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا، فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

[৩৪৪] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আন্ন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—একজন নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আয়াব দেওয়া হবে। সেই নারী বিড়ালটিকে (দীর্ঘক্ষণ) বেঁধে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। সে কারণে উক্ত নারী প্রবেশ করে। (কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে, আল্লাহ তাআলাই ভালো জ্ঞাত আছেন যে, তুমি একে বেঁধে রেখেছিলে, একে কোনো খাবার দাওনি এবং কোনো পানীয় দাওনি। এমনকি একে ছেড়ে দাওনি যে, সে পোকা-মাকড় থেয়ে তার জীবন রক্ষা করতে পারতো।^{৩৪৫}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ زَيْدِ الشَّرْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اْرْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَيُلْيِلُ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيُلْيِلُ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ».

[৩৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আন্ন থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা দয়া করো, তাহলে তোমাদেরকেও দয়া করা হবে। তোমরা ক্ষমা করো, তোমাদেরকেও আল্লাহ ক্ষমা

^{৩৪৪}. সুনানু আবি দাউদ: ২৫৫০; মুসনাদে আহমাদ: ১০৬৯৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৪৫}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪২৬৫। হাদিসের মান: সহিহ।

করবেন। সর্বনাশ তাদের জন্য, যারা কথা ভুলে যায়। ধৰ্মস তাদের জন্য, যারা অন্যায় সম্পর্কে জেনেও সবসময় অন্যায় কাজ করতে থাকে।^{৩৮৬}

حَدَّثَنَا مُحَمْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلِ الْكِنْدِيُّ، عَنِ الْقَاسِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَحِمَ وَلَوْ دَبِحَهُ، رَحْمَةُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[৩৮৬] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি দয়া করে, (এমনকি) তা যদি যবেহ করার প্রাণীর প্রতিও হয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে দয়া করবেন।^{৩৮৭}

পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে আসা

حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّلَ مَنْزِلًا فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمَرَةً، فَجَاءَتْ تَرِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بِيَضَّتِهَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَخَذْتُ بِيَضَّتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْدُدْ، رَحْمَةً لَهَا».

[৩৮৭] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মনিলে অবতরণ করলেন। এক ব্যক্তি হৃষ্মারা পাখির ডিম তুলে নিয়ে আসল। পাখিটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপর এসে উড়তে লাগল। তখন তিনি বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে তার ডিম তুলে এনে পাখিটিকে কষ্ট দিচ্ছে?’ এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তার ডিম তুলে নিয়ে এসেছিলাম। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাখিটির উপর দয়া করে তার বাসায় ডিম ফিরিয়ে দিয়ে এসো।^{৩৮৮}

^{৩৮৬}. মুসনাদে আহমাদ: ৬৫৪১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৮৭}. তাবারানী: ৭৯১৫। হাদিসের মান: হাসান।

^{৩৮৮}. মুসনাদে আহমাদ: ৩৪৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

খাঁচার পাখি

حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبِيرِ
بِسْكَةً وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُونَ الطَّيْرَ فِي الْأَقْفَاصِ.

[৩৮৮] হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু
আনহু মকায় (শাসনকর্তা) ছিলেন। আর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ খাঁচায় পাখি পোষতেন।^{৩৮৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى ابْنًا لِأَبِيهِ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُعْيْرٌ
يَلْعَبُ بِهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ - أَوْ أَيْنَ - النُّعْيْرُ؟».

[৩৮৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নবি কারিম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবু তালহার ঘরে) প্রবেশ করলেন। তিনি আবু
তালহার পুত্রকে দেখতে পেলেন। তার নাম ছিল আবু উমাইর। তার (আবু
উমাইরের) একটি নুগাইর পাখি ছিল এবং সে তার সাথে খেলা করত। তিনি তাকে
বলেন, হে আবু উমাইর, তোমার নুগাইরের খবর কী? বা তোমার নুগাইর
কোথায়?^{৩৯০}

লোকের মধ্যে সন্তুব সৃষ্টি করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّةَ أُمَّةَ كُلُّ ثُومٍ ابْنَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي
مُعْيِطٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ
الْكَذَابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ خَيْرًا، أَوْ يَنْمِي خَيْرًا»، قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ
يُرَخْصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الإِصْلَاحُ بَيْنَ
النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ، وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

^{৩৮৯}. হাদিসের মান: হাদিস সহিহ, সনদ: দুর্বল। কারণ, হিশাম তাঁর দাদা ইবনু যুবাইরের সাথে
সাক্ষাত করেনি।

^{৩৯০}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯৬৯; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৭২০; মুসনাদে আহমাদ: ১২১৩৭।
হাদিসের মান: সহিহ।

[৩৯০] উকবা ইবনু আবু মুআইতের মেয়ে উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা সৎবাদ প্রদান করেন—তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন— যে বাস্তি মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়, সে ভালো কথা বলে বা ভালোর ব্যবস্থা করে, সে মিথ্যক নয়। উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন—আমি তিনটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে নবি কারিম কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি (১) মানুষের মাঝে কল্যাণ সাধনায় মিথ্যা বলতে। (২) স্ত্রীর নিকট স্বামীর মিথ্যা কথা। (৩) স্বামীর নিকট স্ত্রীর মিথ্যা কথা।^{৩৯১}

মিথ্যা বলা বর্জনীয়

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤَدَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِيقًا، وَإِنَّكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا».

[৩৯১] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের উপর সত্য গ্রহণ করা আবশ্যিক। কেননা সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর কল্যাণ জাহানের দিকে পথ প্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সত্যবাদিতা অবলম্বন করলে আল্লাহর নিকট তাকে পরম সত্যবাদী হিশেবে লিখা হয়। আর সাবধান, তোমরা মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। এবং পাপাচার জাহানামের দিকে নিয়ে যায়। নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি মিথ্যাচার অবলম্বন করলে আল্লাহর নিকট চরম মিথ্যাবাদী হিশেবে লিখে রাখা হয়।^{৩৯২}

^{৩৯১}. সহিহল বুখারি: ২৬২৯; সহিহ মুসলিম: ২৬০৫; মুসনাদে আহমাদ: ২৭২৭২। হাদিসের মান: সত্য।

^{৩৯২}. সহিহল বুখারি: ৬০৯৪; সহিহ মুসলিম: ২৬০৭; মুসনাদে আহমাদ: ৩৬৩৮। হাদিসের মান: সত্য।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍ وَلَا هَزْلٍ، وَلَا أَنْ يَعْدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِرُ لَهُ.

[৩৯২] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—বাস্তবে এবং ঠাট্টাস্ত্রে কোনোভাবেই মিথ্যা বলার অনুমতি নেই। তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করলে তাকে তা না দেয়ার বিষয়টিরও অনুমতি নেই।^{৩৯৩}

যে ব্যক্তি মানুষের কষ্টে সবর করে

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَّا هُمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَّا هُمْ».

[৩৯৩] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে মুমিন বান্দা মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ঐ মুমিন থেকে উত্তম—যে ব্যক্তি মানুষের সাথে চলাফেরাও করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না।^{৩৯৪}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفِيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمَيِّ، عَنْ أَيِّ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذْيٍ يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ».

[৩৯৪] আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কষ্টদায়ক কিছু শোনার পরও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ বা কিছু নাই। লোকে আল্লাহর সন্তান

^{৩৯৩}. তাবারানি: ৮৫২৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৯৪}. মুসনাদে আহমাদ: ৫০২২; সুনান ইবনু মাজাহ: ৪০৩২। হাদিসের মান: সহিহ।

আছে বলে দাবি করে (শিরক করে)। তবুও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং রিযিক দান করেন।^{৩৯৫}

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْيَاضُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، كَبْعَضٌ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ، إِنَّهَا لِقِسْمَةٍ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قُلْتُ أَنَا: لَا تُقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَارَرَتْهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَعَضَبَ، حَتَّى وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ».

[৩৯৫] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সাধারণ নিয়মে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মাল বণ্টন করলেন, তখন আনসারদের থেকে একজন বলল, আল্লাহর শপথ! এটা এমন এক বণ্টন—যাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা নেই। আমি (আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু) মনে মনে বললাম, এই বিষয়টা অবশ্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবো। ফলে আমি তাঁর (নবিজির) নিকট এসে দেখলাম তিনি সাহাবিদের মাঝে বসে আছেন। আমি তাঁকে গোপনে বিষয়টা বললাম। এতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্ট পেলেন এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিনি এতো রাগ হলেন যে, আমি মনে মনে বললাম—(আহ!) আমি যদি এ বিষয়টা নিবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না জানাতাম! অতঃপর তিনি বলেন—নবি মুসা আলাইহিস সালামকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন।^{৩৯৬}

মানুষের মধ্যে আপোষ করা

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرَدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرَدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَنْبَئُكُمْ بِدَرَجَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ».

^{৩৯৫}. সহিল বুখারি: ৬০৯৯, সহিহ মুসলিম: ২৮০৪; মুসনাদে আহমাদ: ১৯৫৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৯৬}. সুনানু তিরমিয়ি: ৩৮৯৬; মুসনাদে আহমাদ: ৩৬০৮। হাদিসের মান: সহিহ।

[৩৯৬] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি কি তোমাদেরকে সালাত, সিয়াম ও সাদাকাহের চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করবো না? তারা (সাহাবিগণ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন—মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদকে মিটিয়ে দেয়া। আর মানুষের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ ধ্বংসকারী।^{৩৯৭}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفِيَّاً بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: ١] ، قَالَ: هَذَا تَحْرِيجٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

[৩৯৭] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করো” (সুরা আনফাল : ১)। উক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে তিনি বলেন—এর দ্বারা আল্লাহ বান্দার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের পারম্পরিক অবস্থার সংশোধন করে।^{৩৯৮}

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُفِيَّاً بْنَ أَسِيدِ الْحَضْرَمَيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَبُرَتْ خِيَانَةُ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدَّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ».

[৩৯৮] সুফিয়ান ইবনু উসাইদ আল-হাদরামি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—সবচে' খ্যানত হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার কোনো ভাইকে কোনো কথা বললে সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথাই বলেছ।^{৩৯৯}

^{৩৯৭}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৫০৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৯৮}. মুসামাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩৪৭৮০। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। মারফু সুত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

^{৩৯৯}. শুআবুল ঈমান: ৪৪৭৯। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে বাকিয়া নামক রাবি যয়িফ এবং যুবারা ইবনু মালেক অঙ্গত রাবি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ».

[৩৯৯] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বগড়া-ফাসাদ করো না, তাকে উপহাস করো না, এবং খেলাফ করবে এমন ওয়াদা তুমি তার সাথে করো না।^{৪০০}

বংশের খোঁটা দেয়া

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شُعْبَتَانِ لَا تَرْكُهُمَا أُمَّتِي: النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ.

[৪০০] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দুইটি (মন্দ) কর্ম যা আমার উম্মত ছাড়তে পারবে না। (১) মৃতের জন্য বিলাপ করা। (২) বংশ তুলে খোঁটা দেয়া।^{৪০১}

^{৪০০}. সুনান তিরমিয়ি: ১৯৯৫। হাদিসের মান: গরিব।

^{৪০১}. মুসনাদে আহমাদ: ৮৯০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

অধ্যায় : চারিমিক দোষ-ফটি

মানুষের গোত্রপ্রীতি

حَدَّثَنَا رَجَرِيَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَادُ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي امْرَأٌ يُقَالُ لَهَا: فُسِيلَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَيِّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنَ الْعَصِيَّةُ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ).

[৪০১] আকবাদ আর রামলি রাহিমাল্লাহু বর্ণনা করেন, ফুসায়লা নামক একজন মহিলা বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি—আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্যায় কাজে কোনো ব্যক্তির নিজ সম্পদায়কে সাহায্য করা কি (জাহিলি) গোত্রপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন—হ্যাঁ।^{৪০২}

কারো সাথে সম্পর্কচেদ করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حُدَّثَتْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيرِ قَالَ فِي بَيْعٍ - أُوْ عَطَاءٍ - أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْهَيَنَّ عَائِشَةً أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَهُوَ لِلَّهِ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيرِ كَلِمَةً أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيرِ بِالْمُهَاجِرِينَ حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، لَا أُشَفَّعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا، وَلَا أُحَنَّثُ نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا. فَلَمَّا طَالَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيرِ كَلِمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَغْوَثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخِلْتُمَايِّنِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لَا يَحْلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي،

^{৪০২}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৯৪৯; মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯৮৯। হাদিসের মান: হাসান।

فَأَقْبَلَ بِهِ الْمُسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلِينَ عَلَيْهِ يَأْرِذُّهُمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى
عَائِشَةَ فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنْدُخْلُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اذْخُلُوا،
قَالَا: كُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، اذْخُلُوا كُلُّكُمْ. وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا
ابْنَ الزَّبِيرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزَّبِيرِ فِي الْحِجَابِ، وَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفَقَ
يُنَاسِدُهَا يَبْكِي، وَطَفَقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاسِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كَلْمَتُهُ وَقَبَّلَتُ
مِنْهُ، وَيَقُولَا: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ
عَلِمْتُ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ. قَالَ: فَلَمَّا
أَكْثَرُوا التَّذْكِيرَ وَالتَّحْرِيَّجَ طَفِقَتْ تَذَكِّرُهُمْ وَتَبَكِّي وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ
شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهَا حَتَّى كَلَمَتِ ابْنَ الزَّبِيرِ، ثُمَّ أَعْتَقْتُ بِنَذْرِهَا أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ
كَانَتْ تَذَكِّرُ بَعْدَ مَا أَعْتَقْتُ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً فَتَبَكِّي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوغُهَا خِمَارَهَا.

[৪০২] আওফ ইবনুল হারিস, যিনি মায়ের দিক থেকে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু
আনহার ভাতুষ্পুত্র, তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা
বর্ণনা করেন—তাঁর কোনো একটি বস্তু বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ
ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! হয় আয়িশা রাদিয়াল্লাহু
আনহা এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়ত আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য
যোষণা করবো। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি সে এ
ধরনের কথা বলেছে? লোকেরা বলল, হাঁ। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,
আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনু যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না।
এ বিচ্ছেদকাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু
আনহার নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,
আল্লাহর কসম! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার
শপথও ভঙ্গ করবো না। ব্যাপারটি ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দীর্ঘায়িত
হলে তিনি মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনু
আবদে ইয়াগুসের সাথে কথা বলেন। তারা দু’জন বনু যোহরার লোক ছিলেন। ইবনু
যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বলেন, তোমাদের দু’জনকে আল্লাহর দোহাই
দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে পোঁছিয়ে দাও। কেননা
আমার সাথে সম্পর্ক ছিল করার মান্নত মানা তার জন্য জায়েজ হয়নি। অতএব
মিসওয়ার ও আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনু যুবাইর
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু’জনে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু

আনহার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। দু'জন বলেন, আসসালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুছ! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আসো। তারা বলেন, হ্যাঁ, সবাই আসো। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্দার ভেতর গিয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বলতে এবং তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বলেন। তারা দু'জন বলেন, আপনি তো জানেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইকি ওয়াসাল্লাম সালাম কালাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—“কোনো মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনি দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েজ নয়।” তারা দু'জন যখন এভাবে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কঢ়ে বলেন, আমি (কথা না বলার) মান্নত ও শপথ করে ফেলেছি এবং অনেক কঠিন মান্নত। কিন্তু তারা দু'জন বরাবর তাকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনু যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতঃপর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার শপথ ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মান্নতের কথা তার স্মরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তার চোখের পানিতে তার ওড়না ভিজে যেতো।^{৪০৩}

মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষেধ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَخَاسِدُوا، وَلَا تَدَأْبُرُوا، وَلَا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ».

[৪০৩] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা পরম্পরের প্রতি ঘৃণা-বিব্রেষ পোষণ করো না, পরম্পর গোপনে শক্রতা করো না এবং আল্লাহর বান্দাগণ পরম্পর ভাই-ভাই হয়ে

^{৪০৩}. সহিল বুখারি: ৬০৩৭।

যাও। কোনো মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনি রাতের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখা জায়েয নাই।^{৪০৪}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَتِيمُ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ الْلَّيْثِيِّ ثُمَّ الْجَنْدِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ، يُلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُأُ بِالسَّلَامِ».

[404] আতা ইবনু ইয়ামিদ আল-লাইসি আল-জুনদাই রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তির জন্য তার অপর ভাইয়ের সাথে তিনি রাতের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা হালাল নয়। (অবস্থা এই যে) তাদের দেখা-সাক্ষাত হলে একজন এদিকে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দেয়, সে অপরের চেয়ে উত্তম।^{৪০৫}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

[405] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা পরম্পর ঘৃণা-বিবেষ পোষণ করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা পরম্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।^{৪০৬}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^{৪০৪}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১১; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৩২; মুসনাদে আহমাদ: ১২০৭৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪০৫}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১১; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৩২; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৫২৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪০৬}. সহিহুল বুখারি: ৬০৬৬; সহিহ মুসলিম: ২৫৬৩।

قَالَ: «مَا تَوَادَّ أَثْنَانٍ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَبْبِ يَخْدُنْهُ أَحَدُهُمَا».

[৪০৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দুই ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য অথবা ইসলামের সৌজন্যে পরম্পর ভালোবাসার বক্ষনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যকার কোনো একজনের প্রথম অপরাধ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।^{৪০৭}

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قَالَتْ مُعَاذَةً: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّ، ابْنَ عَمِّ أَسِّيْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحْدِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحُقْقَ مَا دَامَا عَلَى صِرَاطِهِمَا، وَإِنَّ أَوْلَهُمَا فَيْنَا يَكُونُ كَفَارَةً عَنْهُ سَبْعُهُ بِالْفَيْءِ، وَإِنْ مَا تَأْتَى عَلَى صِرَاطِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ، رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلْكُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ».

[৪০৭] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই হিশাম ইবনু আমের আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তার পিতা উভদের যুদ্ধের দিন শহিদ হয়েছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন—কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিনি দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েজ নয়। তদিন তারা সম্পর্ক বিছিন্ন করে রাখবে, ততদিন তারা হক থেকে বিমুখ থাকবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার ইচ্ছা করবে, তার সেই ইচ্ছা পূর্বের গুনাহের কাফফারা হিশেবে হবে। আর যদি তারা একুশ সম্পর্ক বিছিন্নাবস্থায় মারা যায়, তবে তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি তাদের একজন অন্যজনকে সালাম করে, আর সে তা গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তখন একজন ফেরেশতা তার সালামের জবাব দেন, আর অপরজনের সালামের জবাব শয়তান দেয়।^{৪০৮}

^{৪০৭}. মুসনাদে আহমাদ: ৫৩৫৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪০৮}. মুসনাদে আহমাদ: ১৬২৫৭। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا عَرِفُ عَصَبَكَ وَرِضَاكِ»، قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَّ، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاحِطَةً قُلْتِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلُ، لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ.

[৪০৮] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—(হে আয়িশা) আমি তোমার সন্তুষ্টি ও রাগ বুঝতে পারি। আমি বললাম, আপনি কেমন করে বুঝতে পারেন ইয়া রাসুলুল্লাহ? নবিজি বলেন, যখন তুমি (আমার প্রতি) সন্তুষ্ট থাকো, তখন বলো, হাঁ, মুহাম্মাদের রবের শপথ। আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট থাকো, তখন বলো, না, ইবরাহিমের রবের শপথ। আমি বললাম, হাঁ, আমি তখন আপনার নাম বাদ দেই।^{৪০৯}

যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচেদ করে রাখে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي خَرَاسِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسْفُكِ دَمِهِ».

[৪০৯] আবু খিরাশ আস-সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন—যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর ধরে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকে, সেটা যেন তার রক্ত প্রবাহিত করল (তাকে হত্যা করল)।^{৪১০}

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدِينِيُّ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هِجْرَةُ الْمُسْلِمِ

^{৪০৯}. সহিহ মুসলিম: ২৪৩৯; মুসনাদে আহমাদ: ২৪০১২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪১০}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১৫; মুসনাদে আহমাদ: ১৭৯৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

سَنَةً كَدِمِهِ»، وَفِي الْمَجْلِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتَابٍ، فَقَالَا: قَدْ سَمِعْنَا هَذَا عَنْهُ.

[৪১০] ইমরান ইবনু আবু আনাস রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবি তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোনো ঈমানদার ব্যক্তির সাথে এক বছর ধরে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকা তাকে হত্যা করার সমতুল্য। সেই মজলিসে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির এবং আবদুল্লাহ ইবনু আবু ইতাবও উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, আমরাও সেই সাহাবির নিকট এ হাদিস শুনেছি।^{৪১১}

দুই সম্পর্কচেদকারী

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ الْلَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يُلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

[৪১১] আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোনো লোকের জন্য তার (মুসলমান) ভাইকে এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে সালামের মাধ্যমে সূচনা করে।^{৪১২}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَاطِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فِينَا يَكُونُ كَفَارًا لَهُ سَبُقَهُ بِالْفَيْءِ، وَإِنْ هُمَا مَا تَأَا عَلَى صِرَاطِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا».

^{৪১১}. হাদিসের মান: মারফু, সহিহ।

^{৪১২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১১; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৫৭৬। হাদিসের মান: সহিহ।

[৪১২] হিশাম ইবনু আমের আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—কোনো মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিনি দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা জায়েজ নয়। যতদিন তারা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখবে, ততদিন তারা সৎ পথ থেকে বিরত থাকবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার ইচ্ছা করবে, সেই ইচ্ছা তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ হবে। আর যদি তারা এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তারা কখনও একত্রে জামাতে প্রবেশ করতে পারবে না।^{৪১০}

শক্তি

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبَاعَضُوا، وَلَا تَخَاسِدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

[৪১৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা পরম্পর ঘৃণা-বিবেষ পোষণ করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা পরম্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।^{৪১৪}

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ، وَهُوَ لَاءِ بِوَجْهِهِ».

[৪১৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামতের দিন তুমি দ্বিমুখী চরিত্রের লোককে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টরূপে দেখতে পাবে। যে এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে এবং অন্যদের কাছে ভিন্ন চেহারা (চরিত্র) নিয়ে আসে।^{৪১৫}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّا كُمْ وَالظَّنُّ، فَإِنَّ

^{৪১০}. মুসনাদে আহমাদ: ১৬২৫৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪১৪}. সহিহল বুখারি: ৬০৬৬; মুসনাদে আহমাদ: ৭৮৭৫। হাদিসের মান: হাদিস।

^{৪১৫}. সুনানু তিরমিয়ি: ২০২৫; মুসনাদে আহমাদ: ৭৩৪১। হাদিসের মান: সহিহ।

الْقَلْنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا تَخَاسِدُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَنَافِسُوا،
وَلَا تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

[৪১৫] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সাবধান, তোমরা মন্দ-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা মন্দ ধারণা হলো সবচে' বড় মিথ্যা। তোমরা মিথ্যা দরদাম করে থেঁকা দিয়ো না। তোমরা পরম্পর হিংসা-বিদ্রো পোষণ করো না, রাগ-গোস্বা করো না এবং গোপনে শক্রতা করো না। আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা পরম্পর ভাই হয়ে যাও।^{৪১৬}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا.

[৪১৬] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে না, এমন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় না, যার মাঝে এবং তার ভাইয়ের মাঝে শক্রতা থাকে। এই দুইজন থেকে সমাধানের জন্য বলা হয়, তোমরা অবকাশ দাও।^{৪১৭}

حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الرُّزْهَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: أَلَا أَحَدَنُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ؟ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، أَلَا وَإِنَّ الْبُغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ.

[৪১৭] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আমি কি তোমাদেরকে সাদাকাহ এবং সিয়াম থেকে কোনো উত্তম আমলের কথা বলে দিবো না? তা হলো মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। সাবধান! ঘৃণা-বিদ্রো ধ্বংসাত্মক।^{৪১৮}

^{৪১৬}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১৭; সহিল বুখারি: ৫১৪৩; মুসনাদে আহমাদ: ৮১১৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪১৭}. সহিহ মুসলিম: ২৫৬৫; সুনানু তিরমিয়ি: ২০২৩; মুসনাদে আহমাদ: ৭৬৩৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪১৮}. মুসনাদে আহমাদ: ১৪৩০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْمَمَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، غُفرَ لَهُ مَا سِواهُ لِمَنْ شَاءَ، مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحِدْ عَلَى أَخِيهِ».

[৪১৮] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তির মধ্যে তিনটি পাপাচার না থাকলে তার অন্য গুনাহসমূহ আলাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। (১) যে ব্যক্তি আলাহর সাথে কিছু শরিক না করে মারা গেলো। (২) যে ব্যক্তি যাদু চাচাকারী ছিলো না এবং (৩) সে তার কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের প্রতি বিদ্রো পোষণ করেনি।^{৪১৮}

সালাম সম্পর্ক ছিন্ন করার কাফফারাস্বরূপ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوئِيسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ بْنُ أَبِي هِلَالٍ مَوْلَى أَبْنِ كَعْبِ الْمَذْجِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسْلِمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ».

[৪১৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো মুমিন ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা জায়েয় নয়। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে যেন তার সাথে সাক্ষাত করে এবং তাকে সালাম দেয়। যদি মুমিন ব্যক্তি তার সালামের জবাব দেয়, তারা দু'জনই সওয়াবের অংশীদার হবে। আর তার সালামের উত্তর না দেয়া হলে সালামদাতা মুসলমান ব্যক্তি সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।^{৪১৯}

^{৪১৮}. শুআবুল ইমান: ১৩০০৪। হাদিসের মান: হাসান।

^{৪১৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৯১৩। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

উঠতি বয়সের ঘুবকদের পৃথক পৃথক থাকা

حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُبَيِّ، كَانَ عُمْرُ يَقُولُ لِبَنِيهِ: إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَتَبَدَّلُوا، وَلَا تَجْتَمِعُوا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقَاطِعُوا، أَوْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ شُرٌ.

[৪২০] সালিম ইবনু আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্রদেরকে বলতেন—যখন সকাল হবে, তখন তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাবে। তোমরা এক ঘরে একত্র হয়ে থাকবে না। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, না জানি তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বা কোনো মন্দ ঘটনা ঘটে যায়।^{৪১১}

পরামর্শ না চাইতে তার ভাইকে পরামর্শ দেয়া

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، أَنَّ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَخْبَرَهُ - وَكَانَ وَهْبٌ أَدْرِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَاعِيًّا وَعَنِمًا فِي مَكَانٍ قَبِيقٍ وَرَأَى مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، يَا رَاعِي، حَوْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

[৪২১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাখালকে তার ছাগলসহ একটি লতাহীন স্থানে দেখতে পেলেন। এর মত আরো একটি স্থান দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বলেন, হে রাখাল, ধৰ্স তোমার জন্য। তুমি এগুলো অন্যত্র নিয়ে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “প্রত্যেক রাখালকে তার রাখালীর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে।”^{৪১২}

^{৪১১} হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে ফাযল ইবনু মুবাশশির দুর্বল রাবি।

^{৪১২}. সহিল বুখারি: ৮৯৩; সহিল মুসলিম: ১৬২২; মুসনাদে আহমাদ: ৫৮৬৯। হাদিসের মান: সহিহ।

যে ব্যক্তি মন্দ উদাহরণকে অপছন্দ করে

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِلَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَادِدُ فِي هِبَتِهِ،
كَلْكُلٌ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

[৪২২] ইবনু আবু আকবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি
দান করে তা ফেরত নেয় সে কুকুরতুল্য যে বরি করে পুনরায় তা গলাধকরণ
করে।^{৪২৩}

প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ
الْخَارِقِيُّ وَاسْمُهُ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ غَرْ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ
خَبْ لَئِيمٌ».

[৪২৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলছেন—মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল ও সম্মানী প্রকৃতির হয়ে থাকে। আর
পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ইতর হয়ে থাকে।^{৪২৪}

গালি দেয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ،
عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ سَاقِتٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ،
ثُمَّ رَدَّ الْآخَرُ. فَنَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: نَهَضْتَ؟ قَالَ: «نَهَضْتِ

^{৪২৩}. সুনানে নাসাই: ৩৬৯১; মুসনাদে আহমাদ: ২৬৪৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪২৪}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৯০; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৬৪; মুসনাদে আহমাদ: ৯১১৮। হাদিসের
মান: সহিহ।

الْمَلَائِكَةُ فَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، إِنَّ هَذَا مَا گَانَ سَاكِنًا رَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الَّذِي سَبَّهُ،
فَلَمَّا رَدَّ نَهَضَتِ الْمَلَائِكَةُ.

[৪২৪] ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই ব্যক্তি পরম্পর গালাগাল করল। তাদের একজন গালি দিলে অপরজন চুপ করে রইল। সেখানে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। অতঃপর অপরজনও তার প্রতিপক্ষকে গালি দিলো। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন। তাঁকে বলা হলো—আপনি উঠে গেলেন কেনো? তিনি বলেন, ফেরেশতারা উঠে গেছে বিধায় আমিও উঠে গেছি। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ নীরব ছিল, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার পক্ষ থেকে যে গালি দিচ্ছিল, তার উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন সে অপরজনকে গালি দিল, তখন ফেরেশতারা উঠে চলে গেল।^{৪২৫}

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رُدَيْحُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهَا فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْكَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَتْ: إِنْ تُؤْبَنَ بِمَا لَيْسَ فِيهَا، فَطَالَمَا رُغِّبَنَا بِمَا لَيْسَ فِيهَا.

[৪২৫] উন্মু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল—এক লোক আবদুল মালেকের কাছে আপনার বদনাম করেছে। তখন উন্মু দারদা বলেন, যদিও আমাদের দোষ না থাকা সত্ত্বেও আমরা দৃষ্টিত হয়েছি, কখনো আমরা এমন গুণের জন্যও প্রশংসিত হয়েছি যা আমাদের ছিল না। (সুতরাং, কেউ বদনাম করলে কোনো কিছু যায় আসে না)।^{৪২৬}

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَايِّيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: أَنْتَ عَدُوِّي، فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَرِئَ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَيْسٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْدُ أَبُو جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: إِلَّا مَنْ تَابَ.

[৪২৬] কায়স রাহিমাল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—যখন কোনো ব্যক্তি তাব সঙ্গীকে বললো, তুমি আমার দুশ্মন। তাদের একজন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেল। অথবা তার সঙ্গী থেকে সে দায়মুক্ত।

^{৪২৫}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আবদুল্লাহ ইবনু কায়সান নামক রাবি দুর্বল।

^{৪২৬}. হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

কায়স রাহিমাত্ত্বাত্ত বলেন—পরবর্তীতে আবু জুহাইফা রাদিয়াত্ত্বাত্ত আনন্দ আমাকে সংবাদ প্রদান করেন যে, আবদুল্লাহ রাদিয়াত্ত্বাত্ত আনন্দ বলেছেন, তবে যে তাওবা করে সে ব্যতীত।^{৪২৭}

পানি পান করা

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَطْلَنْهُ رَقْعَةً - شَكَ لَيْثٌ - قَالَ: فِي ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ وَتَلَافِيَاتِهِ سُلَامٌ - أَوْ عَظِيمٌ، أَوْ مَفْصِلٌ - عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، كُلُّ كَلْمَةٍ ظَبِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ، وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

[৪২৭] ইবনু আবাস রাহিমাত্ত্বাত্ত থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আদম সন্তানের দেহে তিনশত ষাটটি সরু হাঁড়-সংযোগ আছে। প্রতিদিন সেসব হাঁড়ের জন্য একটি করে সাদাকাহ নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি ভালো কথা একটি সাদাকাহের সমতুল্য। কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করাও একটি সাদাকাহ। কাউকে পানি পান করালে তাও একটি সাদাকাহ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও একটি সাদাকাহ।^{৪২৮}

যে ব্যক্তি প্রথম গালি-গালাজ শুরু করে উভয়ের পাপ তার উপর বর্তাবে

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَ أَفْعَلَ الْبَادِيِّ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ».

[৪২৮] আবু ছরাইরা রাদিয়াত্ত্বাত্ত আনন্দ থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাত্ত্বাত্ত আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দু'জন দু'জনকে গালাগালির পাপ যে প্রথমে গালি দেয় তার উপর বর্তায়। যতক্ষণ না যাকে গালি দেয়া হয়েছে, সে সীমালঙ্ঘন না করে।^{৪২৯}

^{৪২৭}. আস সুন্নাহ: ১৪৭৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪২৮}. তাবারানি: ১১০২৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪২৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮৯৪; মুসনাদে আহমাদ: ৭২০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَ، فَعَلَ الْبَادِي، حَتَّى يَعْتَدِي الْمَظْلُومُ».

[৪২৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দু'জন দু'জনকে গালাগালের পাপ যে প্রথমে গালি দেয় তার উপর বর্তায়। যতক্ষণ না যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে সীমালঙ্ঘন না করে।^{৪০০}

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْعَصْمُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ التَّائِسِ إِلَى بَعْضٍ، لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ».

[৪৩০] নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা কি জানো চোগলখোর কে? সকলে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন—মানুষের মাঝে ফিতনার উদ্দেশ্যে যে একজনের কথা অন্যজনকে বলে।^{৪০১}

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ».

[৪৩১] নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—আল্লাহ তাআলা আমার নিকট এই মর্মে অহি প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও এবং একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করো না।^{৪০২}

গালিগালাজকারী দুই শয়তানের মত এবং মিথ্যা দাবীদার ও মিথ্যাবাদী

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَسْبِبِي؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانٌ يَتَهَاجِرُ وَيَتَكَاذِبُ».

^{৪০০}. মুসনাদে আহমাদ: ১৮৩৪১। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৪০১}. শারহ মুশকিলুল আছার: ২৩৯৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪০২}. আস সহিহা: ৫৭০। হাদিসের মান: সহিহ।

[৪৩২] ইয়াদ ইবনু হিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহু, এক ব্যক্তি আমাকে গালাগাল করে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা একে অপরকে গালি দেয়, তারা দুইটি শয়তান। তারা ফাউল কথা বলে এবং তারা মিথ্যা কথা বলে।^{৪৩০}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ حَجَاجِ بْنِ حَجَاجَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَبَّنِي فِي مَلَأٍ هُمْ أَنفُضُ مِنْيِ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ قَالَ: «الْمُسْتَبَانُ شَيْطَانٌ يَتَهَاجِرُ إِنْ وَيَتَكَادِبَانِ».

[৪৩৩] ইয়াদ ইবনু হিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—নিশ্চয় আল্লাহ আমার কাছে এই মর্মে প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা পরম্পর বিনয়ী হও, একজন অপরের উপর কঠোরতা করো না। একজন অপরের নিকট অহংকার দেখিও না।

আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহু, আপনার কী মত, কেউ যদি আমাকে আমার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মজলিসে গালি দেয় এবং আমিও তার গালির জবাব দেই, তবে তাতে আমার কোনো পাপ হবে? নবিজি বলেন, যারা একে অপরকে গালি দেয়, তারা দুইটি শয়তান। তারা ফাউল কথা বলে এবং তারা মিথ্যা কথা বলে।^{৪৩৪}

قَالَ عِيَاضٌ: وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَافَةً، قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ، فَلَمْ يَقْبِلْهَا وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ».

[৪৩৪] ইয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি ছিলাম রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শক্র। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাঁকে একটি উটনী

^{৪৩০}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭৪৮৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৩৪}. সহিহ মুসলিম: ২৮৬৫; সুনানু আবি দাউদ: ৪৮৯৫; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৭৯। হাদিসের মান: সহিহ।

হাদিয়া দিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন—মুশরিকদের উপহার গ্রহণ আমার কাছে পছন্দ নয়।^{৪৩৫}

মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي رَائِدَةَ، عَنْ زَكْرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ».

[৪৩৫] সাদ ইবনু মালক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ।^{৪৩৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلَيْ، عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً، وَلَا لَعَانًا، وَلَا سَبَابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ».

[৪৩৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালিদাতা ছিলেন না। তিনি যখন অসন্তুষ্ট হতেন, তখন বলতেন, তার কী হলো? তার কপাল ধূলিমণ্ডিল হোক।^{৪৩৭}

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

[৪৩৭] আবদুল্লাহু রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— মুসলমানকে গালি দেয়া মারাত্মক পাপ এবং তাকে হত্যা করা কুফরি কাজ।^{৪৩৮}

^{৪৩৫}. মুসনাদে আহমাদ: ১৭৪৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৩৬}. সুনানু আবি দাউদ: ৩০৫৭; সুনানু তিরমিয়ি: ১৫৭৭; মুসনাদে আহমাদ: ১৭৪৮২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৩৭}. সহিহল বুখারি: ৬০৩১; মুসনাদে আহমাদ: ১২৪৬৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৩৮}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৯৩৯; সহিহ মুসলিম: ১১৬; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৮৩; মুসনাদে আহমাদ: ৩৬৪৭। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْخَسِينِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيلِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرًّا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَثْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».

[৪৩৮] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন ফাসেক এবং কাফের বলে সম্মোধন না করে। সত্যিকারে যদি ব্যক্তি তদ্বপ্ন না হয়, তাহলে উক্ত অপবাদদানকারীর উপর বর্তায়।^{৪৩৯}

وَبِالسَّنَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَثَ عَلَيْهِ.

[৪৩৯] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—যে ব্যক্তি জানা থাকা সত্ত্বেও নিজ পিতা ব্যতীত অপর কাউকে তার পিতা বলে ডাকে, এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোনো বংশের লোক বলে পরিচয় দেয়, যে বংশে তার জন্ম হ্যানি, তাহলে সে যেন জাহানামে তার বাসস্থান তৈরী করে নিল। আর যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বা আল্লাহর দুশমন বলে অথচ ঐ ব্যক্তি কাফের বা আল্লাহর দুশমন নয়, তাহলে এই অপবাদ অপবাদকারীর উপর পতিত হয়।^{৪৪০}

حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ - قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدَ - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اسْتَبَ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، فَاسْتَدَ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَحِدُ»، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى

^{৪৩৯}. সহিহল বুখারি: ৬০৪৫; মুসনাদে আহমাদ: ২১৫৭১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৪০}. সহিহ মুসলিম: ১১২; মুসনাদে আহমাদ: ২১৪৬৫। হাদিসের মান: সহিহ।

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَالَ: أَتَرَى بِي بِأَسَاءٍ، أَمْ جُنُونٌ أَنَا؟ اذْهَبْ.

[৪৪০] সুলাইমান ইবনু সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দু'জন ব্যক্তি পরম্পর গালাগাল করল। তাদের একজন বেশী রেগে গেল, রাগে তার চেহারা ফুলে উঠলো এবং পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি কথা জানি, যা সে বললে রাগ চলে যেত। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা জানিয়ে বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করো (অর্থাৎ আউ'যু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ো)। উভরে সে বলল, আমার মধ্যে কি কোনো খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছো? আমি পাগল নাকি? তুমি চলে যাও।^{৪৪১}

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرْ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةً هَجْرٍ فَقَدْ حَرَقَ سِرْ اللَّهِ، وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَنْتَ كَافِرٌ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا.

[৪৪১] আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—প্রতি দু'জন মুসলমান, যাদের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পর্দা আছে। কোনো ব্যক্তি তার অপর সাথীকে অশ্লীল কথা বললে সে আল্লাহর নির্ধারিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। একজন অপরজনকে ‘তুমি কাফের’ বললে তাদের মধ্যকার একজন তো কাফের হয়ে যায়। আর যখন তাদের মধ্য থেকে একজন অপরজনকে কাফের বলে, তখন তাদের থেকে একজন কাফের হয়ে যায়।^{৪৪২}

^{৪৪১}. সহিহ মুসলিম: ২৬১০; সহিহল বুখারি: ৬০৪৮; সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৪২}. মুসনাদে আহমাদ: ৫০৭৭। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে ইয়াযিদ ইবনু আবি যিয়াদ দুর্বল রাবি। সহিহ বুখারিতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

حدثنا حجاج، أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه: أنت كافر أو يا كافر فقد باع بها أحدهما.

যে ব্যক্তি কাউকে মুখের উপর কিছু বলে না

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ،
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَرَحِّضَ
فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ، فَحَمِّدَ اللَّهَ،
 ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ،
وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

[৪৪২] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত থাকলো। এ খবর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তব্যতায় তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তারপর বলেন—লোকদের কি হলো যে, আমি যে কাজ করেছি, সে কাজ করা থেকে তারা বিরত থাকছে। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয় করি।^{৪৪৩}

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَلِيمِ الْعَلَوِيِّ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُواجِهُ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ،
فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ أَئْرُ صُفْرَةٍ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لَوْ غَيَّرَ - أَوْ
نَزَعَ - هَذِهِ الصُّفْرَةَ».

[৪৪৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বিষয় অপচন্দ হলে তাকে সরাসরি খুব কমই কিছু বলেছেন। একবার এক ব্যক্তি নবিজির কাছে আসল। যার পরনে হলুদ রংয়ের পোষাক ছিল।

“ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—‘যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে তুমি কাফের বা হে কাফের বলে, তখন তা তাদের একজনের উপর বর্তাবে।’” (সহিল বুখারি: ৬১০৮।)

^{৪৪০}. সহিল বুখারি: ৬১০১।

যখন সে চলে গেল, তিনি তার সাহাবিদের বলেন—কতই না উত্তম হতো, যদি এই
ব্যক্তি এই রংটি পরিবর্তন করতো বা খুলে ফেলতো।⁸⁸⁸

যে ব্যক্তি কৌশলগতভাবে অন্যকে—“হে মুনাফিক” বলল

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْيَدَةَ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّبِيعُ بْنُ الْعَوَامِ، وَكَلَّا نَا فَارِسُ، فَقَالَ: «إِنْطَلِقُوا حَتَّى
تَبْلُغُوا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا، وَبِهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأَثُونِي
بِهَا»، فَوَافَيْنَاهَا تَسِيرًا عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقُلْنَا: الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَبَحَثْنَاهَا وَبَعِيرَهَا، فَقَالَ
صَاحِبِي: مَا أَرَى، فَقُلْتُ: مَا كَذَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَا جَرَدَنِي أَوْ لَتُخْرِجَنِي، فَأَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْرَتِهَا وَعَلَيْهَا إِزارٌ صُوفٌ، فَأَخْرَجَتْ،
فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي
أَضْرِبْ عُنْقَهُ، وَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ؟» فَقَالَ: مَا يِلِّي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ، وَأَرَدْتُ أَنْ
يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ، قَالَ: صَدَقَ يَا عُمَرُ، أَوْ لَيْسَ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا، لَعَلَّ اللَّهَ
أَطْلَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ، فَدَمَّعَتْ عَيْنَا عُمَرَ
وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

[888] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে (কোথাও) পাঠালেন। আমরা
দু'জনই ঘোড়ায় সওয়ার ছিলাম। তিনি বলেন, “তোমরা রওয়ানা হয়ে অমুক অমুক
বাগানে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে এক নারীকে পাবে। তার সাথে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে
হাতেব-এর লিখিত চিঠি পাবে। তোমরা সেটা আমার কাছে নিয়ে আসবে।” আমরা
পথ চলতে লাগলাম এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া তথ্য
মোতাবেক সেই নারীকে পেয়ে গেলাম। সে তার উটে করে যাচ্ছিল। আমরা বললাম,

⁸⁸⁸. সুনানু আবি দাউদ: ৪১৮২। হাদিসের মান: হাসান। সনদে সালম আল আলাওয়ায়ি, তাকে
ইবনু কায়স বলা হয়। যদিও বা তিনি দুর্বল রাবি, কিন্তু তার শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। তাহকিক:
শুআইব আরনাউত রাহিমাহল্লাহু। আলবানি কর্তৃক তাহকিক: দুর্বল।

তোমার সাথের চিঠি কোথায়? সে বললো, আমার সাথে কোনো চিঠি নাই। আমরা তাকে এবং তার উট তালাশ করলাম। আমার সাথী বললো, আমি তো কোনো চিঠি-পত্র দেখি না। আমি বললাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলেননি। আল্লাহর শপথ, তুমি চিঠি বের করবে, বের না করলে আমি তোমাকে উলঙ্গ করবো। তখন সে কোমরের দিকে তার হাত বাড়ালো। সে একটি পশমী কাপড় পরিষ্কিত ছিল। সেখান থেকে সে চিঠি বের করলো।

আমি চিঠি নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসলাম। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই ব্যক্তি (হাতিব) আল্লাহ ও তার রাসুল এবং মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন আমাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো এটা করলে? হাতিব বললেন, আমি আল্লাহর উপর অবশ্যই ইমান এনেছি। এবং মুমিন হিশেবেই আছি। তবে আমি চাচ্ছিলাম—গোত্রের নিকট আমার একটা হাত (নিশ্চয়তা) থাকুক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—হে উমর, সে ঠিক বলেছে। সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি? এজন্যই হয়তো আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে।” এ কথায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখ দু’টো অশ্রুসজল হয়ে গেলো এবং তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তার রাসুলই অধিক জানেন।^{৪৪৫}

যে ব্যক্তি তার ভাইকে বলল, “হে কাফির”

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

[৪৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোনো লোক তার কোনো ভাইকে ‘কাফের’ বলে সম্মোধন করলে তাদের একজন কুফুরিতে পতিত হলো।^{৪৪৬}

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ لِلْآخِرِ: كَافِرٌ، فَقَدْ كَفَرَ

^{৪৪৫}. সহিত্তল বুখারি: ৩০৮১; সহিহ মুসলিম: ২৪৯৪।

^{৪৪৬}. সহিত্তল বুখারি: ৬০১৪।

أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ كَافِرًا فَقَدْ صَدَقَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَأَءَ
الَّذِي قَالَ لَهُ بِالْكُفْرِ.

[৪৪৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফের বললে তাদের
দুইজনের মধ্যে একজন কাফের হয়ে যায়। যাকে কাফের বলা হলো, বাস্তবে সে যদি
কাফের হয়ে থাকে, তাহলে যে বলেছে সে সত্য বলেছে। আর যদি তার বক্তব্য
অনুযায়ী কাফের না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফের বললো সে কাফের হয়ে
যায়।^{৪৪৭}

শক্রুর আনন্দ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَائِيَّةِ
الْأَعْدَاءِ.

[৪৪৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নবিজি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্ভাগ্য এবং শক্রুর আনন্দ-উল্লাস থেকে আল্লাহর
কাছে আশ্রয় চাইতেন।^{৪৪৮}

সম্পদ অপচয় এবং অপব্যবহার

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهْيَلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضِي لَكُمْ
ثَلَاثًا، وَيَسْخُطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ
تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرُكُمْ، وَيَكْرِهُ لَكُمْ: قِيلَ
وَقَالَ، وَكَثُرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.

[৪৪৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন

^{৪৪৭}. সহিহ মুসলিম: ৬০; মুসনাদে আহমাদ: ৪৬৮৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৪৮}. সুনানে নাসাঈ: ৫৪৯২; মুসনাদে আহমাদ: ৭৩৫৫। হাদিসের মান: সহিহ।



এবং তিনটি কাজে অসম্ভব হন। যে তিনটি কাজে তিনি সম্ভব হন তা হলো—
তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরিক করবে না। তোমরা
আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ যাকে তোমাদের শাসক
বানিয়েছেন তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে। তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ
অপচন্দ করেন তা হলো—বলা কথা (যার কোনো ভিত্তি নেই)। অতিরিক্ত প্রশ্ন।
সম্পদের অপচয়।^{৪৪৯}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ زَكْرِيَّاً، عَنْ عَمْرٍو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ
الرَّازِقِينَ} [سْبَا: ٣٩]، قَالَ: فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا تَقْتِيرٍ.

[449] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আল্লাহর বাণী: “তোমরা
যা কিছু খরচ করো আল্লাহ তার বিনিময় দেন, তিনি উত্তম রিযিকদাতা” (সুরা সাবা
: ৩৯)। তিনি এ তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, (আল্লাহর এই ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য
হবে, যখন বান্দা) অপচয় এবং কার্পণ্য করবে না।^{৪৫০}

অপচয়কারীদের সম্পর্কে

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِّينِ، عَنْ أَبِي
الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْمُبَدِّرِيْنَ، قَالَ: الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

[450] আবু উবাইদাইন থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু
আনহুকে অপচয়কারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যারা অন্যায় পথে
সম্পদ খরচ করে, তারাই অপচয়কারী।^{৪৫১}

حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ: {الْمُبَدِّرِيْنَ} [الإِسْرَاء: ٩٧]، قَالَ: الْمُبَدِّرِيْنَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

[451] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অপচয়কারীর ব্যাখ্যায় বলেন—যারা
অসৎ পথে সম্পদ ব্যয় করে, তারাই অপচয়কারী।^{৪৫২}

^{৪৪৯}. মুসনাদে আহমাদ: ৮৩৩৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৫০}. মুসনাদে আহমাদ: ৬৬৯৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৫১}. তাবারানি: ৯০০৮। হাদিসের মান: সহিহ।

ঘর-বাড়ি ঠিক করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدٍ
بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْلِحُوا
عَلَيْكُمْ مَنَاوِيَّكُمْ، وَأَخِيفُوا هَذِهِ الْجِنَانَ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَبْدُو لَكُمْ
مُسْلِمُوهَا، وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا سَالَمَنَا هُنَّ مُنْدُ عَادِيَنَا هُنَّ.

[৪৫২] যায়েদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—উমর রাদিয়াল্লাহু
আনহু মিস্তারে উঠে বলতেন, হে মানুষসকল! তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ি ঠিকঠাক
করো। এবং এইসব জিনেরা তোমাদেরকে ভয় দেখানোর আগেই তোমরা তাদেরকে
ভয় দেখাও। জিনদের থেকে যারা মুসলিম তারা তোমাদের সামনে আসবে না।
আল্লাহর শপথ, যখন থেকে তাদের সাথে আমার শক্রতা হয়েছে তারপর আর
কোনো দিন তাদের সাথে আমি আপোষ করিনি।^{৪৫৩}

বাড়ি-ঘর নির্মাণে খরচ করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ
مُضْرِبٍ، عَنْ خَبَابٍ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا الْبَيْنَاءَ.

[৪৫৩] খাবব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ঘর-বাড়ি নির্মাণের ব্যয় ব্যতীত আদম
সন্তানকে প্রতিটি ব্যাপারেই সওয়াব দেয়া হবে।^{৪৫৪}

কর্মচারীর সাথে মালিকের সহযোগিতা করার ব্যাপারে

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَلَيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ
الْطَّائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُطَيْفُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَاصِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ لِابْنِ أَخِيهِ لَهُ خَرَجَ مِنَ الْوَهْطِ: أَيْعَمْلُ عُمَالَكَ؟ قَالَ: لَا

^{৪৫২}. তাবারানি: ১০০৯। হাদিসের মান: হাসান।

^{৪৫৩}. তাহকিক: মিশকাতুল মাসাবিহ: ৪১৩৯। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। তবে শেষের
অংশটুকু মারফু হিশেবেও বর্ণিত হয়েছে।

^{৪৫৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। এই হাদিস মারফু সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে: সুনানু তিরমিয়ি:
২৪৮২।

أَدْرِي، قَالَ: أَمَا لَوْ كُنْتَ ثَقَفِيًّا لَعَلِمْتَ مَا يَعْمَلُ عُمَالُكَ، ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَمِلَ مَعَ عُمَالِهِ فِي دَارِهِ - وَقَالَ أَبُو عَاصِيمٍ مَرَّةً: فِي مَالِهِ - كَانَ عَامِلًا مِنْ عُمَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[৪৫৪] নাফে ইবনু আসেম রাহিমাল্লাহ বলেন—আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ওয়াহত নামক স্থান থেকে আগত তার এক ভাতিজাকে বলেন, তোমার কর্মচারীরা কী কাজ করে? সে বললো, আমি জানি না। তিনি বলেন, যদি তুমি সাকাফি গোত্রের লোক হতে, তবে তোমার কর্মচারীরা কি কাজ করে তা তুমি অবশ্যই জানতো। এরপরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে বা সম্পদে তার কর্মচারীদের সাথে কাজ করলে মহান আল্লাহর কর্মচারী হয়ে থাকে।^{৪৫৫}

উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَوَّلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ».

[৪৫৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ সুউচ্চ দালানকোঠা নিয়ে গর্বে মন্ত না হবে।^{৪৫৬}

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كُنْتُ أَذْخُلُ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النِّسَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ فَأَتَنَاوَلُ سُقُفَّهَا بِيَدِي.

[৪৫৬] হাসান রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত—আমি উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের ঘরসমূহে যাতায়াত করতাম। আমি তাদের ঘরের ছাদসমূহ আমার দুই হাতে ছুঁতে পারতাম।^{৪৫৭}

^{৪৫৫}. সহিল বুখারি: ৭১২১।

^{৪৫৬}. মুসনাদে আহমাদ: ১০৮৫৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৫৭}. মারসিলে আবু দাউদ: ৪৯৭। হাদিসের মান: সহিহ।

وَبِالسَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاؤُدْ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحُجْرَاتِ مِنْ جَرِيدِ
الثَّخْلِ مَغْشِيًّا مِنْ خَارِجٍ بِمُسُوحِ الشَّعْرِ، وَأَطْلَنُ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى
بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتٍّ أَوْ سَبْعَ أَذْرِعٍ، وَأَحْزَرُ الْبَيْتَ الدَّاخِلَ عَشْرَ أَذْرِعً، وَأَطْلَنُ
سُمْكَهُ بَيْنَ الشَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ
الْمَغْرِبِ.

[৪৫৭] দাউদ ইবনু কায়েস রাহিমাল্লাহু বলেন—খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত (মুমিন জননীদের) ঘরসমূহ আমি দেখেছি। এসব ঘরের বাহির দিক থেকে (দেয়ালে) ছিল ঘাসের বেড়া। আমার মনে হয়, ঘরের প্রস্তুতা ছিল দরজা থেকে বাড়ির ফটক পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা মনে হয় সাত-আট হাত হবে। আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছি। তা ছিল পশ্চিমমুখী।^{৪৫৮}

وَبِالسَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ: مَا أَقْصَرَ سَقْفَ بَيْتِكِ هَذَا؟ قَالَتْ: يَا بُنْيَ إِنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَالَاهُ: أَنْ لَا تُطِيلُوا
بِنَاءَكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ أَيَّامِكُمْ.

[৪৫৮] আবদুল্লাহ আর রুমি রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি উন্মে তালক রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে প্রবেশ করলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার এই ঘরের ছাদ অনেক নিচু। তিনি বলেন, হে বৎস, আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কর্মচারীদেরকে লিখে পাঠান, তোমাদের ঘর-বাড়িগুলো সুউচ্চ করে বানাবে না। কেননা তা তোমাদের মন্দ দিনের দিকে ইঙ্গিত করে।^{৪৫৯}

যে ব্যক্তি ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَامِ
بْنِ شُرَحِيلَ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ، وَسَوَاءَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ يُعَالِجُ حَائِطًا أَوْ بَنَاءً لَهُ، فَأَعْنَاهُ.

^{৪৫৮}. মারসিলে আবু দাউদ: ৪৯৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৫৯}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আবদুল্লাহ এবং উন্মু তালক অজ্ঞাত রাবি।

[৪৫৯] সাল্লাম ইবনু শুরাহবিল রাহিমাহল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—হাববাতা ইবনু খালিদ এবং সাওয়া ইবনু খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তখন তিনি ঘরের দেয়াল ঠিক করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর সেই কাজে সহায়তা করেন।^{৪৬০}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ حَبَابٍ نَّعُودُهُ، وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاًتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابُ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعْوَتِنَا.

[৪৬০] কায়েস ইবনু আবু হায়েম রাহিমাহল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমরা (অসুস্থ) খাবাব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখতে গেলাম। তিনি তার দেহে (গরম লোহার) সাতটি দাগ দিলেন। তিনি বলেন, আমাদের যে সকল সঙ্গী চলে গিয়েছেন, কিন্তু দুনিয়া তাদের কোনো ধরণের ক্ষতি করতে পারেনি। (আর এখন) আমরা এমন জিনিষ অর্জন করেছি, যা রাখার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম।^{৪৬১}

لَمْ أَتِنَا هُمَّةً أُخْرَى، وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ.

[৪৬১] কায়েস ইবনু আবু হায়েম রাহিমাহল্লাহ বলেন—একদিন আমরা তার নিকট আসলাম। সে সময় তিনি তার একটি দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন—মাটির কাজের (ঘড়-বাড়ি নির্মাণের) ব্যয় ব্যতীত মুসলমানকে তার প্রতিটি খরচের জন্য সওয়াব দেয়া হয়।^{৪৬২}

حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَعْمَشَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أُصْلِحُ خُصًّا لَنَّهُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: أُصْلِحُ خُصًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ».

^{৪৬০}. সহিহ ইবনু হিবান: ১০৮৮। হাদিসের মান: হাসান।

^{৪৬১}. সুনানু আবি দাউদ: ২৭২১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৬২}. শুআবুল ঈমান: ১০২৩। হাদিসের মান: সহিহ।

[৪৬২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোথাও) যাচ্ছিলেন—তখন আমি আমাদের ছেটি ঘরটি মেরামত করছিলাম। তিনি বলেন, এটা কী? আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের ছেটি ঘরটি ঠিক করছিলাম। তিনি বলেন—(ঘর-বাড়ি নিমার্গের প্রতিযোগীতা) কিয়ামতের চেয়ে বেশী ধেয়ে আসছে।^{৪৬৩}

প্রশন্থ ঘর-বাড়ি

حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ وَقَبِيْصَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ خَمِيلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْخَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكُنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكُبُ الْهَنِيءُ».

[৪৬৩] নাফে ইবনু আবদুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তির সৌভাগ্যের নির্দশন হলো—প্রশস্ত বাসস্থান, কল্যাণকামী প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন।^{৪৬৪}

নিজস্ব কোঠায় অবস্থান

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ نِيرَاسٍ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسِ بْنِ الْزَّارِيَةِ فَوْقَ غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ، فَنَرَأَ وَنَرَأْلُ، فَقَارَبَ فِي الْخُطْبَةِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَشَى بِي هَذِهِ الْمِشِيَّةَ وَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى بِي هَذِهِ الْمِشِيَّةَ وَقَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ مَشَيْتُ بِكَ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «لَيَكُثُرَ عَدُدُ خُطَانًا فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ».

[৪৬৪] সাবিত রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছাদবিশিষ্ট ঘরের এক কোণে ছিলেন। তিনি আয়ান শুনে নিচে চলে আসলেন, আমিও তার সাথে নিচে নামলাম। তিনি ঘন কদমে (মসজিদে) যেতে লাগলেন। তিনি বলেন—একদা আমি যায়েদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। তিনি এভাবে আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটলেন এবং বললেন, তুমি কি জানো, আমি তোমার সাথে এভাবে হাঁটছি কেনো? কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{৪৬৩}. সুনানু আবি দাউদ: ৫২৩৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৬৪}. শুআবুল ঈমান: ৯১১১; মুসনাদে আহমাদ: ১৫৩৭২। হাদিসের মান: সহিহ।

ওয়াসাল্লাম আমাকে সাথে নিয়ে এভাবে হেঁটেছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি কি জানো, আমি কেন তোমার সাথে এভাবে হাঁটছি? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, যাতে সালাতের উদ্দেশ্যে আমাদের পদচারণার সংখ্যা অধিক হয়।^{৪৬৫}

ঘর-বাড়ি কারুকার্য করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْيَنِي النَّاسُ بُيُوتَهَا، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمَرَاحِلِ».

[৪৬৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ না কারুকার্য ঘর-বাড়ি নির্মাণে লোকেরা প্রতিযোগীতা দিবে।^{৪৬৬}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدُّ مِنْكَ الْجُدُّ»، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَا عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقُوقِ الْأَمْهَاتِ، وَوَادِي الْبَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ.

[৪৬৬] মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লেখক ওয়াররাদ রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠান, আপনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন, তা আমাকে লিখে পাঠান। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে লিখলেন, আল্লাহর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সালাতের পর বলতেন—“আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নাই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁর জন্যই সব প্রশংসা।

^{৪৬৫}. আত তারগিব: ১/১২৭; মুসাল্লাফে ইবনু আবি শাইবা: ১৩৩। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে যাহহাক ইবনু নিবরাচ রাবি দুর্বল।

^{৪৬৬}. সহিত্ত বুখারি: ৭২৯২।

তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ, তুমি যা দান করো, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং যা প্রতিরোধ করো, তা কেউ দান করতে পারে না। কোনো সম্পদশালীর সম্পদ তোমার অসম্ভৃতির মুকাবিলায় কোনো উপকারে আসে না।” তিনি তাকে পত্রে আরো লিখেন—তিনি অথবা কথাবার্তা বলতে, উদ্দেশ্যহীন বেশী প্রশ্ন করতে এবং সম্পদের অপচয় করতে নিষেধ করতেন। মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত সমাধিস্থ করতে এবং কার্গণ্য করতে ও অপরের প্রাপ্য রুখে দিতে নিষেধ করতেন।^{৪৬৭}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلٌ»، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوْحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا».

[৪৬৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কাউকেই তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবিগণ বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহু, আপনিও না? তিনি বলেন—আমিও না, যদি না আল্লাহ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। সুতরাং—তোমরা সঠিক পথে চলো, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করো। সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত করো, রাতের অন্ধকারেও কিছু ইবাদত করো এবং সর্বাবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করো।^{৪৬৮}

নব্রতা

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلَلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ: يَا

^{৪৬৭}. মুসনাদে আহমাদ: ১৮১৪৭; সহিহ ইবনু হিবান: ৫৫৫৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৬৮}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪২০১; সহিহল বুখারি: ৬৪৬৩; সহিহ মুসলিম: ২৮১৬। হাদিসের মান: সহিহ।

رَسُولُ اللَّهِ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ فُلِتْ
وَعَلَيْكُمْ.

[৪৬৮] উরওয়াহ ইবনু জুবাইর রাহিমাল্লাহু বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—ইহুদীদের একটি দল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করে বলল, আসসামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কথাটা আমি বুঝতে পারলাম এবং বললাম, ওয়া আলাইকুমুস সামু ওয়াল-লানাতু (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং অভিসম্পাত পতিত হোক)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—হে আয়িশা, থামো। আল্লাহ তাআলা সব ব্যাপারে ন্যৰতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহু, তারা কি বলেছে তা আপনি শুনেননি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তো ওয়া আলাইকুম বলেছি।^{৪৬৯}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَنْ يُحْرِمُ الرَّفِقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ».

[৪৬৯] জারির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি ন্যৰতার (গুণ) থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।^{৪৭০}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ ابْنِ أَبِي
مُلِيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أُعْطَى حَظًّا مِنَ الرَّفِقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظًّا مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ
حُرِمَ حَظًّا مِنَ الرَّفِقِ، فَقَدْ حُرِمَ حَظًّا مِنَ الْخَيْرِ، أَنْقَلَ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَغْضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْ

[৪৭০] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—ন্যৰতার একটি অংশ গুণ যাকে দেয়া হয়েছে, তাকে কল্যাণের একটি অংশ দান করা হয়েছে। আর যাকে ন্যৰতার গুণ থেকে বঞ্চিত রাখা

^{৪৬৯}. সহিল বুখারি: ৬০২৪; সহিল মুসলিম: ২১৬৫; মুসনাদে আহমাদ: ২৪০৯০। হাদিসের মান: সহিল।

^{৪৭০}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮০৯; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৬৭৮। হাদিসের মান: সহিল।

হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার নেকির পাল্লায় তারী বস্ত হবে উন্নম চরিত্র। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষ্য ও বাচাল লোককে পছন্দ করেন না।^{৪৭১}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ وَاسْمُهُ أَبُو بَكْرٍ مَوْلَى رَيْدٍ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنَ عَمْرُو بْنَ حَزْمٍ قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَمَّاتِ عَنْ رَأْيِهِمْ».

[৪৭১] আযিশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সমানী ব্যক্তিদের ক্রটি-বিচ্যুতিকে ছোটো মনে করো।^{৪৭২}

حَدَّثَنَا الْغَدَائِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَنْ أَنَّسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْخُرُقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ لِجَبْرِيلَ الرَّفِيقِ».

[৪৭২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোনো জিনিষের মধ্যে কর্কশতা ক্রটিযুক্ত করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ নম্র এবং তিনিও নম্রতা পছন্দ করেন।^{৪৭৩}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

[৪৭৩] আবু সাউদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পর্দানশীন মেয়েদের চেয়েও বেশী লজ্জাশীল। কোনো কিছু তাঁর অপছন্দ হলে আমরা তাঁর চেহারায় অনুভব করতাম।^{৪৭৪}

^{৪৭১}. সুনানু তিরমিয়ি: ২০১৩; মুসনাদে আহমাদ: ২৭৫৫৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৭২}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৩৭৫; মুসনাদে আহমাদ: ২৫৪৭৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৭৩}. সুনানু তিরমিয়ি: ১৯৭৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৭৪}. সহিহল বুখারি: ৩৫৬২; মুসনাদে আহমাদ: ১১৬৮৩। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهْبَرٌ، عَنْ قَابُوسَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْهَدِيُ الصَّالِحُ، وَالسَّمْتُ، وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

[৪৭৪] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—উত্তম চালচলন, সদাচরণ এবং মাধ্যমতা হচ্ছে নবুওয়াতের সত্ত্বের ভাগের একভাগ।^{৪৭৫}

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ فِيهِ صُعُوبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

[৪৭৫] মিকদাম তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একটি কষ্টদায়ক উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। (আমি তাকে প্রহার করলে) নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তুমি অবশ্যই নন্দন অবলম্বন করবে। কেননা কোনো বস্তুর মধ্যে নন্দন বিদ্যমান থাকলে নন্দন সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোনো বস্তু থেকে তা অপসারিত করা হলে, তা অবশ্যই দোষযুক্ত করে দেয়।^{৪৭৬}

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَالظُّلْمُ طُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[৪৭৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—খবরদার, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এই কৃপণতাই ধৰংস করেছে, ফলে

^{৪৭৫}. মুসনাদে আহমাদ: ২৬৯৮। হাদিসের মান: হাসান লি গাইরিহ। সনদ: দুর্বল। সনদে কাবুস নামক রাবি দুর্বল হাদিস বর্ণনা করেন।

^{৪৭৬}. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৪; মুসনাদে আহমাদ: ২৫৯৩৮। হাদিসের মান: সহিহ।

তারা হত্যায় লিপ্তি হয়েছে এবং আঙ্গীয় সম্পর্ক ছিন করেছে। জুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারকৃপে আবির্ত্ত হবে।^{৮৭৭}

সহজ-সরল জীবন-যামন

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَمْسِكْ حَتَّى أَخِيطَ نَقْبَتِي فَأَمْسَكْتُ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, لَوْ خَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ لَعْدُوْهُ مِنْكِ بُخْلًا, قَالَتْ: أَبْصِرْ شَأْنَكَ, إِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبِسُ الْخَلَقَ.

[৪৭৭] কাসির ইবনু উবাইদ রাহিমাল্লাহু বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন— একদা আমি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট গেলাম। তিনি বলেন, একটু অপেক্ষা করো। আমি আমার (নিকাব-এর) ছেঁড়া অংশটি সেলাই করে নেই। আমি কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনিন, আমি যদি বাইরে গিয়ে লোকজনকে (আপনার এই বিষয়টি) বলি, তাহলে তারা এটাকে আপনার কৃপণতা বলবে। তিনি বলেন, তুমি নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তার জন্য নতুন কাপড় নয়।^{৮৭৮}

ন্মতার ফলাফল

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقُ مُحِبِّ الرَّفِيقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ».

[৪৭৮] আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা নরম ও দয়ালু, তিনি ন্মতাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা ন্মতার উসীলায় (বান্দাকে) এমন কিছু দান করেন, যা কঠোরতার বেলায় দান করেন না।^{৮৭৯}

^{৮৭৭}. মুসনাদে আহমাদ: ৯৫৬৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৮৭৮}. হাদিসের মান: হাসান।

^{৮৭৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৮০৭; মুসনাদে আহমাদ: ১৬৮০২। হাদিসের মান: সহিহ।

সাল্লানা দেয়া

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الشَّيَّاْجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكُنُوا وَلَا تُنْفِرُوا».

[৪৭৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না; প্রশাস্তি দাও, বিরক্ত করো না।^{৪৮০}

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَزَلَ ضَيْفٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِي الدَّارِ كُلْبَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: يَا كُلْبَةً، لَا تَنْبَحِي عَلَى ضَيْفِنَا فَصِحْنَ الْجَرَاءِ فِي بَطْنِهَا، فَذَكَرُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَ هَذَا كَمَثَلٍ أُمَّةٍ تَكُونُ بَعْدَكُمْ، يَغْلِبُ سُفَهَاؤُهَا عُلَمَاءُهَا.

[৪৮০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—বনি ইসরাইলের (কোনো এক ঘরে) জনৈক মেহমান আসলো। তাদের ঘরের দরজায় ছিল তাদের একটি কুকুর। লোকজন বললো, হে কুকুরি, আমাদের মেহমানের আগমনে ডাকাডাকি করো না। (কুকুর তো নীরব থাকলো কিন্ত) তার পেটের বাচ্চাগুলো ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। তারা (বিষয়টি) তাদের নবির কাছে উল্লেখ করলো। তিনি বলেন, এর অনুরূপ তোমাদের পরবর্তী উম্মতের মধ্যে ঘটবে। তাদের নির্বাধেরা তাদের আলেমদের পরাভূত করবে।^{৪৮১}

কঠোরতা করা

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ فِيهِ صُعُوبَةً، فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

[৪৮১] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। তা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। আমি তাকে প্রহার করলে নবি

^{৪৮০}. সহিল বুখারি: ৬১২৫; সহিহ মুসলিম: ১৭৩৪।

^{৪৮১}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। মারফু সুত্রে সহিহ।

সান্নাহ্লান্ত আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেন, (হে আযিশা,) তুমি সবসময় নরম আচরণ করবে। কেননা কোনো জিনিষের মাধ্যমে নম্রতা থাকলে সেই বন্ধকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোনো জিনিষের মধ্যে যদি নম্রতা না থাকে, তবে তা দোষযুক্ত হয়ে যায়।^{৪৮২}

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلَيَّ، عَنِ الْجَرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يُقالُ لَهُ: جَابِرٌ أَوْ جُوَيْرٌ: طَلَبَتْ حَاجَةً إِلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْلًا، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أُعْطِيْتُ فِطْنَةً وَلِسَانًا - أَوْ قَالَ: مِنْظَقًا - فَأَخَذْتُ فِي الدُّنْيَا فَصَغَرْتُهَا، فَرَكِّثْتُهَا لَا تَسْوِي شَيْئًا، وَإِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ أَبْيَضُ الشَّعْرِ أَبْيَضُ الْقِيَابِ، فَقَالَ لَمَّا فَرَغْتُ: كُلُّ قَوْلَكَ كَانَ مُقَارِبًا، إِلَّا وَقُوَّعْكَ فِي الدُّنْيَا، وَهُلْ تَذَرِّي مَا الدُّنْيَا؟ إِنَّ الدُّنْيَا فِيهَا بَلَاغْنَا - أَوْ قَالَ: زَادُنَا - إِلَى الْآخِرَةِ، وَفِيهَا أَعْمَالُنَا الَّتِي نُجَزِّي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: فَأَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أَبْيَضُ بَنْ كَعْبٍ.

[৪৮২] আবু নাজরা রাহিমান্নাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমাদের থেকে জাবির এবং জুবাইর নামক এক ব্যক্তি বলেন, উমর রাদিয়ান্নাহু আনন্দের খেলাফতকালে তার কাছে আমার একটি প্রয়োজন দেখা দিল। আমি রাতে মদিনায় পৌঁছলাম। সকালে উমর রাদিয়ান্নাহু আনন্দের নিকট উপস্থিত হলাম। আমাকে বুদ্ধি এবং বাকপটুতা উভয়ই দান করা হয়েছে। আমি পার্থিব জীবন সম্পর্কে কথা তুললাম এবং একে একেবারেই তুচ্ছ প্রতিপন্থ করলাম। তার পাশে উপস্থিত ছিলেন সাদা পোশাক পরিহিত শুভ্রকেশী এক ব্যক্তি। আমি কথা শেষ করলে তিনি আমাকে বলেন, তোমার সব কথাই ঠিক। কিন্তু দুনিয়াই তোমার বর্তমান ঠিকানা। তুমি কি জানো, দুনিয়া কী? দুনিয়া হলো আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্র বা আখেরাতের পাথের সংগ্রহের স্থান। এখানে আমরা যে আমল করবো তার প্রতিদান আমরা আখেরাতে লাভ করবো। আগস্তক বলেন, দুনিয়া প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি কথা বললেন, যিনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন! আপনার পাশে বসা লোকটি কে? তিনি বলেন, ইনি হলেন মুসলমানদের নেতা উবাই ইবনু কাব রাদিয়ান্নাহু আনন্দ।^{৪৮৩}

^{৪৮২}. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৪; মুসনাদে আহমাদ: ২৪৯৩৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৮৩}. আল মুস্তাদুরাক: ৩/ ৩০৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে জাবের এবং জুবাইবির অজ্ঞাত রাবি।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَنَاعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «الْأَشْرَةُ شَرٌّ».

[৪৮৩] বারাআ ইবনু আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—অহংকার সমস্ত মন্দের মূল।^{৪৮৪}

সম্পদ বিনিয়োগ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْشُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ
نُنْتَجِ فَرْسُهُ فَيَنْحِرُهَا فَيَقُولُ: أَنَا أَعِيشُ حَتَّى أَرْكَبَ هَذَا فَجَاءَنَا كِتَابٌ عُمَرَ: أَنْ
أَصْلِحُوا مَا رَزَقْنَا اللَّهُ، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ تَنَفِّسًا.

[৪৮৪] হানাশ ইবনুল হারিস রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে
বর্ণনা করেন—আমাদের মধ্যে কারো ঘোড়ার বাচ্চা হলে সে তা যবেহ করে
ফেলতো আর বলতো, এ বাহনে সওয়ারের আগ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো?
অতঃপর আমাদের নিকট উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি আসল। আল্লাহ
তোমাদেরকে যে রিয়ক দান করেছেন, তার সংরক্ষণ করো। কেননা তোমাদের ঐ
আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপূরতা প্রসূত।^{৪৮৫}

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ قَامَتِ
السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَغْرِسْهَا».

[৪৮৫] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—যদি কিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো
হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তবে কিয়ামত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সন্তুষ্ট হলে
যেন চারাটি রোপন করো।^{৪৮৬}

^{৪৮৪}. মুসনাদে আহমাদ: ১৮৫৩০। হাদিসের মান: হাসান।

^{৪৮৫}. কিতাবুল ফিতান, নুআইম ইবনু হাস্মাদ: ৪৭৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৮৬}. মুসনাদে আহমাদ: ১২৯০২। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ الْبَجَيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حِبَّانَ، عَنْ دَاؤَدَ بْنِ أَبِي دَاؤَدَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: إِنْ سَمِعْتَ بِالدَّجَالِ قُدْ خَرَجَ، وَأَنْتَ عَلَى وَدِيَةِ تَغْرِسَهَا، فَلَا تَعْجَلْ أَنْ تُصْلِحَهَا، فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْشًا.

[৪৮৬] দাউদ ইবনু আবু দাউদ রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন—তুমি যদি শুনতে পাও যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে, আর তুমি খেজুরের চারা রোপনে লিপ্ত আছো, তবে তার রোপনকাজ সারতে তাড়াভড়া করো না। কেননা তারপরও লোক-বসতি অব্যাহত থাকবে।^{৪৮৭}

মাজলুমের দুআ

حَدَّثَنَا أَبُو ثَعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

[৪৮৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তিনটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়। (১) মাজলুমের দুআ। (২) মুসাফিরের দুআ। (৩) সন্তানের জন্য পিতার দুআ।^{৪৮৮}

আল্লাহর কাছে বান্দার নিয়ত তালাশ করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الرِّزْيَرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ»، وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ أُفْقٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ تُرَاثِ الْأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَنَّا وَصَاعِنَا».

^{৪৮৭}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে দাউদ দুর্বল হাদিস বর্ণনা করেন।

^{৪৮৮}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫৩৬; সুনানু তিরমিয়ি: ১৯০৫। হাদিসের মান: সহিহ।

[৪৮৮] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্তারে উপবিষ্ট অবস্থায় ইয়ামানের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! এদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর তিনি ইরাকের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেক দিকে ফিরে অনুরূপ বলেন। তিনি আরো বলেন—হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীর উৎপন্নজাত দ্রব্যাদী থেকে আমাদেরকে বিয়ক দান করুন এবং আমাদের মুদ্দ ও সা-এ বরকত দান করুন।^{৪৮৯}

জুলুম অন্ধকার

حَدَّثَنَا بْشُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَعْصِمُونَ الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ، فَإِنَّ الشَّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَحَمَلُوهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحْلُوا مَحَارِمَهُمْ».

[৪৮৯] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন ঘনঘোর অন্ধকাররূপে ধারণ করবে। তোমরা ক্রপণতা থেকে বিরত থাকো। কেননা এই ক্রপণতা তোমাদের পূর্ববতীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরম্পরের হত্যা করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে।^{৪৯০}

حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي مَسْخٌ، وَقَذْفٌ، وَخَسْفٌ، وَيُبَدِّأُ بِأَهْلِ الْمَظَالِمِ».

[৪৯০] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমার উন্মত্তের শেষ সময়ে রূপবিকৃতি, আসমানি বিপদ ও ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটবে। এইসব বিপদাপদ প্রথমে জালেমের উপর পতিত হবে।^{৪৯১}

^{৪৮৯}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৯১৫; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬৯০। হাদিসের মান: হাসান।

^{৪৯০}. সহিহ মুসলিম: ২৫৭৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৪৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৯১}. হাদিসের মান: হাসান। সনদ: দুর্বল। সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে অনেকেই দুর্বল বলেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[৪৯১] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—জুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘনঘোর অঙ্ককারকুপে আবির্ভূত হবে।^{৪৯২}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَإِسْحَاقُ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ التَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِّسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاضُونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا نُقْوَا وَهُدُبُوا، أُذْنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ بِمَنْزِلَهِ أَدْلُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا».

[৪৯২] আবু সাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুমিনরা যখন জাহানাম থেকে মুক্তি পাবে, তখন জান্নাত এবং জাহানামের মাঝে অবস্থিত একটি পুলের উপর তাদেরকে আটকে দেয়া হবে। অতঃপর দুনিয়াতে পরম্পরের প্রতি যে অত্যাচার করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে—তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, প্রত্যেকেই জান্নাতে তার স্থান তার দুনিয়ার অবস্থান স্থলের চেয়েও উত্তম স্থান পাবে।^{৪৯৩}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمُ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحَّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحْلُوا مَحَارِمَهُمْ».

^{৪৯২}. সহিহ মুসলিম: ২৫৭৯; সুনানু তিরমিয়ি: ২০৩০; মুসনাদে আহমাদ: ৫৮৩২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৯৩}. সহিহল বুখারি: ২৪৪০; মুসনাদে আহমাদ: ১১০৯৫। হাদিসের মান: সহিহ।

[৪৯৩] আবু উবাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তোমরা অবশ্যই জুলুম থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা জুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিন ঘনঘোর অঙ্ককারকূপ ধারণ করবে। তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষ্য ও অশ্লীলতার প্রসারকারীকে ভালোবাসেন না। তোমরা অবশ্যই কৃপণতা পরিহার করবে। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সম্পর্কচ্ছেদ এবং হারামসমূহকে হালালকূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তুলেছে।^{৪৯৪}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمُمْ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَحَمَلْتُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحْلُوا مَحَارِمَهُمْ».

[৪৯৪] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন কঠিন অঙ্ককারকূপ ধারণ করবে। তোমরা কৃপণতা থেকে দূরে থাকো। কেননা এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরম্পরের রক্তপাত করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালকূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে।^{৪৯৫}

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الصُّبَحِ قَالَ: اجْتَمَعَ مَسْرُوقٌ وَشَتَّيْرُ بْنُ شَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَقَوَّضَ إِلَيْهِمَا حِلْقُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أَرَى هُؤُلَاءِ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْنَا إِلَّا لِيَسْتَمِعُوا مِنَّا خَيْرًا، فَإِنَّمَا أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَأُصَدِّقَكَ أَنَا، وَإِنَّمَا أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَتُصَدِّقَنِي؟ فَقَالَ: حَدَّثْ يَا أَبَا عَائِشَةَ، قَالَ: هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ يَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلَالٍ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي}

^{৪৯৪}. মুসনাদে আহমাদ: ৯৫৬৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৯৫}. সহিহ মুসলিম: ২৫৭৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৪৬। হাদিসের মান: সহিহ।

الْقُرْبَى} [النحل: ٩٠] قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ
يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةً أَسْرَعَ فَرَجًا مِنْ قَوْلِهِ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
[الطلاق: ٩] قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ:
مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةً أَشَدَّ تَفْوِيضاً مِنْ قَوْلِهِ: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوا} [الزمر: ٥٣] مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ.

[৪৯৫] আবু দুহা রাহিমাল্লাহু বলেন—মাসরুক ও শুতাইর ইবনু শাকল মসজিদে একত্র হলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে ঘিরে ধরলো। মাসরুক রাহিমাল্লাহু বলেন, লোকজন আমাদের নিকট উপদেশ শোনার জন্যই আমাদের কাছে একত্রিত হয়েছে। হয় আপনি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহৰ সূত্রে (হাদিস) বর্ণনা করুন এবং আমি তা সমর্থন করবো অথবা আমি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহৰ সূত্রে হাদিস বর্ণনা করি এবং আপনি তা সমর্থন করুন। অপরজন বলেন— হে আবু আয়িশ, আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহৰকে বলতে শুনেছেন, দুই চোখ ব্যভিচার করে, দুই হাত ব্যভিচার করে, দুই পা ব্যভিচার করে এবং লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে? অপরজন বলেন, হাঁ, আমিও তা শুনেছি। পুনরায় তিনি বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহৰকে বলতে শুনেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মতো কুরআন মাজিদের আর কোনো আয়াতে একই সাথে হলাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সন্নিবেশিত হয়নি: “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-ইনসাফ, দয়া-অনুগ্রহ ও নিকটাত্মীয়ের প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন?” (সুরা নাহল : ৯০)। তিনি বলেন, হাঁ, আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি পুনরায় বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে দ্রুত অভাব মোচনকারী ও বিপদমুক্তির অন্য কোনো আয়াত নেই: “যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির একটি ব্যবস্থা করে দেন?” (সুরা তালাক : ২) তিনি বললেন, হাঁ। মাসরুক বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহৰকে বলতে শুনেছেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অধিক আবেদনযী বা সুবিধা দানকারী অন্য কোনো আয়াত নাই, “হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাঢ়ি করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না?” (সুরা যুমার : ৫৩) শুতাইর রাদিয়াল্লাহু আনহৰ বলেন, হাঁ, আমি তার নিকট একথা শুনেছি।^{৪৯৬}

^{৪৯৬}. আল জামে: ২১/১২৩। হাদিসের মান: হাসান।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ - أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسِ الْحَوَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى
نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّماً بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَّمُوا. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمُ الَّذِينَ تُخْطِلُونَ
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِنَّا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ، وَلَا أُبَالِي، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ. يَا عِبَادِي،
كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطِعُمُونِي أُطْعِمُكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا
مِنْ كَسْوَتُهُ، فَاسْتَكْسُوْنِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ
وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْكُمْ، لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، وَلَوْ كَانُوا
عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ، لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ
وَاحِدٍ فَسَأَلُوكُنِي فَأَعْطِيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ، لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً،
إِلَّا كَمَا يَنْقُضُ الْبَحْرُ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ الْحَيْطُونُ غَمْسَةً وَاحِدَةً. يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ
أَعْمَالُكُمْ أَجْعَلُهَا عَلَيْكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ عَيْرًا ذَلِكَ
فَلَا يَلُومُ إِلَّا نَفْسَهُ» كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَئَ عَلَى رُكْبَتِيهِ.

[৪৯৬] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মহান আল্লাহ বলেন, “হে আমার বান্দাগণ, আমি আমার
নিজের উপর জুলুম-অত্যাচারকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরম্পরের
প্রতি তোমাদের জুলুম করাও হারাম করেছি।” অতএব, তোমরা পরম্পরের প্রতি
জুলুম-অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা তো রাত-দিন গুনাহ করো,
আর আমি গুনাহ মাফ করি। তাতে আমার কোনো পরওয়া নাই। অতএব, তোমরা
আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার
বান্দাগণ, আমি যাকে আহার করাই সে ব্যতীত তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। অতএব,
তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদের আহার করবো। হে আল্লাহর
বান্দাগণ, আমি যাকে বন্দু দান করি—সে ব্যতীত তোমরা সকলেই বন্দুহীন।
অতএব, তোমরা আমার নিকট বন্দু চাও, আমি তোমাদেরকে বন্দু দান করবো। হে
আমার বান্দাগণ, তোমাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলে
অর্থাৎ তোমাদের জিন ও মানব সকলে যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীর
ব্যক্তির অন্তরসম হয়ে যায়, তবে তাতে আমার রাজত্বের বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি ঘটবে না।
আর যদি সকলে সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তিসম হয়ে যায়, তবে তাতেও আমার রাজত্ব

বিন্দুমাত্র শ্রীহীন হবে না। তোমাদের সকলে যদি এক বিশাল প্রান্তরে সমবেত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তার চাহিদামত দান করি, তবে তাতে আমার রাজত্বের অতটুকুই ঘাটতি হবে, যতটুকু হয় কেউ সমুদ্রে একটি সুই একবার মাত্র ডুবালে। হে আমার বান্দাগণ, আমি তোমাদের আশলসমৃহই তোমাদের জন্য সঞ্চয় করে রাখি। সুতরাং তোমাদের কেউ কল্যাণ লাভ করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর কেউ তার বিপরীত (অঙ্গল) কিছু লাভ করলে সে যেন নিজেকেই তিরক্ষার করে। আবু ইদরিস আল-খাওলানি রাহিমাহ্মাহ এই হাদিস যখনই বর্ণনা করতেন তখনই নিজের হাঁটুদ্বয় একত্র করে পরম বিনয় প্রকাশ করতেন।^{৪১}

^{৪১}. সহিত মুসলিম: ২৫৭৭; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪২৫৭; সুনানু তিরমিয়ি: ২৪৯৫। হাদিসের মান: সহিত।

অধ্যয়ন : মোগ ও কংগু ব্যক্তিদের সাথে দেখা- সাক্ষাত

রোগীর কাফফারা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ الرَّبِيعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَّ عُظَيْفَ بْنَ الْخَارِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاجَ، وَهُوَ وَجِعٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْسَى أَجْرُ الْأَمِيرِ؟ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ فِيمَا تُؤْجِرُونَ بِهِ؟ فَقَالَ: بِمَا يُصِيبُنَا فِيمَا نَكْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا تُؤْجِرُونَ بِمَا أَنْفَقْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاسْتُنْفِقَ لَكُمْ، ثُمَّ عَدَ أَدَاءً الرَّحْلِ كُلُّهَا حَتَّى بَلَغَ عِدَارَ الْبِرِّدَوْنِ، وَلَكِنَّ هَذَا الْوَصَبَ الَّذِي يُصِيبُكُمْ فِي أَجْسَادِكُمْ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاكُمْ.

[৪৯৭] গুদাইফ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—এক ব্যক্তি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসলো। সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। সে বললো—(আপনি কেমন আছেন? এবং আপনার এই অসুস্থতার পুরস্কার) কিভাবে আমারের প্রতিদান হবে? আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা কি জানো, কিসের বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করো? সে বললো, আমাদের উপর অপচন্দনীয় কোনো কিছু পতিত হলে এর বিনিময়ে প্রতিদান লাভ করে থাকি। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা ব্যয় করো এবং তোমাদের জন্য যা ব্যয় করা হয়, তোমরা তার প্রতিদান পাবে। অতঃপর তিনি হাওদা থেকে শুরু করে ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত অনেক কিছু উল্লেখ করলেন। এরপরে তিনি বলেন, কিন্তু তোমাদের দেহে যেসব রোগ-বালাই হয়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন।^{৪৯৮}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ

^{৪৯৮}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে ইসহাক ইবনুল আলা দুর্বল রাবি।

نَصِيبٌ، وَلَا وَصْبٌ، وَلَا لَهَمٌ، وَلَا حَزَنٌ، وَلَا أَذْيٌ، وَلَا غَمٌّ، حَقِّ الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا،
إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ۔

[৪৯৮] আবু সাউদ খুদরি ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—মুসলিম বান্দার উপর অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা এমনকি যে কাঁটা তার গায়ে বিঁধে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন।^{৪৯৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ، وَعَادَ مَرِيضًا فِي كِنْدَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ
قَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَارَةً وَمُسْتَعْتَبًا، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ
كَالْبَعِيرِ عَقْلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلَا يَدْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ.

[৪৯৯] আবদুর রহমান ইবনু সাউদ রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলাম। তিনি কিন্দা নামক জায়গাতে একজন রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি তার নিকট প্রবেশ করে বলেন—তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফকারা ও অনুশোচনাপ্রকল্প গ্রহণ করেন। আর পাপাচারীর রোগ হলো এমন উটুল্য, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো, অতঃপর ছেড়ে দিলো; অথচ সে জানে না যে, তারা কেনো তাকে বাঁধলো এবং কেনই বা তাকে ছেড়ে দিলো।^{৫০০}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَدِيٌّ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ التَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ،
فِي جَسَدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، حَتَّىٰ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»۔

[৫০০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—ঈমানদার পুরুষ ও নারীর জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের উপর দুঃখ-মুসিবত পতিত হতেই থাকে, অতঃপর সে মহান আল্লাহর সাথে পাপ মুক্ত অবস্থায় সাক্ষাত করো।^{৫০১}

^{৪৯৯}. সহিল বুখারি: ৫৬৪১; সহিহ মুসলিম: ২৫৭৩; মুসনাদে আহমাদ: ৮০২৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫০০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{৫০১}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৯৯; মুসনাদে আহমাদ: ৯৮১১। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسَعَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَغْرَاهِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ أَخَذْتَكَ أُمُّ مِلْدَمْ؟» قَالَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمْ؟ قَالَ: «حَرْ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ صُدِّعْتَ؟» قَالَ: وَمَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ: «رِيحٌ تَعْرِضُ فِي الرَّأْسِ، تَضْرِبُ الْعُرُوقَ»، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَيْ: فَلِينَظُرْهُ.

[৫০১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। নবিজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি উম্মু মিলদাম স্পর্শ করেছে? সে বললো, উম্মু মিলদাম কি? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চামড়া এবং গোস্তের মাঝখানের গরম (ভৱ)। সে বললো, না। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি কি সুদাক্রান্ত (মাথা ব্যথায় আক্রান্ত) হয়েছো? সে বললো, সুদ কি? তিনি বলেন, একটি বায়ু—যা মাথায় অনুভূত হয় এবং তা শিরাসমূহে আঘাত করে। সে বললো, না। অতঃপর সে ব্যক্তি উঠে চলে গেলে তিনি বলেন—যে ব্যক্তি কোনো জাহানামীকে দেখতে পছন্দ করে, সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।^{৫০২}

রাতে বোগীকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: لَمَّا ثَقَلَ حُدَيْفَةُ سَمِعَ بِذَلِكَ رَهْطُهُ وَالْأَنْصَارُ، فَأَتَوْهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَيْ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قُلْنَا: جَوْفُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ، قَالَ: حِثْمٌ بِمَا أَكَفَنُ بِهِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لَا تُغَالِوا بِالْأَكْفَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بُدَلْتُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى سُلِبْتُ سَلْبًا سَرِيعًا. قَالَ أَبْنُ إِدْرِيسَ: أَتَيْنَاهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ.

[৫০২] খালিদ ইবনু রবি রাহিমাল্লাহু বলেন—ছ্যাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুমূর্শ অবস্থায় উপনীত হলে তা তার পরিবারের লোকজন ও আনসারগণ শুনতে পেলেন। তারা গভীর রাতে বা ভোর রাতের দিকে তার নিকট আসলেন। তিনি তাদের

^{৫০২}. মুসনাদে আহমাদ: ৮৩৯৫। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন সময়? আমরা বললাম, মধ্যরাত বা ভোরের কাছাকাছি সময়। তিনি বলেন, আমি জাহানামের প্রভাত হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি বলেন, তোমরা কি আমার কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছো? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বেশি খরচ করো না। কেননা আল্লাহর কাছে যদি আমার জন্য কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি এর চেয়ে উত্তম বদ্রই লাভ করবো। আর যদি তা না হয় তবে এই কাফনও অচিরেই ছিনিয়ে নেয়া হবে।^{১০৩}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللَّهُ كَمَا يُخْلِصُ الْكِبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

[৫০৩] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে (পাপ থেকে) এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করেন, যেমন হাপড় লোহাকে পরিস্কার করে।^{১০৪}

حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ، عَنِ الرَّزْهَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ - وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ - إِلَّا كَانَ كَفَارَةً ذُنُوبِهِ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، أَوِ النَّكْبَةُ».

[৫০৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো মুসলমান মুসিবতে বা কষ্টে কিংবা অসুস্থ হলে তা তার পাপের কাফফারা হয়, এমনকি তার দেহে কাঁটা বিধলে বা লাগলে বা সে হোঁচট খেলে তাও তার কাফফারাস্বরূপ হয়।^{১০৫}

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَدُنِي،

^{১০৩}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে খালেদ ইবনু রবি দুর্বল রাবি।

^{১০৪}. মুসনাদু বায়ার: ১২৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১০৫}. মুসনাদে আহমাদ: ২৫৩৩৮। হাদিসের মান: সহিহ।

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَتَرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، أَفَأُوصِي بِثُلْثَىٰ
مَالِي، وَأَتَرُكُ الْثُلْثَىٰ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أُوصِي النِّصْفَ، وَأَتَرُكُ لَهَا النِّصْفَ؟ قَالَ: «لَا»،
قَالَ: فَأَوْصِي بِالثُلْثَىٰ، وَأَتَرُكُ لَهَا الثُلْثَيْنِ؟ قَالَ: «الثُلْثَىٰ، وَالثُلْثَىٰ كَثِيرٌ»، ثُمَّ وَضَعَ
يَدَهُ عَلَى جَبَهَتِي، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطَنِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتِمْ لَهُ
هِجْرَتَهُ»، فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَيْدِي فِيمَا يَخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ.

[৫০৫] সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আয়িশা থেকে বর্ণিত—তার পিতা বলেছেন, একবার আমি মকাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি অনেক সম্পদ এবং একটি মেয়ে রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাবো? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না। তিনি (সাদ) বলেন, তাহলে তার জন্য অর্ধেক সম্পদ রেখে বাকি অর্ধেক অসিয়ত করে যেতে পারবো? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি আমি এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে দুই-তৃতীয়াংশ তার জন্য রেখে যেতে পারবো? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশ। তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার কপালে রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটে হাত বুলালেন। অতঃপর বললেন—“হে আল্লাহ, সাদকে শিফা দান করুন এবং তার হিজরতকে পূর্ণ করুন।”

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তিনি আমার এখান থেকে বিদায়ের পর হতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁর হাতের শীতলতা আমার অন্তরে অনুভব করছি।^{০০৬}

অসুস্থকালেও সুস্থকালের নেক আমলের সওয়াব দেয়া হয়

حَدَّثَنَا قَيْصَرَةُ بْنُ عَقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
خُعِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ
أَحَدٍ يَمْرُضُ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ».

[৫০৬] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর তার তেমনই আমল লিখা হয়, যেমন সুস্থাবস্থায় লিখা হত।^{০০৭}

^{০০৬}. সুনানু আবি দাউদ: ২৮৬৪; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৭০৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৪০।
হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سِنَانٌ أَبُو رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسِدِهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ، مَا كَانَ مَرِيضًا، فَإِنْ عَافَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ.

[৫০৭] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা যখন কোনো মুসলমানের শরীরে রোগ দেন, তখন তার আমলনামায় সেরূপ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়, যেরূপ আমল সে সুস্থাবস্থায় করতো। এমন সওয়াব দেয়া হয়—যতদিন সে অসুস্থ থাকে, ততদিন। অতঃপর যদি তিনি তাকে সুস্থ করেন, তবে তাকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করেন। আর যদি তাকে নিয়ে যান (মৃত্যু দান করেন), তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেন।^{৫০৮}

حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتِ الْحُمَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ: ابْعِثْنِي إِلَى آثِرِ أَهْلِكَ عِنْدَكَ، فَبَعَثَهَا إِلَى الْأَنْصَارِ، فَبَقِيَتْ عَلَيْهِمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ دَارًا دَارًا، وَبَيْتًا بَيْتًا، يَدْعُو لَهُمْ بِالْعَافِيَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَبَعَّتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لِمَنْ الْأَنْصَارِ، وَإِنَّ أَبِي لِمَنِ الْأَنْصَارِ، فَادْعُ اللَّهَ لِي كَمَا دَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ»، قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ، وَلَا أَجْعَلُ الْجَنَّةَ خَطَرًا.

[৫০৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একবার জ্বর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনি আমাকে আপনার প্রিয়জনদের নিকট প্রেরণ করুন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আনসারদের নিকট পাঠালেন। এই জ্বর তাদেরকে ছয় দিন ছয় রাত আক্রান্ত করে এবং আনসারদের জন্য এটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে এলেন। তারা এই বিষয়ে

^{৫০৯}. আত তারাগিব: ৪/১৫০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫১০}. মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা: ১০৮২৩। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযোগ করে। ফলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে তাদের রোগমুক্তির জন্য দুআ করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসার সময় একজন আনসারি মহিলা তার পিছু অনুসরণ করেন এবং তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি একজন আনসার মহিলা এবং আমার পিতাও একজন আনসার। সুতরাং আপনি আমার জন্য সেরূপ দুআ করুন, যেরূপ দুআ আপনি আনসারদের জন্য করেছিলেন। তিনি বলেন, তুমি কী চাও? তুমি যদি চাও আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করি, তাহলে দুআ করবো। আর যদি তুমি চাও ধৈর্যধারণ করবে, তাহলে তাও করতে পারো। তবে সবরের বিনিময়ে তোমার জন্য হবে জান্নাত। সে বললো, বরং আমি ধৈর্যধারণ করবো, তবুও জান্নাত অর্জন করতে আমি কোনো বাঁধার সম্মুখীন হবো না।^{৫০৯}

وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَمَّى، لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عَضْوٍ مِّنِّي، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ عَضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ.

[৫০৯] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—যেসব রোগ আমাকে আক্রান্ত করে, তার মধ্যে জ্বরের চেয়ে প্রিয় কোনো রোগ আমার কাছে নেই। কেননা জ্বর আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ তাআলাও জ্বরের বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রাপ্য সওয়াব দান করেন।^{৫১০}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ، قِيلَ لَهُ: ادْعُ اللَّهَ، قَالَ: اللَّهُمَّ انْقُصْ مِنَ الْمَرَضِ، وَلَا تَنْقُصْ مِنَ الْأَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: ادْعُ، ادْعُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُقْرَبِينَ، وَاجْعَلْ أُمِّي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.

[৫১০] আবু নুহায়লা রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, তাকে বলা হলো—আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আপনি রোগ মুক্ত করুন। কিন্তু এর সওয়াব কমাবেন না। তাকে বলা হলো, আরো দুআ করুন,

^{৫০৯}. মুসনাদে আহমাদ: ৩২৪০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫১০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

আরো দুআ করুন। তিনি বলেন—হে আল্লাহ, আমাকে আপনার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মাকে হৃষেইনদের অন্তর্ভুক্ত করুন।^{১১}

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ:
بَلَّ، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ،
وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ
دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ»، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ
لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَاهَا لَهَا.

[৫১১] আতা ইবনু আবু রাবাহ রাহিমাত্ত্বাত্ত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—ইবনু আবাস রাদিয়াত্ত্বাত্ত আনন্দ আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী নারী দেখাবো না? আমি বললাম, জি, হাঁ। তিনি বলেন, এই কালো মহিলা জান্নাতী। একদা সে নবিজি সাল্লাল্লাত্ত আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো—আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত, ফলে কখনো কখনো আমার সতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। নবিজি সাল্লাল্লাত্ত আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি চাইলে ধৈর্যধারণ করতে পারো, এর বিনিময়ে তোমার জন্য হবে জান্নাত। আর যদি চাও তবে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি। সে বললো, আমি ধৈর্যধারণ করবো। সে পুনরায় বললো, আমার তো সতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আমি বিবস্ত্র না হই। নবিজি সাল্লাল্লাত্ত আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করলেন।^{১২}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْلُدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ، أَنَّهُ
رَأَى أُمَّ رُفَّرَ، تِلْكَ الْمَرْأَةَ، طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سُلَّمِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوَقَهَا، فَهُوَ كَفَارٌ».

[৫১২] ইবনু জুরাইজ রাহিমাত্ত্বাত্ত বলেন, আতা রাহিমাত্ত্বাত্ত উন্মু যুফার-কালো এবং দীর্ঘদেহী মহিলাকে কাবা ঘরের সিঁড়ির উপর দেখেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আবু মুলায়কা আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, কাসেম

^{১১}. তাবরানি: ১৪৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১২}. সহিষ্ঠল বুখারি: ৫৬৫২; সহিহ মুসলিম: ২৫৭৬।



বাহিমান্নাহ তাকে অবহিত করেছেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন—মুমিন ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিন্দু হলে কিংবা এর চেয়ে বড় কোনো বিপদে পতিত হলে সেটা তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।^{১০}

حَدَّثَنَا يَشْرُبُرُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَكُّ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا، إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ حَطَّايَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

[৫১৩] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে কোনো মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ায় কাঁটা বিন্দু হয় এবং সে তাতে সওয়াবের আশা রাখে, তাহলে এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।^{১১}

حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ التَّنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مَسْلَمَةً، يَمْرُضُ مَرَضًا إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ حَطَّايَةٍ».

[৫১৪] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আমি নবি সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো মুমিন-মুমিনাহ এবং মুসলিম-মুসলিমাহ রোগাক্রান্ত হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন।^{১২}

বোগীর “আমি অসুস্থ” বলা কি অভিযোগের আওতায় পড়ে?

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ عَلَى أَسْمَاءَ، قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشِيرِ لَيَالِي، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةُ، فَقَالَ لَهَا

^{১০}. মুসনাদে আহমাদ: ২৫৬৭৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১}. মুসনাদে আহমাদ: ৯২২০। হাদিসের মান: সহিহ। সনদ: দুর্বল। সনদে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু মাওহাব অজ্ঞাত রাবি। সহিহ সনদে আরো বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—সহিহ মুসলিম: ২৫৭২; সুনানু তিরমিয়ি: ৯৬৫।

^{১২}. মুসনাদে আহমাদ: ১৫১৪৬। হাদিসের মান: সহিহ।

عَبْدُ اللَّهِ: كَيْفَ تَحْجِيدِنِكِ؟ قَالَ: إِنِّي فِي الْمَوْتِ، فَقَالَتْ: لَعَلَكَ تَسْتَهِي
مَوْتِي، فَلِذِلِكَ تَتَمَنَّاهُ؟ فَلَا تَفْعُلْ، فَوَاللَّهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أُمُوتَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيَّ أَحَدٌ
طَرَفِيْكَ، أَوْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَظْفَرَ فَتَقْرَرَ عَيْنِي، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعَرَّضَ عَلَيْكَ
خُطَّةً، فَلَا تُوَافِقُكَ، فَتَقْبِلُهَا كَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا عَنِ ابْنِ الزَّبِيرِ لِيُقْتَلَ فَيُخْرِجُهَا
ذَلِكَ.

[৫১৫] হিশাম রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—আমি এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শাহাদাতের দশ দিন পূর্বে (তার মা) আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন অসুস্থ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, আপনার কাছে এখন কেমন লাগছে? তিনি বললেন—আমি অসুস্থবোধ করছি। তিনি বলেন, আমি তো (হাজাজ কর্তৃক) মৃত্যুর দ্বারপ্রাপ্তে আছি। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হয়তো তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছো, তাই তুমি তোমার মৃত্যুর আশা করছো। তুমি এমনটা করো না। আল্লাহর শপথ! তোমার কোনো একটা দিক নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার মরণ চাই না। হয়তো তুমি শহিদ হবে এবং আমি তোমার জন্য সওয়াবের আশা করবো। নয়তো তুমি জয়ী হবে এবং তাতে আমার চক্ষু শীতল হবে। আর খবরদার, মৃত্যুর ভয়ে তুমি কোনো অনুচিত প্রস্তাবে ঝাল্লি হয়ো না। ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আশংকা ছিল, তিনি শহিদ হলে তাতে তার মা চিন্তিত হয়ে পড়বেন।^{১১৬}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنْ رَبِيدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ دَخَلَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَوْعِدُكُ، عَلَيْهِ قَطِيقَةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ،
فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيقَةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
«إِنَّا كَذَلِكَ، يَشْتَدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَاعِفُ لَنَا الْأَجْرُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ
النَّاسِ أَشَدُ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ
حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَجْوِبُهَا فَيَلْبِسُهَا، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، وَلَا أَحَدُهُمْ
كَانَ أَشَدَّ فَرَحَا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ».

^{১১৬}. মুসামাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩৭৩২৬। হাদিসের মান: সহিহ।

[৫১৬] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জরে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর শরীর মুবারকে একটি চাদর ছিল। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শরীর মুবারকে হাত রাখলেন এবং চাদরের উপর দিয়েই জরের উত্তাপ অনুভব করলেন। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার শরীরে তো অনেক জর! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—আমাদের এমনটা হয়ে থাকে, আমাদের উপর কঠিন বিপদ নেমে আসে এবং আমাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হয়। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কারা বেশী বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে? জবাবে তিনি বলেন—নবি-রাসুলগণের উপর, অতঃপর সৎকর্মশীলদের উপর। তাদের কেউ কেউ দারিদ্র্যের পরিক্ষায় এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন যে, একটি জুবা ছাড়া পরার মত আর কিছুই ছিলো না। আবার কেউ কেউ উকুনের বিপদে পতিত হয়েছেন, এবং উকুনই তাঁকে মেরে ফেলেছে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয়, তাদের কেউ বিপদে পতিত হলে ততোধিক খুশি হতেন।^{১৭}

সংজ্ঞাহীন বোগীকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَذِنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَنِي أُغْمَى عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَفْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجْبِنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَّلْتُ آيَةَ الْمِيرَاثِ.

[৫১৭] ইবনুল মুনকাদির রাহিমাল্লাহু বলেন—জবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একবার আমি অসুস্থ হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে আমাকে দেখতে এলেন। তারা আমাকে বেহ্শ অবস্থায় পেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং তার অযুর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। অযুর পানির বরকতে আমার হুঁশ ফিরে এলো। (চোখ খুলে দেখি)

^{১৭}. সুনান ইবনু মাজাহ: ৪০২৪। হাদিসের মান: সহিহ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এসেছেন। আমি বললাম, ইয়া
রাসুলাল্লাহু, আমার ধন-সম্পত্তি কী করবো? আমার মাল সম্পর্কে কিরূপ সিদ্ধান্ত
নিবো? মিরাস সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি আমার কথার
কোনো জবাব দেননি।^{৫১৮}

অসুস্থ শিশুকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْمِيِّ،
عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ صَبِيًّا لَابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقَلَ، فَبَعَثَتْ
أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ وَلَدِيِّ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: اذْهَبْ
فَقُلْ لَهَا: إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَدَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجْلٍ مُسَمٍّ، فَلَتَضِيرْ
وَلَتَحْتَسِبْ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ، فَقَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَنْدُوتَيْهِ، وَلِصَدْرِهِ قَعْقَعَةٌ كَقَعْقَعَةِ
الشَّنَّةِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَتَبْكِي وَأَنْتَ
رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَبْكِي رَحْمَةً لَهَا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحْمَاءَ».

[৫১৮] উসামা ইবনু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—
রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মেয়ের শিশু পুত্রের অসুস্থতা
ভারী হয়ে গেল। (ঐ পুত্রে) মা (নবিজির মেয়ে) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার সন্তান মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। নবিজি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার্তাবাহককে বলেন, “তুমি তাকে গিয়ে বলো, যা
আল্লাহ নিয়ে যান এবং যা তিনি দান করেন, এগুলো সব তাঁর অধীনে। আর আল্লাহ
তাআলার নিকট প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।” সুতরাং সে যেন
ধৈর্যধারণ করে এবং তার জন্য সওয়াবের আশা করো। বার্তাবাহক ফিরে গিয়ে
নবিজির মেয়েকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি পুনরায় বার্তাবাহককে আল্লাহর দোহাই
দিয়ে যাওয়ার জন্য নবিজির কাছে পাঠালেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁর মেয়ের বাড়িতে
রওনা হলেন। সে সঙ্গীদের মধ্যে সাদ ইবনু উবাদাহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবিজি

^{৫১৮}. সহিল বুখারি: ৬৭২৩; সহিহ মুসলিম: ১৬১৬।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্শ শিশুকে তার দুই বাহুর উপর রাখলেন। ছেলেটির বুকে পুরাতন কলসের মত আওয়াজ হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনি তো আল্লাহর রাসূল, তবুও আপনি কাঁদছেন। তিনি বলেন—আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কাঁদছি। কেননা আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে কেবল নরম হৃদয় বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।^{১৯}

অসুস্থ স্বামীর সেবা

حَدَّثَنَا الْحُسْنُ بْنُ وَاقِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَعْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: مَرِضَتِ امْرَأَتِي، فَكُنْتُ أَجِيءُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُولُ لِي: كَيْفَ أَهْلُكَ؟ فَأَقُولُ لَهَا: مَرْضٌ، فَتَدْعُو لِي بِطَعَامٍ، فَأَكُلُّ، ثُمَّ عُذْتُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَجِئْتُهَا مَرَّةً فَقَالَتْ: كَيْفَ؟ قُلْتُ: قَدْ تَمَاثَلُوا، فَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنْتُ أَدْعُوكَ بِطَعَامٍ أَنْ كُنْتَ تُخْبِرُنَا عَنْ أَهْلِكَ أَنَّهُمْ مَرْضَى، فَأَمَّا أَنْ تَمَاثَلُوا فَلَا نَدْعُوكَ بِشَيْءٍ.

[৫১৯] ইবরাহিম ইবনু আবু আবলা রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— আমার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার পর আমি উম্মু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট যেতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার স্ত্রীর অবস্থা এখন কেমন? আমি তাকে বলতাম, সে অসুস্থ। তিনি আমাকে খাবার খাওয়ার জন্য আহবান করতেন। আমি আহার করে ফিরে আসতাম। একবার আমি তার বাড়িতে গেলে তিনি বলেন, (তোমার স্ত্রীর) অবস্থা কী? আমি বললাম, (এখন আলহামদুলিল্লাহ) অনেকটা সুস্থ। তিনি বলেন, তুমি যদি বলতে তোমার স্ত্রী অসুস্থ, তাহলে আমি তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতাম। এখন যেহেতু সে সুস্থ, তাই তোমার জন্য আর কিছু ব্যবস্থা করছি না।^{২০}

অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى

^{১৯}. সহিতুল বুখারি: ১২৮৪; সহিহ মুসলিম: ৯২৩।

^{২০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

أَعْرَابِيٌّ يَعُودُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، قَالَ: قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، كَيْمًا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، قَالَ: «فَنَعَمْ إِذًا».

[৫২০] আবদুল্লাহ ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনকে বললেন, কিছু হবে না ইনশা আল্লাহ। ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বেদুইন বললো, তা তো অনেক ঘৰ—টগবগো। এ ঘৰ অতিশয় বৃদ্ধকে কবৱের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, এটা তো তাহলে উত্তম।^{১১}

অসুস্থদের দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «مَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «مَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ مَرْوَانُ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

৫২১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমাদের মধ্যে থেকে কে আজ সিয়াম অবস্থায় আছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানায় অংশগ্রহণ করেছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ গরিবকে আহার করিয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। মারওয়ান বলেন—আমি জানতে পেরেছি যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

^{১১}. সহিংল বুখারি: ৩৬১৬।

এক দিনে যার মধ্যে এতগুলো (ভালো কাজ) একত্রিত হয়, তাকে আল্লাহ তাআলা অবশাই জানাতে প্রবেশ করাবেন।^{১২২}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَئْوَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، وَهِيَ تُرْفِزُ، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟» قَالَتِ الْحَمَّى أَخْرَاهَا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْ، لَا تَسْبِيهَا، فَإِنَّهَا تُذَهِّبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا يُذَهِّبُ الْكِبِيرُ حَبَّتُ الْمُحْدِيدِ».

[৫২২] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপু সায়েবের বাড়িতে গেলেন। তিনি তখন জরের উত্তাপে কাঁপছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজেস করেন, কী হয়েছে তোমার? তিনি বলেন, জ্বর। আল্লাহ জরের অপদষ্ট করুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, থামো, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা জ্বর মুমিন বান্দার পাপসমূহ মুছে দেয়, যেমন হাপড় লোহার জং দূর করে দেয়।^{১২৩}

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، وَكَيْفَ اسْتَطَعْتَنِي وَلَمْ أُطْعِمْكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَطَعْمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ أَبْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، فَقَالَ: يَا رَبَّ، وَكَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَقِيْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا أَبْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدِنِي، قَالَ: يَا رَبَّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ، فَلَوْ كُنْتَ عَذَّتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ أَوْ وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

^{১২২}. সহিহ মুসলিম: ১০২৮।

^{১২৩}. সহিহ মুসলিম: ২৫২৮।

[৫২৩] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) বলবেন, আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আপনি কিভাবে আমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলেন, আর আমি আপনাকে আহার করাইনি। অথচ আপনিই বিশ্ব জাহানের রব। আল্লাহ বলবেন—তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তবে এর বিনিময় আমার নিকট পেতে? আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে রব! কেমন করে আমি আপনাকে পানি পান করাতাম, অথচ আপনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তবে তা আমার নিকট পেতে? (হে) আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে রব, আমি কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি, আপনি বিশ্বজাহানের রব। তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তা আমার নিকট পেতে অথবা তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে।^{৫২৪}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْيَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى الْأُسْوَارِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكَّرُكُمُ الْآخِرَةُ».

[৫২৪] আবু সঙ্গীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও এবং জানায়ার অনুসরণ করো। কেননা এগুলো তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।^{৫২৫}

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى
كُلِّ مُسْلِمٍ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَشَهُودُ الْجَنَائزَةِ، وَتَشْمِيمُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمَدَ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ.

^{৫২৪}. সহিহ মুসলিম: ২৫৬৯; মুসনাদে আহমাদ: ৯২৪২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫২৫}. মুসনাদে আহমাদ: ১১১৮০। হাদিসের মান: সহিহ।

[৫২৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তিনটি জিনিয় প্রত্যেক মুসলমানের জন্য করা আবশ্যক। (১) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া। (২) জানায় অংশগ্রহণ করা। (৩) এবং যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেছে তার জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)।^{১২৪}

রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দুআ করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَلَاثَةُ مِنْ بَنِي سَعْدٍ لُّكْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ، فَبَكَى، فَقَالَ: «مَا يُبَكِّيكَ؟»، قَالَ: حَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا ماتَ سَعْدُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» ثَلَاثًا، فَقَالَ: لِي مَالٌ كَثِيرٌ، يَرِثُنِي ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فِي الْثُلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثَّصْفُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الْثُلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَنَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وَمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ: بِعِيْشِ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَقَالَ بِيَدِهِ.

[৫২৬] হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মকায় দেখতে গেলেন। (নবিজিকে দেখে) সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে দিলেন। তিনি বলেন, তুমি কাঁদছো কেন? তিনি বলেন, আশংকা করছি—আমি যে স্থান থেকে হিজরত করেছি; সাদ ইবনু খাওলার মত সেখানেই মনে হয় মারা যাবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—হে আল্লাহ! সাদকে সুস্থ করে দিন। তিনি তিনবার দুআ করলেন। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার প্রচুর সম্পদ আছে এবং আমার একমাত্র কন্যা আমার ওয়ারিস। আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ অসিয়ত করে যেতে পারবো? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—না।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তবে দুই-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যেতে পারবো? তিনি বলেন, না। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে অর্ধেক করে যেতে

^{১২৪}. মুসনাদে আহমাদ: ৯০২৩। হাদিসের মান: সহিহ।

পারবো? তিনি বলেন, না। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে কি এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশ, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয় তোমার মালের যাকাতও সাদাকাহ হিশেবে গণ্য হবে। তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমি যা খরচ করো তাও সাদাকাহ হিশেবে গণ্য হবে। তোমার স্ত্রী তোমার খাদ্য থেকে যা আহার করে তাও তোমার জন্য সাদাকাহ হিশেবে ধর্তব্য হবে। তোমার পরিবার-পরিজনকে তোমার সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া, তাদেরকে দ্বারে দ্বারে হাত পেতে বেড়ানোর মত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, (একথা বলে) তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন।^{১২৭}

রোগী দেখতে যাওয়ার ফয়লত

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ قَالَ: «مَنْ عَادَ أَخَاهُ گَانِ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ»، قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَّاهَا، قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَبُو أَسْمَاءِ؟ قَالَ: عَنْ تَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[৫২৭] আবু আসমা রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—যে ব্যক্তি তার অসুস্থ ভাইকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের খুরফার মধ্যে থাকে। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাতের খুরফা কি? তিনি বলেন, জান্নাতের কুড়ানো ফল। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু আসমা এই হাদিস কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে।^{১২৮}

রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর কথোপকথন

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، عَادُوا عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ بْنَ رَافِعَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالُوا: يَا أَبَا حَفْصٍ،

^{১২৭}. সুনানু আবি দাউদ: ২৮৬৪; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৭০৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১২৮}. সুনানু তিরমিয়ি: ৯৬৭; মুসনাদে আহমাদ: ২২৩৮৯। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاصَّاً فِي الرَّحْمَةِ، حَتَّىٰ إِذَا قَعَدَ اسْتَفَرَ فِيهَا».

[৫২৮] আবদুল হামিদ ইবনু জাফর রাহিমাহ্লাহু থেকে বর্ণিত—আমার পিতা আমাকে সংবাদ প্রদান করেন যে, আবু বাকর ইবনু হায়ম ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির মসজিদের কয়েকজন লোক নিয়ে উমর ইবনু হাকাম ইবনু রাফে আনসারিকে দেখতে গেলেন। তারা বলেন, হে আবু হাফস, আমাদেরকে হাদিস শুনেছি, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, সে রহমতের মধ্যে ঢুকে যায়। এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে।^{১৯}

যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সালাত আদায় করে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَادَ ابْنُ عَمْرٍ ابْنَ صَفْوَانَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِهِمْ ابْنُ عَمْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّا سَفْرٌ.

[৫২৯] আতা রাহিমাহ্লাহু থেকে বর্ণিত—আমার অসুস্থকালে উমর ইবনু সাফওয়ান রাহিমাহ্লাহু আমাকে দেখতে এলেন। সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করে বললেন, আমরা সফরে আছি।^{২০}

অমুসলিম বোগীকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسِ، أَنَّ عَلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوُدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَطْعِ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».

^{১৯}. মুসনাদে আহমাদ: ১৪২৬০। হাদিসের মান: সহিহ।

^{২০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

[৫৩০] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একজন ইহুদি ছেলে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটির মাথার নিকট বসে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকালো। তার পিতা তার মাথার কাছেই ছিলো। সে তাকে বললো, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন—“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে জাহানামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন।”^{১৩১}

রোগীকে দেখতে গিয়ে কি বলবে?

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوئِيسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَعَلَى أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٍ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، قُلْتُ: يَا أَبَتَا، كَيْفَ تَحْدِدُكُمْ؟ وَيَا بِلَالُ، كَيْفَ تَحْدِدُكُمْ؟ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخْذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصْبَحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شَرَابٍ نَعْلِه

وَكَانَ بِلَالُ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيَتْنَ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحْوَلِي إِذْخِرُ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةً وَظَفِيلُ

فَالَّتِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبَّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَجُنَّبَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحَّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ».

[৫৩১] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসলেন, তখন আবু বকর ও বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জ্বরে আক্রান্ত হন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম,

^{১৩১}. সুনানু আবি দাউদ: ৩০৯৫; মুসনাদে আহমাদ: ১২৭৯২। হাদিসের মান: সহিহ।

হে আমার পিতা, আপনি কেমন অনুভব করছেন? এবং হে বেলাল, আপনি কেমন অনুভব করছেন এখন? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই জ্বরে আক্রান্ত হতেন, তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন:

“প্রত্যেক ব্যক্তিই তার

পরিবার-স্বজনদের মাঝে কাটাচ্ছে দিন-রাতি,

অথচ মৃত্যু তার জুতার

ফিতার চেয়েও—নিকটবর্তী।”

আর বিলাল যখন জ্বর থেকে মুক্ত হতেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন:

“আহ! কতই না ভালো হতো—যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম।

পারতাম যদি মক্কার প্রান্তরে কাটাতে একটি রাত,

যেখানে আমার চারদিকে ইয়াথির ও জালিল ঘাস থাকতো।

আহ! একদিন যদি মুজেম্মার প্রান্তরে ঝর্ণার পানি পান করতে পারতাম,

এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম।”

আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ কথা জানালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, “হে আল্লাহ, মক্কার প্রতি আমাদের যেমন ভালোবাসা আছে, আপনি মদিনার প্রতিও তেমন কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আপনি সৃষ্টি করে দিন, এবং তাকে সঠিক রাখুন। (হে আল্লাহ) আপনি আমাদের সা’ ও মুদে বরকত দান করুন। এবং জ্বরকে স্থানান্তরিত করুন এবং তাকে চৌবাচ্চার অবশিষ্ট পানি হিশেবে পরিবর্তন করুন।”^{৩২}

حَدَّثَنَا مُعْلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَغْرَابِيَّ يَعْوُدُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعْوُدُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، قَالَ: ذَاكَ طَهُورٌ، كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ - أَوْ تَشُورُ - عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَعَمْ إِذَا».

^{৩২}. মুসনাদে আহমাদ: ২৪২৮৮। হাদিসের মান: সহিহ।

[৫৩২] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন, কোনো সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ পরিত্র হয়ে যাবে। সে বললো, সেটা কি পরিত্র? কখনো নয়, বরং এটা এটা কঠিন জ্বর, তা কোনো এক অতিশয় বৃদ্ধের উপর আপত্তি হবে এবং তা তাকে কবরের দিকে নিয়ে যাবে। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা তো আরো ভালো।^{৩৩}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيِّ الْقُرَشِيِّ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ هُوَ؟ فَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: خَارَ اللَّهُ لَكَ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ.

[৫৩৩] নাকে রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো রোগীর কাছে যেতেন, তখন জিজ্ঞেস করতেন, সে কেমন আছে? আবার যখন সেখান থেকে চলে আসতেন, তখনও বলতেন, আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য উত্তম কিছুর ফায়সালা করুন। তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু বলতেন না।^{৩৪}

রোগী কি উত্তর দিবে?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ الْحَجَاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَا عِنْدُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: صَالِحٌ، قَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمْرَ بِحَمْلِ السَّلَاجِ فِي يَوْمٍ لَا يَحْلُ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي: الْحَجَاجَ.

[৫৩৪] আমর ইবনু সাঈদ রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—একবার হাজ্জাজ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট প্রবেশ করল। আমি তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, তিনি কেমন আছেন? তিনি বলেন, ভালো। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, আপনাকে আঘাত করলো কে? তিনি

^{৩৩}. সহিল বুখারি: ৩৬১৬।

^{৩৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল কুরাশী অঙ্গাত রাবি।

বলেন, এই ব্যক্তি, যে নিষিদ্ধ দিনে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ করেছিল। অর্থাৎ স্বয়ং
হাজ্জাজ।^{৩৫}

অসুস্থ পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ رَحْرَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تَعُودُوا شُرَابَ الْحُمْرِ إِذَا مَرِضُوا.

[৫৩৫] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মদপানকারীরা অসুস্থ হলে
তোমরা তাকে দেখতে যেও না।^{৩৬}

অসুস্থ মহিলাদেরকে পুরুষদের দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ هُوَ أَبُنْ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، عَلَى رِحَالِهَا أَعْوَادُ لَيْسَ عَلَيْهَا غِشَاءٌ، عَائِدَةً لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ.

[৫৩৬] হারিস ইবনু উবায়দুল্লাহু আনসারি রাহিমাল্লাহু আনহু বলেন—আমি উন্মু দারদা
রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি অনাবৃত উটে আরোহন করে আহলে মসজিদের অসুস্থ
এক আনসারিকে দেখতে যেতে দেখেছি।^{৩৭}

রোগীকে দেখতে এসে ঘরের অন্য কিছুর দিকে তাকানো নিষেধ

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، وَمَعْهُ قَوْمٌ، وَفِي الْبَيْتِ امْرَأَةٌ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ انْفَقَتْ عَيْنُكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

^{৩৫}. সহিল বুখারি: ৯৬৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩৬}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর দুর্বল রাবি।

^{৩৭}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে হারিস অজ্ঞাত রাবি।

[৩৩] আবদুল্লাহ ইবনু আবুল হৃষাইল রাহিমান্নাখ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়ান্নাখ আনহু একবার একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তার সাথে আরো অনেক লোক ছিল। তখন সে ঘরের মধ্যে একজন মহিলা ছিল। তো আগত একজন লোক সে নারীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করল। আবদুল্লাহ রাদিয়ান্নাখ আনহু তাকে বলেন, যদি তোমার চোখ ফুঁড়ে দেয়া হতো, তবে তা তোমার জন্য ভালো হতো।^{৩৮}

চক্ষু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: رَمَدَتْ عَيْنِي، فَعَادَنِي التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «يَا رَيْدُ، لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَأَحْتَسَبْتَ كَانَ ثَوَابُكَ الْجَنَّةَ».

[৫৩৮] আবু ইসহাক রাহিমান্নাখ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনু আরকাম রাদিয়ান্নাখ আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার চোখে রোগ দেখা দিলে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বলেন, হে যায়েদ, তোমার চোখের রোগ এমন হতে থাকলে কী করবে তুমি? জবাবে যায়েদ রাদিয়ান্নাখ আনহু বলেন, আমি সবর করতে থাকবো এবং সওয়াবের আশা করবো। তিনি বলেন, তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে এবং তুমি তাতে সবর করলে ও সওয়াবের আশা করলে তুমি তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে।^{৩৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ رَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ذَهَبَ بَصَرُوهُ، فَعَادُوهُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لَا نُنْظَرَ إِلَى التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا إِذْ قُبِضَ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا بِهِمَا يَظْبِئُ مِنْ ظِبَاءٍ تَبَالَةً.

[৫৩৯] কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমান্নাখ থেকে বর্ণিত—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবির চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেল। তখন

^{৩৮}. হাদিসের মান: মাওকু, সহিহ।

^{৩৯}. তাবারানি: ৫০৫২। হাদিসের মান: গরিব। তবে যায়েদকে দেখতে যাওয়ার ঘটনা সহিহ।

লোকেরা তাকে দেখতে আসল। ঐ সাহাবি (আগত লোকদেরকে) বললেন, আমার তো ইচ্ছে ছিলো যে, আমার এই দুই চোখ ভবে আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবলোকন করবো, কিন্তু এখন যেহেতু আমার প্রিয়তম নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আল্লাহর কাছে) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে তাই রবের শপথ, হরিণসমূহের মধ্যকার সৌন্দর্যময় হরিণ দেখেও আমি আর কোনোদিন খুশি হবো না।^{৪০}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ يُوسُفَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ
بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا ابْتَلَيْتُهُ بِحَبِيبَتِهِ - يُرِيدُ عَيْنَيْهِ - ثُمَّ صَبَرَ
عَوَضْتُهُ الْجَنَّةَ.

[৫৪০] আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হ বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন— যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দু'টির পরিক্ষায় ফেলেছি তার উদ্দেশ্য হলো—তার দু'চোখ। অতঃপর সে তোতে ধৈর্যধারণ করেছে, বিনিময়ে আমি তাকে জানাত দান করলাম।^{৪১}

حَدَّثَنَا خَطَابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ،
قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِكَ، فَصَبَرْتَ عِنْهُ
الصَّدْمَةِ وَاحْتَسَبْتَ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

[৫৪১] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আন্হ থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত—আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি যখন তোমার সম্মানিত দু'টি জিনিষকে (চোখের জ্যোতি) নিয়ে যাই, আর তুমি সে বিপদে ধৈর্যধারণ করো এবং সওয়াবের আশা করো, তাহলে আমি তোমাকে সওয়াবের বিনিময়ে জানাত না দেয়া পর্যন্ত আনন্দিত হই না।^{৪২}

^{৪০}. হাদিসের মান: দুর্বল। আলি ইবনু যায়েদ—তার নাম হলো-ইবনু জাদআন। তিনি দুর্বল রাবি।

^{৪১}. সহিহল বুখারি: ৫৬৫৩; মুসনাদে আহমাদ: ১২৪৬৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪২}. মুসনাদে আহমাদ: ২২২২৮। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

ରୋଗୀକେ ଦେଖତେ ଆସା ବାକ୍ତି ବସବେ କୋଥାଯା?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ التَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مِرَارٍ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ»، فَإِنْ كَانَ فِي أَجْلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجْعِهِ.

[୫୪୨] ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ଇବନୁ ଆବବାସ ରାଦିଆଲ୍‌ଲାହ ଆନନ୍ଦମା ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ— ନବି କାରିମ ସାଲାହାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ ଯଥନ କୋନୋ ରୋଗୀକେ ଦେଖତେ ଯେତେଣ ତଥନ ତିନି ରୋଗୀର ଶିଯରେ ବସେ ସାତବାର ବଲତେନ,

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ.

ଉଚ୍ଚାରଣ: ‘ଆସାଲୁଲୁହାଲ ଆ’ଜିମ, ରାବବାଲ ଆ’ରଶିଲ ଆଜିମ, ଆଇ ଇୟାଶଫିଯାକା।’

ଅର୍ଥ: ‘ଆମି ମହାନ ଆଲ୍‌ଲାହର ନିକଟ ମହାନ ଆରଶେର ପ୍ରଭୁର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ତିନି ଯେନ ତୋମାକେ ସୁନ୍ଧ କରେ ଦେନ।’

ଅତଃପର ଯଦି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେରୀ କରେ ହତ, ତାହଲେ ସେ ଆଲ୍‌ଲାହର ଭ୍ରମେ ସୁନ୍ଧ ହେୟ ଯେତା।^{୫୪୩}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّئِيقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ الْحَسَنِ إِلَى قَنَادَةَ نَعْوَدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَسَأَلَهُ ثُمَّ دَعَاهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ قَلْبَهُ، وَاشْفِ سَقَمَهُ.

[୫୪୩] ରାବି ଇବନୁ ଆବଦୁଲ୍‌ଲାହ ରାହିମାଲ୍‌ଲାହ ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ—ଆମି ହାସାନ ରାଦିଆଲ୍‌ଲାହ ଆନନ୍ଦର ସାଥେ କାତାଦା ରାଦିଆଲ୍‌ଲାହ ଆନନ୍ଦକେ ଦେଖତେ ଗେଲାମା ଅତଃପର ତିନି (ହାସାନ) ତାର ଶିଯରେ ବସେ ଅବଶ୍ଵା ସମ୍ପର୍କେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ ଦୂଆ କରଲେନ, “ହେ ଆଲ୍‌ଲାହ, ଆପଣି ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାନ କରନ ଏବଂ ତାକେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରନ।”^{୫୪୪}

^{୫୪୩}. ସୁନାନୁ ଆବି ଦାଉଦ: ୩୧୦୬; ସୁନାନୁ ତିରମିଯି: ୨୦୮୩; ମୁସନାଦେ ଆହମାଦ: ୨୧୩୮। ହାଦିସେର ମାନ: ସହିତ।

^{୫୪୪}. ହାଦିସେର ମାନ: ମାଓକୁଫ, ସହିତ।

অধ্যয়ন : পরিবারের সহযোগীতা

যে বাক্তি তার নিজ ঘরের কাজ করতেন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ.

[৫৪৪] আসওয়াদ রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের সাথে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, পরিবারের কাজে সহযোগীতা করতেন এবং সালাতের সময় হলে বের হয়ে যেতেন।^{৪৪৫}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ.

[৫৪৫] হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন—আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাসায় থাকতেন তখন কি কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তার জুতা মেরামত করতেন এবং মানুষজন নিজ ঘরে সাধারণত যা করে থাকে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই করতেন।^{৪৪৬}

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: مَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، يَخْصِفُ النَّعْلَ، وَيَرْفَعُ الثَّوْبَ، وَيَخْبِطُ.

^{৪৪৫}. মুসনাদে আহমাদ: ২৪২২৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৪৬}. মুসনাদে আহমাদ: ২৪৭৪৯। হাদিসের মান: সহিহ।

[৫৪৬] তিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন—আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি নিজ ঘরে যা করে থাকে (তিনি তাই করতেন), তিনি জুতা ঠিক করতেন, কাপড়ে তালি দিতেন এবং সেলাই করতেন।^{৪৭}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي
بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثُوبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ.

[৫৪৭] আমরাতা রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ গৃহে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তো (সাধারণ) লোকজনের মতো একজন মানুষই ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরিষ্কার করতেন এবং তাঁর বকরির দুধ দোহন করতেন।^{৪৮}

^{৪৭}. মুসনাদে আহমাদ: ২৪৭৪৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৪৮}. মুসনাদে আহমাদ: ২৬১৯৪। হাদিসের মান: সহিহ।

অধ্যায় : ভালোবাসা ও বিবিধ

কেউ তার কোনো ভাইকে ভালোবাসলে তাকে যেন অবগত করে

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثُورِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْيَدٍ، عَنِ الْمِقْدَامَ بْنِ مَعْدِي گَرِبَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخًا فَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ أَحَبَّهُ».

[৫৪৮] মিকদাম ইবনু মাদি কারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কেউ তার অপর ভাইকে ভালোবাসলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে।^{৪৪৯}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَدَ بِمَنْكِيِّ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: أَمَا إِنِّي أُحِبُّكَ، قَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ» مَا أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الْخُطْبَةَ قَالَ: أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا جَارِيَةً، أَمَا إِنَّهَا عَوْرَاءً.

[৫৪৯] মুজাহিদ রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—নবিজির একজন সাহাবি আমার সাথে দেখা করে আমার পেছন দিক থেকে আমার কাঁধ ধরে বলেন, শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তিনি (রাবি) বলেন, আমি বললাম, যার জন্য আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তিনি যেন আপনাকে ভালোবাসেন। সাহাবি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ কথা না বলতেন, “কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে” তবে আমি তোমাকে এ বিষয়ে বলতাম না। রাবি বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহের

^{৪৪৯}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৩৯২; মুসনাদে আহমাদ: ১৭১৭১। হাদিসের মান: সহিহ।

প্রস্তাব দিয়ে বলেন, শোনো, আমার কাছে একটি বালিকা আছে। তবে তার এক চোখ অঙ্গ।^{১১০}

حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَسِّينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَحَابَّا الرَّجُلَانِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدُهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ».

[৫৫০] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—দুই ব্যক্তি পরম্পরকে ভালোবাসলে তাদের মধ্যে অপরজনকে যে অধিক ভালোবাসবে, সেই অধিক উত্তম।^{১১১}

কেউ কাউকে ভালোবাসলে যেন তর্কে লিপ্ত না হয় এবং কিছু না চায়

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ أَبَا الزَّاهِرِيَّةِ حَدَّثَهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْبَبْتَ أَخًا فَلَا تُمَارِهِ، وَلَا تُشَارِهِ، وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ، فَعَسَى أَنْ تُوَافِيَ لَهُ عَدُوًا فَيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، فَيُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

[৫৫১] মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার কোনো ভাইকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, তার ক্ষতি করবে না। তার নিকট কোনো কিছু কামনা করবে না। (এমন যেন না হয় যে,) তুমি শক্র খঞ্চারে পড়ে যাও এবং সে তোমাকে তার সম্পর্কে এমন কথা বলবে, যা তার মধ্যে নেই। এভাবে সে তোমার ও তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।^{১১২}

حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَ أَخًا لِلَّهِ، فِي اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ، فَدَخَلَاجِيمِعًا الْجَنَّةَ، كَانَ الذِّي أَحَبَّ فِي اللَّهِ أَرْفَعَ دَرَجَةً لِحُبِّهِ، عَلَى الذِّي أَحَبَّهُ لَهُ.

^{১১০}. সুনানু আবি দাউদ: ৫১২৪। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{১১১}. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসি: ২১৬৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১২}. আয যুহুদ, ইমাম আবু দাউদ: ১৮৭। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

[৫৫২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি তাঁর ভাইকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং বলে, “আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।” তাহলে তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যার ভালোবাসা বেশী প্রবল হবে, সে তার ভাইকে ভালোবাসার কারণে অধিক মর্যাদাবান হবে।^{৫৫৩}

অন্তর জ্ঞানের উৎসস্থল

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِنِ شَهَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ بِصَفَّيْنَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ، وَالرَّحْمَةُ فِي الْكَبِيرِ، وَالرَّأْفَةُ فِي الطَّحَالِ، وَالتَّفَّصُ فِي الرَّئَةِ.

[৫৫৩] ইয়াদ ইবনু খলিফা রাহিমাল্লাহু আনহুকে সিফফিন নামক স্থানে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয় আকল অন্তরে থাকে। এবং দয়া থাকে হৃদপিণ্ডে। মায়া-মমতা থাকে প্লীহাতে। শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে ফুসফুসে।^{৫৫৪}

অহংকার

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ رُهْبَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٌ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ - أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ - وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ، فَأَخَذَ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَقَالَ: «أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ»، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَيِّيَ اللَّهِ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ

^{৫৫৩}. তাবারানী: ১৪৬৩৯। হাদিসের মান: মারফু, দুর্বল। সনদে আবদুর রহমান—যার মূল নাম হলো যিয়াদ ইবনু আনআম আফ্রিকি, দুর্বল রাবি।

^{৫৫৪}. আল জামে: ১০/২৪২। হাদিসের মান: হাসান।

الْوَفَاءُ قَالَ لِابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، أَمْرُكَ بِاِثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: أَمْرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمْتُهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشَّرِكِ وَالْكِبْرِ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الشَّرِكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِبْرُ؟ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلْةً يَلْبِسُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا تَعْلَانِ حَسَنَاتِنَا، لَهُمَا شِرَاجَانِ حَسَنَاتِنَا؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةً يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابُ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: «سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ» [ص: ۱۹۳]

[৫৫৪] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তখন গ্রাম থেকে একজন লোক আসল। তার গায়ে ছিল সিজান রঙের পোশাক। সে এসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বললো, তোমাদের সাথী প্রত্যেক আরোহীদেরকে নিচু করে দিয়েছে কিংবা নিচু করার পাঁয়তারা করছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জুরুবার হাতা ধরে বলেন, আমি কি তোমাকে বোকাদের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখছি না? অতঃপর তিনি বলেন, নবি নৃহ আলাইহিস সালামের ইস্তিকালের সময় তাঁর পুত্রকে বললেন, আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দুটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় নিষেধ করছি। আমি তোমাকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, যদি সাত আসমান ও সাত জমিনকে এক নিষ্ঠিতে রাখা হয় এবং অপর নিষ্ঠিতে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” রাখা হয়, তাহলে আল্লাহর তাওহিদের নিষ্ঠিই ভারী হয়ে যাবে।

আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং “সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি” তা চুরমার করে দিবো। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর সালাত এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে। আর আমি তোমাকে শিরক এবং অহংকারে লিপ্ত হতে বারণ করছি। আমি বললাম অথবা বলা হলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ, শিরক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কী? আমাদের মধ্যকার কারো যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, সে যদি

তা পরিধান করে তাহলে কি অহংকার হবে? তিনি বলেন, না। সে আবার বললো, যদি আমাদের কারো ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে, তাহলে কি অহংকার হবে? তিনি বলেন, না। সে পুনরায় বললো, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জ্ঞান থাকে? তিনি বলেন, না। সে বললো, যদি আমাদের কারো বস্তু-বাস্তব থাকে এবং তারা তার সাথে উঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বলেন, না। সে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ, তাহলে অহংকার কি? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—সত্য থেকে দূরে থাকা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।^{১১১}

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو عُمَرِ الْيَمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَعَظَّمَ
فِي نَفْسِهِ، أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ».

[৫৫৫] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে অথবা হাঁটা-চলায় অহংকার প্রকাশ পায়, সে এমন অবস্থায় মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।^{১১২}

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا
اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعْهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا».

[৫৫৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি তার খাদেমকে সাথে নিয়ে খাবার খায়, গাধার পিঠে আরোহন করে বাজারে গমন করে, ছাগল লালন-পালন করে এবং তার দুধ দোহন করে, সে অহংকারী নয়।^{১১৩}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ
بَيَاعُ الْأَكْسِيَةِ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى تَمْرًا بِدِرْهَمٍ،

^{১১১}. মুসনাদে আহমাদ: ৬৫৮৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১২}. মুসনাদে আহমাদ: ৫৯৯৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১৩}. শুআবুল ঈমান: ৭৮৩৯। হাদিসের মান: হাসান।

فَحَمَلَهُ فِي مِلْحَفَتِهِ، فَقُلْتُ لَهُ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَحْمَلُ عَنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: لَا، أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ.

[৫৫৭] সালেহ (যিনি কাপড় বিক্রি করতেন) রাহিমাহ্লাহ তিনি তাঁর দাদি থেকে বর্ণনা করে বলেন—আমি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, তিনি এক দিরহামের বিনিময়ে খেজুর ক্রয় করলেন এবং তা চাদরে পেঁচিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমি তাকে বললাম অথবা এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আমিরুল মুমিনিন, এটি আমিই বহন করি। তিনি বলেন, না, পরিবারের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত।^{৫৫৮}

حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْأَغْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعِزُّ إِزَارِيُّ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيُّ، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِّنْهُمَا عَذَّبْتُهُ».

[৫৫৮] আবু সাওদ খুদরি ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—(মহান আল্লাহ বলেন) ইজ্জত আমার পোষাক এবং অহংকার আমার চাদর। যে কেউ আমার সাথে এই দু'টি জিনিস নিয়ে বিবাদ করবে, আমি তাকে শাস্তি দিবো।^{৫৫৯}

حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَوَاحَةَ يَزِيدُ بْنُ أَيْمَمَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيًّا وَفُحْوَخًا، وَإِنَّ مَصَالِيَ الشَّيْطَانِ وَفُحْوَخَهُ: الْبَطْرُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللَّهِ، وَالْكِبْرِيَاءُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ.

[৫৫৯] হাতিসাম ইবনু মালেক আত-তাই রাহিমাহ্লাহ থেকে বর্ণিত—আমি নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিস্তারের উপর বলতে শুনেছি—শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ আছে। আর শয়তানের জাল ও ফাঁদ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামাহ সম্পর্কে অহংকার করা, এবং আল্লাহর দান সম্পর্কে গর্ব করা। আল্লাহর

^{৫৫৮}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে সালেহ এবং তাঁর দাদি—দু'জন অজ্ঞাত রাবি।

^{৫৫৯}. সুনানু আবি দাউদ: ৪০৯০; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৭১; মুসনাদে আহমাদ: ৭৩৮২।
হাদিসের মান: সহিহ।

বান্দাগণের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।^{৫০}

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ - وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: اخْتَصَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ - قَالَتِ النَّارُ: يَلْجُنِي الْجَبَارُونَ، وَيَلْجُنِي الْمُشَكِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَلْجُنِي الْصُّعَفَاءُ، وَيَلْجُنِي الْفُقَرَاءُ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَعْذُّ بِكِ مِنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا.

[৫৬০] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাত ও জাহানাম পরম্পর তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সুফিয়ান রাহিমাল্লাহু বলেন, জান্নাত ও জাহানাম ঝগড়াতে লিপ্ত হয়েছিল। জাহানাম বলল, অহংকারী এবং স্বৈরাচারীরা আমার আশ্রয়ে থাকবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও গরিবরা আমার আশ্রয়ে থাকবে। আল্লাহ তাবারাকুল্ল তাআলা জান্নাতকে বলেন, তুমি হলে আমার রহমত, আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবো। এরপরে জাহানামকে আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি হলে আমার আযাব বা শাস্তি। আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে আযাব দিবো। আর তোমাদের দু'জনকেই পূর্ণ করা হবে (জান্নাতী এবং জাহানামীদের মাধ্যমে)।^{৫১}

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّزِينَ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ، وَكَانُوا يَتَنَاهَّدُونَ الشِّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَيَدْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنِيهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ.

[৫৬১] আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান রাহিমাল্লাহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ মনমরা কিংবা অমনক্ষ ছিলেন না। তারা তাদের মজলিসসমূহে কবিতা আবৃত্তি করতেন। জাহিলি যুগের অবস্থা নিয়ে আলাপ-

^{৫০}. শুআবুল ঈমান: ৭৮৩১। হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

^{৫১}. সুনানু তিরিমিয়ি: ২৫৬১; মুসনাদে আহমাদ: ৮১৬৪। হাদিসের মান: সহিহ।

আলোচনাও করতেন। কিন্তু তাদের কাউকে আল্লাহর হৃকুমের বিরুদ্ধাচরণ করবার প্রয়াস চালানো হলে তার দৃষ্টি বিস্ফোরিত হয়ে যেতো। যেন তিনি পাগল হয়ে গেছে।^{৫৬২}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَمِيلًا، فَقَالَ: حُبِّتِ إِلَيَّ الْجَمَالُ، وَأُعْطِيَتِ مَا تَرَى، حَتَّىٰ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْوَقِنِي أَحَدٌ، إِمَّا قَالَ: بِشَرَائِكِ نَعْلٍ، وَإِمَّا قَالَ: بِشِسْعَعِ أَحْمَرَ، الْكِبْرُ ذَاكُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مِنْ بَطْرِ الْحَقِّ، وَغَمَطَ النَّاسَ».

[৫৬২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একজন সুন্দর লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, সৌন্দর্য আমার খুব পছন্দ। আর আমাকেও সৌন্দর্য দান করা হয়েছে যা আপনি দেখছেন। এমনকি আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে, জুতার ফিতা বা তার লাল অগ্রভাগের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও আগে চলে যাক। আমার এমন করাটা কি অহংকার? তিনি বলেন, না। বরং অহংকার হলো—সত্যকে না মানা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।^{৫৬৩}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الدَّرِّ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى: بُولَسَ، تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، وَيُسَقَونَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، طِينَةِ الْحَبَالِ.

[৫৬৩] আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপড়া সাদৃশ্যতম (ছোট দেহে) মানুষরূপে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। চারদিক থেকে তাদেরকে অপমান করা হবে। এবং তাদেরকে জাহানামের কারাগারের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে, যার নাম হবে বুলাসা। তারা

^{৫৬২}. মুসাম্মাফে ইবনু আবি শাহিবা: ২৬০৫৮। হাদিসের মান: হাসান।

^{৫৬৩}. সুনানু আবি দাউদ: ৪০৯২। হাদিসের মান: সহিহ।

জাহানামের আঙ্গনে প্রজ্ঞালিত হতে থাকবে। জাহানামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ
এবং ঘাম পান করানো হবে।^{৫৪}

যে বাক্তি জুলুমের প্রতিশোধ নেয়

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي رَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ حَالِهِ
بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «دُونِكِ فَانْتَصِرِي».

[৫৬৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আয়িশাকে বলেছেন—তুমি তোমার প্রতিশোধ নিতে পারো।^{৫৫}

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ
أَزْوَاجَ النِّيَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ إِلَى النِّيَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاسْتَأْذَنَتْ وَالنِّيَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مِرْطَهَا، فَأَذِنَ
لَهَا فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنِي يَسْأَلُنَّكَ الْعُدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قَحَافَةَ،
قَالَ: «أَيُّ بُنْيَةُ، أَتُخِبِّئَ مَا أُحِبُّ؟» قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَأَحِبِّي هَذِهِ»، فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ
فَحَدَّثَتْهُمْ، فَقُلْنَ: مَا أَغْنَيْتَ عَنَّا شَيْئًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا
أَبَدًا. فَأَرْسَلَنَ زَيْنَبَ زَوْجَ النِّيَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْ، فَأَذِنَ لَهَا,
فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، وَوَقَعَتْ فِي زَيْنَبَ تَسْبُّبِي، فَظَفِيقَتْ أَنْظُرُ: هَلْ يَأْذُنُ لِي النِّيَّيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَزِلْ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ النِّيَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْرَهُ أَنَّ
أَنْتَصِرَ، فَوَقَعَتْ بِزَيْنَبَ، فَلَمْ أَنْشِبْ أَنْ أَخْتَنْتُهَا غَلَبَةً، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ».

[৫৬৫] হারিস ইবনু হিশাম রাহিমাল্লাহু বলেন—আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা
বলেছেন, উম্মাহতুল মুমিনিনরা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নবি কারিম

^{৫৪}. সুনানু তিরমিয়ি: ২৪৯২; মুসনাদে আহমাদ: ৬৬৭৭। হাদিসের মান: হাসান।

^{৫৫}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ১৯৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠান। ফাতিমা গিয়ে প্রবেশের অনুমতি চান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিছানায় ছিলেন। নবিজি ফাতিমাকে (ভেতরে) প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রবেশ করে বলেন, আপনার স্ত্রীগণ আবু কুহাফার (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহ) মেয়ের ব্যাপারে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার চেয়ে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, হে আমার মেয়ে, আমি যা ভালোবাসি তুমি কি তা ভালোবাসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তবে তুমি তাকে (আয়িশা) ভালোবাসবে। অতঃপর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখান থেকে চলে আসলেন— এবং বিষয়টি নবিজির স্তুদেরকে জানালেন। তারা বলেন, তুমি তো আমাদের কোনো উপকার করতে পারলে না। তুমি আবার তাঁর কাছে যাও। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ! এই বিষয়ে আমি আর কখনো নবিজির সাথে কথা বলতে পারবো না। এরপরে তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্তী যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তখন সেই কথা তাঁকে বলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যাইনাব আমার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় কথা বলতে লাগলো। আমি প্রতিক্ষায় ছিলাম যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার কথার উত্তর দিতে অনুমতি দেন কিনা। (একটু পরে) আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, আমি যাইনাবের কথায় জবাব দিলে তিনি অপছন্দ করবেন না, তখন আমিও যাইনাবের কথার জবাব দিলাম এবং তাকে পরাস্ত করার আগ পর্যন্ত ছাড়লাম না। (আমাদের এ অবস্থা দেখে) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন, সাবধান, সে আবু বকরের কন্যা।^{৬৬}

ক্ষুধার্ত এবং মহামারির সময় সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّفِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ بَشِيرٍ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ الْمَعْوَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مجَاهِدًا، مَنْ أَذْرَكَتْهُ فَلَا يَعْدِلَنَّ بِالْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ».

^{৬৬}. সহিহ মুসলিম: ২৪৪২; সুনানে নাসাই: ৩৯৪৪; মুসনাদে আহমাদ: ২৪৫৭৫। হাদিসের মান: সহিহ।

[৫৬৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—শেষ জামানায় অনেক দুর্ভিক্ষ হবে। যে ব্যক্তি সেই জামানা পাবে, সে যেন ক্ষুধার্ত প্রাণীদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার না করে।^{১৬৭}

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ بْنُ أَبِي حُمَزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْنُنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا التَّخِيلَ، قَالَ: «لَا»، فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَوْرِئَةُ، وَنُشِرُّكُمْ فِي الشَّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا.

[৫৬৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—একবার আনসার সাহাবিগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মাঝে খেজুরের বাগান বষ্টন করে দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না। তারা বলেন, আপনারা (আনসাররা) আমাদের বাগানে মেহনত করুন, তাহলে ফলের মধ্যে আপনাদের ভাগ দিবো। তারা (মুহাজিররা) বলেন—আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।^{১৬৮}

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِি�ْمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَامَ الرَّمَادَةِ - وَكَانَتْ سَنَةً شَدِيدَةً مُلِمَّةً، بَعْدَمَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْإِبْلِ وَالْقَمْحِ وَالْزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُلُّهَا، حَتَّى بَدَحَتِ الْأَرْيَافُ كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ - فَقَاءَ عُمَرُ يَدْعُو فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُفْرِجْهَا مَا تَرَكْتُ بِاهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إِلَّا أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ يَكُنْ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا يُقْيِيمُ وَاحِدًا.

[৫৬৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ করেছেন, উমর ইবনুল খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু দুর্ভিক্ষের বছর বলেন—আর সেই বছরটি ছিল খুব দুঃখ ও কষ্টের বছর। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পল্লী অঞ্চলের বেদুইনদের উট, খাদ্যশস্য ও তেল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি সেখানের কোনো

^{১৬৭}. হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে হাম্মাদ ইবনু বাশির দুর্বল রাবি।

^{১৬৮}. সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসাই: ১১৯৫৯। হাদিসের মান: সহিহ।

জমি অনাবাদী রাখেননি, সেখানে তিনি চেষ্টা করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুআ করতে দাঁড়িয়ে বলেন, “হে আল্লাহ, আপনি তাদের রিয়ক পাহাড়ের চূড়ায়ও পৌঁছে দিন।” আল্লাহ তাঁর এবং সমগ্র মুসলমানদের দুআ করুল করলেন। অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখন তিনি বললেন—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ তাআলা এই মুসিবত না মুছতেন, তাহলে আমি ধনী লোকদের সাথে গরীবদেরকে শামিল না করে ছাড়তাম না। (সমস্ত বিত্তশীলদেরকে গরীব লোকদের) বণ্টন করে দিতাম। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার সাহায্যে দু'জন লোক ধৰ্মস থেকে রক্ষা পেতে পারে।^{৬৯}

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَحَّا يَأْكُمْ، لَا يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَادْخُرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانُوا فِي جَهْدٍ فَأَرْدَتُ أَنْ تُعِينُوكُمْ».

[৫৬৯] সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর কুরবানীর গোস্ত ঘরে থাকা অবস্থায় সকাল না করে। অতঃপর যখন পরবর্তী বছর আসল, লোকেরা তখন বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহু, আমরা গত বছর যেমনটা করেছিলাম, এ বছরও কি তেমনই করবো? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরবানীর গোস্ত তোমরা নিজেরা আহার করো, জমা রাখো। কেননা সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, এই অবস্থায় তোমরা তাদের (গরিবদের) সাহায্য করো।^{৭০}

অভিজ্ঞতা

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُعاوِيَةَ، فَحَدَّثَنِي نَفْسَهُ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ: لَا حِلْمَ إِلَّا تَجْرِبَهُ، يُعِيدُهَا ثَلَاثًا.

[৫৭০] হিশাম ইবনু উরওয়া রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার আমি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসা ছিলাম। তিনি

^{৬৯}. তারিখুল মদিনা: ২/ ৭৩৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৭০}. সহিল বুখারি: ৫৫৬৯। মুস্তাখরাজে আবি আওয়ানা: ৭৮৭৮। হাদিসের মান: সহিহ।

মনে মনে কি যেন ভাবতে লাগলেন, অতঃপর তিনি সতর্ক হয়ে বললেন, অভিজ্ঞতা ধারাই হিসেবে অজিত হয়। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।^{৭১}

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَفِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْيَوْبَ، عَنْ أَبْنِ رَجْبٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَا حَلِيمٌ إِلَّا دُوْعَةٌ، وَلَا حَكِيمٌ إِلَّا دُوْخَرَبَةٌ.

[৫৭১] আবু সাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া ধৈর্যশীল হওয়া যায় না এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না।^{৭২}

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا حَلِيمٌ إِلَّا دُوْعَةٌ، وَلَا حَكِيمٌ إِلَّا دُوْخَرَبَةٌ.

[৫৭২] আবু সাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া ধৈর্যশীল হওয়া যায় না এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না।^{৭৩}

আল্লাহর জন্য অপর ভাইকে আহার করানো

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: لِأَنَّ أَجْمَعَ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ فَأُغْتَقَ رَقَبَةً.

[৫৭৩] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমার ভাইদের থেকে কয়েকজনকে এক সা' অথবা দুই সা' খাবারের জন্য একত্রিত করা, তোমাদের কেউ বাজারে গিয়ে গোলাম আযাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয়।^{৭৪}

^{৭১}. শুআবুল ঈমান: ৮১৬৯। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{৭২}. সহিহ ইবনু হিবান: ১৯৩। হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে ইবনু যাহর দুর্বল রাবি।

^{৭৩}. সুনানু তিরমিয়ি: ২০৩৩; মুসনাদে আহমাদ: ১১৬৬১। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে দাররাজ দুর্বল রাবি।

^{৭৪}. হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে লায়স তার মূল নাম হলো ইবনু আবি সুলাইম; তিনি দুর্বল রাবি।

জাহিলী যুগের চুক্তি

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَهِدتُّ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُنْكِثَهُ، وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعْمِ».

[৫৭৪] আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আন্হ থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি আমার চাচাদের সাথে মুতাইয়াবীনের চুক্তিতে ছিলাম। উৎকৃষ্টমানের লাল উটের বিনিময়েও সেটা লংঘন করা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়।^{১১৫}

ভাই-ভাই সম্পর্ক

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: أَخِي التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيرِ.

[৫৭৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হ বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু মাসউদ ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনন্দমার মধ্যে ভাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিন।^{১১৬}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيِّنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.

[৫৭৬] আনাস ইবনু মালেক রাহিমাল্লাহু বলেন—মদিনায় আমার যে বাড়ি ছিল, সে বাড়িতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্ধুত্ব চুক্তি স্থাপন করেন।^{১১৭}

^{১১৫}. মুসনাদে আহমাদ: ১৬৫৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১৬}. সহিহ ইবনু হিবান, তারিখুল মদিনা: ৩/১০৫৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১৭}. সহিল বুখারি: ৭৩৪০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ».

[৫৭৭] আমর ইবনু শুয়াইব রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা-দাদা থেকে বর্ণনা করে—মক্কা বিজয়ের বছর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার সিঁড়িতে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলেন—জাহিলি যুগে যেই যেই চুক্তি ছিল, ইসলাম সেটাকে আরো দৃঢ় করেছে। আর (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই।^{১৭৮}

বৃষ্টিতে ভিজা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: أَصَابَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْرٌ، فَحَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطْرُ، قُلْنَا: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ».

[৫৭৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হ বলেন—একবার আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাবস্থায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শরীর মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন—ফলে তাঁর শরীরে বৃষ্টি পড়ল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেনো এমনটা করলেন? তিনি বলেন, কেননা তা মহান আল্লাহর কাছ থেকে মাত্র আগত।^{১৭৯}

ভেড়া-বকরির মধ্যে বরকত রয়েছে

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثْيَمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعُقِيقِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ

^{১৭৮}. মুসনাদে আহমাদ: ৭০১২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৭৯}. সহিহ মুসলিম: ৫১০০; মুসনাদে আহমাদ: ১৩৮২০। হাদিসের মান: সহিহ।

مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابَّ، فَنَزَلُوا، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّي وَقُلْ لَهَا: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَطْعَمِينَا شَيْئًا، قَالَ: فَوَضَعْتُ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصَ مِنْ شَعِيرٍ، وَشَيْئًا مِنْ رَيْتٍ وَمِلْجٍ فِي صَحْفَةٍ، فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي، فَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، كَبَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا الْأَسْوَادَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَحْسِنْ إِلَى عَنِيمَكَ، وَامْسَحْ الرُّغَامَ عَنْهَا، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفِسي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى التَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الشَّلَةُ مِنَ الْغَنِمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.

[৫৭৯] হুমাইদ ইবনু মালেক ইবনু খায়ছাম রাহিমাহ্লাহু বলেন—আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর নিজস্ব জমি ‘আকিক’ নামক স্থানে বসা ছিলাম। তখন মদিনা থেকে আরোহী তার নিকট উপস্থিত হল। তারা অবতরণ করলেন। হুমাইদ রাহিমাহ্লাহু বলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, আমার মায়ের নিকট গিয়ে বলো, আপনার পুত্র আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, আমাদের কিছু আহার করান। রাবি বলেন, তিনি তিনটি যবের পিঠা, কিছু যায়তুন তৈল ও কিছু লবণ এবং একটি পেয়ালা দিলে আমি তা মাথায় তুলে নিয়ে তাদের নিকট ফিরে এলাম। এগুলোকে আমি তাদের সামনে রেখে দিলে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন—“আল্লাহু আকবার” সেই সত্তার প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে রুটির মাধ্যমে তৃপ্ত করলেন। এমন একদিন ছিল যখন দু’টি কালো বস্ত্র—খেজুর ও পানি ছাড়া আমাদের আর কিছু ছিলো না।

এই খাদ্যে দলের লোকজনের কিছু হলো না। তারা চলে গেলে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন, হে আমার ভাইয়ের ছেলে, তুমি তোমার বকরিগুলোকে সুন্দর করে রাখো। এগুলোর শরীরের ময়লা ঝেড়ে দাও। এবং এগুলোর ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। এবং এক কোণে সালাত আদায় করো। কেননা এগুলো হলো জান্নাতের পশ্চ। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, খুব শীঘ্রই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন এক পাল বকরি তার মালিকের নিকট মারওয়ানের রাজপ্রাসাদের চেয়েও প্রিয় হবে।^{১৮০}

^{১৮০}. মুআত্তায়ে মালেক: ৩৪৪৪। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ الْخَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّاءُ فِي الْبَيْتِ بَرَكَةٌ، وَالشَّاءُ فِي بَرَكَاتِنِ، وَالْمَلَائِكَةُ بَرَكَاتٌ».

[৫৮০] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—ঘরে একটি বকরি একটি বরকতস্বরূপ, দুইটি বকরি দুইটি বরকতস্বরূপ এবং তিনটি বকরি অনেক বরকতস্বরূপ।^{৮১}

উট তার মালিকের জন্য সম্মানের কারণ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفَّارِ نَحْنُ الْمَشْرِقُ، وَالْفَخْرُ وَالْخِيلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبْلِ، الْفَدَادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنِمِ».

[৫৮১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কুফরির উৎপত্তি পূর্ব দিকে (প্রাচ্য), অহংকার ও দান্তিকতা উট ও ঘোড়ার মালিকদের মধ্যে। বেদুইনগণ উচ্চস্বর বিশিষ্ট। আর ছাগলের মালিকের মধ্যে রয়েছে শান্ত-শিষ্টতা।^{৮২}

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَجِبْتُ لِلْكِلَابِ وَالشَّاءِ، إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا، وَيُهْدَى كَذَا وَكَذَا، وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكُلْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا وَكَذَا.

[৫৮২] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কুকুর ও ছাগলের ব্যাপারে আমি অবাক হয়ে যাই। ছাগল তো বছরে এতো এতো সংখ্যক যবেহ করা হয়, এতো এতো সংখ্যক কুরবানী করা হয়। (তবুও এর পরিমাণ কমে না) বরং কুকুরের চেয়ে ছাগলের সংখ্যা বেশী। আর এক একটি মাদী কুকুর এতো এতো সংখ্যক বাচ্চা জন্ম দেয়, (তবুও কুকুরের সংখ্যা ছাগলের সংখ্যার চেয়েও কম)।^{৮৩}

^{৮১}. হাদিসের মান: মারফু, দুর্বল। সনদে ইসমাইল আয়রাক দুর্বল রাবি।

^{৮২}. মুসনাদে আহমাদ: ৩৬৫২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৮৩}. মুসনাদে আহমাদ: ৪৯১১; সহিহল বুখারি: ৩৩০১। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هِنْدِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي طَبِيَّاَنَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا طَبِيَّاَنَ، كَمْ عَطَاؤُكَ؟ قُلْتُ: أَلْفَانِ وَحَمْسِيَّةٍ، قَالَ لَهُ: يَا أَبَا طَبِيَّاَنَ، اتَّخِذْ مِنَ الْحُرْثِ وَالسَّابِيَّاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَّكُمْ غِلْمَةً فُرَيْشَ، لَا يُعْدُ الْعَطَاءُ مَعْهُمْ مَالًا.

[৫৮৩] আবু যাবইয়ান রাহিমাত্ত্বাত্ত্ব বলেন—উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াত্ত্বাত্ত্ব আনন্দ আমাকে বলেন, হে আবু যাবইয়ান, (রাষ্ট্রকৃতক) তোমার সম্মানীর (ভাতার) পরিমাণ কতো? আমি বললাম, পঁচিশশত (আড়াই হাজার) টাকা। উমর রাদিয়াত্ত্বাত্ত্ব আনন্দ তাকে বলেন, হে আবু যাবইয়ান, কুরাইশ বংশের দাসরা তোমাদের শাসক হওয়ার পূর্বেই তুমি চাষাবাদ ও পশুপালনের কাজ ধরো। তাদের নিকট ভাতা কোনো উল্লেখযোগ্য সম্পদ নয়।^{১৮৪}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ حَزْنٍ يَقُولُ: تَفَاخَرْ أَهْلُ الْإِبْلِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِيْ غَنَمٍ، وَبُعِثَ دَاؤُدُّ وَهُوَ رَاعِيْ، وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بِالْأَجْيَادِ».

[৫৮৪] আবদা ইবনু ছফন রাহিমাত্ত্বাত্ত্ব বলেন, উটের মালিক ও বকরির মালিকগণ পরম্পর গর্ব প্রকাশ করছিল। নবি কারিম সাল্লাত্ত্বাত্ত্ব আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—মুসা আলাইহিস সালাম বকরির পালে রাখাল থাকাকালে তাকে নবুওয়াতি দেয়া হয়েছিল। দাউদ আলাইহিস সালাম বকরির পালে রাখাল থাকাকালে তাকে নবুওয়াতি দেয়া হয়েছিল। আর আমি, আমিও ‘আজয়াদ’ নামক স্থানে আমার পরিবারের বকরি চরানো অবস্থায় নবুওয়াত লাভ করি।^{১৮৫}

যায়াবরী জিন্দেগী

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعُ، أَوْلُهُنَّ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالْأَعْرَابِيَّةُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

^{১৮৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, হাসান।

^{১৮৫}. মুসনাদে আহমাদ: ১১৯১৮। হাদিসের মান: সহিহ।

[৫৮৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কবিরা গুনাহ সাতটি। তার প্রথমটি আল্লাহর সাথে শরিক করা (২) মানুষ হত্যা, (৩) সতী-সাধী নারীর প্রতি (যেনার) মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৪) হিজরতের পর পুনরায় যাযাবরী জীবন বরণ করা।^{৮৬}

বিরাণ এলাকায় বসবাসকারী

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةً قَالَ: حَدَّثَنِي صَفَوَانُ
قَالَ: سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ، فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ»
قَالَ أَحْمَدُ: الْكُفُورُ: الْقُرَى.

[৫৮৬] সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন—তুমি বিরাণভূমিতে বাসস্থান করো না। কেননা বিরাণভূমির অধিবাসী কবরের অধিবাসীরতুল্য। আহমাদ রাহিমাত্তুল্লাহু বলেন, কুফর শব্দের অর্থ গ্রামাঞ্চল।^{৮৭}

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفَوَانُ
سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ لِي الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا ثَوْبَانُ، لَا
تَسْكُنِ الْكُفُورَ، فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ».

[৫৮৭] সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—হে সাওবান, তুমি বিরানভূমিতে বাসস্থান করো না। কেননা বিরানভূমির অধিবাসী কবরের অধিবাসীর মত।^{৮৮}

^{৮৬}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। মারফু সুত্রেও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৩৭।

^{৮৭}. শুআবুল ঈমান: ৭১১২। হাদিসের মান: হাসান।

^{৮৮}. শুআবুল ঈমান: ৭১১৩। হাদিসের মান: হাসান।

মরুভূমি এবং জলাশয়ে বসবাস করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنِ الْمِقدَامِ بْنِ شَرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدْوِ قُلْتُ: وَهُلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَبْدُو إِلَى هَوْلَاءِ التَّلَاجِ.

[৫৮৮] মিকদাম ইবনু শুরাইহ রাহিমাহ্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—আমি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মরু এলাকায় বসবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মরুময় এলাকায় গমন করতেন? আয়িশা বললেন, হ্যাঁ, তিনি ঐ সকল টিলায় যেতেন (টিলা বলা হয় পাহাড়ের উপর থেকে নিচে প্রবাহিত)।^{৫৮৯}

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ بْنُ عَلَيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ إِذَا رَكَبَ، وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَضَعَ ثُوبَهُ عَنْ مَنْكِبِيهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى فَخِدَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا.

[৫৮৯] আমর ইবনু ওয়াহব রাহিমাহ্লাহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি যখন মুহরিম অবস্থায় (জন্মতে) আরোহন করতেন, তখন তিনি তার দুই কাঁধের কাপড়কে তাঁর রানের উপর রাখতেন। আমি বললাম, এটা কী? তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমনটা করতে দেখেছি।^{৫৯০}

যে ব্যক্তি গোপনীয়তা পছন্দ করে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا جَالِسِينَ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نُحِبُّ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَنَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ أَجَالِسُ أُولَئِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: بَلَى، فَجَالِسْ هَذَا وَهَذَا، وَلَا

^{৫৮৯}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{৫৯০}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে আবদুল্লাহ ইবনু উসাইদ দুর্বল রাবি।



تَرْفَعُ حَدِيثَنَا، ثُمَّ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي؟ فَعَدَدَ الْأَنْصَارِيِّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَهُمْ عَنِ الْحُسْنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لِأَحْرَاهُمْ - إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ - أَنْ يُقِيمُهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنَ الْحَقِّ.

[৫৯০] মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবদুল কারি রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত—উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও এক আনসারি ব্যক্তি একত্রে বসা ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনু আবদুল কারি রাহিমাল্লাহু এসে তাদের নিকট বসলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের কথা উঁচু করে। আমরা তাকে অপছন্দ করি। আবদুর রহমান রাহিমাল্লাহু তাকে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি তাদের সাথে উঠা-বসা করি না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাঁ, তুমি এর সাথে ওর সাথে উঠাবসা করো, কিন্তু আমাদের (পার্সোনাল) কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না। অতঃপর তিনি আনসারিকে বলেন, আমাদের পরে কে খলিফা হবে? এ বিষয়ে লোকেরা কী বলে? আনসারি সাহাবি মুহাজিরদের থেকে অনেকের নাম উল্লেখ করলেন। কিন্তু তাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ করেননি? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তাদের হলোটা কী? তারা হাসানের বাবা আলির কথা বলছে না যে? আল্লাহর শপথ, তিনি যদি তাদের শাসক হন, তাহলে তিনিই তাদের হক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবেন।^{১১}

কাজকর্মে স্থিরতা অবলম্বন করা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسْنُ، أَنَّ رَجُلًا ثُوْفَى وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ وَمَوْلَى لَهُ، فَأَوْصَى مَوْلَاهُ بِابْنِهِ، فَلَمْ يَأْلُوهُ حَقًّى أَدْرَكَ وَزَوْجَهُ، فَقَالَ لَهُ: جَهَزْنِي أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَجَهَزَهُ، فَأَتَى عَالِمًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظَلِقَ فَقُلْ لِي أَعْلَمُكَ، فَقَالَ: حَضَرَ مِنِّي الْخُرُوجُ فَعَلِمْنِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ، وَلَا تَسْتَعْجِلْ. قَالَ الْحَسْنُ: فِي هَذَا الْخَيْرُ كُلُّهُ - فَجَاءَ وَلَا يَكَادُ يَنْسَاهُنَّ، إِنَّمَا هُنَّ تَلَاثُ - فَلَمَّا جَاءَ أَهْلَهُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ الدَّارِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَائِمٍ مُتَرَاجِعِ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَإِذَا امْرَأَتُهُ نَائِمَةٌ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا؟ فَرَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ، وَلَا تَسْتَعْجِلْ. فَرَجَعَ، فَلَمَّا قَامَ

^{১১}. মুসাম্মাফে ইবনু আবি শাহিবা: ৩৭০৫। হাদিসের মান: মাওকুফ, দুর্বল। সনদে মুহাম্মাদ দুর্বল
রাবি।

عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا شَيْئًا، فَرَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَيْفَهُ ذَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَهُ وَتَبَ إِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَسَاءَلَهُ قَالَ: مَا أَصَبْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ خَيْرًا كَثِيرًا، أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ: أَنِّي مَشَيْتُ اللَّيْلَةَ بَيْنَ السَّيْفِ وَبَيْنَ رَأْسِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَحَجَرَنِي مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِكَ.

[৫৯১] হাসান বসরি রাহিমান্নাহু বলেন—এক ব্যক্তি মারা গেলেন, রেখে গেলেন একটি পুত্র সন্তান ও একটি আয়দকৃত গোলাম। সে তার পুত্রের বিষয়ে তার গোলামকে অসিয়ত করে গেলেন। গোলাম (মালিকের অসিয়ত মোতাবেক) ছেলেটির দেখাশুনার ব্যাপারে কোনো ক্রটি করেনি। ছেলেটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে তাকে বিবাহও করায়। (একদিন) ছেলেটি গোলামকে বলল—আমার জন্য সফরের ব্যবস্থা করো। আমি ইলম তালাশ করার জন্য সফর করবো। গোলাম তার সফরের ব্যবস্থা করে দিলো। অতঃপর ছেলেটি একজন আলিমের কাছে এসে ইলমের আবেদন করলো। আলিম তাকে বলেন, তুমি তোমার নিজ দেশে ফিরে যওয়ার প্রাক্কালে আমাকে বলবে—আমি তোমাকে জ্ঞানের কথা শিখাবো। (কিছুদিন পরে) সে আলেমকে বলল, আমার ফেরার সময় হয়ে গেছে, সুতরাং এখন আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা শিখিয়ে দিন। আলিম বললেন, “তুমি আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধরো এবং (কোনো ব্যাপারে) তাড়াভড়া করো না।”

হাসান রাহিমান্নাহু বলেন—এই সামান্য কথার মাঝে সব কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতঃপর যখন সে লোকটি নিজ এলাকায় ফিরে এলো, তখন তার ঐ কথাগুলো স্মরণ ছিল। কারণ, নাসিহা ছিল মাত্র তিনটি। সে তার পরিবারে পৌঁছে সওয়ারি থেকে অবতরণ করলো। সে ঘরে চুকে দেখলো যে, একটি পুরুষলোক শিথিল অবস্থায় একটি নারীর অদূরে ঘুমিয়ে আছে। আর সেই নারী হচ্ছে তারই স্ত্রী। সে মনে-মনে বলল, আল্লাহর ক্ষম! এমন দৃশ্য দেখার পর কি আমি আর অপেক্ষা করবো? অতঃপর সে তার সওয়ারির কাছে ফিরে এলো। যখন তরবারি হাতে নিল, তখন তার স্মরণ হলো, “আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধরো এবং তাড়াভড়া করো না।” ফলে সে আবার ফিরে গিয়ে তার শিয়রের নিকট দাঁড়িয়ে বললো, এমন দৃশ্য দেখার পর আর মোটেও অপেক্ষা করবো না। সে তার সওয়ারির নিকট ফিরে এলো এবং তরবারি হাতে নিতেই নাসিহার কথা মনে পড়ে গেল। পুনরায় সে তার নিকট ফিরে গেলো। সে তার মাথার নিকট দাঁড়াতেই ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠলো এবং তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, আমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আপনি কেমন ছিলেন? সে বললো, আল্লাহর

শপথ, তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছি, আল্লাহর শপথ, আজ রাতে আমি মোট তিনবার তরবারি ও তোমার মাঝে যাতায়াত করেছি এবং যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে তা আমার প্রতিবন্ধক হয়েছে।^{১৯২}

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِيكَ حَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ»، قُلْتُ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْحَلْمُ وَالْحَيَاةُ»، قُلْتُ: قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا؟ قَالَ: «قَدِيمًا»، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى حَلْقَيْنِ أَحَبَّهُمَا اللَّهُ.

[৫৯২] আশাজ্জ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—তোমার মাঝে আল্লাহর পছন্দনীয় দু’টি গুণ আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কি কি? তিনি বলেন—ধীরস্থিরতা ও লজ্জাশীলতা। আমি বললাম, এই দুইটি গুণ আমাদের মাঝে আগে থেকেই দেখছেন? নাকি নতুনভাবে দেখছেন? তিনি বলেন, পূর্ব থেকেই দেখছি। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মধ্যে জন্মগতভাবে এমন দু’টি গুণ সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহ পছন্দ করেন।^{১৯৩}

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - وَذَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ حَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحَلْمُ وَالْأَنَاءُ.

[৫৯৩] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের (নেতা) আশাজ্জ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তোমার মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় দু’টি গুণ আছে। সেগুলো হলো—ধীরস্থিরতা, সহনশীলতা।^{১৯৪}

^{১৯২}. হাদিসের মান: মাকতু, হাসান।

^{১৯৩}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৮৮; মুসনাদে আহমাদ: ১৭৮২৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৯৪}. সুনানু আবি দাউদ: ৫২২৫; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৮৭। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَشْرُبُ بْنُ الْمُفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُرَاءُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَشْجَعِ أَشْجَعَ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ لَحْصَلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحَلْمُ وَالْأَنَاءُ.

[৫৯৪] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের (প্রতিনিধি দলের নেতা) আশাজ্জ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তোমার মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় দু'টি গুণ আছে। সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা।^{১৯৫}

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَّيْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي هُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ جَدَّهُ مَزِيدَةً الْعَبْدِيَّ قَالَ: جَاءَ الْأَشْجَعُ يَمْشِي حَتَّى أَخْدَى بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّ فِيكَ لَحْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: جَبْلًا جُبْلُتْ عَلَيْهِ، أَوْ خُلْقًا مَعِي؟ قَالَ: «لَا، بَلْ جَبْلًا جُبْلُتْ عَلَيْهِ»، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

[৫৯৫] মাযিদা আল-আবদি রাহিমাল্লাহু বলেন—আশাজ্জ রাদিয়াল্লাহু আনহু পায়ে হেঁটে এসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে তাতে চুমা দিলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন—নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালোবাসেন। আশাজ্জ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেগুলো কি প্রকৃতিগত নাকি সৃষ্টিগত? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না, সেগুলো তোমাকে প্রকৃতিগতভাবেই দান করা হয়েছে। আশাজ্জ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।^{১৯৬}

^{১৯৫}. মুসনাদে আহমাদ: ১১১৭৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১৯৬}. তাবারানি: ৮১২। হাদিসের মান: সহিহ। সনদে ক্রটি আছে। অন্য সনদ সহিহ।

বিদ্রোহ করা

حَدَّثَنَا أَبُو نُعْيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جَبَلٍ لَدُكَ الْبَاغِي.

[৫৯৬] মুজাহিদ রাহিমাল্লাহু বলেন, ইবনু আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—
যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের সাথে বিদ্রোহ করতো, তবে বিদ্রোহী পাহাড় ধসে
পড়ত।^{১১৭}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَاجْتِ
النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلُنِي الْمُتَكَبِّرُونَ وَالْمُتَجَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: لَا
يَدْخُلُنِي إِلَّا الْضُّعَفَاءُ الْمَسَاكِينُ. فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقُمُ بِكِ مَمَّنْ شِئْتُ،
وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَمَّنْ شِئْتُ.

[৫৯৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাত এবং জাহানাম তর্কে লিপ্ত হলো। জাহানাম
বলল, অহংকারী ও স্বৈরাচারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও
মিসকিনরাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা জাহানামকে বলেন, তুমি
আমার আযাব বা শাস্তি। তোমার মাধ্যমে যার থেকে ইচ্ছে আমি প্রতিশোধ নিবো।
তিনি জান্নাতকে বলেন, তুমি আমার দয়া, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার মাধ্যমে দয়া
করবো।^{১১৮}

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيَّ
الْخُولَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَلَيٍّ الْجَنِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًّا،
فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ، وَأَمَّةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ، وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا، وَكَفَاهَا مَؤْوِنَةٌ

^{১১৭}. হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৫৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{১১৮}. সহিহল বুখারি: ৪৮৫০; সহিহ মুসলিম: ২৮৪৬; মুসনাদে আহমাদ: ৮১৬৪। হাদিসের মান:
সহিহ।

الْدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ。وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ
رِدَاءَهُ الْكِبِيرِيَاءُ، وَإِزَارَةُ عِزَّةٍ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

[৫৯৮] ফাদলা ইবনু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তিনি ধরণের ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোনো প্রশ্ন করা হবে না (সরাসরি জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে)। (১) যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার নেতার অবাধ্য হলো এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেলো, তাকে কোনো ধরণের প্রশ্ন করা হবে না। (২) যে গোলাম এবং বাদী তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেলো। (৩) যে নারীর স্বামী তার থেকে দূরে থাকে এবং তার জন্য দুনিয়ার চাহিদা পূরণ করে দেয়। এমন নারী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার কৃপ-লাবণ্য প্রকাশ করে বেড়ায়। আরো তিনি ব্যক্তিকে কোনো ধরণের প্রশ্ন করা হবে না (তারা হলো)। (১) যে লোক আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাটানি করে। আর তাঁর চাদর হচ্ছে অহংকার এবং তাঁর লুঙ্গী বা পোষাক হচ্ছে তাঁর ইজ্জত। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর হৃকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়।^{৫৯}

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤْخَرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَيْ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَغْيُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدِينِ، أَوْ قَطْعِيَةُ الرَّحِيمِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا
قَبْلَ الْمَوْتِ».

[৫৯৯] বাক্সার ইবনু আবদুল আযিয রাহিমাল্লাহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী তিনি অনেক পাপের শাস্তি প্রদান কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে থাকেন, কিন্তু তিনি বিদ্রোহ, পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার (গুনাহ) শাস্তি অপরাধীর মৃত্যুর পূর্বেই এই দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন।^{৬০০}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْيِيدٍ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَدَّادُ الْحَرَانِيُّ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: يُبَصِّرُ

^{৫৯}. মুসনাদে আহমাদ: ২৩৯৪৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬০০}. মুস্তাদরাকে হাকেম: ৭২৯০। হাদিসের মান: সহিহ।

أَحَدُكُمُ الْقَدَّاءِ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْلُ، أَوِ الْجِذْعَ، فِي عَيْنِ نَفْسِهِ قَالَ أَبُو عَبْيَدٍ: الْجِذْلُ: الْحَشَبَةُ الْعَالِيَةُ الْكَبِيرَةُ.

[৬০০] ইয়াবিদ ইবনুল আসাম রাহিমাহ্লাহু বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াহ্লাহু আনুরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখে সামান্য ময়লা দেখতে পায়, কিন্তু তার নিজের চোখে কাঠ বা লাকড়ি পড়ে থাকলে দেখতে পায় না।^{৬০১}

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَبِنِيُّ بْنُ أَخْضَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ الْمُزَنِيِّ، فَأَمَاطَ أَذْيَ عَيْنِ الْطَّرِيقِ، فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَبَادَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ، قَالَ: أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَاطَ أَذْيَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تُقْبَلَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

[৬০১] মুআবিয়া ইবনু কুররা রাহিমাহ্লাহু থেকে বর্ণিত—আমি মাকিল আল-মুয়ানি রাদিয়াহ্লাহু আনুর সাথে ছিলাম। তিনি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরালেন। অতঃপর আমিও রাস্তায় কিছু একটা দেখে সেটা সরিয়ে ফেললাম। তিনি বলেন, হে আমার ভাতিজা, তোমাকে কোন জিনিষ এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? আমি বললাম, আপনাকে দেখে। আপনি এই কাজ করলেন বিধায় আমিও করলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজা, ভালো কাজ করেছো। আমি নবি কারিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরায়, তার জন্য একটি নেকি লিখা হয়। আর যার একটি নেকি আল্লাহর কাছে কবুল হয়, সে জামাতে প্রবেশ করবে।^{৬০২}

^{৬০১}. আস সহিহা: ৩৩। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{৬০২}. তাবারানি: ৫০২। হাদিসের মান: হাসান।

উপহার গ্রহণ করা

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَالِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا صِبَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَهَادُوا تَحَابُوا».

[৬০২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা পরম্পর হাদিয়া দাও, (এতে) তোমাদের পারম্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।^{৬০৩}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَنْسُ يَقُولُ: يَا بَنِيَّ، تَبَادِلُوا بَيْنَكُمْ، فَإِنَّهُ أَوَدُ لِمَا بَيْنَكُمْ.

[৬০৩] সাবিত রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—হে আমার ছেলেরা, তোমরা পরম্পরের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করো, এতে তোমাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।^{৬০৪}

মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে উপহার বর্জন করে

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَالِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً، فَعَوَضَهُ، فَتَسْخَطَهُ، فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَهِدِي أَحَدُهُمْ فَأُعَوِّضُهُ بِقَدْرِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ يَسْخَطُهُ وَأَيْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبُلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرْشِيِّ، أَوْ أَنْصَارِيِّ، أَوْ ثَقَفِيِّ، أَوْ دَوْسِيِّ».

[৬০৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—ফায়ারা গোত্রের এক লোক নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উট হাদিয়া দিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে এর বিনিময় হিশেবে কিছু দিলেন। তাতে সে (ঐ লোকটা) অসন্তুষ্ট হলো। অতঃপর আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিস্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—তোমাদের থেকে কেউ আমাকে কিছু হাদিয়া দিলে আমি সাধ্যানুযায়ী তাকে বিনিময় দিয়ে থাকি। তাতে সে

^{৬০৩}. শুআবুল ঈমান: ৮৫৬৮। হাদিসের মান: হাসান।

^{৬০৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

অসম্ভট হয়। আল্লাহর শপথ, এই বছরের পর আমি কুরাশি, আনসারি, সাকাফি ও দাওসি গোত্র ছাড়া কোনো বেদুইনের হাদিয়া গ্রহণ করবো না।^{৬০৪}

লজ্জাশীলতা

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهْبَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعَيِّ بْنِ حِرَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

[৬০৫] আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—নবুওয়াতের কথা থেকে মানুষ যা পেয়েছে, তাতে এটাও আছে—“যখন তোমার লজ্জা না থাকবে, তখন তুমি যা-ইচ্ছে তাই করবো।”^{৬০৫}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الإِيمَانُ بِضُعْ وَسِتُّونَ، أَوْ بِضُعْ وَسَبْعُونَ، شُعْبَةُ، أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْيَى عَنِ الظَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ».

[৬০৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—ঈমানের ষাট বা সতরের অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো—“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এবং তার সর্বনিম্ন শাখা হলো—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাও ঈমানের একটি অঙ্গ।^{৬০৬}

حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْيِدِ اللَّهِ مَوْلَى أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

[৬০৭] আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ রাহিমাল্লাহু আনহু বলেন, আমি আবু সাউদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

^{৬০৪}. সুনানু তিরমিয়ি: ৩৯৪৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬০৫}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৮৩; মুসনাদে আহমাদ: ১৭০৯৮। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬০৬}. সত্তিল বুখারি: ৯; সহিহ মুসলিম: ৩৫; মুসনাদে আহমাদ: ৯৩৬১। হাদিসের মান: সহিহ।



ওয়াসাল্লাম পর্দায় আবৃত পর্দানশীন কুমারি মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করলে তার চেহারায় তা আমরা দেখতে পেতাম।^{৬০৮}

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ، حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِ عَائِشَةَ لَا يَسَا مِرْظَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذِيلَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذِيلَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ: «اْجْمَعِي إِلَيْكِ ثِيَابِكِ»، قَالَ: فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ فَرِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَرِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ، وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، أَنْ لَا يَبْلُغُ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ».

[৬০৮] উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। নবিজি তখন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি চাদর আবৃত হয়ে আয়িশার ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি ঐ অবস্থায় থাকতেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে নিজ প্রয়োজন সেবে চলে গেলেন।

অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি কামনা করলেন। তিনি শায়িত অবস্থায়ও তাকে অনুমতি দিলেন। তিনিও তার সাথে প্রয়োজন সেবে চলে গেলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম, তিনি উঠে বসে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন, তুমি তোমার কাপড় তোমার কাছে নিয়ে যাও। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও তার সাথে নিজ প্রয়োজন সমাধান করে চলে আসলাম। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমি দেখলাম, আপনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমনে যতটা সতর্ক হয়েছেন, আবু বকর এবং উমর

^{৬০৮}. সহিল বুখারি: ৩৫৬২; সহিহ মুসলিম: ২৩২০।

রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বেলায় ততটা পেরেশান তো হলেন না? রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—উসমান অধিক লজ্জাশীল একজন পুরুষ। আমি আশঙ্কা করলাম যে, আমি যদি তাঁকে আমার অবস্থায় থাকতে আসার অনুমতি প্রদান করি, তাহলে সে হ্যত আমার কাছে তাঁর প্রয়োজন নিয়ে আসবে না।^{৫০৯}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمِرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا كَانَ الْحَيَاةُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

[৬০৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো জিনিষের মধ্যে লজ্জা থাকাটা ঐ জিনিষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর কোনো জিনিসের মধ্যে মন্দতা সে জিনিষ নষ্ট করে ফেলে।^{৫১০}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاةِ، فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ».

[৬১০] সালেম রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—একবার রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জার বিরুদ্ধে ওয়াজ করতেছিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তাকে ছাড়ো। কেননা লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।^{৫১১}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُعَايِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاةِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ».

[৬১১] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একদা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরক্ষার করছিল। যেন সে তার ভাইকে বলছে—লজ্জা

^{৫০৯}. সহিহ মুসলিম: ২৪০২; মুসনাদে আহমাদ: ২৫২১৬। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫১০}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৮৫; মুসনাদে আহমাদ: ১২৬৮৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৫১১}. সুনানু আবি দাউদ: ৪৭৯৫; সুনানে নাসাই: ৫০৩৩; সহিলু বুখারি: ৬১১৮। হাদিসের মান: সহিহ।



তোমাকে ক্ষতি করবে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—
তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা সৈমানের অন্তর্ভুক্ত।^{৩১২}

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنِي يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاשِفًا عَنْ فَخِذِهِ أَوْ سَاقِيهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَى ثِيَابِهِ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْشَ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانَ فَجَلَسَ تَهْشَ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرَ فَلَمْ تَهْشَ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانَ فَجَلَسَ وَسَوَى ثِيَابِكَ؟ قَالَ: «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ نَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟».

[৬১২] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে শোয়া ছিলেন। তার উরু অথবা পা খোলা ছিলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে অনুমতি প্রর্থনা করলে তিনি ঐ অবস্থাতেই তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তার সাথে কথাবার্তা বললেন। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশের অনুমতি কামনা করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থায় কথাবার্তা বললেন।

অতঃপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে বসলেন এবং কাপড় ঢিক্যাক করলেন। রাবি মুহাম্মাদ বলেন—এ ব্যাপারটি একই দিনে ঘটেছে বলে আমি বলতে পারি না। এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে নবিজির সাথে কথা বললেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপরে আমি নবিজিকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন, আপনি তেমন কোনো খেয়াল করলেন না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন, সেখানেও আপনি কোনো খেয়াল করলেন না। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন আসতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঢিক করে নিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—আমি কি ঐ ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, যাকে ফেরেশতারাও (লজ্জা) করেন।^{৩১৩}

^{৩১২}. মুসনাদে আহমাদ: ৫১৮৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৩১৩}. সহিহ মুসলিম: ২৪০১; মুসনাদে আহমাদ: ২৫২১৬। হাদিসের মান: সহিহ।

অধ্যায় : দুর্জা ও আমল

সকালে কী বলবে?

حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ».

[৬১৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলায় বলতেন,

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

উচ্চারণ: ‘আসবাহনা ওয়া আসবাহাল হামদু কুল্লুহ লিল্লাহি, লা শারিকা লাহু, লা ইলাহা ইলাল্লাহু, ওয়া ইলাইহিন নুশুরা’

অর্থ: ‘আমরা ভোরে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহর রাজত্ব (সৃষ্টিকুল) ভোরে উপনীত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ ছাড়ি অন্য কোনো ইলাহ নাই এবং পুনরুত্থান তার কাছে।’

সন্ধ্যাবেলায় তিনি বলতেন,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ.

উচ্চারণ: ‘আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়ালহামদু কুল্লুহ লিল্লাহি, লা শারিকা লাহু, লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াইলাইহিল মাসিরা’

অর্থ: ‘আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আল্লাহর রাজত্ব সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তার কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।’^{৬১৪}

^{৬১৪}. মুসনাদে বায়ার: ৮৬৮৫। হাদিসের মান: এই শব্দে হাদিস দুর্বল। অন্য শব্দে সহিহ।

যে অন্যের জন্য দুআ করে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أُبْيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَيْثُ فِي السَّجْنِ مَا لَيْثَ يُوسُفُ، ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِي لِأَجْبِتُ، إِذْ جَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: {اْرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَأْلَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ} [يوسف: ٥٠]، وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطِ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: ٨٠]، فَمَا بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا فِي ثَرْوَةِ مِنْ قَوْمِهِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: الْثَّرْوَةُ: الْكَثْرَةُ وَالْمَنْعَةُ.

[৬১৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সম্মানিত ব্যক্তির ছেলে সম্মানিত পুত্রের সম্মানিত পুত্র ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। যিনি আল্লাহ তাআলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—ইউসুফ আলাইহিস সালাম যতদিন কারাগারে ছিলেন, আমি যদি ততদিন কারাগারে থাকতাম এবং অতঃপর সংবাদদাতা আমার নিকট এসে আহবান জানালে আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন:

اْرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَأْلَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ.

“রাজদূত যখন তার নিকট উপস্থিত হলো তখন সে বললো, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা নিজেদের হাত কেটেছিলো তাদের অবস্থা কী।” (সূরা ইউসুফ : ৫০)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—লুত আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছে করেছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রকে বলেন,

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ.

“তোমাদের উপর যদি আমার জোর খাটতো অথবা যদি আমি কোনো সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয় নিতে পারতাম।” (সুরা হুদ : ৮০)

এরপর থেকে আল্লাহ তাআলা জাতির সম্মানিত ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নবি কারিমগণকে পাঠিয়েছেন।^{৬১৫}

হৃদয় নিংড়ানো দুআ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِي عَلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَةً أَرْسَلُوا إِلَيَّ، فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَةً، فَلَقِيَنِي عَلْقَمَةٌ وَقَالَ لِي: أَلْمَ تَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيعُ؟ قَالَ: أَلْمَ تَرَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُونَ النَّاسَ، وَمَا أَقْلَ إِجَابَتُهُمْ؟ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِلُ إِلَّا التَّابِخَةَ مِنَ الدُّعَاءِ، قُلْتُ: أَوْ لَيْسَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَسْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ، وَلَا مُرَاءٍ، وَلَا لَاعِبٍ، إِلَّا دَاعٌ دَعَا يَتْبُعُ مِنْ قَلْبِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَلْقَمَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.

[৬১৫] আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ রাহিমাহল্লাহু বলেন—রবি রাহিমাহল্লাহু প্রতি শুক্রবার আলকামা রাহিমাহল্লাহুর কাছে আসতেন। আমি সেখানে হায়ির না থাকলে তারা আমার জন্য লোক পাঠিয়ে দিতেন। একদা রবি রাহিমাহল্লাহু আসলেন, কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। তাই আলকামা রাহিমাহল্লাহু আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে বলেন, তুম কি দেখো নাই যে, রবি কী নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন, আপনি কি লক্ষ করেন না যে, লোকেরা প্রচুর দুআ করছে—কিন্তু তাদের দুআ কত কম কবুল হয়? তার কারণ এই যে, মহান আল্লাহ তাআলা হৃদয় থেকে নির্গত দুআ ছাড়া কবুল করেন না। আমি বললাম, আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও কি তাই বলেননি? তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আল্লাহ এমন লোকের দুআ কবুল করেন না, যে লোক শুনাবার জন্য, প্রদর্শনীর জন্য এবং অভিনয়ের ভঙ্গিতে দুআ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর থেকে দুআ করে তিনি তার দুআ কবুল করেন। রবি বলেন, আলকামা রাহিমাহল্লাহুর স্মরণ হলে তিনি বলেন, হাঁ (তিনি তাই বলেছেন)।^{৬১৬}

^{৬১৫}. সুনানুত তিরমিয়ি: ৩১১৬; মুসনাদে আহমাদ: ৮৩৯২। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৬১৬}. হাদিসের মান: মাকতু, সহিহ।



ଆଧ୍ୟାତ୍ ଏବଂ ଆଶା ନିଯେ ଦୁଆ କରା

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا
أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولُ: إِنْ شِئْتَ، وَلَيُعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ، وَلَيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

[୬୧୬] ଆବୁ ହୁରାଇରା ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନନ୍ଦ ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି
ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେ—ତୋମାଦେର କେଉ ଯଥନ ଦୁଆ କରେ ତଥନ ସେ ଯେନ ଏକପ ନା
ବଲେ, (ହେ ଆଲ୍ଲାହ) ଆପନି ଯଦି ଚାନ (ତାହଲେ ଦୁଆ କବୁଳ କରନ) ବରଂ ସେ ଯେନ
ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଆଧିହେର ସାଥେ ଦୁଆ କରୋ। କେନନା କିଛୁ ଦାନ କରା ଆଲ୍ଲାହର କାଛେ ବଡ଼
କିଛୁ ନନ୍ଦା।^{୬୧୭}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ
فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهٌ لَهُ.

[୬୧୭] ଆନାସ ରାଦିଆଲ୍ଲାହୁ ଆନନ୍ଦ ବଲେନ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହୁ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି
ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେ—ତୋମାଦେର କେଉ ଯଥନ ଦୁଆ କରେ, ତଥନ ଯେନ ଦୃଢ଼ତାର ସାଥେ
ଦୁଆ କରୋ। ଦୁଆଯ ଏମନଟା ବଲବେ ନା:

اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهٌ لَهُ.

ଉଚ୍ଚାରଣ: ‘ଆଲ୍ଲାହମା ଇନ ଶି’ତା ଫାଆ’ତିନୀ, ଫାଇଲ୍ଲାହା ଲା ମୁସତାକରିହା ଲାହୁ।’

ଅର୍ଥ: ‘ହେ ଆଲ୍ଲାହ! ଆପନି ଯଦି ଚାନ, ତାହଲେ ଆମାକେ ଦାନ କରନ। କେନନା ଆଲ୍ଲାହକେ
ବାଧ୍ୟ କରାର କେଉ ନେଇ।’^{୬୧୮}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي
نَعِيمٍ وَهُوَ وَهُبٌ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيرِ يَدْعُونَ، يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى
الْوَجْهِ.

^{୬୧୭}. ସୁନାନୁ ଆବି ଦାଉଦ: ୧୪୮୩; ସୁନାନୁତ ତିରମିଯି: ୩୪୯୭, ମୁସନାଦେ ଆହମାଦ: ୭୩୧୪।
ହାଦିସେର ମାନ: ସହିତ।

^{୬୧୮}. ସହିତିଲ ବୁଖାରି: ୬୩୩୮; ମୁସନାଦେ ଆହମାଦ: ୧୧୯୮୦। ହାଦିସେର ମାନ: ସହିତ।

[৬১৮] ওয়াহব রাহিমাল্লাহ বলেন—আমি ইবনু উমর ও ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহ
আনহমাকে দুআ করে হাতের তালু মুখমণ্ডলে মুছতে দেখেছি।^{৬১৯}

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، رَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبِنِي، أَيْمًا رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذِنَتُهُ
أَوْ شَتَّمَتُهُ فَلَا تُعَاقِبِنِي فِيهِ».

[৬১৯] ইকরিমা রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত—আয়িশা রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে
বর্ণিত, তিনি ধারণা করেন যে, তিনি তাঁর থেকে শুনেছেন—সে নবি কারিম
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই হাত তুলে দুআ করতে দেখেছেন। তিনি
তাঁর দুআয় বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبِنِي، أَيْمًا رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذِنَتُهُ أَوْ شَتَّمَتُهُ فَلَا تُعَاقِبِنِي فِيهِ

উচ্চারণ: ‘ইন্নামা আনা বাশারুন, ফালা তুআ’কিবনী, আয়ুমা রজুলুন মিনাল
মু’মিনীনা আ-যাইতুল্ল আও শাতামতুল্ল ফালা তুআ’কিবনী ফীহি।’

অর্থ: ‘আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না। আমি
যদি কোনো মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকি, বা গালি দিয়ে থাকি, তবে আপনি
সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।’^{৬২০}

حَدَّثَنَا عَلَيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَدِيمَ الطَّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ
اْهِدْ دَوْسًا، وَاثِتْ بِهِمْ».

[৬২০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন—তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাউসি
রাদিয়াল্লাহ আনহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হায়ির হয়ে
বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, দাওস গোত্র আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেছে, এবং
ইসলামকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে

^{৬১৯}. হাদিসের মান: মাকতু, দুর্বল। সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ফুলাইহি দুর্বল রাবি।

^{৬২০}. মুসনাদে আহমাদ: ২৬২১৮। হাদিসের মান: সহিহ লিগাইরিহি।

বদুআ করন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুথী হয়ে তাঁর উভয় হাত উপরে তুললেন। লোকজন মনে করলো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বদুআ করবেন। কিন্তু তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে তাদের (মুসলমানদের) সাথে থাকার তাওফিক দিন।^{৬১}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَّسٍ قَالَ: قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا، فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ. فَرَفَعَ يَدِيهِ، وَمَا يُرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ، فَمَدَّ يَدِيهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَئِيهِ يَسْتَسْقِي اللَّهُ، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَ الشَّابُّ الْقَرِيبُ الدَّارِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَدَامَتْ جُمُعَةٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ. فَتَبَسَّمَ لِسْرَعَةٍ مَلَلِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ: «اللَّهُمَّ حَوَّالِيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا»، فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ.

[৬২১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক বছর বৃষ্টি বন্ধ ছিল। কোনো বৃষ্টি হ্যনি। তো কোনো জুমুআর দিনে কয়েকজন মুসলমান নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, কোনো বৃষ্টি হচ্ছে না। জমিন শুকিয়ে গেছে। সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত উপরে উঠালেন। তখন আকাশে মেঘ ছিলো না। তিনি তাঁর দুই হাত এতো প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। আমরা জুমুআর সালাত শেষ না করতেই এমন বৃষ্টি হলো যে, নিকটস্থ বাড়ি-ঘরের যুবকরা ফিরে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। সপ্তাহ ধরে অবিরত বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী জুমুআ উপস্থিত হলে লোকজন বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ, ঘরবাড়ি ধসে পড়ছে। কাফেলার চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আদম সন্তানের এতো তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে যাওয়াতে মন্দু হাসলেন এবং হাত তুলে বলেন,

اللَّهُمَّ حَوَّالِيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা, ওয়ালা আ’লাইনা।’

^{৬১}. সহিত মুসলিম: ২৫২৪, মুসনাদে আহমাদ: ৭৩১৫। হাদিসের মান: সহিহ।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর আর নয়।’

ফলে মদিনার আকাশ থেকে মেঘ চলে গেলো।^{৬২২}

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبِنِي، أَيُّمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَّمْتُهُ فَلَا تُعَاقِبِنِي فِيهِ».

[৬২২] ইকরিমা রাহিমাহ্লাত্ত বলেন, তিনি আযিশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে শুনেছেন—আযিশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই হাত তুলে দুআ করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দুআয বলেন,
 اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبِنِي، أَيُّمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَّمْتُهُ فَلَا
 تُعَاقِبِنِي فِيهِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন, ফালা তুআ’কিবনী, আয়ুমা রজলুন মিনাল মু’মিনীনা আ-যাইতুল্ল আও শাতামতুল্ল ফালা তুআ’কিবনী ফীহি।’

অর্থ: ‘আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না। আমি যদি কোনো মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকি, বা কাউকে গালি দিয়ে থাকি, তাহলেও আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না।’^{৬২৩}

حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاجَاجُ الصَّوَافُ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ وَمَنْعِهِ، حِصْنٍ دَوِيسٍ؟ قَالَ: فَأَبَيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَا ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ، فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَضَرِبَ - أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَا - فَحَبَّا إِلَى قَرْنٍ، فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدَجَيْهِ فَمَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ قَالَ: مَا فُعِلَ بِكَ؟ قَالَ: عُفِرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى

^{৬২২}. মুসনাদে আহমাদ: ১২০১৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬২৩}. মুসনাদে আহমাদ: ২৫২৬৫। হাদিসের মান: সহিহ।

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا شَأْنُ يَدِيْكَ؟ قَالَ: فَقِيلَ: إِنَّا لَا نُصْلِحُ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ يَدِيْكَ، قَالَ: فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ وَلِيَدِيْهِ فَاغْفِرْ»، وَرَفَعَ يَدِيْهِ.

[৬২৩] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তুফাইল ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনার কি দুর্গ ও সুরক্ষার প্রয়োজন আছে? দাওস গোত্রের দুর্গ? রাবি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। এজন্য যে, আল্লাহ আনসারদের জন্যই তাঁর সুরক্ষায় নেকির ভান্ডার গঠিত রেখেছেন। অতঃপর তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করে চলে আসলেন। তার সাথে তার গোত্রের এক ব্যক্তিও আসলো। লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেলো। তাই সে শিং-এর মধ্য থেকে একটি ছুরি নিয়ে তার ঘাড়ের দিকের রগ কেটে ফেলায় তার মৃত্যু হলো। তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? সে বললো, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দুই হাতের অবস্থা কী? রাবি বলেন, বলা হলো, তোমার হাতের মাধ্যমে তুমি যা ঠিক করেছ, তা আর ঠিক করা হবে না। রাবি বলেন, তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নের কথা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তার দুই হাতকে ক্ষমা করে দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করার সময় তাঁর দুই হাতকে উঠালেন।^{৬২৪}

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِنْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ».

[৬২৪] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন,

^{৬২৪}. সহিহ মুসলিম: ১১৬; মুসনাদে আহমাদ: ১৪৯৮২। হাদিসের মান: হাসান।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُبِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা ইমি আউ’যুবিকা মিনাল কাসালি, ওয়া আউ’যু বিকা মিনাল
জুবনি, ওয়া আউ’যু বিকা মিনাল হারামি, ওয়া আউ’যু বিকা মিনাল বুখলি।’

অর্থ: ‘হে আমার আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অলসতা থেকে আশ্রয় চাই। এবং
আমি আপনার নিকট ভীরতা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। এবং কৃপণতা থেকে
আশ্রয় চাই।’^{৬২৫}

حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ يَزِيدَ
بْنِ الْأَصْمَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي، وَأَنَا مَعْهُ إِذَا دَعَانِي

[৬২৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন—আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন
ধারণা করে, আমি তার কাছে তেমনই। যখন সে আমাকে আহবান করে, তখন
আমি তার সাথে থাকি।^{৬২৬}

সাহিয়দুল ইস্তিগফার

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُزَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوئِسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ،
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ
لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. إِذَا قَالَ حِينَ
يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ - أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ
مِنْ يَوْمِهِ، مِثْلُهُ.

^{৬২৫}. সহিল বুখারি: ৫৪২৫; সুনান আবি দাউদ: ১৫৫৫; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৪৮৫। হাদিসের
মান: সহিল।

^{৬২৬}. মুসনাদে আহমাদ: ১০২২৪। হাদিসের মান: সহিল।

[৬২৬] শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—সায়িদুল ইস্তিগফার হলো:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَبْوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبْوُءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা আনতা রববী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, খলাকৃতানী ওয়া আনা
আ’বদুকা, ওয়া আনা আলা আ’হদিকা ওয়া ওয়া’দিকা মাসতাত’তু, আবুউ লাকা
বিনি’মাতিকা, ওয়া আবুউ লাকা বিযানবী, ফাগফিরলী, ফা-ইন্নাহ লা ইয়াগফিরুন্য
যুনুবা ইল্লা আনতা, আউ’যু বিকা মিন শারবি মা সনা’তু’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ব্যতীত আমার আর কোনো ইলাহ
নেই। আমি আপনার বান্দা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি সাধ্যানুযায়ী
আপনার ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি আপনার দেয়া
নিয়ামতের কথা স্বীকার করি এবং আমার পাপের কথাও আপনার কাছে স্বীকার
করি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া গুনাহ
মাফকারী আর কেউ নাই। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয়
কামনা করি।’

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে একুপ বলে (ঐ রাতে) মারা গেলে সে জান্নাতে
প্রবেশ করবে বা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সে ভোরে উপনীত হয়ে ঐকুপ
বললে এবং সেদিন মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে বা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত
হবে।^{৬২৭}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ ابْنِ
سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعْدُ فِي الْمَجْلِسِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ» مِائَةً مَرَّةً.

[৬২৭] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে অবশ্যই গণনা করে দেখতাম, তিনি শতবার
বলতেন,

^{৬২৭}. সুনানে নাসাই: ৫৫২২; সুনানুত তিরিমিয়ি: ৩৩৯৩; মুসনাদে আহমাদ: ১৭১১১। হাদিসের
মান: সহিহ।

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَى، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ: ‘রাবিগ ফিরলী, ওয়াতুব আ’লায়া, ইন্নাকা আনতাত তাওওয়াবুর রাহীম।’

অর্থ: ‘হে আমার রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। কেননা আপনি একমাত্র তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়।’^{৬২৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ، عَنْ رَازَادَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّحَى ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَى، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ»، حَتَّى قَالَهَا مِائَةً مَرَّةً.

[৬২৮] আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহার (চাশতের) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর বলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَى، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুস্মাগফিরলী, ওয়া তুব আ’লায়া, ইন্নাকা আনতাত তাওওয়াবুর রাহীম।’

অর্থ: ‘হে আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আমি দয়াময় এবং তাওবা কবুলকারী।’

এমনকি তিনি এই দুআকে শতবার বললেন।”^{৬২৯}

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ

^{৬২৮}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮১৪; সুনানু আবি দাউদ: ১৫১৬; মুসনাদে আহমাদ: ৪৬২৭।

হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬২৯}. সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৪৩৪। হাদিসের মান: সহিহ।

الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: «مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمٍ هِيَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

[৬২৯] শাদ্বাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—সায়িদুল ইস্তিগফার হলো:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহমা আনতা রববী লা ইলাহা ইল্লা আনতা, খলাকতানী ওয়া আনা আ’বদুকা, ওয়া আনা আ’লা আ’হদিকা ওয়া ওয়া’দিকা মাসতাত’তু, আবুউ লাকা বিনি’মাতিকা, ওয়া আবুউ লাকা বিযানবী, ফাগফিরলী, ফা-ইন্নাহ লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা, আউ’যু বিকা মিন শাররি মা সনা’তু’।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ব্যতীত আমার আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার বান্দা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করি এবং আমার পাপের কথাও আপনার কাছে স্বীকার করি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নাই। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি।’

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ইয়াকিনের সাথে দিনের বেলা এই ইস্তিগফার পাঠ করলে সেদিনই সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা গেলে সে জামাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কোনো ব্যক্তি ইয়াকিনের সাথে রাতের বেলা ইস্তিগফার পাঠ করে এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা গেলে সেও জামাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^{৬৩০}

^{৬৩০}. সুনানে নাসাই: ৫৫২২; সহিত্তুল বুখারি: ৬৩০৬। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا حَفْصُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، سَمِعْتُ الْأَغْرَى،
رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتُوْبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةً».

[৬৩০] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করো। আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে শতবার তাওবা করি।^{৬৩১}

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِبُّ قَائِلُهُنَّ:
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مِائَةَ مَرَّةٍ. رَفَعَهُ أَبْنُ أَبِي
أُنْيَسَةَ وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ.

[৬৩১] কাব ইবনু উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সালাত শেষে কিছু তাসবিহ আছে, যেগুলো শতবার পাঠ করলে পাঠকারী কথনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাসবিহগুলো হলো এই:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।’

অর্থ: ‘আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহ মহান।’

রাবি আবু উনাইস ও আমর ইবনু কায়েস রাহিমাল্লাহু হাদিসটি মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন।^{৬৩২}

^{৬৩১}. সুনানে নাসাই: ৪৩১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৩২}. সহিহ মুসলিম: ৫৯৬; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৪১২; সুনানে নাসাই: ১৩৪৯। হাদিসের মান: সহিহ।

অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দুআ করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيَادٍ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دُعَاءُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ».

[৬৩২] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দুআ আল্লাহর কাছে দ্রুত করুল হয়।^{৬৩৩}

حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلَيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الصُّنَابِحِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ دَعْوَةَ الْأَخِ فِي اللَّهِ سُسْتَجَابُ.

[৬৩৩] সুনাবিহি থেকে বর্ণিত—আবু বকর সিদ্বিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর জন্য ভাত্তের বক্ষনে আবক্ষ ভাইয়ের দুআ করুল হয়।^{৬৩৪}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ بَنْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَيْهِمُ الشَّامَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فِي الْبَيْتِ، وَلَمْ أَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةً لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكِّلٌ، كُلُّمَا دَعَ لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي السُّوقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

^{৬৩৩}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫৩৫। হাদিসের মান: হাসান। সনদ: দুর্বল। সনদে আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ দুর্বল রাবী।

^{৬৩৪}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

[৬৩৪] সাফওয়ান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান রাহিমাল্লাহু বলেন—আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা দারদা তার স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি শামে আমার শশুরবাড়িতে আসলাম। আমি বাড়িতে দারদার মাকে (আমার শাশুড়িকে) পেলাম, কিন্তু দারদার পিতাকে (আমার শশুরকে) পেলাম না। শাশুড়ি বলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে আমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে। কেননা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন—‘অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দুআ করুল হয়ে থাকে। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নির্ধারিত থাকেন। যখন সে তার কোনো ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দুআ করে, তখন সেই ফেরেশতা বলেন, আমিন এবং তোমারও অনুরূপ কল্যাণ হোক।’

বর্ণনাকারী বলেন—বাজারে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনিও অনুরূপ বললেন এবং তা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বললেন।^{৬৩৫}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَشَهَابٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ».

[৬৩৫] আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি দুআতে বলল, হে আল্লাহ, শুধু আমাকে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করে দিন। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তুমি অনেক লোককে দুআ থেকে বিরত রাখলে।^{৬৩৬}

حَدَّثَنَا جَنْدُلُ بْنُ وَالِيقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْمَجْلِسِ مِائَةً مَرَّةً: «رَبَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ».

[৬৩৬] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মজলিসে আল্লাহর কাছে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন,

^{৬৩৫}. সহিহ মুসলিম: ২৭৩৩; সুনানু ইবনু মাজাহ: ২৮৯৫; মুসনাদে আহমাদ: ৪৬২৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৩৬}. মুসনাদে আহমাদ: ৯৮৫৯। হাদিসের মান: সহিহ।

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ: ‘রবিবগফিরলী, ওয়াতুব আ’লায়া, ওয়ারহামনী, ইমাকা আনতাত
তাওয়াবুর রাহীম।

অর্থ: ‘হে আমার রব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার তাওবা কবুল করুন
এবং আমার উপর রহম করুন। কেননা আপনি পরম দয়ালু এবং তাওবা
কবুলকারী।’^{৬৩৭}

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعْيَشَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: إِنِّي لَأَذْعُو فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِي حَتَّى أَنْ يُفْسِحَ اللَّهُ فِي مَسْيِ
حَتَّى أَرِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْرُنِي.

[৬৩৭] নাফে রাহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন—
আমি আমার সকল বিষয়ে দুআ করে থাকি, এমনকি আমার বাহনকে দ্রুত চলার
জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি। এতে আমি সুখ অনুভব করি।^{৬৩৮}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ
أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِيمَا يَدْعُو: اللَّهُمَّ
تَوَفِّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ، وَلَا تُخْلِفْنِي فِي الْأَشْرَارِ، وَالْحَقْنِي بِالْأَخْيَارِ.

[৬৩৮] উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর দুআতে এরূপ বলতেন, ‘হে আমার আল্লাহ,
নেককার লোকদের সাথে আপনি আমার মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি
আমাকে নিকৃষ্ট লোকদের সাথে রাখবেন না। বরং উত্তম লোকদের সাথে আমার
সাক্ষাত ঘটান।’^{৬৩৯}

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ
قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُو بِهُؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ: رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا
سَبِيلَ الْإِسْلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الثُّورِ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَرْوَاحِنَا وَدُرَيَّاتِنَا، وَتُبْ

^{৬৩৭}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫১৬; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৪৩৪; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮১৪।
হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৩৮}. হাদিসের মান: হাসান। সনদ: দুর্বল। ইবনু ইসহাককে কেউ কেউ মুদাল্লিস বলেছেন।

^{৬৩৯}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُشْتِينَ بِهَا، قَائِلِينَ بِهَا،
وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا.

[৬৩৯] শাকিক রাহিমান্নাহ বলেন—আবদুল্লাহ রাদিয়ান্নাহ আনহু বেশীর ভাগ
সময়ে এই দুআগুলো করতেন:

رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سَبِيلَ الْإِسْلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الثُّورِ، وَاضْرِفْ
عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا
وَأَرْوَاحِنَا وَدُرَّيَاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ
لِنِعْمَتِكَ، مُشْتِينَ بِهَا، قَائِلِينَ بِهَا، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا.

উচ্চারণ: ‘রক্বানা আছলিহ বাইনানা, ওয়াহদিনা সাবিলাল ইসলামি, ওয়া নাজিনা
মিনায যুলুমাতি ইলান নূর, ওয়াসরিফ আ’ন্নাল ফাওয়াহিশা মা যহারা মিনহা ওয়া মা
বাতানা, ওয়া বারিক লানা ফি আসমায়’না ওয়া আবসারিনা ওয়া কুলুবিনা ওয়া
আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা, ওয়া তুব আ’লাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর
রাহীম, ওয়াজ আ’লনা শাকিরিনা লিনি’মাতিকা, মুসনীনা বিহা, কয়লীনা বিহা,
ওয়া আতমিমহা আ’লাইনা।’

অর্থ: ‘হে আমাদের রব, আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের সংশোধন করে দিন।
আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে
আলোর পথে মুক্তি দিন, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদের
দূরে রাখুন।

হে রব, আপনি আমাদের কান, চোখ, অন্তরসমূহ ও আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে
বারাকাহ দান করুন। কেননা আপনি তাওবা করুলকারী এবং পরম দয়ালু। আপনি
আমাদেরকে আপনার কৃতজ্ঞ বানিয়ে দিন। এবং এগুলোর প্রশংসাকারী ও
আলোচনাকারী বানান এবং তা আমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করুন।’^{৬৪০}

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغَيْرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ
أَنَسُ إِذَا دَعَا لِأَخِيهِ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةً قَوْمٍ أَبْرَارٍ لَيْسُوا بِظَلَمَةٍ وَلَا
فُجَارٍ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ، وَيَصُومُونَ النَّهَارَ.

^{৬৪০}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

[৬৪০] সাবিত রাহিমান্নাহ বলেন—যখন আনাস রাদিয়ান্নাহ আনহু তার ভাইয়ের জন্য দুআ করতেন, তখন দুআতে বলতেন, ‘আন্নাহ! তার প্রতি নেককারদের দুআ বর্ষণ করে দিন, যারা অত্যাচারী বা পাপী নন, বরং যারা রাতের বেলায় ইবাদাত করেন এবং দিনের বেলা সিয়াম রাখেন।’^{৬৪১}

حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثَ يَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَدَعَاهُ لِبِالرَّزْقِ.

[৬৪১] আমর ইবনু হুরাইস রাদিয়ান্নাহ আনহু বলেন—আমার মা আমাকে নিয়ে নবি কারিম সাল্লান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন নবিজি সাল্লান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা স্পর্শ করে আমার রিযিকের জন্য দুআ করলেন।^{৬৪২}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَنَّى بْنِ مَالِكِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ إِخْرَانَكَ أَتَوكَ مِنَ الْبَصْرَةِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالزَّاوِيَةِ - لِيَدْعُوا
اللَّهَ لَهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، فَاسْتَرِدُوهُ، فَقَالَ مِثْلَهَا، فَقَالَ: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا، فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[৬৪২] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়ান্নাহ আনহু বলেন, যাবিয়াতে অবস্থানকালে তাকে বলা হলো—আপনার ভাইয়েরা আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বসরা থেকে আপনার নিকট এসেছে, যাতে আপনি তাদের জন্য দুআ করতে পারেন। তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মাগ ফিরলানা, ওয়ারহামনা, ওয়াআতিনা ফিদুনইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াফিনা আ’যাবান্নার।’

^{৬৪১}. মুসনাদে বায়বার: ৬৫৩০। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। এই হাদিস মারফু সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

^{৬৪২}. হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করবে দিন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।’

তারা আরো অধিক দুআর আবেদন করল, তখন তিনি বলেন, তোমাদের যদি তা দান করা হয়, তাহলে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করা হলো।^{৬৪৩}

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ سِنَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُصْنًا فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَأَنْتَفَضَ، قَالَ: «إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، يَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا.

[৬৪৩] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের ডাল ধরলেন এবং নাড়া দিলেন কিন্তু কোনো পাতা ঝরলো না। তিনি পুনরায় তা ধরে নাড়া দিলেন, তাও কোনো পাতা ঝরলো না। তিনি পুনরায় ডাল ধরে নাড়া দিলেন, এবার পাতা ঝরলো। তিনি বলেন,

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

উচ্চারণ: ‘সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু।’

অর্থ: ‘আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।’

বাক্য গুনাহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতাসমূহ ঝরিয়ে দেয়।^{৬৪৪}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةُ الَّتِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، أَوْ بَعْضَ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: «أَلَا أَدْلُكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تُهَلَّلِينَ اللَّهَ ثَلَاثِينَ عِنْدَ مَنَامِكِ، وَتُسَبِّحِينَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمِدِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

[৬৪৪] সালামা রাহিমাল্লাহু বলেন—আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, একজন মহিলা তার কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু

^{৬৪৩}. মুসনাদে আহমাদ: ১২৫৩৪। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৪৪}. মিশকাতুল মাসাবিহ: ২৩১৮। হাদিসের মান: হাসান।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে তার চেয়েও ভালো কিছুর ব্যাপারে জানিয়ে দিবো না? (শোনো) ঘুমানোর সময় তুমি তেক্রিশবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, তেক্রিশবার “সুবহান্ল্লাহ” এবং তেক্রিশবার “আলহামদু লিল্লাহ” বলবে—এতে একশ’বার হবে। এই তাসবিহ দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম।^{৬৪৫}

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَلَّ مِائَةً، وَسَبَعَ مِائَةً، وَكَبَرْ مِائَةً، خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَشْرِ رِقَابٍ يُعْتَقُّهَا، وَسَبْعِ بَدَنَاتٍ يَنْحَرُهَا».

[৬৪৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি একশ’বার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, একশ’বার “সুবহান্ল্লাহ” এবং একশ’বার “আল্লাহু আকবার” বলবে—তার জন্য তা দশটি গোলাম আযাদ করা এবং সাতটি উট নহর (কুরবানী) করার চেয়ে উত্তম।^{৬৪৬}

فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَئِي الدُّعَاءُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَئِي الدُّعَاءُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيَتِ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ».

[৬৪৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম দুআ কোনটি? তিনি বলেন—তুমি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও সুখ প্রার্থনা করো। সে পরদিন সকালে তার নিকট এসে আবার বললো, হে আল্লাহর নবি, সর্বোত্তম দুআ কোনটি? তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও সুখ প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা এবং সুখ দান করা হয়, তবে তুমি সফলকাম হলে।^{৬৪৭}

حَدَّثَنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِيتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الْكَلَامَ

^{৬৪৫}. মুসনাদে আহমাদ: ৬০৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে সাত... পুণ্য রাবি।

^{৬৪৬}. তালিক: আত তারগিব: ২/২৪৫। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে সালামা দুর্বল রাবি।

^{৬৪৭}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮৪৮; মুসনাদে আহমাদ: ১২২৯। হাদিসের মান: সহিহ।

إِلَى اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ.

[৬৪৭] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলার কাছে নিকট সর্বোত্তম কথা হচ্ছে:

سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ: ‘সুবহানাল্লাহী লা শারীকা লালু লালুল মুলকু ওয়ালালুল হামদু ওয়া ল্যাম
আলা কুলি শায়ইন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সুবহানাল্লাহী
ওয়া বিহামদিহি।’

অর্থ: ‘আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা ও
তাঁর এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মন্দকে প্রতিহত করা এবং কল্যাণ হাসিল
করার শক্তি আল্লাহ ব্যতীত কারো নাই। আল্লাহ মহাপবিত্র ও সকল প্রশংসা
তাঁরই।’^{৬৪৮}

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ جَبْرِ
بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ
عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّيُّ، وَلَهُ حَاجَةٌ، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: «يَا
عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِجُمْلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ»، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا
جُمِلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ؟ قَالَ: قُوْلِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ،
مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ
مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الثَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلْتَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ
قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

^{৬৪৮}. সহিহ মুসলিম: ২১৩৭; মুসনাদে আহমাদ: ২১৪২৯। হাদিসের মান: সহিহ।

[৬৪৮] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে উম্মু কুলসুম থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম। তিনি একটা প্রয়োজনে এসেছিলেন। কিন্তু আমি তাতে একটু দেরী করলাম। তিনি বলেন—হে আয়িশা, তুমি সংক্ষিপ্ত এবং বেশী অর্থব্যাপক দুআ করবে। সালাত শেষ করে আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহু, সংক্ষিপ্ত এবং বেশী অর্থব্যাপক দুআ কী? তিনি বললেন—তুমি বলো,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ
بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا
قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.
وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعَوَّذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহি, আ’জিলিহি ওয়া আ-জিলিহি, মা আ’লিমতু মিনহু ওয়া মা-লাম আ’লাম। ওয়া আউ’যু বিকা মিনাশ-শাররি কুল্লিহি আ’জিলিহি ওয়া আ-জিলিহি, মা আ’লিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ’লাম, ওয়া আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মা ক্ররবা ইলাইহা মিন কওলিন আও আ’মালিন, ওয়া আউ’যু বিকা মিনান্নারি ওয়া মা ক্ররবা ইলাইহা মিন কওলিন আও আ’মালিন। ওয়া আসআলুকা মিন্মা সাআলাকা বিহি মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আউ’যু বিকা মিন্মা তাআওওয়ায়া মিনহু মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া মা কদইতালী মিন কদায়িন ফাজআ’ল আ’ক্রিবাতালু রুশদান।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট বিলম্বে ও অবিলম্বে, আমার জানা-অজানা সব রকম কল্যাণ কামনা করছি। আমি আপনার নিকট বিলম্বে ও অবিলম্বে আমার জানা ও অজানা সব রকম ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার নিকট জান্নাত এবং যে কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়, তা কামনা করছি। আমি আপনার নিকট জাহানাম থেকে এবং যে কথা ও কাজ জাহানামের নিকটবর্তী করে দেয়, সেসব কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সেই বস্তু চাচ্ছি—যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট চেয়েছেন। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার আশ্রয় প্রার্থনা

করেছেন, আমিও সেসব জিনিস থেকে প্রার্থনা করছি। আমার ব্যাপারে আপনি যে ফয়সালা করেছেন, সেটাকে আমার হেদায়েতের পরিণাম বানান।’^{৬৪৯}

নবিজির উপর দুর্বল পাঠ করা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَاجٍ، أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ، فَلْيَقُولْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّهَا لَهُ رَكَاةٌ.

[৬৪৯] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে মুসলমানের সাদাকাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন তাঁর দুআতে বলে,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ছাল্লি আ’লা মুহাম্মাদিন আ’বদিকা ওয়ারাসুলিকা ওয়াছাল্লি আ’লাল মু’মিনিনা ওয়াল মু’মিনাতি ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি।’

অর্থ: ‘হে আমার আল্লাহ, আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপরে রহম করুন। এবং মুমিন-মুমিনাতকে এবং মুসলমান নারী-পুরুষের উপর রহম করুন।’

এটাই তার জন্য যাকাতস্বরূপ।^{৬৫০}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَلَيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا

^{৬৪৯}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮৪৬; মুসনাদে আহমাদ: ২৫০১৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৫০}. শুআবুল ফিমান: ১১৭৬। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে দাররাজ দুর্বল রাবি।

بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَرَحَّمْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَشَفَعْتُ لَهُ.

[৬৫০] আবু উরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি এই দুর্দণ্ড পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন
আমি তার পক্ষে সাক্ষী দিবো এবং তার জন্য সুপারিশ করবো। দুর্দণ্ডি হলো,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ،
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى
مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ছালি আ’লা মুহাম্মাদিন ওআ’লা আলি মুহাম্মাদিন, কামা
ছালাইতা আ’লা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ’লা মুহাম্মাদিন,
ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আ’লা ইবরাহীমা ওয়া আলি
ইবরাহীমা ওয়াতারাহহাম আ’লা মুহাম্মাদিন, ওয়া আ’লা আলি মুহাম্মাদিন, কামা
তারাহহামতা আ’লা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গের
প্রতিও অনুগ্রহ করুন, যেমন আপনি অনুগ্রহ করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস
সালামের উপর। এবং ইবরাহিমের পরিবার-পরিজনের উপর। আর আপনি মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারের উপর বারাকাহ দান করুন,
যেমন আপনি বারাকাহ দান করেছেন ইবরাহিম ও তাঁর পরিজনের উপর। আর
রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিজনদের উপর, যেমন আপনি
রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিমের উপর এবং তার পরিজনের উপর।’^{৬৫১}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّسًا، وَمَالِكَ بْنَ أَوْسٍ
بْنِ الْحَدَّانِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتَبَعَّهُ،
فَخَرَجَ عُمَرُ فَاتَّبَعَهُ بِفَخَارَةٍ أَوْ مِطْهَرَةٍ، فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِي مِسْرَبٍ، فَتَنَحَّى فَجَلَسَ
وَرَاءُهُ، حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ
وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِّي، إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

^{৬৫১}. হাদিসের মান: মারফু, দুর্বল। সাইদ ইবনু আবদুর রহমান দুর্বল রাবি।

[৬৫১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মালেক ইবনু আওস ইবনু হাদাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হলেন, কিন্তু তার সাথে যাওয়ার মতো কাউকে পেলেন না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাটির ঘড়া বা পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নালার মধ্যে সিজদারত অবস্থায় পেলেন। তিনি সরে গিয়ে তাঁর পিছনে বসলেন। শেষে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন, হে উমর, তুমি আমাকে সিজদারত দেখে ওপাশে সরে গিয়ে খুব উত্তম কাজ করেছো। কেননা জিবরান্ডেল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে বললেন—যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করে থাকেন এবং তার মান-মর্যাদা আরো দশগুণ বৃদ্ধি করে দেন।^{৬৫২}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانْ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرِيدٍ بْنِ أَبِي مَرِيمَ، سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَحَظَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيبَاتٍ».

[৬৫২] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি গুনাহ মুছে দেন।^{৬৫৩}

ঘার সামনে নবিজির নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দুরুদ পাঠ করল না

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ عِصَامِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَنْثَى عَلَيْهِ ابْنُ شَيْبَةَ حَيْرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَقَّ الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ: «آمِينَ»، ثُمَّ رَقَّ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «آمِينَ»، ثُمَّ رَقَّ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «آمِينَ»، فَقَالُوا: يَا

^{৬৫২}. মুসাম্মাফে ইবনু আবি শাইবা: ৩১১৩। হাদিসের মান: হাসান।

^{৬৫৩}. মুসনাদে আহমাদ: ১৩৭৫৪। হাদিসের মান: সহিহ।

رَسُولُ اللَّهِ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: «أَمِينٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: لَمَّا رَقِيتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى
جَاءَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَفِيقٌ عَبْدُ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ
وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمِينٌ. ثُمَّ قَالَ: شَفِيقٌ عَبْدُ أَدْرَكَ وَالِدِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ
يُدْخِلَةُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: أَمِينٌ. ثُمَّ قَالَ: شَفِيقٌ عَبْدُ ذُكْرَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصْلِلْ عَلَيْكَ،
فَقُلْتُ: أَمِينٌ.

[৬৫৩] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—একবার নবি
কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্তারে উঠলেন। তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠে
বলেন—আমিন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেন—আমিন। অনুরূপ তৃতীয় সিঁড়িতে
উঠেও বলেন—আমিন। সাহাবিগণ বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনাকে
তিনবার আমিন বলতে শুনলাম। তিনি বলেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে উঠলাম,
তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির জন্য, যে
রামাদান মাস পেল এবং তা তার থেকে চলে গেল, তবুও সে তার গুনাহ ক্ষমা
করাতে পারলো না। তখন আমি বললাম, আমিন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে
তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে নিজ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের
একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলো, অথচ তারা তার জানাতে প্রবেশের কারণ হলো না।
আমি বললাম, আমিন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠার পরে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য
সেই ব্যক্তি, যার নিকট আপনার নাম স্মরণ করা হলো, অথচ সে আপনার প্রতি
দুরুদ পাঠ করেনি। আমি বললাম, আমিন।^{৬৫৪}

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ
وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا).

[৬৫৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যদি কোনো ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ
করে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করে।^{৬৫৫}

^{৬৫৪}. তাবারানি: ৩১৫। হাদিসের মান: সহিহ লি গাইরিহি।

^{৬৫৫}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫৩০; সুনানুত তিরমিয়ি: ৪৮৫; মুসনাদে আহমাদ: ৮৮৫৪। হাদিসের
মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِّ حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرٍ يَرْوِيهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَّاجٍ، عَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيْقَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «أَمِينٌ، أَمِينٌ، أَمِينٌ»، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَضْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: رَغْمَ أَنْفُ عَبْدِ أَدْرَكَ أَبَوِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: أَمِينٌ. ثُمَّ قَالَ: رَغْمَ أَنْفُ عَبْدِ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمِينٌ. ثُمَّ قَالَ: رَغْمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: أَمِينٌ.

[৬৫৫] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্তারে উঠে বললেন—আমিন, আমিন, আমিন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি এমন করলেন যে? তিনি বলেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম বলেন, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে বা তাদের একজনকে জীবিত পেলো, অথচ তারা তার জান্মাতে প্রবেশের কারণ হলো না। তখন আমি বললাম, আমিন। অতঃপর তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে ব্যক্তি রামাদান মাস পেলো, অথচ তার গুনাহ ক্ষমা করা হলো না। আমি বললাম, আমিন। তিনি পুনরায় বলেন, ঐ ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আপনার বিষয় আলোচনা হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দুরুদ পড়লো না। আমি বললাম, আমিন।^{৬৫৬}

حَدَّثَنَا عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّاً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا أَبَا رِشْدِينَ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَيِّ ضِرَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا، فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ، فَخَرَجَ وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ وَاسْمُهَا بَرَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَمَا تَعَالَى النَّهَارُ، وَهِيَ فِي مَجْلِسِهَا، فَقَالَ: مَا زِلْتِ فِي مَجْلِسِكِ؟ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنْتُ بِكَلِمَاتِكِ وَرَزَنْتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضاَ نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ - أَوْ مَدَدَ - كَلِمَاتِهِ [ص: ২৬৬]

^{৬৫৬}. সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৫৪৫; মুসনাদে আহমাদ: ৮৫৫৭। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

[৬৫৬] জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস ইবনু আবি যিরার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—
নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন।
তার পূর্বনাম ছিল বাররা। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম
পরিবর্তন করে রাখেন জুয়াইরিয়া। তিনি তার নিকট থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর
তার নাম বাররা থাকা অবস্থায় তিনি ঘরে পুনরায় প্রবেশ করা পছন্দ করলেন না।
অতঃপর দিনের কিছু সময় শেষ হয়ে গেলে তিনি ফিরে এলেন, অথচ জুয়াইরিয়া
রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও সেই বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, তুমি কি সেই
অবস্থায় বসে আছো? তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার
করে বলেছি। যদি তোমার দুআর সাথে সেগুলো মাপা হয়, তবে আমার কথিত
বাক্যগুলিই অধিক ভারী হবে, (বাক্যটি হলো) “আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও
প্রশংসা করছি, তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান ও তাঁর নিজের সন্তুষ্টি ও তাঁর আরশের
ওজনের সমান এবং তাঁর কালেমাসমূহের সংখ্যার সমপরিমাণ।”^{৬৫৭}

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ، اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

[৬৫৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহু
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে
আশ্রয় কামনা করো। তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
করো। তোমরা মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা
করো। তোমরা জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা
করো।^{৬৫৮}

যে অত্যাচারীর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي سَمْعِي
وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَأْرِي».

^{৬৫৭}. সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮০৮; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৫৫৫। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৫৮}. সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৬০৪। হাদিসের মান: সহিহ।

[৬৫৮] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআতে বলতেন,

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي، وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي،
وَأَرِنِي مِنْهُ ثَارِي.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহম্মা আছলিহলী সাময়ী’ ও-বাসারী, ওয়াজআ’লহুমাল ওয়ারিসাইনি মিন্নী, ওয়ানসুরনী আ’লা মান যলামানী, ওয়া আরিনী মিনহ সা’রী।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ঠিক করে দিন এবং এ দু’টোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক রাখুন। যে ব্যক্তি আমার উপর জুলুম-অত্যাচার করেছে, তার বিরুদ্ধে আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আপনি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখান।’^{৬৫৯}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي،
وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَارِي».

[৬৫৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআতে বলতেন,

اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي، وَأَرِنِي
مِنْهُ ثَارِي.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহম্মা মাত্তি’নী বিসাময়ি’ ওয়া বাসারী, ওয়াজআ’লহুমাল ওয়ারিসা মিন্নী, ওনসুরনী আলা আ’দুওওয়ি, ওয়া আরিনী মিনহ সা’রী।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার কান এবং চোখ দ্বারা উপকৃত করান। এবং এ দু’টোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক রাখুন। যে ব্যক্তি আমার উপর জুলুম-অত্যাচার করেছে, তার বিরুদ্ধে আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আপনি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখান।’^{৬৬০}

^{৬৫৯}. মুসনাদে বায়বার: ৮০০৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৬০}. তাবারানি: ১৪১০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقَ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا نَغْدُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَحِيِّهُ الرَّجُلُ وَتَحِيِّهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَفُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ فَيَقُولُ: قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، فَقَدْ جَمَعْتَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

[৬৬০] সাদ ইবনু তারিক ইবনু আশয়াম আল আশয়াঙ্গি রাহিমাল্লাহু বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন—আমরা খুব ভোরে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতাম। কোনো পুরুষ বা নারীরা এসে বলতো—হে আল্লাহর রাসূল, যখন আমি সালাত আদায় করি তখন কী দুআ করবো? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তুমি এ দুআ বলবে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহল্লামাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্নী।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার উপর দয়া করুন। আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।’

এই দুআ তোমার দুনিয়া ও আধেরাতকে একত্র করে দিবো।^{৬৬১}

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةِ مُحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: مَا قَالْتِ: ظَالَ عُمْرُهَا؟، وَلَا تَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرْتَ.

[৬৬১] উম্মু কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন—সে (উম্মু কায়েস) যা বলেছে, সে কারণে সে দীর্ঘজীবি হোক। (রাবি বলেন) আমাদের জনামতে সে যতটুকু বয়স পেয়েছে, কোনো নারী ততটুকু বয়স পায়নি।^{৬৬২}

^{৬৬১}. সহিহ মুসলিম: ২৬২৭। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৬২}. মুসনাদে আহমাদ: ২৬৯১৯; সুনানে নাসাই: ১৮৮২। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে আবুল হাসান দুর্বল রাবি।

حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ سِتَّاًنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ يَوْمًا فَدَعَا لَنَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَ حُوَيْدِمُكَ أَلَا تَدْعُونَ لَهُ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ، أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَطْلِ حَيَاتَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ». فَدَعَا لِي بِثَلَاثٍ، فَدَفَنْتُ مِائَةً وَثَلَاثَةَ، وَإِنَّ ثَمَرَتِي لَشَطْعُمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَطَالَتْ حَيَاةِي حَتَّى اسْتَحْيِيَتْ مِنَ النَّاسِ، وَأَرْجُو الْمَغْفِرَةَ.

[৬৬২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আহলে বাইতের এখানে আসতেন। একদিন তিনি এসে আমাদের জন্য দুআ করলেন। উন্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনার ছেটু খাদেমের জন্য কি দুআ করবেন না? তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ، أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَطْلِ حَيَاتَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা আকছির মালাহ ওয়াওয়ালাদাহ ওয়াআতীল হায়াতাহ ওয়াগফিরলাহু’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি তার সম্পদ ও তার সন্তান বৃদ্ধি করে দিন, তাকে দীর্ঘায় দান করুন। এবং তাকে ক্ষমা করে দিন।’

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তিনটি দুআ করেছেন। ফলে ‘আমি একশ’ তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি। আমার বাগানে এক বছরে দুইবার ফল ধরে এবং আমার আয় এতো দীর্ঘ হয়েছে যে, অধিক বয়সের জন্য আমি মানুষের কাছে লজ্জাবোধ করি। আর এখন আমি (আল্লাহর কাছে) ক্ষমার আশা করছি।^{৬৩}

বান্দা তাড়াভড়া না করলে তখন তার দুআ কবুল করা হয়

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبْيَدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَاءِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجِبْ لِي.

^{৬৩}. মুজামু ইবনু আসাকির: ১৩০৭। হাদিসের মান: সহিহ।

[৬৬৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াভূড়া করে। সে বলে, আমি তো দুআ করলাম, কিন্তু আমার দুআ তো কবুল হলো না।^{৬৬৪}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِيمَانٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِيمٌ، أَوْ يَسْتَعْجِلَ فَيَقُولُ: دَعْوَتُ فَلَا أَرَى يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَدْعُ الدُّعَاءَ.

[৬৬৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের যে কারো দুআ কবুল হয়, যতক্ষণ না সে পাপাচারের বা আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কচ্ছেদ করার দুআ করে এবং তাড়াভূড়া না করে। ফলে সে বলে—আমি দুআ করলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমার দুআ কবুল হবে। তারপর সে দুআ করা ছেড়ে দেয়।^{৬৬৫}

অলসতা থেকে পানাহ চাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَتُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغْرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ».

[৬৬৫] আমর ইবনু শুআইব রাহিমাল্লাহু তাঁর পিতা কিংবা দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغْرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

^{৬৬৪}. সুনানু আবি দাউদ: ১৪৮৪; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮৫৩; মুসনাদে আহমাদ: ১০৩১২। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৬৫}. সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৩৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ইমি আউ’যু বিকা মিনাল কাসালি ওয়াল মাগরামি, ওয়া আউ’যু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালি, ওয়া আউ’যু বিকা মিন আ’যাবিন নারী।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অলসতা এবং খণ্ডের বোৰা থেকে আশ্রয় চাই। এবং আমি আপনার কাছে মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার নিকট জাহানামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।’^{৬৬৬}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

[৬৬৬] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট জীবিত এবং মৃত্যুকালের অনিষ্ট, কবরের আযাব ও মাসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে (মুক্তির) প্রার্থনা করতেন।^{৬৬৭}

যে আল্লাহর নিকট দুআ করে না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হোন

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيجِ صُبَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

[৬৬৭] আবু ছরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু কামনা করে না, মহান আল্লাহ তার উপর রাগ করেন।^{৬৬৮}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْخُوزِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ».

^{৬৬৬}. সুনানে নাসাই: ৫৪৯০; মুসনাদে আহমাদ: ৬৭৪৯। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৬৬৭}. সহিহ ইবনু হিবান: ১০১৮। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ।

^{৬৬৮}. সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৩৭৩। হাদিসের মান: হাসান।



[৬৬৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তাআলা তার উপর অসম্পত্তি হন।^{৬৬৯}

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّعِيزِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ.

[৬৬৯] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করবে, তখন দুআর ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করো। তোমাদের কেউ যেন এভাবে দুআ না করে, (হে আল্লাহ) যদি আপনি চান, তাহলে আমাকে দান করেন। কেননা আল্লাহর জন্য কিছুই আবশ্যকীয়তা নয়।^{৬৭০}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلَّ يَوْمٍ، وَمَسَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لَمْ يَضُرِّ شَيْءٌ.

[৬৭০] উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে তিনবার এবং বিকেলে তিনবার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে, কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। দুআটি হলো এই:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

উচ্চারণ: ‘বিসমিল্লাহিল্লায়ি লা-ইয়াদুররু মাআ’সমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিসসামায়ি ওয়াহুওয়াস সামীউ’ল আ’লীম।’

^{৬৬৯}. মুসনাদে আহমাদ: ৯৭০১। হাদিসের মান: হাসান।

^{৬৭০}. সহিত্ত বুখারি: ৬৩৩৮; সহিহ মুসলিম: ২৬৭৮; মুসনাদে আহমাদ: ১১৯৮০। হাদিসের মান: সহিহ।

অর্থ: ‘আল্লাহর নামে, যার নামের বরকতে আসমান-জগন্নামের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।’^{৬৭১}

আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায় দুআ করা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٌ تُرْدُ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حِينَ يَخْضُرُ النَّدَاءُ،
وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

[৬৭১] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আন্ন বলেন—দু'টি সময়ে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। সে সময় দুআকারীদের দুআ খুব কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। (১) আযানের সময় এবং (২) যখন (মুজাহিদগণ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কাতারবন্দী হয়।^{৬৭২}

নবিজির দুআসমূহ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَتُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ غِنَايَ وَغَنَّى مَوْلَايَ».

[৬৭২] আবু সিরমা রাদিয়াল্লাহু আন্ন থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ غِنَايَ وَغَنَّى مَوْلَايَ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ইনি আসআলুকা গিনায়া ওয়া গিনা মাওলায়া।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি এবং আমার মালিকের ঐশ্বর্য কামনা করি।’^{৬৭৩}

^{৬৭১}. সুনানু আবি দাউদ: ৫০৮৮; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৩৮৮; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮৬৯; মুসনাদে আহমাদ: ৪৪৬। হাদিসের মান: হাসান-সহিহ।

^{৬৭২}. মুআত্তা মালেক: ২২৪। হাদিসের মান: মাওকুফ, সহিহ। মারফু সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

^{৬৭৩}. মুসনাদে আহমাদ: ১৫৭৫৪। হাদিসের মান: দুর্বল। সনদে লুলুয়ু অজ্ঞাত রাবি।

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهْبَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى،
عَنْ مَوْلَى لَهُمْ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلُهُ.

[৬৭৩] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহিয়া রাহিমাহ্লাহ বলেন, আবু সিরমা রাদিয়াল্লাহু
আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى مَوْلَايَ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ইন্নি আসআলুকা গিনায়া ওয়া গিনা মাওলায়া।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি এবং আমার মালিকের
ঐশ্বর্য কামনা করি।’^{৬৭৪}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْيِسَ، عَنْ بَلَالِ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ شُتَّيْرِ بْنِ شَكْلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِمْتِي
دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِي،
وَشَرِّ مَنِيٍّ. قَالَ وَكِيعٌ: مَنِيٌّ يَعْنِي الزَّنَا وَالْفُجُورَ.

[৬৭৪] শাকল ইবনু হমাইদ রাহিমাহ্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন—আমি
বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি আমাকে এমন একটি দুआ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা
আমি উপকৃত হতে পারবো। তিনি বলেন, তুমি বলো,

اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَلِسَانِي، وَشَرِّ مَنِيٍّ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা আ’ফিনী মিন শাররি সাময়ী’, ওয়া বাছারী, ওয়া লিসানী, ওয়া
ক্লবী, ওয়া শাররি মিন্নী।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার মুখ, আমার
ক্লব এবং অসৎ কামনার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন।’

রাবি ওয়াকি রাহিমাহ্লাহ বলেন—‘অসৎ অনিষ্ট’ অর্থ হলো ব্যভিচার ও
পাপাচার।^{৬৭৫}

^{৬৭৪}. মুসনাদে আহমাদ: ১৫৭৫৬। হাদিসের মান: দুর্বল।

^{৬৭৫}. সুনানু আবি দাউদ: ১৩৮৭। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا قَيْصَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْنِي، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْنِي، وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي».

[৬৭৫] আবদুল্লাহ ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْنِي، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْنِي، وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহমা আ’যিন্য ওয়ালা তুয়ি’ন আলায়্যা, ওয়ানসুরনী ওয়ালা তানসুর আ’লায়্যা, ওয়াইয়াসসিরিল হৃদা লী।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, আমার উপর আমার (বিরোধীকে) সাহায্য করবেন না। (হে আল্লাহ) আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবেন না। (হে রব) আপনি আমার জন্য হেদায়াতের পথকে সহজ করে দিন।’^{৬৭৬}

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ
مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلِيقَ بْنَ قَيْسٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْنِي
عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْنِي، وَامْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْنِي عَلَيَّ، وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى، وَانصُرْنِي
عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. رَبِّ اجْعَلْنِي شَكَارًا لَكَ، ذَكَارًا لَكَ، رَاهِبًا لَكَ، مِظْواعًا لَكَ، مُخْبِرًا
لَكَ، أَوَّاهًا مُنِيبًا، تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي،
وَاهِدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي».

[৬৭৬] ইবনু আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দুআ করতেন,

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْنِي، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْنِي، وَامْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْنِي عَلَيَّ، وَيَسِّرْ
لِي الْهُدَى، وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. رَبِّ اجْعَلْنِي شَكَارًا لَكَ، ذَكَارًا لَكَ، رَاهِبًا لَكَ، مِظْواعًا لَكَ،
مُخْبِرًا لَكَ، أَوَّاهًا مُنِيبًا، تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي،
وَاهِدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي».

^{৬৭৬}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫১০। হাদিসের মান: সহিহ।

لَكَ، مِطْوَاعًا لَكَ، مُخْبِتًا لَكَ، أَوَّاهًا مُنِيبًا، تَقْبَلْ تَوبَتِي، وَأَغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَحْبِبْ
دَعْوَتِي، وَثَبَّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدَّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

উচ্চারণ: ‘রবিব আ’য়িন্নী ওয়ালা তুয়ি’ন আ’লায়্যা, ওয়ানসুরনী ওয়ালা তানসুর
আ’লায়্যা, ওয়ামকুরলী ওয়ালা তামকুর আ’লায়্যা, ওয়াইয়াস সিরলিয়াল হৃদা,
ওয়ানসুরনী আ’লা মান বাগা আ’লায়্যা। রবিজআ’লনী শাকারান লাকা, যাকারান
লাকা, রাহিবান লাকা, মিতওয়াআ’ন লাকা, মুখবিতান লাকা, আওওয়াহান
মূনীবান, তাকাববাল তাওবাতী, ওয়াগসিল হাওবাতী, ওয়া আজিব দা’ওয়াতী, ওয়া
সাবিত ছজ্জাতী, ওয়াহদি ক্লবী, ওয়া সাদ্দিদ লিসানী, ওয়াসলুল সাখিমাতা
ক্লবী।’

অর্থ: ‘হে আমার রব, আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার বিরুদ্ধে
(কাউকে) সাহায্য করবেন না। আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে
সাহায্য করবেন না। আমার জন্য কৌশল অবলম্বনের পথ বলে দিন এবং আমার
বিরুদ্ধে কাউকে কৌশল এঁটে দিবেন না। আমার জন্য হেদায়াতের পথ সহজ করুন
এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে
সাহায্য করুন।

হে আমার রব, আমাকে আপনার শোকর আদায়কারী এবং অনেক স্মরণকারী,
আপনাকে অধিক ভয়কারী, আপনার অধিক আনুগত্যকারী, আপনার নিকট
অনুন্য-বিনয়কারী ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দিন।

(হে আমার রব) আমার তাওবা কবুল করুন, আমার সমস্ত গুনাহ ধূয়ে-মুছে সাফ
করে দিন, আমার দুআকে কবুল করুন। আমার দলিল বা বক্তব্যকে পোক্ত রাখুন।
আমার অন্তরকে হেদায়াত দান করুন এবং আমার বক্ষ থেকে সমস্ত হিংসা মুক্ত
রাখুন।’^{৬৭৭}

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ
الْقُرَاطِيِّ، قَالَ مُعاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ، وَلَا
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْهُ الْجَدُّ. وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي
الَّذِينَ»، سَمِعْتُ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ التَّيِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ.

^{৬৭৭}. সুনানু আবি দাউদ: ১০১৫; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৫৫১; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৩৮৩০।
হাদিসের মান: সহিহ।

[৬৭৭] মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল কুরায়ি রাহিমাহ্লাহ বলেন, মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিস্তারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْ مِنْهُ الْجَدُّ. وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ.

উচ্চারণ: ‘ইমান লা মানীউ’ লিমা আ’তায়তা ওয়ালা মু’তীয়া লিমা মানাআ’লাহ, ওয়ালা ইয়ানফাউ’ যালযাদী মিনহল যাদু। ওয়ামান ইউরীদিল্লাহ বিহী খায়রান ইউফাককাহলু ফিদবীন।’

অর্থ: ‘প্রভু হে, আপনি যাকে দান করেন, তা প্রতিরোধ করার কেউ নাই। আর আল্লাহ যার প্রতিবন্ধক হন, তাকে কেউ দান করতে পারে না। কারো বংশমর্যাদা বা সম্পদশালীর সম্পদ তার কাছে কোনো উপকারে আসে না। আর আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তাকে দ্বিনের জ্ঞান দান করেন।’

অতঃপর তিনি বলেন, আমি এই কথাগুলি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিস্তারের উপর বলতে শুনেছি।^{৬৭৮}

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ نَحْوَهُ.

[৬৭৮] মুহাম্মাদ ইবনু কাব রাহিমাহ্লাহ বলেন—আমি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমনটাই বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ نَحْوَهُ.

[৬৭৯] ইবনু আজলান রাহিমাহ্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু কাব থেকে বর্ণনা করেন বলেন—আমি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমনটাই বলতে শুনেছি।^{৬৭৯}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوْثَقَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ
ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

^{৬৭৮}. মুসনাদে আহমাদ: ১৬৮৪৯। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৭৯}. মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯২৯। হাদিসের মান: সহিহ।

[৬৮০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—শক্তিশালী ও কার্যকর দুআ এভাবে বলবে,

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহত্মা আনতা রববী, ওয়া আনা আ’বদুকা, যলামতু নাফসী,
ওয়া’তারাফতু বিযানবী, লা ইয়াগফিরয যুনুবা ইল্লা আনতা, রবিবগফিরলী।’

অর্থ: ‘হে আমার আল্লাহ, আপনি আমার রব, আর আমি আপনার বান্দা। আমি
আমার উপর যুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করছি—সুতরাং আপনি
আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার কেউ
নেই।’^{৬৮০}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ،
عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي
دُنْيَايَيِ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ»، أَوْ كَمَا قَالَ.

[৬৮১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এভাবে দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَيِ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي،
وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহত্মাছলিহ লী দ্বিনিয়াল্লাফি ল-ওয়া ইচমাতু আমরী, ওয়া আছলিহলী
দুনইয়াইয়াল্লাতি ফিহা মাআ’শী, ওয়াজ আ’লিল মাওতা রহমাতানলি মিন কুল্লি
সুয়িন।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার দ্বিনের ব্যাপারে আমাকে সংশোধন করুন, যা
আমার সকল কাজের রক্ষাকৰ্ত্তা। এবং আপনি আমার ইহকালকেও ঠিক করে দিন,
যেখানে রয়েছে আমার জীবন-জীবিকা। এবং প্রতিটি অনিষ্ট থেকে (বাঁচানোর জন্য)
আপনি আমার মৃত্যুকে আমার জন্য রহমতের উৎস বানিয়ে দিন।’^{৬৮১}

^{৬৮০}. মুসনাদে আহমাদ: ১০৬৮১। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৮১}. সহিহ মুসলিম: ২৭২০। হাদিসের মান: সহিহ।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْدٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَائِةِ الْأَعْدَاءِ.

[৬৮২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন দুর্যোগ, পাপের স্পর্শ, মন্দ তাকদির এবং দুশমনের দুশমনি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।^{৬৮২}

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْخَمْسِ: مِنَ الْكَسْلِ، وَالْبُخْلِ، وَسُوءِ الْكِبِيرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

[৬৮৩] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি জিনিস তথা: অলস, কৃপণতা, চরম বার্ধক্য, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।^{৬৮৩}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَالْجُنُبِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

[৬৮৪] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআতে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَالْجُنُبِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ইনি আউ’যুবিকা মিনাল আ’জিয ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল হারামি, ওয়া আউ’যু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া আউ’যু বিকা মিন আযাবিল কুবরি।’

^{৬৮২}. সহিল বুখারি: ৬৩৪৭; সহিল মুসলিম: ২৭০৭। হাদিসের মান: সহিল।

^{৬৮৩}. মুসনাদে আহমাদ: ১৪৫। হাদিসের মান: সহিল। সনদে ক্রগ্টি আছে।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অপারগতা, অলসতা, ভীরতা এবং বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চাই। এবং আমি আরো আশ্রয় চাই—জীবন্দশা ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। আমি আপনার কাছে কবরের আয়াব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।’^{৬৮৪}

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

[৬৮৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ: ‘আল্লাহন্মা ইনি আউ’যু বিকা মিনাল হাস্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আ’জযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া দলায়িদ দাইনি, ওয়া গলাবাতির রিজালি।’

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা, অস্ত্রিতা, অপারগতা, অলসতা, ভীরতা, কৃপণতা, খণের বোৰা ও মানুষের দাপটতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।’^{৬৮৫}

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

^{৬৮৪}. সুনানু আবি দাউদ: ১৫৪০; সুনানে নাসাই: ৫৪৪৮; মুসনাদে আহমাদ: ১২১১৩। হাদিসের মান: সহিহ।

^{৬৮৫}. মুসনাদে আহমাদ: ১২২২৫; সুনানুত তিরমিয়ি: ৩৪৮৪। হাদিসের মান: সহিহ।